মহাভাগবত পুরাণ।

মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

হুগলী জেলার অন্তঃপাতি আঁটপুর নিবাসী দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

আনরবাটীনিবাসী।

শ্রীরামতারক রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

অযুক্তং যদিহ প্রোক্তং প্রমাদেন ভ্রমেণ বা।
বাচা ময়া দয়াবন্তঃ সন্তঃ সংশোধয়ন্তু তৎ ॥

কলিকাতা।

বিডিন্ ষ্ট্রীট ৬৬ নং ভবনে।

বিডিন্ যন্ত্রে

শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮০

বিজ্ঞাপন।

বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমুদায় বিদ্যালয়ে বঙ্গীয় ভাষার প্রচলন হওয়ায় অধিকাংশ লোকেই বঙ্গভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াছেন; তদ্দর্শনে অনেক মহোদয়গণ সাধারণের হিতার্থ অনেকানেক পুরাণ এবং মহাভারতাদি ঐ ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাতে ধর্ম্মশিক্ষার ও নীতিজ্ঞতার কত দূর উপকার হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গেরা সর্ব্বদাই অবগত হইতেছেন। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত মহাভাগবত নামক পুরাণের বঙ্গানুবাদ কেহই করেন নাই; তাহার কারণ, এই পুরাণটি একালপর্য্যন্ত প্রায় রত্নের মত পরম গুহ্যভাবে কোন কোন স্থানে আছে। ইহার আদর্শ-পুস্তক সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এই নিমিত্ত অনেক পণ্ডিতবর্গেও ইহার সমীচীন বৃত্তান্তের পারদর্শী হন নাই। এই পুরাণে ভগবতীর মাহাত্ম্য অশেষপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য অপূর্ব্ব আখ্যান অনেক আছে, সেই ভাবার্থ অবগত হইলে হৃদয়াকাশে পরিপূর্ণ আনন্দচন্দ্রের উদয়, ঈশ্বর ভক্তি এবং নীতিজ্ঞান প্রভৃতি কমনীয় গুণগণের উদ্দীপন হয়। এই পুরাণে ভগবতীর মাহাত্ম্য বর্ণনার চমৎকার কৌশল এই যে, একের মাহাত্ম্য শ্রবণে পঞ্চ প্রকার উপাসকেই নিজ নিজ ইষ্টদেবে সবিশেষ ভক্তিমান হন। যে প্রকার মধুলিপ্সু ভৃঙ্গদল এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে আগমন করিয়া যথেষ্ট [illegible]

স্বাভিষ্ট লাভ করে, ঈশ্বরের তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরাও সেই মত বিবিধ প্রকার শাস্ত্র দর্শনে কৌতুহলাক্রান্ত হন। এই নিমিত্ত আমি বহুতর আয়াসে এই মহাপুরাণের বঙ্গানুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ইহার দর্শনে মহোদয়গণ আনন্দ লাভ করিলে শ্রম সাফল্য বিবেচনায় কৃতার্থ হইব।

শ্রীশ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ
অনুবাদক।

শ্রীরামতারক রায়
প্রকাশক।

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে রীতিমত রেজিষ্টরি করিয়া প্রচার করিতেছি।

শ্রীরাম তারক রায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা

পদসার।

পুণ্যশীলা দেশহিতৈষিণী সনাতনধর্ম্মপালিকা

শ্রীশ্রীমতী স্বর্ণময়ী মহারাণী

মহাশয়া সর্ব্বক্ষেমালয়েষু।

জননি! এই মহাভাগবতপুরাণরূপ রত্ন এ পর্য্যন্ত অতি গুহ্যভাবে নিহিত ছিল। আমি বহু আয়াস সহকারে ইহাকে উদ্ধার করত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিলাম। আপনি হিন্দুধর্ম্মনিরতা ও পুরাণানুরক্তা, এবং মহারাজ্ঞী। এই রত্ন আপনা ভিন্ন অন্য কাহারও উপযুক্ত নহে, এইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া নমস্কার করত বহু সমাদরের সহিত আপনাকেই উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম। কৃপাবিতরণপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অধীনের মনোরথ চরিতার্থ করিলে শ্রম সফল বিবেচনায় কৃতার্থ হই ইতি।

বিনয়াবনত শ্রীরামতারক রায়।

মহাভাগবত পুরাণ।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ এবং নরোত্তম নর [১] ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় কীর্ত্তন করিবে।

যাঁহার আরাধনা করিয়া বিধাতা এই স্থূল সূক্ষ্ম জগতের সৃষ্টি, হরি পালন এবং শিবরূপী দেব সংহার করেন; যিনি যোগিগণের ধ্যেয় বস্তু; মুনিগণ যাঁহাকে মূল প্রকৃতি [২] বলেন, এবং যাঁহার স্তব করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া নিজ নিজ কৃতার্থতাও সম্পাদন করেন; সেই বিশ্বজননীর চরণে শত শত প্রণাম।

যিনি স্বর্গ এবং মোক্ষরূপ অতুল্যফলদাত্রী, যিনি নিজ ইচ্ছায় এই জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বয়ং জন্মলাভ করত শম্ভুকে পতিত্বরূপে বরণ করিয়াছেন, কঠোর তপস্যা দ্বারা শম্ভু যাঁহাকে পত্নী লাভ করিয়া চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, হে শ্রোতৃবর্গ! সেই দেবী তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

১। "নারায়ণ," অর্থাৎ, অবিদ্যার সংশ্রবশূন্য ব্রহ্ম; "নরোত্তম," অর্থাৎ, জড়াদি হইতে উৎকৃষ্টতর "নর" অর্থাৎ জীবাত্মা; "সরস্বতী," ঐ উভয়ের জ্ঞাপিকা বাণী "জয়," অর্থাৎ, যদ্দ্বারা সংসার জয় করা যায়, সেই গ্রন্থ। ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ।

২ অর্থাৎ, সকলের আদি কারণ।

সূত ঋষির নৈমিষারণ্যে গমন।

পরম-ধার্ম্মিক, বেদার্থবেত্তার অগ্রগণ্য সূত গোস্বামী যদৃচ্ছাক্রমে একদা নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে শৌনকাদি ঋষি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্ সূত! আপনি বেদব্যাসের প্রিয় শিষ্য, এবং সর্ব্ব বেদের যথার্থ তত্বজ্ঞ; অতএব সম্প্রতি এরূপ কোন পুরাণ কীর্ত্তন করুন, যাহাতে স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয়ই লাভ হয়; এবং যাহাতে বিশ্বজননী দুর্গা দেবীর মাহাত্ম্য, উত্তমরূপে প্রকাশমান আছে, যাহা শ্রবণ করিলে জ্ঞানহীন ব্যক্তিরও দুর্গা দেবীতে দৃঢ়তর ভক্তি উত্তেজিতা হয়।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা পবিত্রময় ব্রহ্মবংশে জন্মলাভ করিয়া অনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে তপস্যার পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব আপনাদিগের পবিত্রময় হৃদয় হইতে এই প্রশ্নসার আবিষ্কৃত হইল। এই প্রশ্নসুধা শ্রবণপুটে পান করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। অতএব অবশ্যই আপনাদিগের আজ্ঞা সম্পাদনে সমর্থ হইব। পূর্ব্বকালে যোগীশ্বর মহাদেব নারদকে যে মহাভাগবত-নামক পরম গুহ্য পুরাণ কহিয়াছিলেন, বেদব্যাস তপোবলে সেই পুরাণ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ভক্তিযুক্ত জৈমিনি ঋষির নিকট আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি সেই পুরাণরত্ন আপনাদিগের নিকট আবিষ্কার করিব; কিন্তু জানিবেন ইহা পরম যত্নেই শ্রোতব্য। এই পুরাণ পাঠে, কি শ্রবণে যে পুণ্যপুঞ্জ জন্মে, মহেশ্বর শত বর্ষেও তাহার সঙ্খ্যা করিতে সমর্থ হন না, আমি কি প্রকারেই বা তাহার পুণ্যসীমা কহিতে পারিব।

সূতের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া মহর্ষিগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সকলে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ সূত! যে প্রকারে এই মহা পুরাণ ধরাতলে প্রকাশ পাইল, তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

সূত গোস্বামী তখন কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহর্ষিগণ! শ্রবণ করুন। যিনি বেদ সকলের অদ্বিতীয় তত্ত্বজ্ঞ; যিনি অশেষ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পারদর্শী, অথচ সদ্বক্তা; যিনি সকল কলাভিজ্ঞ; মহাবুদ্ধিমান্; এবং তত্ত্বজ্ঞানী; সেই ধর্ম্মবিৎ ভগবান্ বেদব্যাস একদা চিন্তা করিলেন, আমি সপ্তদশ মহা পুরাণ প্রস্তুত করিয়া আনন্দিত হইয়াছি; কিন্তু ইহাকে পূর্ণা-নন্দের উদয় বলা যায় না; (কারণ) তাহা হইলে হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত; আর কোন বিষয়ে স্পৃহা থাকিত না। অত-এব ভগবতীর পরম তত্ত্বমাহাত্ম্য যাহাতে বিস্তীর্ণ আছে, পিতার নিকট শুনিয়াছি যার পর পরম মহা পুরাণ আর নাই, আমি কি প্রকারেই বা সেই পুরাণরত্ন সংগ্রহ করিব? মহাযোগী মহেশ্বরও অনায়াসে যাহার পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না, সেই পরমেশ্বরীর পরম তত্ত্ব আমার হৃদয়ে যে উদয় হইবে, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব!

(ঋষি) এইরূপ চিন্তা করত নিতান্ত ক্ষুব্ধচেতা হইলেন; আবার বিবেচনা করিলেন, তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই; সর্ব্বশাস্ত্রেই ইহার প্রমাণ করিয়াছে।

এইপ্রকার অবধারণ করত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া, সেই মহানুভব বেদব্যাস হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া দুর্গা-ভক্তি-পরায়ণ হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

বেদব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

পরাশরসন্তান ব্যাসদেব বহুকাল কঠোর তপস্যা করিলে, ভক্তবৎসলা সর্ব্বাণী সন্তুষ্টা হইয়া অদৃশ্যরূপে আকাশপথে থাকিয়া বলিলেন, হে মহর্ষে! যে স্থানে বেদচতুষ্টয় আছেন, তুমি সেই ব্রহ্মলোকে গমন কর, আমার নির্ব্বিকার পরম তত্ত্ব জানিতে পারিবে। শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক স্তবপাঠে আমি দৃষ্টি-গোচরা হইয়া তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব।

বেদব্যাস এইপ্রকার আকাশবাণী শুনিয়া সত্বরেই ব্রহ্ম-লোকেগমন করিলেন। তথায় বিরাজমান বেদচতুষ্টয়ের অগ্রে বিনয়ান্বিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রুতিগণ! ব্রহ্ম তত্ত্ব কি, তাহা প্রকাশ করিয়া এই শরণাগত শিষ্যের সংশয় ছেদ করত কৃতার্থ করুন।

মহর্ষির ঐপ্রকার বিনয় বাক্যে বেদচতুষ্টয় দয়ার্দ্র-হৃদয় হইয়া প্রত্যেকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বেদের ব্রহ্মতত্ত্বকথন।

ঋগ্বেদ উবাচ।

যদন্তঃস্থানি ভূতানি যতঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
যদাহুস্তৎ পরংতত্ত্বং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

ঋগ্বেদ বলিতেছেন। স্থূল সূক্ষ্ম এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ যাঁহাতে সূক্ষ্ম রূপে বিলীন থাকে, আরবার ক্ষণকাল মা-ত্রেই যাঁহার ইচ্ছানুসারে সচরাচর জগৎ হইয়া প্রকাশ-মান হয়, যিনি স্বয়ং ভগবতী শব্দে কীর্ত্তিতা হন, সেই পরম তত্ত্ব।

যজুরুবাচ।

যা যজ্ঞৈরখিলৈরীশো যোগেনচ সমীড্যতে।
যতঃ প্রমাণং হি বয়ং সৈকা ভগবতী স্বয়ং॥

যজুর্ব্বেদ বলিতেছেন। নিখিল যজ্ঞ এবং যোগ দ্বারা যিনি স্তূয়মান হন, এবং যাঁহাতে আমরা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রমান স্বরূপ হইয়াছি, সেই অদ্বিতীযা স্বয়ং ভগবতীই পরং ব্রহ্ম তত্ত্ব।

সামবেদ উবাচ।

যযেদং ভ্রাম্যতে বিশ্বং যোগিভি র্যা বিচিন্ত্যতে।
যদ্ভাসা ভাসতে বিশ্বং সৈকা দুর্গা জগন্ময়ী॥

সামবেদ বলিতেছেন। যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সংসার ভ্রমবিলষিত হইতেছে, যোগিগণের যোগচিন্তায় যিনি চিন্তনীয়া হন, যাঁহার তেজঃপ্রভাতেই সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই জগন্ময়ী দুর্গাই পরং তত্ত্ব।

অথর্ব্ব উবাচ।

যাং প্রপশ্যন্তি দেবেশীং ভক্ত্যানুগ্রাহিনো জনাঃ।
তামাহুঃ পরমং ব্রহ্ম দুর্গাং ভগবতী মুনে।॥

অথর্ব্ব-বেদ কহিতেছেন। ভক্তি দ্বারা যাঁহার অনুগ্রহাশ্রিত লোকেরাই যাঁহাকে বিশ্বেশ্বরী স্বরূপে দেখিতে পায়, যাঁহাকে ভগবতী দুর্গা-শব্দে বলে, সেই পরং ব্রহ্ম তত্ত্ব।

সূত কহিতেছেন, শ্রুতিগণের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ব্যাস ভগবতী দুর্গাকেই পরম ব্রহ্মরূপে নিশ্চয়

করিলেন। শ্রুতিগণ পুনর্ব্বার মহর্ষিকে বলিলেন, হে তপো-ধন! আমরা যেপ্রকার বলিলাম, তোমাকে অবিলম্বেই সেই-প্রকার রূপ দর্শন করাইতেছি। এই কথা বলিয়া দেবগণ সকলেই একবাক্য হইয়া সেই চিদানন্দরূপা সর্ব্বদেবময়ী পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মময়ী দুর্গার স্তব।

হে বিশ্বময়ি দুর্গে! অনিত্য সংসারমধ্যে আপনিই পরমা প্রকৃতি; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি আপনার শক্তি দ্বারা এই অসীম জগতের সৃষ্ট্যাদিকার্য্য সাধন করিতেছেন। মা! আপনি সকলের বিধাতা হইয়াও নির্বিধাতা; আপনার চরণ সেবা করিয়া হরি দুর্জ্জয় দানবদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করেন; এবং মহাদেব কালকূট হলাহল পান করিয়া আপনার কৃপাবলে জীবিত আছেন আপনি জগতের অতীত এবং বাক্য মনের অগোচর; আর, পরম পবিত্র; আমাদিগের কি সাধ্য আপনার মহিমা কীর্ত্তন করি! পরম পুরুষ দেহাভিমানী ও অহংভাবাপন্ন হইলে আপনার মায়ায় বশীভূত হন। হে দেবি অম্বিকে! আপনাকে আমরা প্রণাম করি। জগতে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি যত রূপ ও বস্তু আছে, সে সকল আপনার মূর্ত্তি; কিন্তু আপনি সে সকলেরই অতীতা, সমাধি-ভাবাপন্ন মনোমাত্রের গোচর পরং ব্রহ্মরূপিণী। হে জননি! যখন আপনার সৃষ্টির ইচ্ছা হয়, তখন শক্তি দ্বারামূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন; যেরূপ জল হইতে করকার উৎপত্তি হয়, সেই রূপ আপনার শক্তি হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উদয় হয়;

অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি আপনার মায়াশক্তিকেই ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করেন। দেহের মধ্যে যে ষট্‌চক্র আছে, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি যে পরম দেবতাগণ বিরাজমান আছেন, তাঁহারাও আপনার শক্তিলাভ ব্যতীত, শবের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। হে বিশ্বময়ি! দেবতার একান্ত-বন্দিত যে আপনার পদদ্বয়, তাহার শক্তিতেই নিখিল জগতের সমুদয় কার্য্য সাধিত হয়; অতএব, হে শক্তিরূপিণি দুর্গে দেবি! আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা বিতরণ করুন।

ব্রহ্মময়ীর নানাপ্রকার রূপধারণ।

ইত্যাদিপ্রকারে দেবগণ বহুবিধ স্তব করিলে পর, জগতের আদিভূতা সেই ব্রহ্মসনাতনী প্রসন্না হইয়া বেদানুগৃহীত বেদব্যাসকে আপনার কতকগুলি রূপ দর্শন করাইলেন।

যে দেবী জ্যোতিঃ স্বরূপে সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করেন, তিনিই বেদব্যাসের সংশয়চ্ছেদ করিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকৃতি ধারণ করিতে লাগিলেন;—প্রথমতঃ দিব্য অস্ত্র দ্বারা বিভূষিত-সহস্র-বাহুযুক্ত; আভা সহস্র সূর্য্যের; কোটি চন্দ্রের সমান শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী; কখন সিংহ বাহনে,কখন শবাসনে; চতুর্ব্বাহু যুক্তা; নবীন মেঘ মালার ন্যায় নীলকান্তি। কখন দ্বিভুজা; কখন দশভুজা; কখন অষ্টাদশভুজা; কখন শতভুজা কখন অনন্তবাহুযুক্তা দিব্যরূপধারিণী। কখন বিষ্ণুরূপা, বামভাগে কমলা। কখন কৃষ্ণরূপা, বামে গোপাঙ্গনা। কখন ব্রহ্মরূপা, বামাংশে সাবিত্রী। কখন শিবরূপা, সঙ্গে শিবানী।

এই প্রকারে সেই সর্ব্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী অনেকপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া বেদব্যাসের সন্দেহ দূর করিলেন।

বেদব্যাসের পুরাণ দর্শন।

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই পরাশরসন্তান বেদব্যাস জগদম্বার বিবিধ-বেশ-বিভূষিত, পরম সুন্দর রূপনিকর দর্শন করিয়া, ভগবতী দুর্গাকেই পরমব্রহ্মস্বরূপে নিশ্চয় করিলেন; এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করিয়া, মহর্ষি জীবন্মুক্তও হইলেন। অনন্তর সেই অন্তর্যামিনী জগদম্বা, বেদব্যাসের অভিলাষপূরণের জন্য, একটি নির্ম্মল কমলোপরি মনোহর-কেলিযুক্ত রূপধারণ করিলে, বেদব্যাস সেই কমলের সহস্র দলে পরমাক্ষর-যুক্ত, মহাভাগবতনামক পুরাণ দর্শন করিলেন!

বেদব্যাস এইরূপে কৃতকৃত্য হইয়া, পরমদেবীকে নানাবিধ স্তব, এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, পরমাহ্লাদে স্বাশ্রমে আগমন করিলেন।

অনন্তর তিনি ক্রমে ক্রমে জৈমিনি প্রভৃতি তত্ত্ববুভুৎসু শিষ্যগণের নিকট সেই পরমাক্ষর-যুক্ত, মহা পুরাণ, পদ্মদলের মধ্যে যদ্রূপ দেখিয়াছিলেন, তদনুরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। পরমকারুণিক বেদব্যাস দয়া করিয়া আমাকেও কহিয়াছিলেন; আমি শ্রবণ করিয়াছি, ও তাঁহার কৃপাবলে সমগ্রই স্মৃতিপথে রাখিয়াছি। অদ্যাবধি আপনাদিগের নিকট সেই পুরাণ সংকীর্ত্তন করিব; সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয়, এই মহাভাগবতের ষোড়শাংশের তুল্যও

নহে। মহাপাতকী পর্য্যন্ত লোক সকলের পরিত্রাণের নিমিত্ত এই মহাপুরাণ ক্ষিতিতলে প্রকাশ হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদব্যাসের নিকট জৈমিনি ঋষির পুরাণ

শুনিবার অভিলাষ।

সূত গোস্বামী বলিতেছেন, হে মহর্ষি সকল! শ্রবণ করুন। ব্যাসমুখে নানাবিধ পুরাণ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বদাই সানন্দ-হৃদয় জৈমিনি মুনি একদা ব্যাসদেবকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর! আপনি সকল বেদবেত্তার শ্রেষ্ঠ; আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সদ্বক্তা ভুবনে আর নাই; আপনার মুখচন্দ্র হইতে পুণ্যতমা কথা সকল শ্রবণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি; সংপ্রতি এক বিষয়ে নিতান্ত স্পৃহা হইয়াছে। যিনি জগতের আদিভূতা সনাতনী; যিনি দুর্গপীড়ানাশিনী দুর্গা; যিনি ত্রৈলোক্য-জননী; যিনি চিদানন্দময়ী, নিত্যা; যাঁহার পাদপদ্ম হৃদয়পদ্মে নিরন্তর ধ্যান করিয়া মহাদেব শবরূপেও ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্য হইয়াছেন; সেই দেবীর অতুল মাহাত্ম্য পূর্ব্বে সংক্ষেপে কহিয়াছেন; অতএব, হে মহাভাগ! আপনার এই দীন সন্তানের প্রতি দয়া করিয়া উহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। বহু শত জন্মের পর দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তির সে মাহাত্ম্য শ্রবণ না হয়, সে ব্যক্তির জীবনই বিফল।

এই বাক্য শুনিয়া সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব, সেই মুনি-শার্দ্দূল জৈমিনিকে প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহামতে জৈমিনে! সাধু, সাধু। তুমি ভক্তিমান; তুমি জ্ঞানবান্। বৎস! তুমি সম্প্রতি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ; যাহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যকে পুনর্ব্বার আর গর্ব্ভ-যন্ত্রণা অনুভব করিতে হয় না। ধর্ম্ম-বর্জিত, কিম্বা মহাপাতকী যাহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্ম হত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়, তাহাতে তোমার শ্রবণেচ্ছা হইয়াছে; সুতরাং তুমি ভাগ্যবান্। অধিক কি কহিব, যে পর্য্যন্ত জীবের দুর্গা-চরিত্র কর্ণগোচর না হয়, ব্রহ্মহত্যাদি পাপ সকল, এবং অতিসুদারুণ ঘোরতর যমের ভয়, সেই পর্য্যন্ত অবস্থান করে। শত-পাপকারী মানবও যদি ইহা শ্রবণ করে, তবে তাহাকে দেখিলে ধর্ম্মরাজ দণ্ড ত্যাগ করিয়া তাহার চরণে পতিত হন। যাহা পঞ্চানন পঞ্চ বক্ত্র দ্বারা বলিতে পারেন না, দুর্গা দেবীর সেই অতুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ হইবে? বারাণসী ক্ষেত্রে ম্রিয়-মান ব্যক্তিদিগের নিকট শম্ভু স্বীয় ইচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া, সেই সর্ব্বদেবময়ী দুর্গাদেবীর যে মন্ত্রে যিনি গুরূপ-দিষ্ট হইয়াছেন, সেই মন্ত্রই তাঁহার কর্ণে প্রদান করিয়া নির্ব্বাণ দান করেন। হে বিপ্রর্ষে! নির্ব্বাণপদদায়ক যত মন্ত্র আছে, মোক্ষদায়িনী একা দুর্গাই সেই সকল মন্ত্রের বীজ-স্বরূপ; এই নিমিত্ত বেদ সকল সেই দুর্গাকেই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলেন। শশক, মশক প্রভৃতি যে সকল অন্যান্য জীবগণ ভূমিতলে আছে, তন্মধ্যে কেহ যদ্যপি পূর্ব্ব-

কর্ম্মসূত্রে বারাণসী ক্ষেত্রে মুমূর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে শম্ভু স্বয়ং আসিয়া "দুর্গা" এই তারক ব্রহ্মমন্ত্র তাহার কর্ণে প্রদান করেন। হে মুনিসত্তম! সেই দুর্গা দেবীর অতুল মাহাত্ম্য তোমাকে সবিস্তারে বলিব; কিন্তু, হে বৎস! এই শিব-নারদ-সংবাদ মহাপাপনাশক পুরাণ অতি সাবধানে শ্রবণ কর।

দেবতাদি সকলের মন্দর পর্ব্বতে গমন।

পূর্ব্বকালে একদা মন্দর পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে যাবতীয় দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্ব্বের সমাগম হয়। সেই গিরিবর সাল, তাল, তমাল, হিন্তাল, পিয়াল প্রভৃতি বিবিধ বিটপীতে সমাকীর্ণ; এবং সুরম্য প্রফুল্ল পুষ্পের শোভাতে সাতিশয় শোভমান; সৌরভে দিক সকল আমোদিত করিয়াছে। সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় আয়ত, রত্নজালে দেদীপ্যমান, তাহার একটি শৃঙ্গে মনোহর আসনোপরি উপবিষ্ট মহাদেবকে হৃষ্টচিত্ত দেখিয়া, মহর্ষি নারদ বিনয়ান্বিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন; হে জগদ্বন্দ্য ভক্তবৎসল দেবেশ! আপনি জ্ঞানীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ; বিশুদ্ধ-জ্ঞানময়। হে পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্ব বস্তুর তত্ত্ববেত্তা; অপর দেবতা বা ঋষি কেহই ভবাদৃশ সারবেত্তা নহেন; আপনি সবিশেষ তত্ত্ব জানিয়া ত্রিজগৎ-পাবনী গঙ্গাকে আদরের সহিত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন; এবং শশাঙ্ককে সুরম্য দেখিয়া শিরোভূষণ করিয়াছেন। অতএব, হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনাকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করি; যদি দয়ালেশ প্রকাশপূর্ব্বক তাহার তত্ত্ব কীর্ত্তন

করিয়া আমার চিরপিপাসিত চিত্তচাতকের তৃষ্ণা দূর করেন।

মহাদেব নারদের বিনয় বাক্য শুনিয়া সহাস অবলোকন করিলে, আশুতোষের কৃপা কটাক্ষ (হইল,) বিবেচনা করিয়া, নারদ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর! আপনারা ত্রিলোকেরই উপাস্য; তবে আবার তপস্যার দ্বারা কাহার উপাসনা করেন? জগৎপতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও আপনাকে ভক্তি দ্বারা ভজনা করিয়াই সকলে পরম পদ প্রাপ্ত হন; তবে আপনারা যে, কাহার উপাসনা করেন, একথা আর কোন ব্যক্তিই বলিতে সমর্থ হন না। অতএব, হে কৃপাময়! এই বিষয়টি কীর্ত্তন করিয়া আমার শ্রবণাভিলাষী চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

নারদের এই বাক্য শুনিয়া মহাদেব রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া নারদকে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা সাতিশয় সারতত্ত্ব; অতএব তোমার নিকট কি প্রকারে প্রকাশ করিব? তুমি কি তাহা ধারণের যোগ্য পাত্র হইবে?

দেবদেব এইপ্রকার কহিলে, নারদ বিষাদকুণ্ঠিত হইয়া সেই স্থানে উপবিষ্ট ত্রিজগতের নাথ প্রভু নারায়ণকে বলিতে লাগিলেন; হে প্রণতবৎসল! ভগবান মহেশ্বর আমাকে ঘৃণা করিলেন; অতএব, হে দয়াময়! আপনি কৃপা করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, বৎস! তাহা শ্রবণ করিয়া তোমার কি হইবে? আমরা তোমাদের দেবতা; আমাদের উপা-

সনা করিয়া তোমরা পরম পদ লাভ কর; আমাদের উপাস্য কে, তাহা জানিবার প্রয়োজন কি?

মুনিসত্তম নারদ নারায়ণেরও এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শিববিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।

নারদ কর্ত্তৃক শিববিষ্ণুর স্তব।

হে দেবদেব বিশ্বেশ্বর! হে বাসুদেব গদাধর! হে, উজ্বল-কান্তি-বিশিষ্ট, সর্পাভরণধারিন, দীন জনের শরণ্য গঙ্গাধর! (আপনারা) আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে পীতাম্বরধারিন্ বংশীধর! হে চক্রপাণে! আপনি শ্রেষ্ঠতম। হে প্রভো গরুড়াসন কংসধ্বংসকারিন! আমার প্রতি কৃপা বিতরণপূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদ হউন। হে দিগম্বর, ত্রিপুরারে, অন্ধকাসুর-ভস্মাসুর-ঘাতিন্! আপনাকে আমি প্রণাম করি! হে পঞ্চবক্ত্র বৃষভবাহন! করুণাকটাক্ষ পূর্ব্বক আমার প্রতি সদয় হউন।

বেদব্যাস বলিতেছেন;—নারদকে এইপ্রকার স্তব করিতে দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব! ব্রহ্মার পুত্র এই নারদ অতি বিনয়ী, এবং জ্ঞানবান; অথচ ভক্তজনের অগ্রগণ্য; অতএব এ ব্যক্তি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য পাত্র; বিশেষতঃ আপনি ভক্তবৎসল আশুতোষ।

এই বাক্য শুনিয়া কৃপানিধি মহেশ্বর ঈষৎ হাস্য করিয়া সম্মতিসূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। মহামতি নারদ দেবদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার বিনীতভাবে

বলিলেন, হে প্রণতবৎসল! আপনাকে এবং বিষ্ণু, আর জগৎপতি ব্রহ্মাকে, আরাধনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতা সকল ইন্দ্রত্ব প্রভৃতি পরম পদ লাভ করিয়াছেন; কিন্তু আপনারা কাহার উপাসনা করিয়া এই শিবত্ববিষ্ণুত্বাদি মহৈশ্বর্য্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন। হে আশুতোষ দয়াময়! যদি এ দাসের প্রতি অনুগ্রহাঙ্কুর হইয়া থাকে, তবে আমার চিরাভিলাষ পরিপূর্ণ করুন।

নারদের এইপ্রকার বাক্যে সানুকূল হইয়া যোগিগণের পরাৎপর গুরু মহাদেব নয়ন নিমীলন করিয়া কিয়ৎকাল পরম প্রকৃতি সেই দুর্গাদেবীর পাদপদ্ম চিন্তা করিলেন। অনন্তর একান্ত শুশ্রূষমান মহর্ষি নারদের নিকট পরম ব্রহ্মের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহাদেবের মুখে পুরাণ-আরম্ভ।

বেদব্যাস বলিতেছেন;—ধ্যানাবসানে গদ্গদচেতা সেই মহেশ্বর বলিলেন, বৎস নারদ! তবে সাবধানে শ্রবণ কর। যিনি যাবতীয় জগতের প্রসবকর্ত্রী, এবং সংসারের সারভূতা, সনাতনী, অতিশয় সূক্ষ্মা, মুল প্রকৃতি; তিনিই সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম; আমাদের উপাস্য; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং আমি, যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্ব্বাহ করিতেছি। এই প্রকারে সেই মুল প্রকৃতি পরমে-

শ্বরী কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়, ইচ্ছা মাত্রেই ক্ষণে ক্ষণে সম্পন্ন করিতেছেন। সেই মহাদেবী, অরূপা হইয়াও, নিজ লীলাক্রমে বিবিধরূপ দেহ ধারণ করেন। এই চরাচর বিশ্বসংসার তিনিই প্রসব করেন; এবং পালন করেন। তাঁহার মায়াতেই সকলে সংসারসমুদ্রে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। অন্তকাল উপস্থিত হইলে আবার তিনিই সকলের বিনাশ করেন। সেই দেবী স্বকীয় লীলার দ্বারা পূর্ব্বকালে দক্ষ প্রজাপতির এবং হিমালয়ের কন্যা হইয়া জন্মলাভ করেন। অংশ দ্বারা তিনিই লক্ষ্মী এবং সরস্বতীরূপে বিষ্ণুর, আর সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মার, বনিতা হইয়াছেন।

যোগীশ্বরের মুখচন্দ্র হইতে বিনিঃসৃত এই সকল কথামৃত শ্রবণপুটে পান করিয়া নারদ একবারে আনন্দে পুলকিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে, যেরূপে সেই দেবী দক্ষ প্রজাপতির কন্যা হইয়াছিলেন, এবং আপনি সেই ব্রহ্ম সনাতনীকে যেরূপে পত্নী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে তিনি যেরূপে হিম গিরির তনয়া হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করেন; আপনি তাঁহাকে যেরূপে বনিতারূপে প্রাপ্ত হন; এবং তিনি যেরূপে কার্ত্তিকেয় ও গণপতিনামক পুত্রদ্বয় প্রসব করেন; এই সমস্ত কথা বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন। হে দয়াময়! এই সকল কথা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছে।

তখন মহাদেব বলিলেন, বৎস! এই সকলের আদি কথা

অতীব গুহ্য ; এবং ঐ কথার ভাবার্থ অতীব সূক্ষ্ম ; অতএব একাগ্র মনে শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ এই জগৎ সংসার কিছুই ছিল না। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি তারাগণ, কি দিবারাত্রি, কি পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিগ্বিভাগ, কি শব্দ, কি স্পর্শ, কি আর কোন তেজ, কিছুই ছিল না ; কেবল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্রই ছিলেন। জন্ম জন্ম যাঁহার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে যিনি সাক্ষাৎ কৃত হইয়া একক ব্রহ্মমাত্রই প্রতিপন্ন হন; যিনি অখণ্ড জ্ঞানময়ী ; যিনি নিত্যানন্দরূপিণী ; যিনি বাক্য মনের অগোচর পদার্থ ; যিনি অংশ-রহিত ; যিনি যোগিগণের দুর্জ্ঞেয় ; যিনি সর্ব্বব্যাপিনী ; যে বস্তুতে কোন উপদ্রব নাই ; সেই সূক্ষ্মা প্রকৃতিই একা ছিলেন। অনন্তর সেই নিত্যা প্রকৃতির যখন সৃষ্টিশক্তির উদয় হইল, তখন সেই আকারশূন্যা প্রকৃতি স্বেচ্ছাক্রমে হঠাৎ একটি রূপ ধারণ করিলেন। হে বৎস! সে রূপের কথা কি কহিব ? স্মরণ মাত্রেই বোধ হয় কৃতার্থ হইলাম! এমনি মনোহর শ্যামবর্ণা, অঞ্জন পর্ব্বত কতই বা কৃষ্ণবর্ণ ; নবীন জলধরগণ তাহার সুস্নিগ্ধ প্রকৃতির প্রতিকৃতি হইতে পারে না। সেই রূপসাগরে অবগাহন করিতে অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অভিলাষ করে। প্রফুল্লপদ্মবদনা; চতুর্ব্বাহুযুক্তা; রক্তিমনয়না। কেশজাল আলুলায়িত। পরিপূর্ণযৌবনা। সেই ঘোর সুদীর্ঘ মূর্ত্তি গিরিশৃঙ্গপ্রায় উত্তুঙ্গ পীনস্তনে বিভূষিতা ; সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্টা।

সেই পরমসূক্ষ্মা প্রকৃতি প্রথমতঃ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই সত্ত্ব, রজঃ স্তমঃ এই গুণত্রয় দ্বারা তৎক্ষণ

মাত্রেই একটী পুরুষকে সৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এ পুরুষ চৈতন্যবিহীন; কেবল সত্ব-রজ-স্তমোমাত্র। তখন নিজ শক্তির সহিত সৃষ্টীচ্ছা সেই পুরুষে প্রদান করিলে, সেই আদি পুরুষ লব্ধশক্তি হইয়া সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণ দ্বারা একাই তিন পুরুষ হইলেনঃ—রজোগুণে ব্রহ্মা, সত্বগুণে বিষ্ণু, আর তমোগুণে শিবনামক হইলেন। তাহাতেও জগন্নির্ম্মানের সুকৌশল না দেখিয়া, সেই পরমপ্রকৃতি ঐ ব্রহ্মাদি পুরুষত্রয়কে, জীবাত্মা এবং পরমাত্মারূপে, দুইপ্রকার করিলেন; এবং সেই দেবীও স্বয়ং মায়া, পরমা, এবং বিদ্যা, এই তিনপ্রকার হইলেন। তন্মধ্যে মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসকলকে মোহিত করিয়া সংসারে প্রবর্ত্তন করা; আর, পরমাশক্তির কার্য্য, সেই সংসার নির্ব্বাহ করা। বিদ্যা শক্তি অতি নির্ম্মলা; তাঁহার কার্য্য, তত্বজ্ঞান দ্বারা সেই সংসারের নিবৃত্তি করা। মায়ায় এবং পরমা শক্তিতে আবৃত হইলেই জীবগণ অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইয়া সংসারসাগরের ঘোরতর তরঙ্গে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়; আর, বিদ্যা শক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিলেই ঐ সাগর পার হইবার বিশুদ্ধ পদবীতে পদার্পণ করে। ঐ প্রকৃতিরূপা জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মাদি পুরুষত্রয়ের অগ্রে আবির্ভূতা হইয়া, ঐ তিন জনকে পৃথক্ পৃথক্ শক্তিযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে পুরুষগণ! আমি জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় তোমাদের তিন জনের সৃষ্টি করিয়াছি; তোমরা আমার অভিলষিত কার্য্য সকল সম্পাদম কর। এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ পরে সেই অপূর্ব্বরূপা দেবী বলিতে

লাগিলেন, বৎস ব্রহ্মন! তুমি সংযত হইয়া অসংখ্য চরাচর ও বিবিধপ্রকার স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি কর; পুত্রক বিষ্ণো! তোমার বাহুবীর্য্য আছে; তুমি এই জগতের উপদ্রব নিবারণ করিয়া পালন কর। মহাদেব! তুমি তমো গুণ প্রকাশ করিয়া পরিশেষে এই সকল সংসার ধ্বংস করিবে। আমার সৃষ্টি-আদি কার্য্যে তোমরা তিন জন এই প্রকারে সাহার্য্য কর। পরে সাবিত্রী প্রভৃতি পাঁচ বরাঙ্গনা হইয়া তোমাদের বনিতাভাবে বিহার করিব। ব্রহ্মা সম্প্রতি মানসিক সৃষ্টি করুন; তাহা না হইলে, সৃষ্টির বিস্তীর্ণ ভাব হইবে না।

এই কথা বলিয়া পরম প্রকৃতি ক্ষণমাত্রেই অন্তর্হিতা হইলেন।

পরে ঐ প্রকৃতির আজ্ঞানুসারে বিধাতা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রথমে জল সৃষ্টি করিলে, মহামতি শম্ভু সেই জলে যোগাসন করিলেন; এবং পরম প্রকৃতিকে পত্নীভাবে লাভ করিবার জন্য সংযতচেতা হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা মহাদেবের মনোবৃত্তি অবগত হইয়া বিষ্ণুও প্রকৃতির প্রাপ্তিকামনায় তপস্যা করিতে লাগিলেন। দুই জনের তপস্যা দেখিয়া ব্রহ্মাও সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া তপস্যায় রত হইলেন।

এইপ্রকারে তিন জনই বহুকাল তপস্যা করেন। একদা তপস্যা পরীক্ষা করিবার জন্য পরম প্রকৃতি ভয়ানক একটি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রথমতঃ ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সেই ভীষণমূর্ত্তিদর্শনে ভীত হইয়া ব্রহ্মা বিমুখ হইয়া বসি-

লেন; কিন্তু পূর্ণা প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে সে পার্শ্বেও এক মুখ উৎপন্ন হইল; অতিশয় ভয়ে পুনর্ব্বার বিমুখ হইলে, সে দিকেও আর একটি মুখ উৎপন্ন হইল। এই প্রকারে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হইলেন; এবং বারম্বার ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার তপোভঙ্গ করিয়া পূর্ণা প্রকৃতি বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে, বিষ্ণু সেই ভয়ঙ্করীকে দর্শন করিয়া বার বার বিমুখ হওয়াতে সহস্রানন হইলেন; এবং ভয়ে সর্ব্বদিকেই শত শত ভয়ানক রূপ দর্শন করিয়া নিমীলিত-নয়ন হইয়া জলমধ্যে মগ্ন হইলেন।

ঐরূপে দুই জনের তপোভঙ্গ করিয়া, সেই ভীষণ-রূপিণী মহেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিলেন; কিন্তু ভয়ানক রূপ দর্শনে তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইল না; প্রত্যুত জ্ঞানদৃষ্টিতে বিলক্ষণ জানিতে পারিলেন যে, ইনিই আমাদের প্রসবকারিণী মূল প্রকৃতি; আমাদিগকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন। এই বিবেচনায় অধিকতর ধ্যানাবলম্বী হইলেন। তদ্দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়া পরম প্রকৃতি সংকল্প করিলেন যে, দুর্গা এবং গঙ্গা, এই দুই রূপ ধারণ করিয়া পূর্ণা রূপেই মহাদেবের পত্নী হইব; আর, অংশ দ্বারা সাবিত্রী হইয়া ব্রহ্মার, এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী হইয়া বিষ্ণুর পত্নী হইব। এই বিবেচনা করিয়া প্রকৃতি অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা পূর্ব্বের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া পৃথিবী প্রভৃতি মহাভূতগণ; এবং মানসসন্তান দশ জন সৃষ্টি করি-

লেন। সেই সন্তানগণের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ ও নারদ। ইহাঁরা সকলেই প্রায় পিতা ব্রহ্মার তুল্য পরাক্রমশালী। এই পরম সাধু সন্তানগণ সৃষ্টি করিয়া আবার দক্ষ প্রভৃতি রাজ-লক্ষণাক্রান্ত কতকগুলি মানস পুত্র, এবং সন্ধ্যানাম্নী একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন; আর, কামদেব নামা এক মনোভব পুত্র উৎপাদন করিয়া উহাঁকে স্বর্গ, মর্ত্ত ও রসাতল-বাসী যাবদীয় স্ত্রী পুরুষের বিমোহন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সেই মনোভব পুত্র ত্রিলোক জয় করিবার সাহায্য প্রার্থনা করিলে, বিধাতা পুষ্পময় পাঁচটী বাণ, আর একখানি অপূর্ব্ব ধনু নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা আপনার বামাংশ হইতে একটী স্ত্রী উৎপাদন করিলেন; তাঁহার নাম শতরূপা; এবং দক্ষিণাংশ হইতে এক মহাবাহু পুরুষ সৃষ্টি করিলেন, ঐ পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু; উনি ঐ শতরূপাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া তিন কন্যা ও দুই পুত্র উৎপাদন করিলেন; জ্যেষ্ঠা কন্যার নাম আকূতি, মধ্যমার নাম দেবহূতি, আর, কনিষ্ঠার নাম প্রসূতি। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত;ও কনিষ্ঠের নাম উত্তানপাদ। (মনু) রুচি নামক ঋষিকে ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা আকূতি, কর্দ্দম ঋষিকে মধ্যমা কন্যা (দেবহূতি,) এবং দক্ষ প্রজাপতিকে কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতি প্রদান করিলেন। মহর্ষি কর্দ্দম দেবহূতিতে অনেক সন্তান, এবং অরুন্ধতী প্রভৃতি কতকগুলি কন্যা উৎপাদন করিলেন; যে অরুন্ধতী নিতান্ত পতিপ্রাণা সতী, ও বশিষ্ঠদেবের প্রিয়তমা পত্নী। দক্ষ প্রজাপতি

প্রসূতিতে চতুর্দ্দশ কন্যা উৎপাদন করিলেন, তাঁহাদি-গের নাম দিতি, অদিতি, দনু, কষ্ঠা, চারিষ্ঠা, সুরসা, তিমি, মুনি, ক্রোধবশা, তাম্রা, বিনতা, কদ্রু, স্বাহা ও ভানু-মতী। ইহার মধ্যে স্বাহা অগ্নির পত্নী। দক্ষ অপর ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপ ঋষিকে প্রদান করিলেন। মহর্ষি কশ্যপ সেই ত্রয়োদশ পত্নীতে বিবিধ প্রকার প্রজা, সুরাসুর, নাগ, পতঙ্গ প্রভৃতি উৎপাদন করিলেন; কশ্যপের সন্তানেই প্রায় ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময়েই পূর্ণা প্রকৃতি আপন অংশ দ্বারা সাবিত্রী হইয়া ব্রহ্মাকে, আর লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া বিষ্ণুকে, প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহা-দেব পূর্ণা প্রকৃতিকে পত্নীভাবে অপ্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার দৃঢ় যোগাসন করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিলে পর মূল প্রকৃতি প্রসন্না হইয়া ত্র্যম্বকের নয়নপথে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে শম্ভো! তোমার কি অভিলাষ তাহা প্রকাশ কর। তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই ক্ষণে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। তখন মহাদেব বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! আপনি পূর্ব্বেই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, পঞ্চ কামিনী হইয়া আমাদিগকে পতিত্বে বরণ করিবেন। সেই আজ্ঞানুসারে স্বকীয় অংশ দ্বারা সাবিত্রী, এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী, হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে নিজ লীলায় কোন স্থানে আবির্ভূতা হইয়া পূর্ণা প্রকৃতি রূপেই আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

মহাদেবের বরপ্রাপ্তি।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! শ্রবণ কর। মহাদেব এই প্রার্থনা করিলে, প্রকৃতি কহিলেন, বৎস! আমি তোমাদিগকে উৎপাদন কবিয়াছি, এবং পরীক্ষা দ্বারা তোমার বিশেষরূপ ধ্যান শক্তি দেখিয়া স্বয়ং পূর্ণাই তোমার পত্নী হইব স্বীকার করিয়াছি। আমাকে পূর্ণা রূপে প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত তপোবল তোমার উপার্জ্জিত হইয়াছে। অতএব অল্পকাল মধ্যেই আমি দক্ষ প্রজাপতির কন্যা হইয়া তোমাতে বিহার করিব। কিন্তু যৎকালে আমাদিগের প্রতি দক্ষ প্রজাপতির অনাদর ঘটিবে, তৎকালে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে অবস্থান করিব। হে মহেশ্বর! সেই সময় তোমার সহিত আমার বিচ্ছেদ হইবে। কিছুকাল পরে হিমালয়ের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার অর্দ্ধাঙ্গী হইয়া চির-সহবাস করিব। আমাদের পরস্পর এরূপ প্রীতি হইবে যে, ক্ষণকালমাত্রও তোমা ব্যতিরেকে আমার কোন স্থানে অবস্থান হইবে না; তুমিও মদ্বিরহিত হইয়া কোন স্থানে সুস্থির থাকিবে না।

মহাদেবকে এই বর প্রদান করিয়া পরমেশ্বরী অন্তর্হিতা হইলে, মহেশ্বর যথেষ্ট-ইষ্টলাভে সন্তুষ্ট হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

দক্ষের প্রতি ব্রহ্মার তপস্যার আদেশ।

বেদব্যাস বলিতেছেন, কিছুকাল পরে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদিও পরমেশ্বরী মহাদেবকে বরদান করিয়াছেন যে, "দক্ষভবনে জন্মলাভ করিয়া তোমার পত্নী হইব," তথাপি দক্ষ প্রজাপতির তদুপযুক্ত তপস্যা না হইলে সে বিষয় নিতান্ত অসম্ভব। অতএব ইহাঁকে তপস্যায় প্রবৃত্ত করিতে হইবে। কিন্তু বরদান বৃত্তান্তও ইহাঁকে প্রকাশ করা হইবে না। তাহা হইলে প্রার্থিতব্য বিষয়ের অবশ্যম্ভাবিতা বোধে দক্ষের দৃঢ় ভক্তিভাবে তপস্যা ঘটিবে না।

মনে মনে এই স্থির করিয়া বিধাতা নিজ পুত্র দক্ষ প্রজাপতিকে আনাইয়া প্রিয় সম্ভাষে হৃষ্টচিত্ত করত কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমায় একটি হিতকর বাক্য বলিব, শ্রবণ কর। এই কথা শুনিয়া দক্ষ বিনযাবনত ও মনোযোগী হইলে, ধাতা, বলিলেন, পুত্রক! আমি যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছি, পরম প্রকৃতি মহাতপাঃ মহেশ্বরকে এই বর প্রদান করিয়াছেন যে, অপূর্ব্ব কন্যারূপে জন্ম লাভ করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। অতএব তুমি একাগ্র ভক্তি দ্বারা কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান কর; তাহা হইলে তুমিই তাঁহাকে কন্যারূপে লাভ করিতে পারিবে; ইহা নিতান্তই আমার মনোগত হইতেছে। বৎস! যাঁহার

ভবনে সেই মূল প্রকৃতি জন্মলাভ করিবেন, ভুবনের মধ্যে সেই ব্যক্তিই মহাভাগ্যবান্; তাঁহার জন্ম ও জীবন সফল ও ধন্য; ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

দক্ষ রাজার তপস্যা।

ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া দক্ষ বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে এ বিষয়ে অবশ্যই যত্নবান হইব। এই কথা বলিয়া পিতার চরণোপান্তে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সত্বর স্বগৃহে আগমন করত মন্ত্রিগণকে রাজ্য ভার অর্পণ, এবং পরিবারদিগকে প্রবোধ প্রদান, করিয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গমন করত তথায় একটী নির্জ্জন স্থানে শুদ্ধাসন সংস্থাপনপূর্ব্বক সংযতচেতা হইয়া, জগদম্বিকার আরাধনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিন সহস্র বৎসর তপস্যা করিলে, মূল প্রকৃতি প্রসন্না হইয়া একটী অপূর্ব্বরূপা স্ত্রীমূর্ত্তিতে দক্ষের প্রত্যক্ষ হইলেন। অদৃষ্টপূর্ব্বা সেই মূর্ত্তিতে আজানুলম্বিত বাহু-চতুষ্টয়; হস্তদ্বয়ে খড়্গাম্বুজ; অপর দ্বিভুজে বরাভয় বিরাজমান; বর্ণ নিবিড় অঞ্জনের অধিক; নীলকান্তমণি অপেক্ষা নির্ম্মল; জ্যোতির্ম্ময় নয়নযুগল, নীলকমলের ন্যায়, শ্রুতিমূল পর্য্যন্ত বিভূষিত করিতেছে; মৃদুহাস্যে সুচারু দশনপঙ্ক্তি অর্দ্ধ প্রকাশমান; দিগম্বরী; নিতম্বদেশে ত্রিগুণীকৃত কর-কাঞ্চী; গলদেশে নরশিরোহার; কেশজাল আলুলায়িত; মণি-মালাতে ততোধিক শোভমানা; মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের সম প্রভাবতী।

(দেবী) এইরূপে দক্ষের অগ্রে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি কি প্রার্থনা কর? শীঘ্রই তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব।

দক্ষের বরপ্রাপ্তি।

দক্ষ কহিলেন, মাতঃ! দীন দাসের প্রতি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন, তবে আমার কন্যা হইবেন, এই বর দান করুন। জননি! আপনি মহাদেবের নিকট স্বীকার করিয়াছেন, অবশ্যই কোন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিবেন; অতএব সেই জন্মস্থান এই দীনভবনেই পরিগ্রহ করিয়া আমার জীবন সার্থক করুন। আপনার পরম পবিত্র জন্ম দ্বারা আমার কুল পবিত্রময় হউক; এবং আমার পিতৃলোক সকল ধন্যবাদ প্রাপ্ত হউন।

দক্ষের এইপ্রকার প্রার্থনায় মূল প্রকৃতি কহিলেন, "তথাস্তু,,; আমি পূর্ণা রূপেই তোমার কন্যা হইব; কিন্তু যখন তপঃসঞ্চিত পুণ্য ক্ষয় হইয়া, আমাতে এবং মহাদেবে তোমার আদরের হ্রাস হইবে, তখন সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিব।

জগদম্বিকা এই সমস্ত কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলে, দক্ষ প্রজাপতিও ঈপ্সিতার্থলাভে পুলকিতাঙ্গ হইয়া তপঃস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রথমতঃ পিতা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পর, বিধাতা অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদের সহিত "সাধু পুত্র!,, বলিয়া মস্তকে করপ্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া

বলিলেন, বৎস! তুমি স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াছ; এবং আমাকেও কৃতার্থ করিয়াছ; এক্ষণে নিজ আলয়ে গমন কর।

পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষ প্রজাপতি দ্রুতপদে নিজ আলয়ে গমন করিয়া অমাত্যবন্ধুবর্গের আনন্দোৎপাদন, এবং স্নান ভোজন সমাপন, করত নির্জ্জনে আসনে উপবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নী প্রসূতীকে বলিলেন, প্রিয়তমে! তুমি শুদ্ধাচারিণী এবং নিতান্তপতিপ্রাণা; অদ্যাবধি সংযত-চিত্ত হইয়া ব্রত ধারণ কর; এবং যাহাতে পতির মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়, সর্ব্বদা তাহাই অভিলাষ করিবে।

এই কথা শুনিয়া দক্ষপ্রনয়িণী প্রসূতি কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, জীবিতনাথ! আপনা হইতে অধিক পূজ্য, ত্রিলোকের মধ্যে আমার আর কেহ নাই। স্ত্রীজাতির পতিই দেবতা এবং গুরু; পতির সমান সুখমোক্ষদাতা চরাচরে আর দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আপনি আমাকে যেপ্রকার আজ্ঞা করিবেন, আমি কণ্ঠাগতপ্রাণ পর্য্যন্ত তাহা সম্পন্ন করিতে যত্নবতী হইব।

প্রজাপতি প্রিয়তমার এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, পতিব্রতে! যেরূপ আমার মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইলে, আমি কৃতার্থ হইব, সেইরূপ তুমিও নিজ পিতৃকুল পবিত্র করত পবিত্রাত্মা হইয়া উৎকৃষ্ট রমণীগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবে, এবং তোমার নাম নির্ম্মলা কীর্ত্তির সহিত ত্রিলোক মধ্যে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

এই কথা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে ব্রতধারণ করিলে, কিয়ৎকাল পরে প্রসূতির গর্ব্ভসঞ্চার হইল। এক দিবস

অন্তঃপুরপ্রবেশসময়ে দূর হইতে নিজ কান্তার লাবণ্য দর্শন করিয়া, দক্ষ প্রজাপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ;— অহো ; একি অপরূপ ! ব্রতোপবাসে প্রেয়সীকে নিতান্ত কৃশাঙ্গী এবং মলিনা দেখিতাম, কিন্তু এক্ষণে (ইহাঁকে) নিষ্কলঙ্ক শশাঙ্কখণ্ডের ন্যায় বোধ হইতেছে ইহার কারণ কি? আমার কি মতিভ্রংস হইল ; না নয়নেরই কোন দোষ উৎপন্ন হইল ? না, না ; আর সকলকে পূর্ব্বগত দেখিতেছি; কেবল প্রণয়িনীকেই অপূর্ব্বরূপা দেখিলাম। বিবেচনা হয়, গর্ব্বসঞ্চার হইয়া থাকিবে। জগদম্বিকার আবির্ভাব ব্যতিরেকে এই ত্রিলোকবিজয়ি সৌন্দর্য্য কিপ্রকারেই বা ঘটিতে পারে ? দেখি দেখি, জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব।

এই চিন্তা করিতে করিতে রাজা আপনার শয়নভবনাভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমশঃ শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইলে পর পরিচারিকাগণ রাজদর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ও ব্যগ্র হইয়া, কেহ সিংহাসন, কেহ পাদপীঠ, কেহ পুষ্পকন্দুক, কেহ তাম্বূলকরঙ্ক অগ্রসর করিয়া দিল। ইত্যবসরেই কোন দাসী বাহিরে আগমন করত সঙ্কেতঘণ্টা সঞ্চালন করিলে, সেই ঘণ্টারবশ্রবণমাত্রেই ব্যজনাকর্ষক ব্যজনরজ্জু গ্রহণ করিল। রাজ্ঞী সত্বরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া স্মিতাবলোকনপূর্ব্বক অর্দ্ধ বদন আচ্ছাদন করত রাজপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা প্রেয়সীর মুখাবলোকনে অনির্ব্বচনীয় সন্তোষ লাভ করত প্রেমভরে পুলকিতকলেবর হইয়া, পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! আমি রাজ-

কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, প্রায় পক্ষ অতীত হইল, অন্তঃপুরে আগমন করিতে পারি নাই। যাহা হউক, তুমি তো ভাল আছ?

রাজ্ঞী কহিলেন, প্রাণনাথ! আপনার কুশলে প্রাণমাত্র সুস্থ ছিল; কিন্তু অদর্শনজন্য যে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা অন্তরাত্মা ভিন্ন আর কে জানিবে? হে জীবিতেশ্বর! আপনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনার অসীম সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব রক্ষণ, এবং যাবতীয় রত্নাকর হইতে মহামূল্য রত্ন সকলের আকুঞ্চন, ও মহানুভব ব্যক্তিদিগের অভিবাদন, এই সকল নানা প্রকার সুখানুভব করিয়া অনায়াসেই অধিনীকে বিস্মৃত হইতে পারেন; কিন্তু আমার সমগ্র সুখাধার আপনি।

সহধর্ম্মিণী এই কথা বলিলে, তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া রাজা পুনর্ব্বার প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন, মহিষি! আর আমাকে লজ্জা দিও না। রাজধর্ম্ম অতীব গহন; তাহা মনোযোগী হইয়া রক্ষা না করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়; সুতরাং অপরিহার্য্য বিষয়ের অপ্রতিবিধান নিতান্ত দোষাবহ। কিন্তু, প্রাণেশ্বরি! আমি স্থানান্তরে থাকিলেও, আমার মন প্রাণ সর্ব্বদাই তোমার অনুগত হইয়া থাকে। হে পতিব্রতে! আমার অভিলষিতসিদ্ধি ১ কি জানিতে পারিয়াছ? প্রকাশ করিয়া চির-পিপাসিত মনকে পরিতৃপ্ত কর।

রাজ্ঞী এই কথা শুনিয়া ঈসৎহাস্যপূর্ব্বক অধোমুখী হই-

১। অর্থাৎ, গর্ভলক্ষণ।

লেন ; রাজা তাহাতেই সম্ভাব্যমান বিষয়ের স্থির নিশ্চয় করিলে পরস্পরেই পরম সুখী হইলেন।

তদনন্তর যথাবিধি পান ভোজন, এবং মাল্য চন্দনাদি ধারণ, করত, সে দিন যামিনী যাপন করিয়া রাজা রজনীর পশ্চিম যামে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতশৌচ ও শুদ্ধবেশধারী হইয়া সভামধ্যে গমন করিলেন ; রাজ্ঞীও ধ্যানপূজাদি নিত্যক্রিয়ার অনুষ্ঠানে আবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর দিন দিন গর্ব্ভ বৃদ্ধি পাইয়া, শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায়, রাজমহিষীর অপরূপ রূপলাবণ্যের উন্নতি হইতে থাকিল। রাজা প্রায় অধিক সময়েই অন্তঃপুরে আগমন করিয়া অনিমিষ লোচনে মহিষীর সৌন্দর্য্য দর্শন করত মনে মনে বিবেচনা করিতেন, হায়! বিধাতা কোটি কোটি পরম সুন্দর বস্তুর সংযোগ করিয়া, সাতিশয় যত্নে যে ত্রিলোক নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার কোন স্থানে ঈদৃশ রূপ দর্শন করি না। এই অপূর্ব্ব রূপ বিধির বিধেয় নহে ; যাঁহার রূপজ্যোতিতে এই স্থূল, সূক্ষ্ম জগৎসংসার আলোকিত হইতেছে, এ তাঁহারই রূপ। প্রণয়িনীকে তো চিরদিন দেখিতেছি, কিন্তু সে রূপের সহিত এ রূপের তুলনায়, খদ্যোত আর পূর্ণচন্দ্রের যতদূর বৈলক্ষণ্য, ততদূর বৈলক্ষণ্য বলিয়াও মনের তৃপ্তিলাভ হয় না। হায় ; কি আশ্চর্য্য! অগ্নি যে প্রকার লৌহে, কি অঙ্গারে প্রবেশ করিলে, তাহাদিগের মালিন্য দূর করিয়া স্বকীয় বর্ণই প্রকাশ করেন, ইহাও সেই প্রকার। যাহা হউক, ব্রহ্মময়ী গর্ব্ভের অন্তর্ভূত থাকাতেই যে রূপলাবণ্য প্রকাশ হইয়াছে, তাহাতেই প্রতিক্ষণে

নয়ন পরিতৃপ্ত হইতেছে। কিন্তু সে রজনী সুপ্রভাতা কবেই বা হইবে, যবে জগদম্বিকা গর্ব্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়া স্বকীয় রূপ প্রদর্শন দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন!

রাজা সর্ব্বদাই প্রায় এইপ্রকার চিন্তা করিতেন। ক্রমশঃ রাজমহিষী পূর্ণগর্ব্ভা হইলেন। এক দিন রাজদম্পতী রজনী-যোগে সুখস্পর্শ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় নিদ্রিত আছেন, এমন সময় মহিষী হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া ভয়ে অধৈর্য্য ও কম্পিতকলেবর হইয়া হস্তদ্বয় সঞ্চালন করত শব্দ করিতে লাগিলেন; কোথায় মহারাজ? আমায় রক্ষা করুন; কোথায় প্রাণেশ্বর? এ সময়ে আমায় রক্ষা করুন।

(মহিষী) মুক্তকণ্ঠে বারম্বার ঐরূপ বিলাপ করাতে, রাজা শঙ্কিত-চিত্তে ভগ্ননিদ্র হইয়া দেখিলেন, রাজ্ঞী শয্যায় বসিয়া ঐপ্রকার করিতেছেন। তখন বিবেচনা করিলেন, আর কিছুই নহে, বোধ হয় রাজ্ঞী স্বপ্ন দর্শনে ভীত হইয়াছেন। মহারাজা অমনি দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, প্রেয়সি! ভয় কি? ভয় কি? এই যে আমি দক্ষ প্রজাপতি তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছি।

রাজ্ঞী এই কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি কি আপনার ক্রোড়ে রহিয়াছি? রাজা কহিলেন, প্রিয়তমে! এই যে, নয়ন উন্মীলন করিলেই দেখিতে পাইবে। এখনও কি তোমার ভয়জনিত ভ্রমের দূরীকরণ হয় না?

রাজ্ঞী কহিলেন, হে হৃদয়েশ! সামান্য পতির পার্শ্ব-গতা বনিতারাও নির্ভয়ে কালযাপন করে; আমি

কি প্রজাপতি পতির অঙ্কস্থিতা হইয়াও নির্ভয় হইতে পারিব না? তবে কিঞ্চিৎকাল ভ্রমের বশীভুতা হইয়া বিশেষ জ্ঞান ছিল না বলিয়াই, ভীত হইয়াছিলাম; এক্ষণে আর ভয় কি? প্রাণনাথ! আমি নিদ্রাযোগে অপরূপ স্বপ্ন দর্শন করিতে করিতে অত্যন্তই সুখসম্ভোগ করিতে ছিলাম; কিন্তু পরিশেষে কতকগুলি ভীষণ রূপ দর্শন করত স্ত্রীস্বভাব বশতঃ ভীত হইয়া অপলজ্জের মত কতই চীৎকার করিয়াছি! তজ্জন্য এক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি।

নৃপতি বলিলেন, পতিব্রতে! দেখিতেছ নিশা প্রায় নিশীথের অধিক হইয়াছে; এ সময় অন্তঃপুরে সখীগণ প্রভৃতি কেহই জাগরিত নাই; প্রাণেশ্বরি! তবে তোমার লজ্জার বিষয় কি? ত্বৎকৃত ঐ ব্যাপার আমি ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে; অতএব লজ্জায় কুণ্ঠিত হইও না; এইক্ষণে স্বপ্নবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন কর, শ্রবণ করিতে আমি নিতান্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি।

তখন রাজপত্নী কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! সে কথা কহিতে আমারও একান্ত অভিলাষ। স্বপ্নবৃত্তান্ত সাতিশয় চমৎকার; মনে তাহার কিয়দংশের উদয় হইলেও আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইতে হয়। পরিশেষে যদিও ভয়ানক ভাবের উদয় আছে, তথাপি আপনার নয়নপথে থাকিয়া আমার আর ভয় কি? কিন্তু, নাথ! বলিতে বলিতে আহ্লাদভরে যদি নির্লজ্জের ন্যায় কোন বাক্য প্রয়োগ করি, তাহা হইলে অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ভূপাল হাস্যপূর্ণবদনে

রাজ্ঞীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! আমি তো সকল বিষয়েই তোমাকে অভয় দান করিয়াছি; তবে আমার নিকট আর নির্লজ্জ হইবার বাধা কি?

রাজ্ঞীর স্বপ্নকথন।

দক্ষ প্রজাপতি রাজ্ঞীকে ঐ কথা বলিলে, তিনি রাজাঙ্ক হইতে অবরোহণ করত সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, হে প্রাণবল্লভ! তবে শ্রবণ করুন। স্বপ্নাবস্থায় প্রথমতঃ আমার গর্ব্ভমধ্যে একটী অপূর্ব্বরূপা কন্যা দর্শন করিলাম। সে কন্যাটী গৌরাঙ্গী; ফুল্লারবিন্দের ন্যায় পরিষ্কৃত-দীর্ঘ-নয়না; অষ্টবাহু-বিভূষিতা। আহা; (তাঁহার) বদনারবিন্দ কতই বা সুপ্রসন্ন! সেই চন্দ্রাননে যখন আমায় মা! মা! বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন, মহারাজ! তখন আমার যে আনন্দের উদয় হইয়াছিল, বোধ হইল তাহার নিকট ব্রহ্মপদ তুচ্ছ। কোটি কোটি পূর্ণ চন্দ্রের একদা উদয় হইলেও, বোধ হয় সেই অপরূপ রূপরাশির অনুরূপ হইতে পারিবে না। সেই শান্ত-জ্যোতির্ম্ময়, কোমল কান্তিকে নির্ন্নিমিষ লোচনে চির দিন দর্শন করিলেও নয়নপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। হায়; সেরূপ কি আর দেখিব না! এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী মোহে অচৈতন্যা হইলেন। রাজা অমনি স্বহস্তে তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা অনেক যত্নে মোহাপনয়ন করত কহিলেন, প্রিয়তমে! তোমার চিন্তা কি? আমি অনেক তপস্যা দ্বারা সেই রূপরাশি দর্শন হইবার অঙ্কুরোদ্যম করিয়াছি; অল্প কালের মধ্যেই সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করিবে।

এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! সেরূপ কি পুনর্ব্বার আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইবে? রাজা বলিলেন, প্রেয়সি তা অবশ্যই হইবে; ঈশ্বরবাক্যের কখন কি অন্যথা হয়?

তখন রাজ্ঞী, একান্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! তাহার পর আশ্চর্য্য শ্রবণ করুন। আমি সে কন্যাটিকে দর্শন করিতেছি, এমন সময় এক জন হংসবাহনে আগমন করিলেন। তিনি চতুর্ব্বদন; অচিরোদিত সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত কান্তি। তিনি আমার গর্ভস্থ কন্যাকে প্রদক্ষিণ ও অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চতুর্মুখে কতই স্তব করিলেন; আবার নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক কিয়ৎকাল স্থাণুবৎ অবস্থান করিয়া, পুনর্ব্বার প্রদক্ষিণপ্রণামান্তে প্রত্যাগমনেচ্ছায় কতিপয় পদ দূরস্থ হইয়া, নিজ বাহনে আরোহণ করত, ঊর্দ্ধপথে গমন করিবেন, ইত্যবসরে নীলকান্তমণির ন্যায় একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি গগণমণ্ডলে উদিত হইল, এবং দেখিতে দেখিতে সেই জ্যোতিঃপ্ররোহ বিস্তীর্ণ হইয়া ক্ষণমাত্রেই দেশ ব্যাপ্ত করিল; তাহাতেই তত্রত্য যাবদীয় জল, স্থল, বৃক্ষ, বনস্পতি, সকলেরই স্ব স্ব বর্ণ আবৃত হইয়া কেবল উজ্বল নীল বর্ণই জাগরূক রহিল। যে দিকে দৃষ্টি সঞ্চার করি, সেই দিকেই নীল প্রভা দর্শন করিতে লাগিলাম। তখন চমৎকৃত হইয়া মনে করিলাম, হংসারূঢ় দেবতার ঊর্দ্ধপথে গমন জন্যই বা এইপ্রকার হইল। এইরূপ সন্দিহান হইয়া দেখিলাম, সেই চতুর্মুখ দেবতা যে স্থান হইতে হংস বাহনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই অবরোহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধ-

মুখে দণ্ডায়মান আছেন। তখন বিবেচনা হইল, অন্য কোন মহতী দেবতা আগমন করিতেছেন, তাঁহারই রূপপ্রভায় এই সমুদয় নীলময় হইয়াছে; এবং তিনি এই দেবের গুরুকল্প, ও পূজার্হ হইবেন, নতুবা কেন গমনোদ্যোগী হইয়া ইনি স্তুতিপাঠকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

এই প্রকার বিতর্ক করিতে করিতেই দেখিলাম, অপূর্ব্ব-দর্শন অতি-বৃহতকায় একটী পতগরাজের পৃষ্ঠে উপ-বিষ্ট নীলকমলকান্তি এক দেবতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্ববাহনে ধরাবলম্বন করিয়াই চতুর্মুখ দেবতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিধাতঃ! তুমি কি পরমেশ্বরীর দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছ? বিধাতা অমনি অবনতভাবে সম্মতিসূচক বাক্যদ্বারা করযোড়ে কহিলেন, প্রভো, কমলাকান্ত! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তবে জিজ্ঞাসাচ্ছলে করুণা প্রকাশ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করা এই মাত্র। বিধাতার বাক্যশেষ হইলে, সেই নীল-কান্তি দেবতা মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া হস্ত সঙ্কেতে তাঁহাকে গমনানুমতি করিলে, তিনি চতুর্ব্বদনে কতই স্তব, এবং প্রদক্ষিণ, ও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর খগেন্দ্রচারী নীলকান্তি দেবতা খগেন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করত পদসঞ্চারে আমার কন্যার অনতিদূরে আসিয়া আপনার করচতুষ্টয়ের শঙ্খ, চক্র, এবং গদা, পদ্ম, এই বস্তুচতুষ্টয় ধরার উপরে সংস্থাপন করি-য়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রু-পূর্ণ নয়নে ঐ কন্যার চরণোপান্তে একবার অবলোকন

করেন, পুনর্ব্বার চক্ষু নিমীলন করিয়া নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করেন। বারম্বার ঐপ্রকার করত সেই চতুর্ব্বাহু দেবতার কতই ভাবোদয় হইল, তাহা বাক্যাতীত। তাঁহার কমলনয়নের প্রেমধারাতে উরঃস্থল ভাসমান হইয়া গেল। হায়; সে সময়ে আমি কি অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন করিয়াছি! মহারাজ! কি প্রকারেই বা সে শোভা আপনারে হৃদয়ঙ্গম করাইব! বিশুদ্ধকনককান্তি, আমার সেই কন্যার সমীপে নবনীরদশ্যামসুন্দর সেই দেব যখন স্থিরাবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন বোধ হইল যেন, নবীন শস্যে পরিপূর্ণ ক্ষেত্রের পার্শ্বদেশে মণি-রাজিবিরাজিত কাঞ্চনগিরিবর বিরাজ করিতেছে! কি তমালবনশ্রেণীতে নবোদিত ভানুকোটির কিরণস্পর্শ হইল? কি নিবিড় নীরদ রাশিতেই শশিকোটির উদয় হইল? প্রাণেশ্বর! ইহাকে কি বলিলে যে অন্তঃকরণের তৃপ্তিলাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি না; ফলতঃ সে সৌন্দর্য্যের উপমেয় ত্রিলোকে দুর্লভ। সেই নীলকান্তি দেবতা অনেক নতি স্তুতি করিলে পর, আমার কন্যাটী সহাস্য বদনে কহিলেন, হে কমলাকান্ত! তোমাদের প্রতি আমি সত্যই অনুকূলা আছি; অতএব, আমার অংশশক্তি কমলা ও সরস্বতীকে তোমাতে, আর সাবিত্রীকে ব্রহ্মাতে, অর্পণ করিয়াছি।

এইরূপ করুণাপূর্ণ বাক্যে কৃতার্থম্মন্য সেই কমলাকান্ত অমনি অবনত শরীরে কহিলেন, হে সর্ব্বশক্তিময়ি জননি! এই ত্রিলোকমধ্যে আপনার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই তো

নাই। ত্রিদেব অবধি চেতন, অচেতন সকলেরই সত্তা শক্তি আপনি; সূক্ষ্মদর্শীরা সর্ব্বত্র শক্তিময়ীর শক্তি দর্শন করিয়া সর্ব্বদাই ব্রহ্ম দর্শন করেন। জগদম্বে! আমরা তোমার ঐ অতুল চরণ হইতে কিয়দংশ শক্তি লাভ করিয়া অবলীলাক্রমে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সমাধান করিতেছি।

এই কথা বলিতে বলিতে নয়নজলে অভিশিক্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইলেন; এবং কিয়ৎকাল পরে করযোড়ে কহিলেন, জননি! আপনার কৃপালেশের অভিলাষী হইয়া সুরেন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দ চতুর্দ্দিকে প্রতীক্ষা করিতেছেন। ঐ দেববৃন্দ স্বীয় স্বীয় ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া নিরন্তর আপনার চরণারবিন্দ ধ্যান করিতে পারেন না; সেই নিমিত্ত ঐ চরণের নিকটস্থ হইবার শক্তিও উহাঁদের নাই; অতএব কৃপাপাঙ্গে একবার অবলোকিত হইলেই, ঐ সকল ব্যক্তি কৃতার্থ হন। আমি এবং বিধাতা যদিও ত্বদ্দত্ত সৃষ্ট্যাদি ভারে ভারাক্রান্ত আছি, তথাপি শ্রীচরণধ্যানের অসাধারণ সুখলালসায় প্রায় প্রতিক্ষণেই একবার ধ্যানাবলম্বী হই। তন্নিমিত্তই আপনার চরণপার্শ্বে আগমন করিতে সক্ষম হইয়াছি; কিন্তু যোগীশ্বর মহেশ ধ্যানসুখের বিচ্ছেদভয়ে বিষয়সুখ একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি আপনার কৃপাবিশেষ লাভ করিয়াছেন। এই কথা বলিলে আমার কন্যাটি ঈষদ্ধাস্যমুখী হইলেন। সেই কমলাকান্তও পুনর্ব্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া গমন করিলেন।

অনন্তর আমি সেই নিষ্কলঙ্কশশিমুখীর চন্দ্রানন দেখিতে

দেখিতে এক এক বার দূরাবলোকন করিতে লাগিলাম। তখন সেই ব্রহ্মরূপিণী আমার কন্যা কহিলেন, জননি! তোমার কি দেবদর্শনের অভিলাষ হইয়াছে? এই কথা শ্রবণমাত্রে আমি চন্দ্রানন চুম্বন করিয়া বলিলাম, তুমি কি সকলই জান মা? তা না হইলেই বা কেন মহাতেজস্বী দেব সকল তোমার পদানত হইবেন?

এইকথা বলিতে বলিতে আমার নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইলে পর, সেই কন্যাটি আমার নয়নজল নিজ হস্ত দ্বারা মুছাইয়া কহিলেন, জননি! এইবার চতুর্দ্দিকে একবার দূরা-বলোকন কর দেখি। তখন আমি দেখিলাম, চতুর্দ্দিকেই কোটি কোটি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি; সকলের উত্ত-মাংশে রত্নময় মুকুট; বিবিধ বর্ণের পট্ট-বাস পরিহিত; নিজ নিজ উত্তরীয় বসন গললম্বিত করিয়া করপুটে আমার ঐ কন্যাভিমুখে দণ্ডায়মান আছেন। দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁ গো মা! ইহাঁরা কেন তোমার নিকট আগমন করেন নাই? তিনি কহিলেন, জননি! ইহাঁদের তত্ত্বজ্ঞান নাই; অতএব আমার যথার্থ-রূপ দর্শনের অধিকার জন্মায় নাই। তবে আমার তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, এবং ভক্তিযুক্ত বলিয়া কখন কখন আমার আলোক মাত্র দর্শন করেন। ঐ দেখ, জননি! উহারা কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দিত বদনে স্বীয় স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করি-তেছেন। জননি! আমিই ত্রিলোকজননী; সুরাসুর, নর, কিন্নর প্রভৃতি যাবদীয় জীবমাত্রেই আমার সমভাবে সন্তান-স্নেহ জাগরূক রহিয়াছে। এই নিমিত্ত সকলের নিস্তার কারণ

অনেকপ্রকার ভক্তি শাস্ত্র, এবং জ্ঞান শাস্ত্র, আমার ইচ্ছাক্রমেউৎপন্ন হইয়াছে। যদি ঐ সকল শাস্ত্রজ্ঞানী গুরুদিগের সেবা দ্বারা কি ভক্তি, কি তত্ত্বজ্ঞান, উভয়ই লাভ হয়, তবে, যিনি, যেরূপ প্রার্থনা করেন, সে ব্যক্তিতে সেইরূপ আমার করুণার উদয় হয়। আর যাঁহাকে আমি বিশেষরূপে ধীশক্তিসম্পন্ন করি, তিনি স্বতঃই আমার পরম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া নিতান্ত সমীপাবস্থান করত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমার পরম রূপ দর্শন করেন। যে মহোদয়ের হৃদয়ে সর্ব্বদাই আমার পরম তত্ত্বের উদয় হয়, জননি! সে জন আমার পরম ধন; তাঁহার সহিত আমার কিছুই বিভেদ নাই। এই কথা বলিয়া আমার সেই বালার্করূপিণী তনয়া নিস্তব্ধ হইলেন; আমিও অনিমিষ লোচনে তাঁহার চন্দ্রানন দর্শন করিতে থাকিলাম, এমৎ সময়ে পঞ্চবদন এক দেব আনন্দভরে নৃত্য করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন; তাঁহার এক হস্তে শৃঙ্গবেণু, অপর হস্তে ডমরু। তিনি এক এক বার শৃঙ্গবেণুতে ধ্বনি করেন, আর পঞ্চবদনে গান করিয়া ডমরুবাদ্যে নৃত্য করেন। তাঁহার রূপলাবণ্যদর্শনে অতি মহাত্মাই বিবেচনা হয়। কিন্তু সেই রজতকান্তিতে ভস্মবিলেপন, গলদেশে কঙ্কালমালা, আর ঐ প্রকার নৃত্য দেখিয়া কখন কখন ক্ষিপ্ত বলিয়াও বোধ হইতে লাগিল; আবার দেখিলাম, আমার সেই কনককান্তি কন্যা তাঁহাকে অবিদূরে দেখিয়া নিজাসন হইতে গাত্রোত্থান করত যৎপরোনাস্তি সমাদর করিলেন; ইত্যবসরে আমার কন্যার অঙ্গ হইতে কতকগুলি অঙ্গনার উৎপত্তি হইল; তাহাদিগের মধ্যে পরমাসুন্দরীও অনেক;

আর ভীষণাকার করালবদনা বনিতাও অনেক। সেই মনোজ্ঞরূপবর্ত্তী বামাগণ সকলেই তৌর্য্যত্রিকের উপযুক্ত বেশধারিণী, লম্বিত কেশজালে বিরচিত-বেণী; কাহারও পৃষ্ঠে একধা, কাহারও দ্বিধা, কাহারও ত্রিধা; সেই বেণীর অগ্রদেশে মণিশ্রেণীতে মণ্ডিত ঝম্পক-দল দোদুল্যমান হইতেছে; কোন কোন কামিনীর করে করতাল; কাহারও করে সপ্তস্বরা; কাহারও করে বেণু; কাহারও করে বীণা; কেহ কেহ মৃদঙ্গ-ধারিণী; কেহ কেহ মুরজ সংগ্রহ করিয়া সকলেই একাগ্রমনে সুর সংমেলন করিতে লাগিল; আর, বিকটাকার বনিতাগণ কেহ কেহ সুধাতে পরিপূর্ণ পাত্র ও সুধারসের পানপাত্র, কেহ কেহ ত্রিশূল, কেহ কেহ শক্তি, কেহ মূষল, কেহ মুদ্গর, শেল প্রভৃতি হস্তে করিয়া প্রস্তুত হইল। তখন সেই দ্বিবিধপ্রকার নায়িকাগণ সকলেই নির্নিমেষ লোচনে আমার ত্রিলোচনী কন্যার চন্দ্রবদন অবলোকন করিতে লাগিল; ত্রিনয়নী কিন্তু চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় ঐ পঞ্চবদনেরই ভাব দর্শন করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি ভ্রূভঙ্গি দ্বারা আজ্ঞা করিলে পর, সেই অঙ্গজাত অঙ্গনারা সকলেই নৃত্য গীত বাদ্য আরম্ভ করিল; তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সেই পঞ্চবদন দেব এবং তাঁহার বাম পার্শ্বে আমার কনকগৌরী কন্যা, উভয়েই নৃত্য করিতে লাগিলেন; তখন অপূর্ব্বরূপ নৃত্য দর্শন করিয়া, আর, অশ্রুতপূর্ব্ব সেই গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া আমি মোহে অচৈতন্যা হইলাম। কিয়ৎকাল পরে প্রাপ্তসংজ্ঞা হইয়া দেখিলাম, সেই বিকটাকার বনিতাগণ সুধাপানে উন্মত্ত

হইয়া লম্ফোল্লম্ফন করত দ্রুতবেগে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতেছে। তাহাদের ঘনবেষ্টনে মধ্যস্থল অলক্ষিত হইয়া আমার নৃত্যময়ী কন্যা এবং পঞ্চবদন দেব উভয়েই আমার নয়নপথ অতিক্রম করিলেন। তখন আমি সেই প্রাণাধিক কন্যারত্ন অদর্শনে অধিকতর ব্যগ্রচেতা হইয়া সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সেই বেষ্টনাভিমুখে ধাবমান হইলাম; যত নিকট হই, ততই সেই করালবদনাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়া আমার কণ্ঠশোষ, গাত্রকম্প, চরণস্খলন হইতে থাকিল; তথাপি নিবৃত্ত না হইয়া প্রাণপণেও বেষ্টনপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, যে তাহার মধ্যে প্রবেশ হইবার কোন প্রকারে উপায় নাই। তখন কন্যাধন অপ্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত শোকাকুলা, আর, সেই ভয়ঙ্করী কিঙ্করীদের ব্যাপার সমস্ত দৃষ্টি করিয়া ভয়ে অধীরা, হইয়া চীৎকার করিতে থাকিলাম; তার পর কোন্ সময়ে আপনি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছেন, কিছুই জ্ঞাত নই; কেবল আপনার ভয়ভঞ্জক বাক্য বারংবার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া চৈতন্যের উদয় এবং ভয়েরও দূরীকরণ হইল।

রাজা তখন প্রেয়সীভাষিত আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া পুলকে পরিপূর্ণ ও রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া কহিলেন, পতিব্রতে! তুমি ধন্যা; তুমি ধন্যা; যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছ, এ কেবল স্বপ্ন নয়, ইহার সকলই সত্য; একথা সাবধানে গোপন করিবে।

এই প্রকার কথোপকথনে যামিনীর অবসান হইলে অরু-

ণোদয় সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া সানন্দচিত্তে কৃতশৌচ কৃতাহ্নিক হইয়া নৃপতি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষী দাসীগণ লইয়া গৃহধর্ম্মের চর্চ্চা করিতে থাকিলেন।

সতীর জন্ম।

পরে কতিপয়দিনান্তরে দক্ষপত্নী প্রসূতি শুভলগ্ন সময়ে একটী কন্যা প্রসব করিলেন। ঐ সময় দিক সকল সুনির্ম্মল হইয়া সুগন্ধি বায়ু মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল; ঋতু সকল নিজ নিজ সময়ের শক্তি বিকাশ করত যাবদীয় সুগন্ধি-পুষ্প বৃক্ষকে পুষ্পিত করিলেন; অলিপঁক্তি সকল গুণ গুণ শব্দে ইতস্ততঃ ধাবিত হইল; এবং রসাল বৃক্ষের শাখায় পুংস্কোকিলদল পঞ্চম স্বরে গান করিতে লাগিল; শিখিকুলশ্রেণী পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে থাকিল; গগণমার্গে বিবিধপ্রকার শঙ্খধ্বনি, ও ঘন ঘন পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই ত্রিলোকজননীর জন্মদিন যাবদীয় জীব জন্তুগণের অপরিমিত সুখহেতু হইল। অতঃপর ধাত্রী সদ্যঃ প্রসূত সেই অপূর্ব্বরূপিণী কন্যাকে গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিল, ওগো রাজমহিষি! মা! একবার গাত্রোত্থান করুন? যদিও প্রসব জন্য কিছু ক্লেশ হইয়া থাকে, সে ক্লেশ এইক্ষণে নিবারণ হইবে, যে কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন, একন্যাকে দর্শন করিলে বোধ হয় আর কথন দুঃখ ভাগী হইতে হয় না। ধাত্রীর বাক্য শুনিয়া সাহসভরে রাজ্ঞী গাত্রোত্থান করত, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ধাত্রীর ক্রোড়ে যেন

কোটি চন্দ্রের উদয় হইয়াছে; প্রফুল্ল ইন্দীবরের ন্যায় আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন; প্রতপ্ত কনককান্তিও সে রূপের সৌসাদৃশ্য হয় না। এইমত গৌরাঙ্গী, অষ্টবাহুতে বিভূষিত, অলৌকিক-রূপবতী, বদনারবিন্দ অতীব সুপ্রসন্ন, সেই প্রসন্নরূপিণী কন্যাকে ধাত্রীর হস্ত হইতে রাণী নিজাঙ্কে লইয়া, নির্নিমেষ লোচনে দর্শন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিণী দাসীগণ, দ্রুতপদে রাজসভায় গমন করিয়া মহারাজকে ঐ শুভ সংবাদ অবগত করাইলে, রাজা তৎক্ষণমাত্রেই অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পুরবাসীগণ বিপুল পুলকান্বিত, হইয়াছে, অন্যান্য দিবসে রাজাগমনসংবাদে পুরবাসীগণ নিস্তব্ধ থাকিত, কিন্তু সেদিবস কেহ লক্ষ্যই করিল না; তাহাতে রাজা বিবেচনা করিলেন, আমার তপস্যা অদ্য সফল হইয়াছে; জগদম্বাই কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন; অতএব ইহারা তাঁহার রূপ দর্শন করিয়াই উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে; যখন কন্দর্পের দর্পহারী পঞ্চানন ঐ রূপ দর্শনে বিহ্বল হন, তখন ইহারা হইবে, সে আশ্চর্য্যই বা কি? এই বিতর্ক করিতে করিতে সত্বরেই সূতিকাগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ভ্রূভঙ্গি মাত্রেই কোষাধ্যক্ষ, পঞ্চ রত্ন আনয়ন করিলে, রাজা রত্ন লইয়া কন্যাটির মুখ দর্শন করিলেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখিয়া তপস্যার সফলতা স্থির করিয়া, তাঁহার আনন্দাশ্রুজলে ধরাতল অভিষিক্ত হইয়া গেল। কতিপয়ক্ষণ নিশ্চলচিত্তে স্থিরতর নয়নে দর্শন করত, মানসোপচারে পূজা, প্রদক্ষিণ ও বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন অন্তর্যামিনী জগদম্বা বিবেচনা করিলেন, পিতা নিতান্তই

ভক্তিভাবে বিহ্বল হইয়া, মানস প্রণামের উত্তরেই কায়িক প্রণামের অভিলাষ করিতেছেন ; সে কার্য্যও নিন্দনীয়, ও লোকবিরুদ্ধ ; এই বিবেচনায় তৎক্ষণমাত্রেই নিজমায়াতে বিমুগ্ধ করিলে, সেই ক্ষণেই কন্যাভাব উদয় হইয়া রাজা মহাহ্লাদে পুলকিত হইলেন, এবং বহিরাগমন করত অমাত্য বন্ধুবর্গকে, মহামহোৎসবের আজ্ঞা, ও নৈষ্কিক প্রভৃতি বিবিধ কোষাধ্যক্ষগণকে কহিলেন, আমি স্নান মাত্র করিয়া আগমন করিতেছি, তোমরা ত্বরান্বিত হইয়া এই অবসরমধ্যেই সর্ব্বপ্রকার মণিরত্ন, বস্ত্রালঙ্কার, প্রচুররূপে দানমণ্ডপে প্রস্তুত, এবং অর্থিগণকে, আবেদনার্থ ভেরী ঘোষনার আজ্ঞা কর। এই কথা বলিয়া মহীপতি স্নানমণ্ডপে গমন করিলে রাজশাসনে সশঙ্কিত যাবদীয় অনুজীবিগণ অত্যল্পকালের মধ্যেই রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিল, রাজনগরীর পথ সকল সুগন্ধিজলে অভিষিক্ত, পার্শ্বদ্বয়ে প্রণালীমত স্তম্ভ স্থাপন, তদুপরি নির্ম্মল আলোক পাত্র, প্রতিদ্বারপার্শ্বে কদলীতরু, তন্মূলে জলপূর্ণ কলস, শিরোদেশে সহকার পল্লবে শোভা করিতে লাগিল, সুদূর হইতে লক্ষিত হয়, এই মত লক্ষ লক্ষ শ্বেত পীত লোহিতাদি বর্ণের পতাকা সকল উড্ডীন হইল, রাজপুরীর প্রতি গৃহই রত্নালোকে আলোকময়, এবং কিন্নরী বিদ্যাধরীগণে নৃত্যগীত করত জনরঞ্জন, ও ভৃত্যবর্গ সকল পাটলবর্ণের পট্টবাস পরিধান করিয়া স্থানে স্থানে আনন্দ উৎসব করিতে লাগিল, দক্ষপ্রজাপতির রাজধানী স্বকীয় অঙ্গশোভায় যেন অমরনগরীকেও উপহাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা কৃতস্নান, শুক্লবেশধারী হইয়া, দানমণ্ডপে

আগমন করত দেখিলেন, নানা দেশীয় লক্ষ লক্ষ দীন দরিদ্রগণ উপস্থিত হইয়াছে, তখন শুদ্ধাসনে আসীন হইয়া প্রথমতঃ কুলদেবতা, গ্রাম্য দেবতা, আর বেদবেত্তা দ্বিজোত্তম ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে দান করিয়া, ধন সকল পাত্রসাৎ করিবার আজ্ঞা করিলেন। তদনন্তর অমাত্য বন্ধুবর্গকে বলিলেন, হে বন্ধুগণ! তোমরা হাস্যবদনে যথেচ্ছাক্রমে রত্নাদি বিতরণ করিয়া অর্থিগণের পরিতোষ কর। আজ্ঞামাত্রে অমাত্যগণ ঐ প্রকার করাতে দক্ষপ্রজাপতি অতীব হৃষ্টাত্মা হইয়া মহামহোৎসব সম্পন্ন করিলেন।

কন্যালাভে পরম হর্ষান্বিত সেই দক্ষ প্রজাপতি, দশম দিবসে বন্ধুগণে সংশ্লিষ্ট হইয়া, সেই কন্যাটির "সতী" এই নাম রাখিলেন। পিতৃমন্দিরে সতী দিন দিন বর্দ্ধিতা হওত বর্ষা সময়ের সুরনদীর ন্যায়, এবং সরৎকালের শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রিকার ন্যায়, প্রতিদিন নবনব চারুতাকে ধারণ করিতে লাগিলেন। একদা দক্ষপ্রজাপতি, রুচিরবদনা কন্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার এই কন্যা তো সামান্যা নন, ইনি পরমা প্রকৃতি, জগদম্বিকা; ইনিই ত্রিজগৎ সংসারকে প্রসব করিয়াছেন, ক্ষীরোদ সমুদ্রের তটে আমি বহুকাল তপস্যা করাতে, ইনি প্রসন্না হইয়া বরদানের নিমিত্ত আবির্ভূতা হইলে, "আমার কন্যা হইয়া জন্ম লাভ করুন ,, এই বর প্রার্থনা করায়, ইনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, "আমি তোমার কন্যা হইয়া মহেশপত্নী হইব,,। এবং অতিপূর্ব্বকালে উগ্রতপস্যার দ্বারা মহেশ্বর ইহাঁকে পত্নীভাবে প্রার্থনা করিলে, ইনি "তথাস্তু" বাক্যে

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; অতএব আমি সর্ব্বতোভাবে বহুতর যত্ন করিলেও সে কথার অন্যথা হইবে না। কিন্তু যে শঙ্করের অংশসম্ভূত রুদ্রগণ, আমার আজ্ঞার বশবর্ত্তী, সেই শঙ্করকে আহ্বান করিয়া যে আমার কন্যাদান, এ বিষয় সর্ব্বতোভাবেই বিধেয় নয়, তবে দেবশ্রেষ্ঠদিগের, এবং দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, বিদ্যাধর, কিন্নর, প্রভৃতি সকলকে আহ্বান করিয়া, কেবল মহেশের আহ্বান না করিলে সভা শিবশূন্যা হইবে, সেই সভাতে আমার সতী কন্যার স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিব, তাহাতে বিধাতার মনে যা আছে তাহাই ঘটিবে।

দক্ষ রাজার স্বয়ম্বর সভা।

দক্ষপ্রজাপতি মনে মনে ঐরূপ নিশ্চয় করত. শিব ব্যতীত, সুরাসুর সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ম্বর সভা প্রস্তুত করিলেন। দক্ষের রমণীয় পুরীর মধ্যে, বিচিত্র চিত্রময়ী সভা সুরাসুরবৃন্দের এবং মুনীন্দ্র ফণীন্দ্র প্রভৃতির উজ্জ্বল কান্তি দ্বারা দেদীপ্যমান হইল, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, চন্দ্রের সমান কান্তিযুক্ত সুরেন্দ্রসকল রত্নময় কিরীট দিব্য মালা, দিব্যাম্বরে বিভুষিত হইয়া সেই সভামধ্যে বিরাজমান হইলেন ; তাঁহাদের বিবিধপ্রকার রথের শিখরদেশে, সুস্বর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা, সিতাসিত বর্ণের চামর, হেমদণ্ডান্বিত বিচিত্র ধ্বজ পতাকাতে শোভমান হইল। জলতরঙ্গের ন্যায় বক্রীকৃত মণিমালা, কোন রথের দ্বিস্তর, কাহার ত্রিস্তর, কাহারও চতুঃস্তর দোদুল্যমান, এবং চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত, প্রভৃতি মণি-

মালাতে অলঙ্কৃত, বৈদূর্য্য দণ্ডযুক্ত পরিষ্কৃত ছত্র, ও বিবিধ বর্ণের পতাকা সকল সেই সভার চতুষ্পার্শ্বে শোভা বিকাস করিতে লাগিল ; ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব, মুরজ, বেণু বীণা প্রভৃতি শত শত প্রকার বাদ্য সকলের সুতুমুল শব্দ দ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ ; গন্ধর্ব্বগণ সভার অভ্যন্তরে ললিত স্বরে গান, এবং সহস্র সহস্র অপ্সরী কিন্নরীগণ, হাব ভাব ভ্রূভঙ্গি প্রকাশ করত নৃত্য করিতে লাগিল। এই প্রকার সর্ব্বতো ভাবে সভা পরিপূর্ণ হইলে, শুভক্ষণ বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি সেই ত্রিলোকৈকসুন্দরী সতীকে আনয়ন করাইলেন। সভার মধ্যে উপস্থিতা সতী স্বকীয় পরনকান্তি দ্বারা সৌন্দর্য্যের প্রতিমার ন্যায়, শোভা পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে বৃষ বাহনে, আরোহণ করিয়া মহাদেব সভার অন্তরীক্ষে উপস্থিত হইলে, সভাস্থ ব্যক্তিরা কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারিল না। অনন্তর প্রজাপতি, শিবশূন্য সভার সর্ব্বদিক্ নিরীক্ষণ করত সেই পরমসুন্দরী সতী কন্যাকে বলিলেন, বৎসে ! দর্শন কর, এই সভাতে সুরাসুর দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি মহাত্মা সকলের সমাগম হইয়াছে, ইহার মধ্যে যে পাত্রে তোমার অভিরুচি হয়, বৎসে ! তাঁহাকেই তুমি বরমাল্য দ্বারা বরণ কর। পিতা কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিতা হইয়া প্রকৃতিরূপা সতী " নমঃ শিবায় ,, বলিয়া বরমাল্য ক্ষিতিতলে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে মহাদেব সভাতে আবির্ভূত হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই সতী দত্ত বরমাল্য মস্তকোপরি ধারণ করিলে, সভাস্থ সমস্ত দেবতাই মহাদেবকে দর্শন করিতে লাগিলেন ; অপূর্ব্ব দিব্য

রূপধর, মহার্ঘ্য রত্নাভরণে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত; কোটিচন্দ্রের প্রভাযুক্ত দিব্য মাল্যাম্বরধারী, দিব্য গন্ধ দ্বারা অনুলিপ্ত; প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় কমনীয়, অথচ উজ্জ্বল; ত্রিনয়ন বদনারবিন্দকে শোভিত করিতেছে। তিনি সতীদত্ত বরমাল্য সাদরে গ্রহণ করিয়া সহসা অন্তর্দ্ধান করিলেন। সতী সেই মহাদেবকে বরমাল্য প্রদান করিলেন, এই কারণে দক্ষ প্রজাপতিও কন্যার প্রতি কিঞ্চিৎ মন্দাদর হইলেন।

দক্ষ প্রজাপতির কন্যাদান।

মরীচি প্রভৃতি পরম সাধু সন্তানগণে মিলিত হইয়া ব্রহ্মা ঐ দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন; হে পুত্রক! তোমার কন্যা নিজ ইচ্ছায় দেবদেব মহাদেবকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব তুমি যত্ন দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বিধিপূর্ব্বক কন্যাদান কর। দক্ষ প্রজাপতি পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, এবং প্রকৃতিরূপা সতীর পূর্ব্ব বাক্য স্মরণ করিয়া, মহেশ্বরকে সমানয়ন পূর্ব্বক সতীকন্যা সম্প্রদান করিলেন; মহাদেবও বৈবাহিক বিধ্যনুসারে সতীর পাণি গ্রহণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন। তখন ঐ দেব, দম্পতীকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আর মহর্ষিগণ, সকলেই পরিপূর্ণ ভক্তি ভাবে সুশ্রাব্য বেদ বাক্য দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। গগণ মার্গ হইতে অবিরত পুষ্প বৃষ্টি ও শত শত দুন্দুভি নিনাদ করত, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপস্বর, কিন্নর সকলেই সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন। শিবের গলদেশে কঙ্কালমালা; মস্তকে

জটাভার ; ভস্মাচ্ছন্ন কলেবর ; এবং তিনি অমঙ্গলশীল ; তজ্জন্য দক্ষ প্রজাপতি ম্লান-হৃদয় হইয়া দুর্দ্দৈব, ও ভাগ্য-বিপ্লব বশতঃ তাঁহার বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন ; আর শূলীকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া, প্রাণসমা সতী কন্যারও বিদ্বেষ্টা হইলেন। অনন্তর উদ্বাহবিধির সমাপনান্তে সেই সর্ব্বলোকৈক সুন্দরী সতীপত্নীকে লইয়া মহেশ্বর হিমগিরির সুশোভন প্রস্থদেশে গমন করিলেন। শঙ্করের সহিত সতী গমন করিলে পর, আন্তরিক শিবনিন্দাদোষে দক্ষ প্রজাপতি দিব্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া প্রকৃত মূঢ়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

দধীচি মুনির সঙ্গে দক্ষের কথোপকথন।

তদনন্তর দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন, হায়! আমার পরমাসুন্দরী সতী কন্যা ঐ রূপ কদর্য্য পাত্রে অর্পিতা হইল, ইহার অধিক আর দুঃখই বা কি? এই কথা বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাদেবের ও দাক্ষায়নীর নিন্দা করত, ক্ষীণপুণ্য সেই দক্ষ প্রজাপতি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত দধীচি মুনি দক্ষের একান্ত দুঃখোদয় দেখিয়া পর দুঃখে দুঃখিতান্তকরণ হইয়া, দক্ষকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রজাপতে!

তুমি দিব্যজ্ঞানী হইয়া, হৃতজ্ঞানের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ? সতীশিবের পরমতত্ত্ব না জানিয়া মোহবশতঃ নিন্দা করিতেছ? বহুতর ভাগ্যফলে তোমার ভবনে সতী আবির্ভূতা হইয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? এই সতী আদ্যা প্রকৃতি, অশরীরিণী, স্বেচ্ছানুসারে শরীর পরিগ্রহ করেন, এবং মহেশ্বর, সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, এবিষয়ে সন্দেহ করিও না। সুরাসুরগণ উগ্র তপস্যা দ্বারা যাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই প্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরীকে পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার তত্ত্ব বিবেচনা করিতে পারিলে না? আমার বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণে ভক্তির হ্রাস হইয়া থাকিবে, তজ্জন্যই সেই প্রকৃতিরূপিনী তোমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন।

ঋষির বাক্যাবসানে প্রজাপতি কহিলেন, মহর্ষে! শম্ভু যদ্যপি পরম পুরুষ, অনাদি জগদীশ্বর হইতেন, তবে কিজন্য বিরূপাক্ষ; কিজন্যইবা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন এবং প্রেতভূমিতে বাস করেন? এই কথা শুনিয়া দধীচি মুনি ঈষৎহাস্য করিয়া কহিলেন, রাজন্! যে দেব নিত্যানন্দময়, পূর্ণ, যাঁহার ইচ্ছা কখনই প্রতিহতা হয়না, যিনি সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর; যাঁহার চরণ ক্ষণকাল আশ্রয় করিলে, কখনও দুঃখভাগী হইতে হয়না, সেই ভগবান্ শম্ভুকে তুমি ভিক্ষাজীবী বলিলে! তোমার এইপ্রকার দুর্ম্মতি কি জন্যই বা উপস্থিত হইল? ব্রহ্মাদি দেবতাগণ, এবং তত্ত্বদর্শী-যোগিগণ নিরন্তর ধ্যান করিয়া যাঁহার পরম রূপের নিরূপণ করিতে শক্ত হন না, হায়, তাঁহাকে তুমি

বিরূপাক্ষ বলিয়া নিরূপণ করিলে! তিনি সর্ব্বাগ্রগামী; সর্ব্বত্রস্থায়ী; রমণীয় পুরীতে বা শ্মশানে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও বিশেষ নাই; তিনি সর্ব্বদেশে সর্ব্বদাই সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। আর তাঁহার পুরী যে শিবলোক, সে অতি অপূর্ব্বদর্শন; ব্রহ্মাদি দেবতারও দুর্লভ; ব্রহ্মলোক, কি বৈকুণ্ঠধাম, উহার কিয়দংশের তুলনা ধারণ করিতে পারে না? স্বর্গলোকেও তাঁহার কৈলাস নামক এক নগরী আছে; যাবদীয় দেবতার দুর্লভ সে পুরীও নানা রত্নে সমাকীর্ণ; সন্তানক বনে আবৃত; পুরবাসীজন, তরুতলে আগমন করিয়া যে ফলের অভিলাষ করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন; এইপ্রকার বৃক্ষ সে নগরীতে প্রায় সর্ব্বদাই সুলভ; স্বর্গাধিপতি মহেন্দ্রের পুরী উহার একাংশতুল্যও নহে। মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার যে বারাণসী পুরী, তাহার অন্য গুণের কথা আর কি কহিব, তাহাতে দেহ ত্যাগ মাত্রেই প্রাণিগণে মুক্তি লাভ করেন; জন্ম জন্ম যোগাচরণ করিয়াও, যোগিগণ যে ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ নহেন, সেই পরমধন মুক্তিও সে পুরীতে শুক্তিকার ন্যায় বিতরিত হইতেছে। মানবের কথা কি কহিব, ব্রহ্মাদি দেবতাও সে পুরীতে দেহপাতের অভিলাষ করেন। মহারাজ! তাঁহার এই সকল নিবাস ভুমি থাকিতে প্রেতভূমিতেই নিবাস করেন বলিলে! তুমি কি এতই ভ্রান্তচেতা হইয়াছ? প্রজানাথ! যে তুমি নিজ কর্ম্মফলে বিশ্বকর্ত্তার পুত্র হইয়া প্রজাপতি হইয়াছ, এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা পরম প্রকৃতিকে কন্যালাভ করিয়াছ সেই তুমি এতাদৃশ বিমুগ্ধ হইলে যে,

ত্রিলোকনাথ সেই সতীনাথের, আর সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী তোমার কন্যার নিন্দা করিতেছ? ইহা কদাচ করিও না, কারণ সাধুবিগর্হিত-পথাবলম্বী হইলে, পরিণামে নিরয়-গামী হইতে হয়।

সেই তত্ত্বদর্শী দধীচি মুনি কর্ত্তৃক বহুপ্রকারে প্রবোধিত হইয়াও, দক্ষ রাজার ভ্রম দূর হইল না; কোন প্রকারেই মহেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া জানিতে পারিলেন না; প্রত্যুত বারম্বার অসদাচার কীর্ত্তন করত; শিবনিন্দাই করিতে লাগিলেন; তাহার পর কন্যার প্রতি আক্ষেপ করত রোরুদ্যমান হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎসে, সতি! হা পুত্রি! তুমি আমার প্রাণসদৃশী কন্যা; হায় বৎসে! আমায় পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে! হা পুত্রি! আমায় শোকসাগরে মগ্ন করিয়া, এখন তুমি কোথায় রহিয়াছ! না জানি কতই দুঃখভাগিনী হইতেছে!

রাজাকে একান্ত রোরুদ্যমান দেখিয়া, দধীচি মুনি তখন প্রিয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, আর নিজ পাণিপঙ্কজ দ্বারা তাঁহার নয়ন জল মার্জ্জন করত কহিলেন, হে নরনাথ! আপনি জ্ঞানীগণের মধ্যে প্রবীর হইয়া মূর্খের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন! হে মহাত্মন্! অশেষ প্রকারে মহাদেবকে জানিয়াও আপনার অজ্ঞানচ্ছেদন হইল না? ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! এই ত্রিলোক, চরাচর মধ্যে যাবদীয় স্ত্রীপুরুষ মূর্ত্তি আছে, সে সমস্তই, ঐ সতী শিবের মূর্ত্তিবিশেষ; আপনি শুদ্ধান্তঃকরণে, ঐ বিষয় ধারণা করিলে, মহাদেবকে অনাদি, পরম পুরুষ, আর আপ-

নার সতী কন্যাকেও ত্রিগুণাত্মিকা, চিদানন্দরূপিণী, পরম প্রকৃতিরূপে জানিতে পারিবেন। মহারাজ! আপনি যে পরাৎপরাকে পুত্রীভাবে, এবং বিশ্বেশ্বরকে, জামাতৃ ভাবে, প্রাপ্ত হইয়াও আপনার অসীম সৌভাগ্যকে জানিতে পারিলেন না, ইহাতেই বিবেচনা হয়, আপনি বিধি কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়াছেন। অবনীনাথ! যদি শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে, তবে আমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া সতী শিবকে পরম প্রকৃতি, এবং পরম পুরুষ বলিয়া হৃদয়ে ধারণা করুন।

দধীচি মুনির এই বাক্য শুনিয়া প্রজাপতি কহিলেন, মহর্ষে! আমার সতী কন্যাকে পরম প্রকৃতি, এবং মহাদেবকে যে পরম পুরুষ বলিতেছেন, ইহা সত্যই বটে; যে হেতু আপনারা সত্যবাদী, কিন্তু এবিষয়ে আমার যথার্থ প্রতীতি হইতেছে না; ইহার কারণ আপনাকে আমূলক বলিতেছি, মনোযোগ করুন। পূর্ব্বকালে, আমার পিতা যখন প্রজা সকলের সৃষ্টি করেন, তখন যে একাদশ জন রুদ্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহারা সকলে ভীমপরাক্রম, ভীষণাকার; অতিশয় মহাকায়; সর্ব্বদা ক্রোধে আরক্ত নয়ন; দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান; মস্তকে সুদীর্ঘ জটা কুণ্ডলীকৃত হইয়াছে। সেই রুদ্রগণ দৌরাত্ম্য করিয়া সৃষ্টি লোপ করিতে উদ্যত হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা ইহাঁদের দুরন্ত স্বভাব দেখিয়া, পিতামাতা যেপ্রকার দুরন্ত বালকদিগকে ভয় দেখাইয়া শান্ত করে, সেইরূপ ভয়প্রদর্শন দ্বারা ইহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য, কিঞ্চিদুচ্চ শব্দে আমাকে কহিলেন, হে পুত্রক! আমার আজ্ঞায় তুমি শীঘ্রই সেই প্রকার প্রতিবিধান কর, যাহাতে এই রুদ্রগণ প্রশ্রয় না পায়।

এই ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণকে সর্ব্বদাই স্ববশে রক্ষা করিবে। তখন পিতার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আমি তাহাই বিধান করিলাম। তদনন্তর দেখিলাম, এই ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণ সকলে শান্তরূপে আমার বশীভূত হইয়া থাকিলেন; তদবধি মহাদেবের প্রতি আমার অবজ্ঞার অঙ্কুর হইল। মহর্ষে! যে শিবের অংশসম্ভূত এই ভীমপরাক্রম রুদ্রগণ, আমার আজ্ঞার বশীভূত, সেই শিবের আবার আমা হইতে শ্রেষ্ঠত্ব কি? আমার সতী কন্যা রূপ, গুণ, গৌরবে, যেপ্রকার অসীমগৌরবা হইয়াছেন, মুনে! তাহা আপনি সকলই অবগত আছেন। সে কন্যার অনুরূপ বরপাত্র কি ঐ কুরূপ বিরূপাক্ষ? যথাযোগ্য পাত্রে বিধি-পূর্ব্বক যে কন্যাদান, সেইটি পুণ্যকীর্ত্তির হেতু হয়; এই নিমিত্ত বন্ধুবর্গের সহিত পাত্রের কুল, শীল এবং রূপ গুণ বিচার করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কন্যা দান করেন। এই সকল বিচার করিয়াই তো সতীর স্বয়ম্বরসভাতে কুলশীল-বর্জ্জিত ঐ ভূতপতিকে নিমন্ত্রণ করিলাম না। মহর্ষে! শ্রবণ করুন, যাহা আমার মনোগত ভাব, আপনার নিকটে প্রকাশ করিয়া বলিতেছি; যাহার অংশসম্ভূত সেই মহা-রুদ্রগণ আমার বশবর্ত্তী রহিয়াছে, সেই শম্ভু যে পর্য্যন্ত আমাকে আক্রমণ না করিবেন, সে পর্য্যন্তই তাঁহাতে আমার বিদ্বেষ থাকিবে; একথা সত্য বলিতেছি, যদবধি মহাদেব এই বিদ্বেষের প্রতিফলদানে সক্ষম না হইবেন, তদবধি আমার পূজনীয় হইবেন না, এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর জানিবেন।

দক্ষের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া দধীচি মুনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এই মূঢ়বুদ্ধি প্রজাপতি

নিশ্চয় শিবশিবানীকর্ত্তৃক পরিবঞ্চিত হইয়াছে। যাঁহারা কায়মনোবাক্য দ্বারা সতী ও শিবের চরণ আশ্রয় করেন, তাঁহারাই পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন; মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের উহা নিতান্তই অজ্ঞেয়। অতএব মূঢ়চেতা দক্ষ প্রজাপতি কি প্রকারেই বা জানিতে পারিবেন? বিজ্ঞ জনেরা ভক্তি-হীন ব্যক্তিকে যদি বিজ্ঞানদানে শক্ত হইতেন, তবে এই জগৎসংসারে কোন্ জনই বা বিমুক্ত না হইত?

এইরূপ চিন্তা করিয়া দক্ষকে আর কোন কথা না বলিয়া দধীচি মুনি নিজ নিকেতনে গমন করিলেন। দক্ষ প্রজাপতিও মনোদুঃখে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দম্পতী দর্শনে দেবতাদি সকলের আগমন।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! শিববিবাহের পর বরবধূর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাদেব, সতীর পাণিগ্রহণ করিয়া, হিমগিরির সানুদেশে গমন করিলে পর, যুগলরূপ দর্শনের একান্ত অভিলাষ বশতঃ অতি সত্বরেই দেবতা ও মহর্ষি সকল তথায় আগমন করিলেন; তৎপরেই ক্রমে ক্রমে দেবপত্নী, নাগপত্নী, অপ্সরী, কিন্নরী, মুনিপত্নী সকল অর্থাৎ যাঁহারা সে স্থানে আগমন করিতে সক্ষম, সেই সকলেই

দম্পতী দর্শন করিতে তথায় সমাগত হইলেন। গিরীন্দ্রপত্নী মেনকাও সখীগণে পরিবৃতা হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর সেই অভূতপূর্ব্ব, যুগলরূপ দর্শনে, যথেষ্ট হৃষ্টচিত্ত হইয়া, অমরগণে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপ্সরাপ্রধানা সকল, নৃত্য ও গন্ধর্ব্ব কন্যা সকল গান করিতে লাগিল; দেবপত্নীরা মহামহোৎসব করত, মঙ্গলধ্বনি করিয়া, বর বধুর বরণ প্রভৃতি মঙ্গলাচার কর্ম্মসকল সম্পন্ন করিলেন; প্রমথগণ সকলে আহ্লাদপূর্ণ হইয়া, সতীশিবকে ধূল্যবলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণাম হওত, গালবাদ্য, কক্ষবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার ঘোরতর আনন্দকোলাহল হইলেপর, দম্পতীকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া সুরগণ সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। গিরীন্দ্রপত্নী মেনকা ঐ নববধূর নিরূপম রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! জগতের মধ্যে সেই রমণীই ধন্যা, যে ধনী এই কন্যারত্নটীকে প্রসব করিয়াছেন। অদ্যাবধি এই মনোজ্ঞবদনাকে, আমি প্রতিদিন আরাধনা করিতে থাকিব; বহুকাল আরাধনা করিয়াও কি পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইব না? ইনি যে প্রকার পরমাসুন্দরী দেখিতেছি, কখনই সামান্য কন্যা নন? তাহা হইলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু পর্য্যন্ত কদাচই উঁহার চরণোপান্তে, নতশিরা হইতেন না; অতএব বোধ হয়, দয়াময়ী, দুর্গাই হইবেন; তবে চিরদিন সেবা করিয়া কন্যারূপে প্রার্থনা করিলেও কি দয়া করিবেন না; জ্ঞান হইতেছে অবশ্যই করিবেন; তবে তাহাই কর্ত্তব্য। গিরিরাণী এই সংকল্প সুস্থির করিয়া সেদিবস নিজালয়ে গমন করিলেন।

অনন্তর সর্ব্বরী সমাগতা হইল, সতীর বদনসুধাকরের অনুধ্যান সুখে, গিরি পত্নীর শয়নাবস্থায় নিদ্রা ছিন্নভিন্না হইতে থাকিল। বিভাবরী, শেষপ্রহরা হইলে নিতান্ত ঔৎসুক্য চিত্তে, তিনি প্রভাত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, ভগবান্ মরিচমিলী, উদয়াচলের চূড়াবলম্বন করিতে সজ্জা করিলে, পূর্ব্বদিক রক্তিমাবর্ণ অরুণ কিরণে, আলোকিত হইল। যামিনী প্রভাতা দেখিয়া, গাত্রোত্থান করত, সংযত ব্রতীর ন্যায়, কৃত শৌচা, পূতবসনা হইয়া প্রভাত সময়াবধি, সতীর গৃহদ্বার, চত্বর, প্রভৃতির মর্জ্জনা করেন। সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহ্য পিণ্ডকে বসিবার পরিষ্কৃত পাঠস্থাপন, বদন ধৌত করিবার সুগন্ধি জলপূর্ণ পাত্র, দন্তমার্জ্জনার দ্রব্য ও গাত্র মার্জ্জনী, পরিস্বচ্ছ দর্পণ, কজ্জলপাত্র, অঞ্জনশলাকা, কেশসংস্কারের দ্রব্যাদি, এইসকল প্রস্তুত করিয়া রাখেন। এই প্রকার দুই এক দিবস করিলে পর, সতীর সহিত কথোপকথনে গিরিরাণী পরিচিতা হইলেন। পরে গিরীন্দ্রপত্নীর নিষ্কপট বাৎসল্য ভাব দর্শন করিয়া দাক্ষায়ণী তুষ্টহৃদয়া হইলেন। রাণীকে, মা, মা, বলিয়া গৌরব করিতেন; রাণীও সেই বিধুবদন হইতে অমৃতময় মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, ততোধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, একবার ক্রোড়ে লইয়া, আদর বাক্যে মুখচুম্বন করত, ইতস্ততঃ গমনাগমন করিয়া, জলহস্ত দ্বারা সতীর বদনার বিন্দের পর্য্যুসিত, অলকাতিলক প্রোঞ্ছন, অঞ্চল দ্বারা মুখমার্জ্জন, তদনন্তর সুখাসনে বসাইয়া, উত্তমোত্তম চর্ব্ব্য চোষ্য আহার প্রদান, এবং দিনমণি,

কিঞ্চিৎ প্রখর হইলে, স্নানবারির আহরণ, ও কোন কোন দিবস সঙ্গে লইয়া সরোবরাবগাহন করত গাত্র মার্জ্জনা, এবং অপরাহ্ন সময়ে, সুগন্ধি তৈল দ্বারা কেশ সংস্কার, মস্তকোপরি সিন্দুর বিন্দু, কপোল দেশে অলকপঙক্তি প্রদান করিতেন। গিরিরাণী, সতীর নিকটে আসিয়া, প্রতি দিবস ঐ প্রকার সেবা করত, শিবানীর প্রীতি বর্দ্ধন করেন। ইতি-মধ্যে, একদিবস, দক্ষের অনুচর নন্দী, তথায় আগমন করি-লেন। তিনি অত্যন্ত শিবপরায়ণ, শিবের সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আমি দক্ষের অনুচর, দধীচি মুনির শিষ্য; যিনি নিজবুদ্ধি প্রভাবে আপনার প্রভাব জ্ঞাত হইয়া শিবপরায়ণ হইয়াছেন, আমি সেই গুরুর অনুগ্রহে, আপনাকে সাক্ষাৎ পরম পুরুষ, এবং সতীকেও পরমা প্রকৃতি, সৃষ্ট্যাদি কর্ত্রীরূপে, জ্ঞাত হইয়াছি আপনি শরণাগত বৎসল, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম; হে দয়াময় দেবদেব! আমাকে আর সংসার মায়ায় বিমুগ্ধ করিবেন না। এই কথা বলিয়া সেই ভক্তানুগ্রাহক মহাদেবকে ভক্তিভাবে, গদগদ বাক্য দ্বারা, নন্দী স্তব করিতে লাগি-লেন।

নন্দী কর্ত্তৃক সদাশিবের স্তব।

হে আদি পুরুষ! আপনি জগতের ধাতা; বিধি, বিষ্ণু, প্রভৃতি দেবতা সকলের প্রলয়কর্ত্তা; এবং দেবের দেবত্ব-স্বরূপ; আপনি সর্ব্বময়, পরমৈশ্বর্য্যশালী, ত্রিলোকের রক্ষা-

কর্ত্তা; আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম। আপনি পিতা মাতা; যুবা বৃদ্ধ ; ও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ; সুরাসুর, নর, ভূচর, খেচর, চরাচর প্রভৃতি যত কিছু বস্তু আছে, সে সকলই আপনার রূপ; অতএব আমি আপনার চরণে প্রণাম করি, অনুকম্পা পূর্ব্বক দুস্তর সংসার সমুদ্র হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আপনার রূপ অচিন্ত্য, অথচ সাকার নিরাকার প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় রূপও আপনার প্রতিমূর্ত্তি ; আপনার ললাট দেশে অর্দ্ধচন্দ্র ; পঞ্চবদনের শোভা কোটী চন্দ্রের দীপ্তিকেও পরাজিত করিয়াছে ; আপনার বামপার্শ্বে সতী ; ফণিবিভূষিত হইয়া কি অপূর্ব্ব দীপ্তি বিস্তার করিতেছেন ! অতএব ব্রহ্মাদির প্রণম্য আপনার চরণে আমি প্রণাম করি। যে ব্যক্তি নিত্য আপনার পূজা ও তব মন্ত্র জপ, ও আপনকার গুণ কীর্ত্তন দ্বারা সময়াতিপাত করে, ভক্তজনের কথা দূরে থাকুক, অভক্ত ব্যক্তিও অনন্ত কোটী যজ্ঞফল লাভ করিয়া অনায়াসে স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে বিভো ! জগতে আপনি ব্যতীত দীন জনের পক্ষে দয়ার্ণব স্বরূপ আর কেহ নাই।

নন্দীর প্রতি মহাদেবের বর দান।

নন্দী এই প্রকার স্তব করিলে পর, মহাদেব বলিলেন, বৎস নন্দিন্ ! তোমার স্তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; এইক্ষণে প্রার্থনা কর, তোমার অভিলাষমত বর প্রদান করিব। নন্দী তখন কৃতাঞ্জলি পুটে বলিলেন, হে দয়াময় ! আমি সর্ব্বদা নিকটস্থায়ী দাসত্ব বর প্রার্থনা করি, যাহাতে এই

নয়ন দ্বারা সর্ব্বদাই আপনার রূপ দর্শন হইবে। নন্দীর এই কথা শুনিয়া, মহেশ্বর বলিলেন, বৎস! "তথাস্তু„ নিশ্চয়ই তোমার মৎসন্নিধানে বাস হইবে, এবং ত্বংকৃত স্তব দ্বারা ত্রিলোকবাসী যে কোন ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আমার স্তব করিবে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অমঙ্গল থাকিবেনা, এবং সেই দেহে সুচিরকাল সুখভোগ করিয়া অন্তকালে মোক্ষধাম প্রাপ্ত হইবে। বৎস নন্দিন্! তুমি প্রিয়তম ভক্ত, অতএব এই প্রমথগণের গণপতি হইয়া আমার নিকটে অবস্থান কর। মহাদেবের এইপ্রকার আজ্ঞাপ্রভাবে নন্দী প্রমথবৃন্দের অধ্যক্ষ হইয়া শিব নিকটে বাস করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

মহাদেব সেই ভুবনমোহিনীসতীসহবাসে ক্রমশঃ কন্দর্পবাণে পরিপীড়িত হইয়া নন্দীকে এবং প্রমথগণকে বলিলেন, পারিসদগণ! তোমরা এস্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থান কর, তোমাদিগকে যখন স্মরণ করিব, তখন আমার নিকটে আগমন করিবে, ইতিমধ্যে দেব দানব কি গন্ধর্ব্ব কোন ব্যক্তিকেই আমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আসিতে দিবে না। শম্ভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রমথগণ সকলে শম্ভু-

সন্নিধি হইতে দূরদেশে অবস্থান করিলেন। তদনন্তর মহাদেব, অতি নির্জ্জন গিরিসানুতে সতীর সহিত যথেচ্ছা-ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন, কোন সময়ে সুরম্য বন্য পুষ্পের আহরণ করিয়া স্বহস্তে মনোহর মালা গ্রন্থন পূর্ব্বক সতীর কণ্ঠদেশে প্রদান করত সকৌতুকে সতীকে সন্দর্শন করেন, কোন সময়ে নিজ পাণি দ্বারা পরমাদরে সতীর মুখপঙ্কজ পরিমার্জ্জনা করিয়া দেন, কখন পুষ্প-কাননে, কখন গিরিগহ্বরে, কখন সরোবরতীরে, কখন কুসুম শয়নে, কদাচিৎ পাষাণতলে, কখন বাহুলতোপধানে, কখন স্বহৃদয়াসনে, সতীকে সংস্থাপন করত, সতীনাথ ইচ্ছানু-রূপ বিহার করিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের জন্যও অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চার না করিয়া সর্ব্বদাই পরমাদরে পরস্পরকে পরস্পর দর্শন করেন, মহেশ্বর সতীর সহিত, কখন কৈলাসে, কখন মেরুপৃষ্ঠে, কখন মন্দরপর্ব্বতোপরি অবস্থান করেন, ক্ষণার্দ্ধও সতীকে পরিত্যাগ করেন না। ত্রৈলোক্যমোহিনী সতীর মায়াতে বিমুগ্ধ হইয়া মহাদেব দশ সহস্র বৎসর বিহার করিলেন, তন্মধ্যে কোন্ সময়ে দিবা, কিম্বা কোন্ সময়ে রজনী, ইহার কিছুই পরিজ্ঞান থাকিল না। ঐ সময়েও প্রায় প্রতিদিন গিরীন্দ্রপত্নী মেনকা সতীর নিকটে সময়ানুসারে আগমন করিয়া সুস্বাদু ক্ষীর, লড্ডুকাদি সতী-হস্তে প্রদান করত পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিতেন; সতীকে কন্যা কামনা করিয়া মহাষ্টমী দিবসে উপবাস ব্রতেরও আরম্ভ করিলেন। প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে বিধিপূর্ব্বক পূজোপবাস করিয়া সম্বৎসরে একান্ত ভক্তিতে ব্রত পূর্ণ

করিলেন। এই সকল প্রকারে মেনকার একান্ত ভক্তি দেখিয়া, শঙ্করগেহিনী সতী বলিলেন, মা গিরিপত্নি! তোমার সেবাতে আমি সন্তুষ্টা হইলাম, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, "এই দেহাবসানেই তোমার কন্যা হইব, ইহাতে সংশয় নাই।" সতীর এই বাক্যে মেনকা সাতিশয় হৃষ্ট-চিত্তা হইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন, কিন্তু রাত্রিন্দিবই সতীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

নৈমিষারণ্যবাসী কুলপতি সৌনক সূতকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে সূত! তোমার মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত বাক্যের প্রতিপদেই আমরা পরিতৃপ্ত হইতেছি, সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, সেই শিব-দ্বেষ্টা দক্ষপ্রজাপতি অতঃপর কি করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সূত কহিলেন, মহর্ষে! তবে শ্রবণ করুন।

নারদের দক্ষালয়গমন ও দক্ষের যজ্ঞ করিবার মন্ত্রণা।

মোহান্ধকারে জ্ঞানচক্ষুবিহীন সেই দক্ষপ্রজাপতি সক-লের নিকটে শিবনিন্দা করেন, মহাদেবও উহাকে শ্বশুর বলিয়া সম্মান করেন নাই। এই প্রকারে তাঁহাদের দুই জনের অপ্রণয় দিন দিন উৎকট হইতে থাকিল; ইতিমধ্যে এক-দিবস ব্রহ্মার পুত্র নারদ যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হইয়া দক্ষ-প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে! তুমি সর্ব্বদা শিব-নিন্দা কর, সেই জন্য মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার প্রতি যে প্রকার ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর; ভূতগণের সহিত তোমার পুরপ্রবেশ করিয়া, তিনি নিশ্চয় ভস্মাস্থি-

সকলেই সেই শিবশূন্য সভাতে আগমন করিলেন, কিন্তু সভাস্থ হইয়া যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণুকে দর্শন করত কথঞ্চিৎ নির্ভয়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি কনিষ্ঠা কন্যা সতী ব্যতিরেকে আর আর সমস্ত কন্যাকে আনাইয়া, ভূরি ভূরি বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা পরিতোষ করিলেন। যজ্ঞ দর্শনে সমাগত ব্যক্তিদিগের পান ভোজনার্থ প্রজাপতি কোন স্থানে পূপপর্ব্বত, কোন স্থানে মিষ্টান্নপর্ব্বত, কোথায় ঘৃতকুল্যা, কোথায় মধুকুল্যা, এই প্রকার নানাবিধ সুখাদ্য সুখপেয় দ্রব্যাদি প্রচুররূপেই প্রস্তুত করিয়াছেন। প্রজাপতির আজ্ঞাতে "দীয়তাং" "ভুজ্যতাং" শব্দ সহকারে যজ্ঞ কর্ম্ম প্রবৃত্ত হইল, বসুধা দেবী স্বয়ং আসিয়া যজ্ঞের কুণ্ডরূপা হইলেন; সেই কুণ্ডে হুতাশন, আসিয়া নির্ধূম শিখায় প্রজ্বলিত হইলে, স্বয়ং ব্রহ্মা সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে বৃত হইলেন; অষ্টাশীতি সহস্র পুরোহিত হোতৃকার্য্যে বরণ, এবং চতুঃষষ্টি সহস্র উদ্গাতা, অর্থাৎ সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সামবেদ গানে নিযুক্ত হইলেন; যজ্ঞের অধিপতি দেবতা স্বয়ং যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হইলেন; জগতের রক্ষা কর্ত্তা পরম পুরুষ বিষ্ণু সেই যজ্ঞ রক্ষা করিতে নিজাসনে উপবেশন করিলেন। এই প্রকারে ঘোরঘটানুষ্ঠানে সমারব্ধ যজ্ঞ প্রচলিত হইল।

দধীচি মুনির সহিত দক্ষের কথোপকথন।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ দধীচি মুনি, সেই সভাস্থে সমাগত হইয়া দেখিলেন, ঈশানদিক শূন্য; সে স্থানে মহেশ্বর কি দতনুচর

কেহই নাই, তখন দধীচি মুনি দক্ষ প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজাপতে! হে প্রাজ্ঞ! তুমি যে প্রকার যজ্ঞ উপস্থিত করিয়াছ, এইরূপ যজ্ঞ কখন ত হয় নাই, বোধ হয় কখন হইবে না; এই যজ্ঞে দেবাদিগণ সকলেই আগমন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে নিজ নিজ ভাগানুসারে আহুতি গ্রহণ করিতেছেন; দেখিতেছি প্রাণিগণ সকলেই এই যজ্ঞে সুখ সচ্ছন্দে আহার বিহার করত, পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন; কিন্তু ত্রিদশের ঈশ্বর মহেশ্বরকে কি হেতু দেখিতেছি না? মহর্ষির বাক্য শেষ হইলে,প্রজাপতি বলিলেন, মুনিবর! সেই অমঙ্গলশীল মহাদেবকে, আমি আহ্বান করি না; সেই দুর্জ্জনসঙ্গী, কদর্য্যব্যবহারী বিরূপাক্ষ, যজ্ঞীয় ভাগের যোগ্যপাত্র আর না হউক, এই অভিলাষেই যজ্ঞারম্ভ করিয়াছি। দক্ষের কটূক্তি শ্রবণ করিয়া মুনি বলিলেন, প্রজাপতে! তবে শ্রবণ কর; জীবহীন দেহ, বহুরত্নে বিভূষিত থাকিলেও, শোভা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না, সেই প্রকার শিবহীন তোমার এই যজ্ঞভূমি শ্মশানভূমির সমান দেখিতেছি। মুনির এই কথা শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি কোপভরে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলেন, ওহে মুনে! তোমাকেই বা কে আহ্বান করিল? কেনইবা এস্থানে তুমি আসিলে? কেবা তোমায় ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছে? কেনই বা তুমি এমত কথা বলিতেছ? দক্ষের এই কথা শুনিয়া দধীচি মুনি বলিলেন, অরে দুর্মুখ! আমি আহুতই হই, বা না হই, সেবিবেচনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার বাক্য যদি শ্রবণ কর, তবে এই ক্ষণেই সেই দেবাদিদেবকে আহ্বান কর, নতুবা এযজ্ঞ

কদাচই সিদ্ধ হইবে না। সত্যবিহীন বাক্য, বেদবিহীন ব্রাহ্মণ, গঙ্গাবিহীন প্রদেশ, যেমত মহোদয়দিগের অব্যবহার্য্য, যজ্ঞও শিব বিহীন হইলে তাদৃশ হয়? পতিহীনা নারী, পুত্রহীন গৃহী, ধনহীনের আকাঙ্ক্ষা, যে প্রকার নিষ্ফল হয়, যজ্ঞও শিবহীন হইলে তাদৃশ হয়। দর্ভহীন সন্ধ্যা, তিলহীন তর্পণ, ঘৃতহীন হোম, যে প্রকার নিষ্ফল হয়, শিবহীন যজ্ঞও তাদৃশ হয়। দক্ষ বলিলেন, ওহে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! যেস্থানে জগৎপতি বিষ্ণু আগমন করিয়াছেন, সেস্থানে অমঙ্গলমূর্ত্তি শম্ভু কর্ত্তৃক আর কি হইবে? দধীচি বলিলেন, ওহে দক্ষ! তোমার দিব্যজ্ঞানবিলোপ হেতুক জানিতে পার না, ফলতঃ যিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব, যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু, অজ্ঞানিসম্বন্ধেই ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু দিব্যজ্ঞান উদয় হইলে, "একমেবাদ্বিতীয়ং;" তত্ত্বশাস্ত্রে কোথাও ভেদকীর্ত্তন নাই। যিনি একজনের নিন্দা করেন, তিনিই উভয়নিন্দক হন; হরিহর একই আত্মা; অতএব শিবাপমান করিবার ইচ্ছাতে তুমি যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছ, অবশ্যই জানিবে, সেই শম্ভুর ক্রোধানল উজ্জ্বলিত হইয়া এই সমীচীন যজ্ঞ একেবারেই উচ্ছিন্ন হইবে। এই কথা শুনিয়া দক্ষপ্রজাপতি হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি ত বড় নির্ব্বোধ দেখিতেছি; যেস্থানে ত্রিলোকরক্ষিতা জগৎপতি বিষ্ণু স্বয়ং আসিয়া যজ্ঞরক্ষক হইয়াছেন, সেস্থানে আবার শ্মশানবাসী শম্ভু কি করিতে পারিবেন? এই কথা শুনিয়া দধীচি মুনি হাস্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে ক্রোধ হইয়াছিল, তাহা অপনীত

হইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, হাঁ, তা বটে ; যে প্রকারে রক্ষা করিবেন, তাহা অবিলম্বেই দেখিবে। দধীচী মুনির উপহাস দর্শন করিয়া দক্ষপ্রজাপতি কোপে কম্পমান হইয়া ক্রোধবিস্ফারিত আয়ক্ত নয়নে বলিলেন, ওহে প্রহরিগণ ! এটাকে দূর করিয়া দাও ? তখন দধীচি বলিলেন, অরে মূঢ় ! আমি ত পাপিষ্ঠনিকট হইতে স্বতঃই দূর হইব, কিন্তু আমাকে দূর কর কি, তুমিই আপনি মঙ্গল হইতে দূর হইলে ? অচির কাল মধ্যেই তোমার মস্তকে শিবদণ্ড-প্রপাত হইবে, ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া দধীচি মুনি, মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃ প্রকাশ করত, রোষভরে প্রজ্বলিত হইয়া, সভামধ্য হইতে নির্গমন করিলেন, তৎপরেই শিবতত্ববেত্তা মহর্ষি দুর্ব্বাসা, বামদেব, চ্যবন, গৌতম, কণাদ, বাহ্লিক প্রভৃতি অনেকানেক ঋষি-গণ, কর্ণদেশে হস্তার্পণ করিয়া, সেস্থান পরিত্যাগ পুর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সকল ব্যক্তি গমন করিলে, দক্ষ প্রজাপতি কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে, ভূরি ভূরি বস্ত্রাভরণ, মণি রত্নাদি, বিতরণ করিয়া সেই সমারব্ধ যজ্ঞ পূর্ব্ববৎ করিতে থাকিলেন, তোষামোদ কারী অমাত্য বর্গেরা বলিতে লাগিল,মহারাজ ! অপনার সতী কন্যাকে কদাচ এ যজ্ঞে আনিবেন না ? দক্ষ প্রজাপতিও শিবনিন্দাদোষে, ক্ষীণপুণ্য হইয়া,সতী কন্যাকে পরমা প্রকৃতি ভাবে আর জানিতে পারিলেন না ; সেই মায়াশক্তিধারিণী জগদম্বাই দক্ষকে বঞ্চনা করিলেন। বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে ! এদিকে আবার

চমৎকার শ্রবণ কর। অতিনির্জন প্রদেশ, হিমালয় পর্ব্বতের এক মনোহর শৃঙ্গে, সতী শিব একাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমাদরে কথোপকথন করিতেছেন, ঐ সময়ে অন্তর্যামিনী সতী যজ্ঞস্থলীয় সমস্ত বৃত্তান্তই জানিতে পারিলেন। অনন্তর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গিরিপত্নী মেনকা সর্ব্বদাই আমায় অনুনয়, বিনয়, এবং সদ্ভক্তি দ্বারায় কন্যাভাবে প্রার্থনা করিয়াছেন; ইহাঁর নিষ্কপট প্রেমভারের বশীভূতা হইয়া, আমি ও অঙ্গীকার করিয়াছি, দক্ষ প্রজাপতি যৎকালে তপঃ সিদ্ধ হইয়া আমাকে কন্যালাভকামনায় বর প্রর্থনা করেন, তৎকালে আমি স্বীকার করিয়াছিলাম, যে তোমার কন্যা হইব। কিন্তু যখন মহাদেবে, এবং আমাতে মন্দাদর বশতঃ তোমার সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হইবে, তখন আমি মায়াতে মুগ্ধ করিয়া নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব। এই সকল প্রতিশ্রুত বিষয়ের যথোচিত সময়ই উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এ দেহ পরিত্যাগ করা সম্প্রতি আবশ্যক হইয়াছে, কিঞ্চিৎ কাল পরে হিমালয়ের কন্যা হইয়া এই প্রাণবল্লভ মহেশ্বরকে পুনর্ব্বার পতিলাভ করিব। এই প্রকার নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া, সেই দক্ষকন্যা সতী পিতার যজ্ঞস্থলে গমন করিবার ছল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, ক্রমত সময়ে ব্রহ্মার পুত্র নারদ, দক্ষালয় হইতে তথায় উপস্থিত হইলেন, যে স্থানে ভগবান মহেশ্বর দাক্ষায়ণীকে বাম ভাগে লইয়াসুখাসনে উপবিষ্ট আছেন। মহর্ষি নারদ সুখোপবিষ্ট, সতী শিবকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ, এবং অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, সতীকে সম্বোধনপূর্ব্বক, মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন।

নারদের মুখে যজ্ঞসংবাদ।

হে দয়াময়! দেবদেব! তবে শ্রবণ করুন; আপনকার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি, শিবাপমান উদ্দেশে, একটী যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন; সে যজ্ঞের ঘটার সীমা নাই; দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, বিহগোরগ প্রভৃতি স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল বাসী যে স্থানে যত প্রাণী আছে, সে সমস্তই যজ্ঞীয় সভাতে আহূত হইয়াছেন, ত্রিসংসারের মধ্যে কেবল আপনাদের দুই জনের নিমন্ত্রণ হয় নাই। আমি দক্ষালয়ে প্রবেশ করিয়া, তন্মধ্যে আপনাদিগের অদর্শনে, একান্ত দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই সেই শিবশূন্যাসভা পরিত্যাগ করিয়া আপনার নিকটে আসিতেছি; কিন্তু দয়াময়! আপনকার উপর এতাদৃশ দর্প, ব্রহ্মাবিষ্ণু, করিতে পারেন না; আপনারা কি সে স্থানে গমন করিবেন? নারদের এই কথায় মহাদেবের কিঞ্চিন্মাত্রও কোপাবেশ হইল না, প্রত্যুত হাস্যপূর্ণবদনে নারদকে বলিলেন, বৎস! আমাদের সেস্থানে গমনের কিছুই প্রয়োজন নাই, প্রজাপতির যে প্রকার ইচ্ছা হয়, সেই প্রকারেই যজ্ঞ করুন, তাহাতে হানি কি? সেই শান্তত্তম যোগীশ্বরের এই প্রকার বাক্য শুনিয়া নারদ পুনর্ব্বার বলিলেন, দয়াময়! আপনার হানি কি? তবে শিবাপমানের ইচ্ছাতে এই যজ্ঞের সমাধান করিতে সমর্থ হইলে, যাবদীয় লোকের আপনকার প্রতি অবজ্ঞা হইবে, এইটী আমাদের অত্যন্ত দুঃখের বিষয়; অতএব, হে ত্রিদশেশ্বর! আপনি তথায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহণ করুন, কিম্বা যজ্ঞ বিঘ্নই করুন, ইহার এক প্রকার

বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে; জামাতাকে বিশেষ স্নেহ সহকারে শ্বশুর সম্মান করিবেন, এবং শ্বশুরকেও জামাতা, পিতার সমান ভক্তি করিবেন; ইহা না করিলে পরস্পরকে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। অতএব প্রণয়িণি, কিজানি, সেস্থানে গমন করিলে, মানভঙ্গ দেখিয়া, যদ্যপি কোপবেগ অসহ্যই হয়, তবে ত তাঁহার অপ্রীতিকর অনিষ্ট ঘটনা অনায়াসেই ঘটিয়া উঠিবে। শ্বশুরের প্রীতি বর্দ্ধন করাই জামাতার কর্ত্তব্য, তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধন করিলে, জামাতার রূপ বৃদ্ধি, প্রজা বৃদ্ধি, এবং ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়, আর অপ্রীতি করাতে নানাবিধ হানি ও অনিষ্ট ঘটনা হয়। দক্ষ প্রজাপতি চিরকালই আমাকে ভিক্ষাজীবী সুদরিদ্র বলিয়া থাকেন, তাহাতে আবার ক্রোধান্ধ হইয়াছেন, এসময়ে বিনা নিমন্ত্রণে গমন করিলে ভিক্ষুক বলিয়া কতই গ্লানি করিবেন; যেস্থানে বিশেষ রূপে মান প্রাপ্ত হইতে হয়, সেস্থানে অপমান সম্ভাবনায় কোন ব্যক্তিই বা গমন করিয়া থাকে? অতএব, শঙ্করি! তুমি ক্ষমা কর, ওকথার আর উত্থাপন করিও না? এই প্রকার শিবভাষিত শ্রবণ করিয়া, সতী বলিলেন, দয়াময়! আপনি যদি একান্তই গমনে পরাঙ্মুখ হইলেন, তবে আজ্ঞা প্রদান করুন, আমি একাই সেস্থানে গমন করিব, পিতা যে প্রকার মহামহোৎসব যজ্ঞ করিয়াছেন, সে যজ্ঞে কতশত দীনহীন, অসম্মানিত ব্যক্তিরাও যথেষ্ট সৎকার লাভ করিবে; আর আমি তাঁহার কন্যা, আমাকে তিনি কি একবার কথার দ্বারা সমাদর করিবেন না? সে স্থলে গমন না করিয়া, আমি কোন মতেই ধৈর্য্যা-

বলম্বনে সমর্থ হইবনা, অন্য স্থানে আহ্বানের অপেক্ষা করে, পিতৃগৃহে নিমন্ত্রণের অপেক্ষা নাই ; অতএব, হে দয়াময়! আমার প্রতি আজ্ঞা করুন, পিতৃযজ্ঞ দর্শনে আমার নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছে। আমি গমন করিলে, কন্যার মুখাবলোকন করত, করুণাবাধিত হইয়া পিতা অবশ্যই সমাদর করিবেন ; অনন্তর, পিতাকে বলিয়া, আপনারও আহুতি ভাগ আনয়ন করিব ; যদিও মোহবশতঃ আপনাকে পরমাত্মা স্বরূপে, পিতা জানিতে পারেন না, তথাপি, আপনার শ্বশুর হইয়া, তিনি কি চিরকালই অজ্ঞানী থাকিবেন ? তাঁহাকে জ্ঞান দান করাও তো কর্ত্তব্য ; হে দয়াময়! আপনিই ত জ্ঞানদাতা, অদ্বিতীয় গুরু; অতএব যে প্রকারেই হউক, পিতার মোহনাশ করিয়া যজ্ঞীয় ভাগ গ্রহণ করুন। তখন মহাদেব বলিলেন, প্রিয়তমে! যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে আমাতে আত্ম সমর্পণ করে, আমি তাহাকেই বিশুদ্ধ জ্ঞানদান করিয়া কৃতার্থ করি, কিন্তু অভক্তের পক্ষে, সে প্রকার নয়। প্রজাপতি আমার অপমান উদ্দেশেই যখন যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, সত্বরেই ইহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবেন। প্রিয়তমে! তুমি গমন করিলে সম্মান করা ত সম্ভবই নয়; যদিও করেন, কিন্তু আমার নিন্দা অবশ্যই করিবেন ; তাহা হইলে তোমার সে সম্মানেই বা কি সুখোদয় হইবে ? সুখোদয় দূরে থাকুক, কিঞ্চিন্মাত্র আমার নিন্দা শ্রবণ করিলে, তুমি যে কি সর্ব্বনাশের ঘটনা করিবে, সেই চিন্তা এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। অতএব, শঙ্করি! তুমি ক্ষমা কর, বারম্বার আর বিদায় প্রার্থনা

করিও না ; আমি প্রাণ থাকিতে তোমায় একাকিনী বিদায় দিতে সমর্থ হইব না ; ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে কামিনীগণ অবশ্যই দুঃখভাগিনী হন। সতী বলিলেন, হে দয়াময়! ও বিষয়ে আমি এতই উন্মনা হইয়াছি যে, আপনি সহস্র সহস্র বার নিবারণ করিলেও ধৈর্য্যাবলম্বনে অক্ষম হইব। এই কথা শুনিয়া মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত নয়নে বলিলেন, তুমি পত্নী হইয়া পতিবাক্য বারম্বার অবহেলন করিতেছ? কেনইবা তুমি সে স্থানে গমন করিবে? তুমি অন্তঃকরণে কি অবধারণ করিয়াছ? ইহার বিস্পষ্ট না বলিলে কোন প্রকারেই তোমার গমন হইবে না ; যে দুরাত্মাদের মানহানির ভয় নাই, তাহারাই ঐসকল স্থানে গমন করে। আমার নিন্দা করিবে, নিশ্চয় জানিয়াও যখন একান্তই গমন ইচ্ছা করিতেছ, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আমার নিন্দাতে তোমার সন্তোষলাভ হয়। এইরূপ কঠিন ও কর্কশ বাক্য দ্বারা মহেশ্বর কর্ত্তৃক সতী প্রত্যুক্তা হইয়া ক্রোধভরে আরক্তনয়না হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সতীর দশ মহাবিদ্যা রূপধারণ।

ইহাঁও তো চমৎকার দেখিতেছি, অনেক তপস্যা দ্বারা শঙ্কর আমায় প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি কিছু গর্ব্বিত হইয়াছেন, তাহাতেই নিদারুণ বাক্যসকল প্রয়োগ করিতেছেন ; অতএব সেই দর্পিত পিতাকে ত একেবারেই পরিত্যাগ করিব, আর ইহাঁকেও কিঞ্চিৎকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া নিজ-

লীলায় স্বস্থানে অবস্থান করিব ; তদন্তর আমার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া শম্ভু পুনর্ব্বার কঠোর তপস্যা দ্বারা আমাকে প্রার্থনা করিলে, হিমালয়ের কন্যা হইয়া পুনরপি পত্নী স্বরূপে ইহাঁকে প্রাপ্তা হইব। মনোমধ্যে এইটী নিশ্চয় করিয়া দাক্ষায়ণী কোপবিস্ফারিত আরক্ত নয়নদ্বারায় মহাদেবকে মোহিত করিলে, তখন শম্ভু দেখিলেন, সতী নিতান্তই কোপবতী হইয়াছেন ; ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে ; নয়নত্রয়, কল্পান্ত সময়ে অগ্নির ন্যায়, প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে ; এই দেখিয়া মহাদেব ভীত হইয়া, নির্নিমেষ নয়নে, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন ; দেখিতে দেখিতেই সতী তৎক্ষণমাত্রে অট্ট অট্ট হাস্য করত, সেই সৌম্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া অপর একটী ভীমা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ; সে মূর্ত্তি প্রাণিমাত্রেরই ভয়প্রদা, ঘোরতর তিমিরবর্ণা, দিগম্বরী, আলুলায়িতকেশী, লোল জিহ্বা, চতুর্ব্বাহু ধারিণী, প্রতিরোম কূপে অগ্নি কণিকা নিঃসারিত হইতেছে, গলদেশে মুণ্ডমালা দোদুল্যমানা, মধ্যে মধ্যে ভয়ানক হুঁকার শব্দ করিতেছেন, কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবতী, ললাট ফলকে অর্দ্ধচন্দ্র, অচিরোদিত দিবাকরের ন্যায় কীরিট মস্তকে বিরাজ করিতেছে। এইপ্রকার ভয়ানক রূপধারণ করিয়া নিজতেজঃপ্রভায় জাজ্বল্যমান সেই সতী অট্ট অট্টহাস্য ও গভীর সিংহনাদ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন। মহাদেব ঐপ্রকার ভীষণমূর্ত্তি দর্শন করিয়া কষ্টস্পষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন দ্বারা স্বকীয় মূর্চ্ছার নিবৃত্তি করিয়া সে স্থান হইতে পলায়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া অন্যদিগভিমুখে প্রাণপনেই ধাব-

মান হইলেন। তখন তাদৃশাবস্থা দেখিয়া ভয়ভীত মহেশ্বরের ভয় নিবারণ জন্য দাক্ষায়ণী বারম্বার "ভয় নাই ভয় নাই" বলিতে লাগিলেন এবং কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া হাস্যও করিতে থাকিলেন। অভয়দানার্থে ঐপ্রকার করিলেও, সেই দুর্নিরীক্ষ্য প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইতে সমুদ্ভূত সেই শব্দ আর হাস্য ততোধিক ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিল ; তাহাতে মহাদেব ততোধিক ভীতচেতা হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষাও দ্রুতবেগে পরিধাবিত হইলেন ; ইতঃপূর্ব্বে এক একবার বরং দাক্ষায়ণীর দর্শন লালসায় পশ্চাৎ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এবারে আর তাহাও রহিত হইয়া গেল, ভয়ে এতাদৃশই বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। পতির অনিবার্য্য ভয় এবং দুর্গতি দর্শন করিয়া সতী তখন দয়ান্বিতা হইলেন ; মহাদেবের গতি রোধ করিবার নিমিত্তে ক্ষণমাত্রেই দশটী ভয়ানক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দশদিগে অবস্থান করিয়া থাকিলেন। তখন ঐ দ্রুতগামী মহাদেব সম্মুখে আর এক প্রকার ভীমা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সেদিক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যদিগভিমুখে ধাবিত হইলেন ; সেদিকে দেখিলেন আর একপ্রকার ভীমা মূর্ত্তি ; ঐরূপে যেদিগে পলায়ন করিতে অভিলাষ করেন, সেই দিগেই ভয়জনিকা একএক প্রকার মূর্ত্তি। এই দেখিয়া পলায়নে অক্ষম হইয়া মহাদেব বদনে হস্তাচ্ছাদন করিয়া কম্পিতকলেবরে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান থাকিলেন ; কিঞ্চিৎ কাল পরে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, পূর্ব্বাপেক্ষায় অনেক প্রশান্তভাব, সম্মুখে একটী শ্যামামূর্ত্তি রহিয়াছেন ; তিনি দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডায়মানা, মুখমণ্ডল নীল

কমল অপেক্ষা সুদৃশ্য, হাস্যমুখী, পীনস্তনী, নিবিড়জঘনা, গুল্‌ফ পর্য্যন্ত কুঞ্চিত কেশজাল, দিগম্বরী, আকর্ণনয়না, চতুর্ব্বাহু-ধারিণী; তাঁহাকে দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ সাহসান্বিত হইয়া ভয়ে ভয়ে শম্ভু জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্যামা দেবি! আপনি কে? আমার প্রাণবল্লভা সেই সতী কোথায় গমন করিলেন? এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, হে মহাদেব! আপনি কি দেখিতেছেন না? এই যে আমি সতী তোমার সম্মুখে রহিয়াছি। মৃদুহাস্য করিতে করিতে বলিলেন, প্রাণবল্লভ! তুমি আমাকে চিনিতে পারিলে না? তোমার তাদৃশ নির্ম্মল বুদ্ধিতে এতাদৃশ মোহমালিন্য কিজন্যই উপস্থিত হইল? মহাদেব বলিলেন, দেবি! তুমি যদি দক্ষকন্যা আমার প্রাণবল্লভা সেই সতীই হইবে, তবে ঘোরান্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা আমার ভয়দাত্রীই বা কি জন্য? আর দশদিকেই বা ঐসকল ভয়দায়িনী দেবীরা কে? তন্মধ্যে কোন ভীমা মূর্ত্তিটি তোমার, তাহার পরিচয় দানে বিলম্ব করিবেন না, আমি নিতান্তই ভয়বিহ্বল হইয়াছি। তখন সতী বলিলেন, শম্ভো! তুমি কি পূর্ব্বভাব সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ? আমি সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী পরমাপ্রকৃতি, তোমার তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বের স্বীকার বশত দক্ষালয়ে গৌরাঙ্গী হইয়া জন্মলাভ করিয়াছিলাম, সেই আমি এইক্ষণে পিতার মহাযজ্ঞ বিনাশ করিবার নিমিত্তে ভয়ানক হইয়াছি; অতএব তুমি আমার নিকটে আর ভীত হইও না; তোমাকে অভয়দান করিতেছি; আর এই দশদিঙ্মধ্যে যে ভীমা মূর্ত্তি সকল দর্শন করিলে, ও সমস্তই আমার মূর্ত্তি, উহার কোন মূর্ত্তিতেই তোমার ভয় নাই; আমি তোমার প্রিয়তমা পত্নী,

তুমিও প্রাণের সমান ভর্ত্তা, তুমি নিতান্ত ভীত হইয়া ধাবমান হওয়াতে তোমাকে সুস্থির করিবার জন্যেই ঐরূপ দশ প্রকার মূর্ত্তিতে দশদিকে অবস্থান করিয়াছিলাম। সেই দেবীর এইপ্রকার করুণাপূর্ণবাক্যে মহাদেবের ভয় মোহ দূরীকৃত হইলে,মহেশ্বর মনে মনে বিবেচনা করিলেন, হায়, আমি কি কৃতঘ্নের ন্যায় অকার্য্য করিয়াছি! যাঁহার প্রসন্নতাতেই আমি দেবাদিদেব মহাদেব হইয়াছি, সেই পরমারাধ্য পরমেশ্বরীর প্রতি তিরস্কার এবং কটু বাক্য আমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, ইহার অধিক পরিতাপের বিষয় আর কি? এই বিবেচনায় আপনার অপরাধভঞ্জনের নিমিত্তে ঐ দেবীকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! আমি অজ্ঞানবশত আপনার প্রতি যে অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, ইহাতে আমি নিতান্তই সাপরাধী হইয়াছি, কিন্তু আপনিই আমাদিগের উৎপত্তি করিয়াছেন, এক্ষণে সহস্র সহস্র অপরাধ করিলেও আর নষ্ট করা বিধেয় নয়; যেপ্রকার আরামনির্ম্মাণকর্ত্তা নিজহস্তপ্রতিপালিত বৃক্ষমধ্যে কোন পাদপটি বিষদূষিত ফল পুষ্পাদির প্রসবকারী হইলেও তাহাকে ত্বরায় বিনষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না, সেই প্রকার আমাকে এক্ষণে রক্ষা করাই আপনার কর্ত্তব্য; অতএব, হে বিশ্বজননি! আপনি এই দীন দাসের প্রতি ক্ষমা করুন। মহেশ্বর এই কথা বলিলে, সতী কোন উত্তর না করিয়া কেবল মন্দ মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে মহাদেব নির্ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরমেশ্বরি! মহাভয়ানক তোমার যে মূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিলাম, ইহাদিগের নাম কি

তাহা কীর্ত্তন করুন। তখন সতী বলিলেন, হে আশুতোষ! দেবতা মাত্রেই আমার স্বরূপ, তন্মধ্যে অন্যান্য সকল অঙ্গবিদ্যা এবং ইহারা মহাবিদ্যা ইহাদের প্রত্যেকেরই নাম কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানে শ্রবণ করঃ— "কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা ধূমাবতী তথা বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।" মহেশ্বর নাম শ্রবণ করিয়া গদ্‌গদচেতা হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পরমেশ্বরি! যদি নাম সকল কীর্ত্তন করিলেন, তবে কাহার কি নাম, সেইটি বিশেষরূপ পরিচয় প্রদান করুন। সতী বলিলেন, সাবহিত হইয়া শ্রবণ কর; যিনি তোমার সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণা ভীম-ত্রিলোচনা, ইহঁার নাম কালী; যিনি ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিতা শ্যামবর্ণা, ইনি তারা; তোমার সব্যভাগে যে দেবী স্বহস্তে নিজ মস্তক ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন বদনে রুধিরধারা পান করত ভয় প্রদান করিতেছেন, ইনি ছিন্নমস্তা; বামভাগে যে দেবী, ইনি ভুবনেশ্বরী; পৃষ্ঠদেশে বগলামুখী; অগ্নিকোণে বিধবারূপ-ধারিণী যে দেবী, ইনি ধূমাবতী; নৈঋতভাগে ত্রিপুরা সুন্দরী; বায়ু কোণস্থা দেবী মাতঙ্গী; আর ঈশানকোণবাসিনী ইনি ষোড়শী; আর আমি ভৈরবী ভীমা। হে মহেশান! তোমার প্রাণপ্রিয়া পত্নী যে সতী, সেই আমিই একা এই সমস্ত রূপ ধারণ করিয়াছি; অতএব তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত হইও না; আমার যে সকল রূপদর্শন করিলে, ইহার প্রত্যেক রূপই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফল ভক্তকে প্রদান করেন; মহেশ্বর! তুমিত অবগতই আছ, জগৎ সংসারে যাবদীয় দেবতা আছেন, সেই সকল দেবতার দেবত্ব আমি, ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব

যে রূপ, সে আমি, বিষ্ণুর পালনকর্ত্তৃত্ব যে রূপ, সেও আমি, এবং তোমার সংহারকর্ত্তৃত্ব যে রূপ, সেও আমি, এবং যে কএকটি মহাবিদ্যার নাম কীর্ত্তন করিলাম, নিগূঢ় ভাবে ইহাদের উপাসনা করিলে, ভোগ ও মোক্ষ ভক্ত জনের করস্থ জানিবে ; এই নিমিত্ত উপাসকেরা ইহা পরম যত্নে গোপন করিবে, কদাচই অভক্তসমাজে প্রকাশ করিবে না ; ইহাদের মন্ত্র, যন্ত্র, পূজাপ্রণালী, হোমবিধি, পুরশ্চরণ, স্তোত্রপাঠ, কবচপাঠ, এবং ধারণ, সাধকদিগের আচারপরিপাটী, প্রণামপদ্ধতি, বিনয়ব্যবহার, এই সমস্ত বিষয়ের উপদেশকর্ত্তা আপনিই হইবেন, সবিশেষ রূপে উপদেশ করিতে আপনি ব্যতীত আর কেহই সমর্থ হইবে না। হে মহেশান! আগম শাস্ত্র আপনা হইতেই লোকসমাজে বিখ্যাত হইবে; আগম আর বেদ, এই দুইটী আমার বাহু স্বরূপ ; এই দুইটী বাহু বিস্তার করিয়া এই চরাচর জগৎ সংহারকে ধারণ করিয়াছি ; যেব্যক্তি বেদাগমকে উল্লঙ্ঘন করেন, তিনি হঠাৎ আমার হস্ত হইতে বিগলিত হইয়া অধঃপতিত হইয়া তাপযুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই। বেদাগম উল্লঙ্ঘন করিয়া যিনি আমার ভজনা করেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আমি অশক্ত হই ; বেদ এবং আগম, এই দুইটী যাবদীয় মঙ্গলের হেতু স্বরূপ, ইহা সত্যই বলিতেছি ; ইহা সাতিশয় দুরূহ, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর, গুরূপদেশ ব্যতীত সুধীজনেরও দুর্জ্ঞেয়, মতিমান্ ব্যক্তিরা বেদাগম বাক্যের তত্ত্ব বিচার করিয়া উপাসনা করেন ; বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কখনই মোহ বশত বেদাগমের ভেদ ব্যবহার করেন নাই ; ঐ মহাবিদ্যাদিগের

উপাসকেরা নিজ নিজ ইষ্টদেবতাতে অন্তঃকরণ সুস্থির করিয়া গুপ্তাবধৌত হইবেন, লোকসমাজে বৈষ্ণবের ন্যায় ব্যবহার করিবেন; মন্ত্র যন্ত্র কবচ প্রভৃতি যেসকল আরাধনার উপযোগী বস্তু, তাহা গোপনভাবে সংস্থাপন করিবে, কদাচই প্রকাশ করিবে না, প্রকাশে বাঞ্ছাসিদ্ধির হানি এবং সাধকের অশুভরাশির অভ্যুত্থান হয়, এই হেতুক সাধকোত্তম ব্যক্তি প্রযত্ন দ্বারা সাধনাপ্রণালীকে গোপন করিবে। হে মহামতে মহাদেব! তুমি আমার প্রাণবল্লভ বলিয়া তোমার নিকটে এই সমস্ত কথার বিস্তার করিলাম। আমি তোমার সেই প্রিয়তমা পত্নী সতী, পিতার দর্পনাশের নিমিত্তে এই ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি, দর্পিষ্ঠ পিতার দর্পমূলক যজ্ঞের সমূলোৎপাটন যাহাতে হয়, তাহা অবশ্যই করিতে হইবে; আপনি যদি একান্তই গমন না করেন,আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি সেই যজ্ঞীয় সভায় অবশ্যই গমন করিব।

মহাদেব ভীষণ মূর্ত্তি সকল দর্শন করিয়া মহাভীতের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন, কিন্তু ভীমাদেবীর করুণাপূর্ণবাক্য শ্রবণ করত, সাহসান্বিত হইয়া, আনন্দপূর্ণান্তঃকরণে সেই ত্রিলোচনা ভীমা কালীকে স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি আপনাকে পরমা প্রকৃতিরূপে জানিতে পারিয়াছি; ইতঃপূর্ব্বে মোহ বশত আপনার পরমতত্ত্ব না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন; আপনি মহাবিদ্যা সকলের আদিভূতা, সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিতা, এবং স্বতন্ত্রা পরমা শক্তি, অতএব আপনাতে কিছুই বিধি নিষেধ নাই। হে পরমেশ্বরি! আপনি যদি দক্ষযজ্ঞ বিনাশ

করিতে গমন করেন, তবে আপনাকে প্রতিষেধ করিতে আমার ক্ষমতা কি? অতএব অতিমোহ প্রযুক্ত যাহা আমি উক্ত করিয়াছি, তাহা আত্মপতিজ্ঞানে দোষ মার্জ্জনা করিবেন; আর, যজ্ঞ দর্শন বিষয়ে আপনার যে প্রকার অভিরুচি হয়, তাহাই করুন।

কালীরূপা সতীর দক্ষালয়ে গমন।

মহেশ্বর কর্ত্তৃক এই প্রকার কথিত হইলে, জগদম্বিকা ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, হে মহেশ্বর! তুমি প্রমথগণের সহিত এইস্থানে অবস্থান কর, আমি পিতৃ গৃহে সম্প্রতি যজ্ঞ দর্শনে গমন করি। এই কথা বলিয়া সেই মহাদেবী এবং ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিতা যে তারা, এই উভয়েই একরূপা হইলেন; আর অন্যান্য যত মূর্ত্তি ছিল, তাঁহারা সকলেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। অনন্তর সুরেশ্বরীকে একান্তত গমনোদ্যোগিনী দেখিয়া শম্ভু স্বকীয় প্রমথগণাধ্যক্ষকে বলিলেন, হে গণাধ্যক্ষ! সত্বরেই সেই রথানয়ন কর, যে রথ অযুত সিংহে সঞ্চালন করে, এবং কোটি কোটি প্রকার রত্নমালাতে বিভূষিত। শিবের আজ্ঞামাত্রেই গণাধ্যক্ষ নন্দী সেই পর্ব্বত সন্নিভ, রত্নমালা শোভিত, রথকে আনয়ন করিলেন; সেই বৃহৎকায় রথ নানাবিধ পতাকাতে শোভিত, প্রবল পবনের ন্যায় বেগবান্, এবং অযুত সিংহে সংবহন করিতেছে। প্রমথাধিপতি নন্দী এই অপূর্ব্ব রথ আনয়ন করিয়া, শ্যামারূপিণী দাক্ষায়ণীকে আরোহণ করাইলেন; কালীরূপধারিণী সতী রথোপরি বিরাজমান হইয়া গম্ভীর ও ভয়ানক রূপে দীপ্তি প্রকাশ করিতে লাগি-

লেন, সুমেরুশৃঙ্গে ভীষণ মেঘরাশির উদয় হইলে যেরূপ ভয়ানক শোভার উদয় হয়; কিন্তু রমণীয় বোধে নির্নিমেষ নয়নে সে রূপ দর্শন করিলে বোধ হয়, এইবারে বুঝি প্রলয় হইল। এই প্রকার ভীষণমূর্ত্তিধারিণী সেই সতী রথারোহণ করিলে, নন্দী দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করিলেন। মহামতি শম্ভু এক দৃষ্টিতে রথস্থা সতীকে অবলোকন করিতে করিতে শোকদুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রথোপরিস্থিত ক্রোধান্বিতা কালী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত প্রানিগণ সচকিত হইয়া উঠিল। চণ্ডিকার প্রচণ্ড তেজে সাতিশয় ভীত এবং কম্পিত কলেবর হইয়া মার্ত্তণ্ড যেন গগণ মণ্ডল হইতে ধরণীতে পরিচ্যুত হইলেন, সাগর সমস্ত সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, মহাবেগে ধাবমান্ সমীরণ দ্বারা দিকসকল ব্যাকুলিত এবং অমঙ্গলসূচক উল্কাপাত পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল। অনন্তর সেই রথ ক্ষণার্দ্ধ মাত্রেই দক্ষালয়ে উপস্থিত হইলে তদ্দর্শনে যাবদীয় ব্যক্তিই ভয় চকিত হইয়া উঠিল।

নবম অধ্যায়।

সতীর প্রসূতি নিকটে গমন।

অনন্তর সেই মহারথ হইতে সত্বরে অবরোহণ করিয়া মুক্তকেশী দাক্ষায়ণী দেবী অগ্রেই জননীর নিকটে গমন

করিলেন; বহু দিবসের পর সমাগতা নিজসুতাকে দর্শন করিয়া দক্ষপত্নী সত্বরে আসিয়া ক্রোড়ে করিলেন, অঞ্চল দ্বারা মুখ মার্জ্জনা করিয়া বারম্বার চুম্বন এবং পুলকাশ্রুজলে অভিসেক করত বলিতে লাগিলেন, হাঁ গো মা! তুমি দেবদেব সদাশিবকে পতি প্রাপ্ত হইয়া জননীকে কি বিস্মৃত হইয়াছিলে? তোমার অদর্শনে শোকসাগরে আমি যে নিমগ্ন রহিয়াছি, তাহা কি এক বারও মনে করিতে না? মা, তুমি আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি; এই জগৎ সংসারকে তুমিই প্রসব করিয়াছ; মাতঃ! তুমি যে আমার গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহাই আমার অসীম ভাগ্যোদয় বলিতে হইবে; বহুদিবস তোমার অদর্শনে যে শোকরাশি সমুদ্ভূত হইয়াছিল, অদ্য তোমার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া সেই সমস্ত দুঃখই দূরীকৃত হইল। জননি! তোমার পিতা দুর্ম্মতিপরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বক্ষণ রোষযুক্ত হইয়া থাকেন; তুমি যদি আপনিই দয়া করিয়া এই দুঃখিনী জননীকে দেখিতে না আসিতে, তবে আর কিছুতেই ঐ দুরন্ত শোক হইতে পরিত্রাণ পাইতাম না। তনয়ে! তোমার পিতার একান্তই মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত; ঐ দোষে শিবকে পরম দেবতা বলিয়াই জানিতে পারিলেন না; তাঁহার বিদ্বেষ করিবার উদ্দেশে এই মহতী আড়ম্বরে যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন; তজ্জন্যই তোমাদিগকে এ যজ্ঞে আবাহন করেন নাই; এই নৃশংস আচরণ জন্য আমরা যাবদীয় স্ত্রীগণে নিষেধ করিয়াছি; এবং বিচক্ষণ মুনিগণেরাও নানা প্রকার শাস্ত্র যুক্তি দ্বারায় এ বিষয়ে নিবারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রজাপতি সেই সকল বাক্যই অবহেলন করিয়াছেন। এই কথা

বলিলে, সতী প্রসূতির ক্রোড়ে থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, জননি! যিনি যজ্ঞেশ্বর, যিনি সর্ব্ব দেবতার দেবতা, ত্রিজগতের বন্দনীয় বিধু এবং বিধাতা, ইহাঁরাও যাঁহার আরাধনা করেন, সেই শিবের যখন নিমন্ত্রণ বারণ হইয়াছে, তখন এ যজ্ঞের নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্তি দেখিতেছি না, আমার ইহা নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে। সতীর বাক্য শেষ হইলে, প্রসূতি বলিলেন, বৎসে! তবে শ্রবণ কর; আমি গত রজনীতে যাহা সপ্ন দর্শন করিয়াছি, সে বৃত্তান্ত সাতিশয় ভয়প্রদ, স্মরণে গাত্ররোমাঞ্চ হয়। প্রজাপতি যে স্থানে যজ্ঞ করিতেছেন, ঐ যজ্ঞভূমিতে অকস্মাৎ একটী দেবী আগমন করিলেন; তিনি ঘোরতর শ্যামবর্ণা, আলুলায়িতকেশা, ষোড়শী, মুখে অট্ট অট্ট হাস্য করাতে তাঁহার দশনপঁক্তি নিবিড় নীরদ মধ্যে সৌদামিনীপ্রকাশের ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছে। তিনি ত্রিনয়নী, কটিদেশে নরকরবিভূষিত, দিগম্বরী। তদ্রূপ দর্শনে ভয়চকিত হইয়া বিনতিপূর্ব্বক প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি! আপনি কে? কাহার বনিতা? কোন স্থান হইতে এখানে সমাগতা হইলেন? নৃপতির বাক্যাবসানে সেই দেবী কহিলেন, হে পিতঃ! আমি আপনার সতীনাম্নী কন্যা, আমাকে চিনিতে পারিলেন না? কি আশ্চর্য্য! তখন দক্ষ ক্রোধাবেশে পিণাকীকে ও সতীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করত কতই ভর্ৎসনা ও অবমাননা করিলেন, সে কথা মনে জাগরূক হইলে মন শোকানলে দগ্ধ হয়। তৎপরে সেই পতিপ্রাণা সতী সেই সকল কটূক্তি ও নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া, যজ্ঞীয় অনলে স্বদেহকে আহুতি প্রদান করিলে

তন্নিমেষেই কোটি কোটি প্রমথ ও ভূতগণ সেই স্থানে আগমন করত যজ্ঞ বিনাশ ও দেবগণকে প্রহার করিতে লাগিল। অতঃপর কালান্তক যমের ন্যায় এক ভয়ঙ্কর পুরুষ আগমন করিয়া সকল দেবতাকে পরাজয় করিলে, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ কম্পিত কলেবরে মূকের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। সেই বীরের মস্তক গগণ পর্য্যন্ত উন্নত, অপরিমিত বলশালী; সে ক্ষণ মাত্রেই প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড নখাঘাতে ছেদ করিলে, অপরাপর ভীমকর্ম্মা রুদ্রগণ যজ্ঞীয় উপচার সকল বিনষ্ট করিল। আমরা অন্তঃপুরচারিণী রমণী, সেই সকল দর্শন করিয়া, শোকে ও ভয়ে "হা হতাস্মি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। তখন বিধাতা স্বীয় অঙ্গজের দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যথিত হৃদয়ে শোকাকুল হইয়া কৈলাসধামে শিবালয়ে উপস্থিত, এবং বিধিমতে স্তব করত আশুতোষকে পরিতোষ করিয়া যজ্ঞস্থানে আনয়ন করিলেন। তথায় সতীর মৃত দেহাবলোকনে শঙ্কর বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন হিরণ্যগর্ভ বলিতে লাগিলেন, হে দেব! আপনি কৃপাবলোকনে দক্ষের জীবন দান, ও যজ্ঞ পূর্ণ করুন। ব্রহ্মার এবম্বিধ বাক্যশ্রবণ করিয়া দূতকে অনুমতি করিলেন, রে দূত! একটা ছাগমুণ্ড আনয়ন করিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা কর; আমার কৃপাবলে এই ক্ষণেই জীবিত হইবে, এবং পুরোধাকে আনয়ন পূর্ব্বক পুনরায়োজন করত যজ্ঞপূর্ণ কর। ধূর্জ্জটীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই হৃষ্টচিত্ত হইলেন। হে অঙ্গজে! গত নিশিতে আমি এইপ্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়া যে কিপর্য্যন্ত ভীতা হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত, কি জানি

আমার ভাগ্যদোষে বা ঐ রূপ ঘটনা হয়। যাহা হউক, মা সতি! তোমার প্রতপ্ত কাঞ্চন প্রতিমার ন্যায় রূপ কি জন্য এপ্রকার কালিমা দৃষ্ট হইতেছে? প্রসূতির ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সতী বলিতে লাগিলেন, জননি! আপনি যাহা স্বপ্ন দর্শন করিয়াছেন, বোধ হয় সে সত্যই হইবে; শিবনিন্দার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইলেই প্রজাপতির অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া অচির কাল মধ্যে বিদ্বেষভাব অপসারিত হইবে। সতীর এই বাক্য শুনিয়া প্রসূতি নয়নজলে পরিপূর্ণ হইয়া মুখ চুম্বন করত বলিতে লাগিলেন, মা সতি! স্বপ্ন যদিও মিথ্যা, তথাপি তন্মধ্যে তোমার অমঙ্গল দর্শনে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, আবার তোমার চন্দ্র বদন হইতে ঐ রূপ বিষম কথা শ্রবণ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত পরিতাপিত হইলাম, তাহা বর্ণনাতীত; মা, তুমি চিরজীবিনী হও, কদাচ তোমার কোন অমঙ্গল না হয়; স্বপ্নে যাহার অমঙ্গল দর্শন করা যায়, তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, এবং এই কথা মহর্ষিরাও কহিয়া থাকেন; বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বমঙ্গলা, যাঁহার নাম স্মরণ করিলে অমঙ্গল নিবারণ হয়, তাঁহার আবার অমঙ্গল কি? এই কথা বলিয়া, প্রসূতি পুনর্ব্বার মুখচুম্বন পূর্ব্বক চিবুক ধারণ করিয়া বলিলেন, হে বৎসে! দেখ মা, এই দুঃখিনী জননীকে কখন পরিত্যাগ করিও না। সতী ঐ প্রকার সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, জননীকে প্রণামপূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া, যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। এই সময়ে দক্ষপুরবাসী অমাত্যবন্ধুবর্গ সকলে পরস্পর বলিতে লাগিল, হায় কি আশ্চর্য্য! কনকগৌরাঙ্গী সতী সৌম্যরূপিণী

এবং কমলাননী ছিলেন, তিনি কি জন্য নবীনমেঘপ্রভা, ভীমরূপিণী, ভীষণদর্শনা, মুক্তকেশী, কোপভরে কম্পিত বপু, ও আরক্তনয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে, দ্বীপি-চর্ম্ম পরিধান, আজানুলম্বিত বাহুচতুষ্টয়, কেনইবা এরূপে আগমন করিলেন? ইহাঁর ক্রোধপূর্ণ বদন দর্শন করিলে,বোধ হয়, ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই ত্রিজগৎ সংসারকে গ্রাস করিবেন, না জানি দক্ষ প্রজাপতির আজ কি দুর্গতিই হয়; ইহাঁদের অপমান করিয়া অন্যান্য অমরগণের সহিত যখন যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন,বিবেচনা হয়,সেই দুষ্কর্ম্মের ফলদান জন্যই ক্রুদ্ধা হইয়া ইনি আগমন করিয়াছেন; প্রলয়কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিকেও এই কালীরূপিণী সংহার করেন; অতএব ইনি যদ্যপি যজ্ঞনাশ করেন, তবে যজ্ঞরক্ষক বিষ্ণুইবা কি করিবেন?

কালীরূপা সতী যজ্ঞীয় সভার মধ্যস্থলে উপস্থিতা হইলে, উপস্থিত সামাজিক সুবিজ্ঞগণ সতীর অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া,পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আহা, কি অপরূপ কালারূপ! এমত রূপ ত কখনই দৃষ্ট হয়না! এই ঘোরতরতিমিরবরণীর রূপরাশির প্রভামণ্ডলে নভোমণ্ডল যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিল! কি আশ্চর্য্য, আলোকসম্বন্ধে তিমিরকুল সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিত, কিন্তু এ কি চমৎকার অন্ধকাররূপ, ইহার নিকটে খরতর রবিরশ্মিও ভস্মীভূতপ্রায় লুক্কায়িত হইল! তিমিররূপিণী সতী স্বকীয় রূপের কিরণ বিস্তার করিয়াই কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্যকে যেন উপহাস কবিতে লাগিলেন! এক্ষণে তিমিরকুলের সর্ব্বতোভাবেই জয় হইল, যেহেতু তিমিরবরণীর নিকটে সকল তেজস্বীরাই পরাজিত

হইলেন। এই অপূর্ব্বরূপা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে, প্রচণ্ড ভানুভয়ে অন্ধকারেরা যে গিরিগুহাতে পলায়ন করিয়াছিল, পূর্ণচন্দ্রভয়ে গৃহকোণে যে অপসরণ করিয়াছিল, প্রজ্জ্বলিত অনলভয়ে যে দূরাবস্থান করিয়াছিল, অন্ধকারদিগের সেই সমস্ত দুঃখ অদ্য দূরীকৃত হইল; এমন আশ্চর্য্য রূপ ত কখন দেখি নাই। কিঞ্চিৎপরে কেহ বলিতেছেন, দেখ দেখ, দেবীর প্রতি রোমকূপে খরতর তেজোবিন্দু নিঃসরণ হইতেছে; তাহাতে বিবেচনা হয় যে, চিরপরাজিত তিমিরদলের হস্তে পরাজিত দিবাকর লজ্জাসাগরে মগ্নীভূত হইয়া শতসহস্রধা স্ফুটিত হইয়া, বুঝি কালীরূপার শরণাগত হইয়াছেন; পূর্ণচন্দ্রও ঐ অভিমানে খণ্ড খণ্ড হইয়া নখচ্ছলে পদতলে শরণাপন্ন হইয়াছেন; প্রজ্জ্বলিত অনল ত খর্ব্বিতগর্ব্ব হইয়া, তিমিরবরণীর নয়নকোণে শরণ লইয়াছেন; সূর্য্য, চন্দ্র, অনল, ইহাঁরা কি সুবুদ্ধিমান্! প্রবলতর বৈরিনিকটে শরণাগত হওয়াই মতিমানের কার্য্য! তা না হইলে, উহাঁরাত হতাদর হইতেন, এবং এই তিমিররূপে সকল শোভার সমাধান হইলে, চন্দ্র সূর্য্য আর কি জন্যইবা জনসমাজে স্মরণীয় হইবেন? কিন্তু শরণাগত হইয়াছেন বলিয়া, ঐ অপূর্ব্ব রূপের গুণকীর্ত্তনসময়ে অঙ্গশোভাস্বরূপ ঐ সকলের অবশ্যই নামগুণের অনুকীর্ত্তন হয়; উহাঁদের পক্ষে এক্ষণে কিঞ্চিৎ গুণকথনও পরম আদরণীয়। এই প্রকার ভাবোদয় করত, সামাজিক গণ নির্নিমেষ লোচনে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিতেছিলেন, এই সময়ে দাক্ষায়ণী যজ্ঞীয়শালার অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলেন, পিতা কতক

গুলি স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে শিবনিন্দা করত পুলকিত চিত্তে গদগদ প্রায় হইয়াছেন;তদ্দর্শনে দেবী ততোধিক কোপান্বিতা এবং রক্তনয়না হইলেন ; সে সময়ে শিবনিন্দাপ্রসঙ্গে দক্ষ প্রজাপতি একান্তই নিমগ্নচেতা ছিলেন, সেইজন্য সতী দেবী আসিয়াছেন বলিয়া জানিতে পারিলেন না। দেবতাগণ, কি দেবর্ষি মহর্ষিগণ, এবং হোতৃ উদ্গাতৃ প্রভৃতি সে যজ্ঞশালায় আর যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন, সকলেই সেই কালীরূপা সতীকে দর্শন করিয়া ভয়ে কম্পিতহৃদয় হইলেন, এবং দক্ষ প্রজাপতির ভয়ে দেবীকে কেহ প্রণাম করিতে পারিলেন না, কিন্তু সকলে মানসে প্রণত হইয়া শঙ্কিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। একেবারে যাবদীয় যজ্ঞকার্য্য নিবৃত্ত হইয়া গেল ; যজ্ঞশালাস্থ ব্যক্তি সকলকে দারুনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ দেখিয়া, প্রজাপতি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত চতুর্দ্দিকে দৃকপাত করিয়া দেখিলেন, যজ্ঞীয় মন্দিরে ক্রোধোন্মত্তা, ঘোরাঞ্জনবরণী একটী কামিনী আগমন করিয়াছেন। তাঁহার ক্রোধবিস্ফারিত রক্তিম নয়ন দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন,ইহাকে দর্শন করিয়াই এই সমস্ত লোক ভয়ত্রস্ত হইয়াছে ? এই বিবেচনায় দক্ষ প্রজাপতি সদম্ভে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো, আপনি কে ? কাহার কন্যা ? কিজন্যইবা লজ্জাহীনার ন্যায় এখানে আগমন করিলেন ? আমার সতীর মত অনেক অংশ লক্ষিত হইতেছে। শিবালয় হইতে সতীই কি আসিলেন ? এই কথা শুনিয়া সতী বলিলেন, পিতঃ ! ইহার অধিক আর দুঃখের বিষয় কি? আপনি পিতা হইয়া নিজকন্যাকে চিনিতে

পারিলেন না। আমি আপনার কন্যা সেই সতী, আপনাকে প্রণাম করি। এই কথা শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতির অযোগ্যপাত্রে কন্যাদানের যাবদীয় দুঃখ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল, ; এবং করুণ স্বরে বলিতেলাগিলেন, মা, তুমি কিহেতু এত মলিনাঙ্গী হইয়াছ? হা সুতে! হা নির্ব্বোধ পুত্রি ! তুমি যে আমার গৃহে বিশুদ্ধ সুবর্ণবর্ণা ছিলে ; এবং দিব্য দিব্য বসন ভূষণ পরিধান করিতে ; সেই তুমি ভিক্ষাজীবীর ভাগ্যে পতিত, এবং বসনভূষণবিহীন হইয়া এই মহতী সভার মধ্যে আগমন করিয়াছ ! হা বিধাতঃ ! তোমার মনে কি এতই ছিল ! মা ; তুমি কি অযোগ্য পতি লাভ করিয়া দুঃখভরে অভিমানিনী হইয়াছ? তাহাতেই কেশবন্ধনাদি কর নাই? এমত বিবস্ত্রা বা কেন? এবং পুচ্ছতাড়নে নিতান্ত কুপিতা কাল সর্পিণীর ন্যায়, কিজন্য দীর্ঘনিশ্বাস বিমোচন করিতেছ? তোমাকে, শিবপত্নী বলিয়াই কেবল ঘৃণা করিয়া, আবাহন নিষেধ করিয়াছি, নতুবা স্নেহের অভাব বশতঃ নয়? তোমাতে আমার সেই সন্ততিস্নেহই পরিপূর্ণ আছে। কিন্তু জননি ! সেই ভূতসঙ্গী, অমর্য্যাদক শিবের মুখ দেখিলেও আমার সে দিন দুর্দ্দিন বলিয়া বোধ হয়; অতএব সে পাপিষ্ঠের নাম আর আমার নিকটে করিও না। তনয়ে ! তুমি যে আপনি সমাগতা হইয়াছ, ইহাপেক্ষা আর আনন্দ কি? তোমার নিমিত্ত বস্ত্র আভরণ সকল রাখিয়াছি, গ্রহণ কর। মা তুমি ত্রৈলোক্যসুন্দরী, মৃগশাবকনয়না হইয়া, মর্কটনয়ন ভস্মভূষণ শম্ভুতে সমর্পিত হইলে, এদুঃখ আমার জীবনান্ত না হইলে, কখনই অন্ত হইবে না ; অতএব এইক্ষণে ত্বরা-

চার বিরূপাক্ষের যদ্যপি মৃত্যু হয়, তা হইলে তোমাকে সুখভোগিনী করিতে পারি; কিন্তু দুরাত্মাগণের মরণওত অল্পকালের মধ্যে হয় না।

দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া সতীর খেদোক্তি।

দক্ষমুখে বারম্বার শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া সতী দেবী কোপে কম্পিতশিরা এবং রোমাঞ্চিতগাত্রা হইয়া কর্ণে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! প্রাণেশ্বর কোথায়? হে প্রাণবল্লভ দেবাদিদেব! হে জগতের পূজ্য! হে ত্রিলোকনাথ! হা নাথ! আপনি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই, মূঢ় পিতা দক্ষ প্রজাপতির নিকটে ঘৃণাস্পদ হইলেন। আমি এই পাপমতির ঔরসে যদি জন্ম গ্রহণ না করিতাম, তবেত আপনার প্রতি এই সকল দুর্ব্বাক্য আমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইত না; আমি আপনার আজ্ঞা হেলন করিয়া আসিয়াছি, তজ্জন্যই আমাকে পতিনিন্দা শ্রবণ করিতে হইল; হায়, আমার ভাগ্যে কি এই ছিল! আমি কি এতই পাপাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম যে, শিবনিন্দকের কন্যা বলিয়া লোকবিদিতা হইতে হইল। হে মূঢ়মতি দক্ষ! তুমি আর পিতৃসম্বোধনের যোগ্য নও; তোমা হইতে উৎপন্ন এই পাপদেহভার আর আমি বহন করিব না। এই কথা বলিতে বলিতে বিবেচনা করিলেন যে, ক্ষণার্দ্ধমাত্রেই ত্রিদশগণ, এবং যজ্ঞের সহিত পিতাকে ভস্মীভূত করিতে পারি; কিন্তু তা হইলে পিতৃহত্যা করিতে হইবে; অতএব. তাদৃশ কার্য্যে কোপাবেশ সম্বরণ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু ইহাদিগকে এবম্বিধ মুগ্ধ করি,

যাহাতে অচিরকাল মধ্যে শিবনিন্দার ফল প্রাপ্ত হয়। এই বিবেচনায় তৎক্ষণমাত্রেই আর একটী কালীরূপিণী কন্যার সৃষ্টি করিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! এই যজ্ঞ, এবং পিতার বিনাশের হেতু যাহা নির্দ্ধারণ করি, তুমি এক্ষণেই সেই কার্য্যে প্রস্তুতা হও। পিতা পশুপতির নিন্দাসূচক যে যে বাক্য কহিবেন, তুমি সম্পূর্ণ কটূক্তি দ্বারায় তাহার উত্তর প্রদান করিবে, তাহাতে প্রচুরতর বাগ্বিবাদ উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণেই কোপপ্রজ্বলিত হইয়া যজ্ঞীয় জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করিবে; আমি কন্যা হইয়াছি বলিয়াই, পিতা আমার অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়াছেন; বিধি বিষ্ণু প্রভৃতিও যে শিবের চরণ বন্দনা করেন, সেই দেবাদিদেবের অপযশ ঘোষণা করেন; অতএব পিতার ঐ অহঙ্কার তুমি অবিলম্বেই চূর্ণ করিবে; তুমি যজ্ঞবহ্নিতে দেহপাত করিলেই সেই কথা শ্রবণে প্রাণনাথ নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয় হইয়া স্বয়ংই আসুন, অথবা স্বস্বরূপ কোন জন প্রমথ গণে বেষ্টিত হইয়া এস্থলে আগমন করত বিষ্ণু প্রভৃতি যাবদীয় যজ্ঞরক্ষিতাগণকে পরাজয় করিয়া, এই যজ্ঞ, এবং পিতাকে বিনাশ করিবেন। অনুরূপা কালীকে এই কথা বলিয়া মহাকালী অন্তর্হিতা হইলেন। তৎকালে মহাকালীর পারিষদগণ ভেরী মৃদঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যোদ্যম মহামহোৎসব এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকিলেন। এই ব্যাপার কেবল সতীশিবপরায়ণ সাধুজনেরাই জানিতে পারিলেন, তদ্ব্যতীত দক্ষ, কি তৎপক্ষীয়, কি দেবতা, কি মহর্ষিগণ, কেহই অবগম করিতে পারিলেননা। তাহারা মনে করিলেন, সেই সতীই ক্রোধভরে দণ্ডায়মানা

রহিয়াছেন। তখন অনুরূপা সতী বলিলেন, হে মূঢ়বুদ্ধি দক্ষ! তুমি মোহের বশীভূত হইয়া সেই সনাতন শিবের নিন্দা করিতেছ! ব্রতোপবাসে বিশীর্ণ কলেবর হইয়া বিজন কাননে নিশ্চলাসনে দেবতারাও যাঁহার চরণারবিন্দ ধ্যান করেন, সেই দেবদেবকে তুমি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ! রে দুরাচার! যদি আপনার মঙ্গলেচ্ছা থাকে, তবে এইক্ষণেই ঐসকল বাক্য পরিত্যাগ কর; যে জিহ্বাতেশিবনিন্দা করিয়াছ, সেই কুৎসিত জিহ্বাকে ছেদন, অথবা দগ্ধ কর; অনেক দিবসাবধি নানাস্থানে সেই মহেশকে নিন্দিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া যে ঘোরতর অঘ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহার প্রতিফল অরিচাৎ অনুভব করিবে। যে তাঁহার নিন্দাকারী হয়, তিনি তাহার শিরশ্ছেদ করেন; শিবাপরাধী ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, এমত ব্যক্তি স্বর্গমর্ত্তপাতালে অপ্রসিদ্ধ। দক্ষ প্রজাপতি এই কথা শুনিয়া হাস্য করত বলিতে লাগিলেন ওগো! তুমি বালিকা, অল্পবুদ্ধি; কিছুই ত অবগত নও; আমার অগ্রে আর ও কথা কহিও না; সেই দুরাচার প্রেতভূমিনিবাসী শিবকে আমি বিলক্ষণরূপে জানি; তুমি আমার কন্যা না হইলে, এইক্ষণেই তোমার শিরশ্ছেদ করিতাম; তুমি আমার মানসম্ভ্রম কিছুই বিবেচনা করিলে না, কেবল আপনার বুদ্ধিতে অযোগ্য পাত্রে বরমাল্য দান করিলে। আমি দক্ষ প্রজাপতি; সমস্ত দেবতাই আমাকে মহান গৌরবান্বিত বলিয়া জানেন; সেই কুলশীলবর্জ্জিত শম্ভু কি আমার অনুরূপ জামাতা? অতএব সে দুরাচারের গুণ কীর্ত্তন আমার সাক্ষাতে আরকরিওনা; সে কথা আমার কর্ণে শূলসমান বোধ হয়। এই কথা শুনিয়া অনুরূপা

সতী অধিকতর ক্রুদ্ধা হইলেন,; ক্রোধে ওষ্ঠাধর কম্পিত;,এবং রক্তনয়ন বিস্ফারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দুর্ম্মতি দক্ষ! পুনর্ব্বার তোমাকে বলিতেছি, যদি মঙ্গলবাসনা. এবং জীবিতাশা থাকে, তবে কদাচই শিবনিন্দা করিও না; ঐ পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সদাশিবের ভজনা কর; তাহা না করিয়া মোহবশতঃ যদি পুনর্ব্বার সেই পরমাত্মা শঙ্করের নিন্দা কর, তবে নিশ্চয় জানিবে, এই যজ্ঞের সহিত অবিলম্বে তোমার বিনাশ হইবে। জনসমাজমধ্যে অপমানকর ঐপ্রকার বাগাড়ম্বর শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, অরে দুশ্চরিত্রে! অরে কুপুত্রি! তুমি যে দিন বিরূপাক্ষকে বরণ করিয়াছ, তদবধিই আমার অন্তঃকরণের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছ; তোমাকে দেখিলেও দুঃশীল শম্ভুর স্মরণ হয়; তজ্জন্য তুমি এই দণ্ডেই দূর হও; কদাচই তোমার মুখদর্শন করিতে আমার স্পৃহা নাই। দক্ষ প্রজাপতির কঠোরতর বাক্যে অনুরূপা সতী আর স্থির হইতে পারিলেন না, মনে করিলেন দক্ষের দুর্ব্বাক্যানলে আমি যে প্রকার দগ্ধ হইতেছি; ইহা অপেক্ষা যজ্ঞকুণ্ডের প্রজ্জ্বলিত অনল অনেক সুশীতল হইবে; পতি নিন্দারূপ বিষাক্ত বাণে জর্জ্জরিত এই দেহপিঞ্জরস্থ আমার প্রাণ বিহঙ্গমকে আর কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনায় সর্ব্বজনসমক্ষে সেই প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন। তৎক্ষণমাত্রেই বহুতর জন শোকসূচক শব্দ করিয়া সত্বরে নিকটে গমন পূর্ব্বক প্রযত্নসহকারে যজ্ঞকুণ্ড হইতে সতীদেহকে উত্তোলন করিয়া দেখিলেন, সতী গতজীবনা হইয়াছেন; তখন সকলেই

বিষণ্ণবদন হইলেন, ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিল, বায়ু খর-স্পর্শ ভাবে বহিতে থাকিল, মহোল্কা সকল সূর্য্যকে ভেদ করিয়া মহীপৃষ্ঠে পতিত হইল, দিক সকল ব্যাকুলিত হইতে লাগিল, ঘনাবলি হইতে শোণিত বর্ষণ হইতে থাকিল, দেবতা সকলের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া উঠিল, কুণ্ডমধ্যে যে পর্ব্বতাকার অগ্নি জ্বলিতেছিল, সেই কৃশানু হ্রস্বশিখ হইয়া নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া গেল, যজ্ঞ মণ্ডপে শৃগাল কুক্কুর আসিয়া হব্য কব্য ভোজন করিতে লাগিল, ক্ষণার্দ্ধ মাত্রে যজ্ঞভূমি শ্মশান ভূমির ন্যায় হইয়া উঠিল। শোক শব্দে সভা পরিপূর্ণ হইলে, দক্ষ প্রজাপতি কাতরাপন্ন হইয়া ম্লান বদনে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এই অমঙ্গল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুর-চারিণী সীমন্তিনীগণ শোকাভিভূত হইয়া বহুতর বিলাপ করিল, এবং প্রসূতি সতীর বিরহে সদ্যঃপ্রসূতা বৎসহারা গাভীর ন্যায় কাতরা হইয়া সভাভিমুখে ধাবমান হইলেন, কিন্তু পরিচারিকা সকলে নিবারণ করাতে রাজ্ঞী পিঞ্জরস্থা কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে ক্রন্দন করিতে লগিলেন। দক্ষ প্রজাপতি শোকসম্বরণপূর্ব্বক যথাকথঞ্চিৎ প্রকারে যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিলে; দ্বিজাতি এবং দেবতাগণ সকলে উভয় শঙ্কটে পতিত হইলেন, অবশ্যম্ভাবিদুর্ঘটনাভয়ে অবস্থান করিতেও পারেননা এবং দক্ষভয়ে পলায়ন করিতেও সমর্থ হন না; কিন্তু রুদ্রের ক্রোধভয়ে সকলেই সচকিত হইয়া পরস্পরে কর্ণেকর্ণে কহিতে লগিলেন, হে সুহৃদগণ! অতঃপর সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হইবে; বোধহয় এই সর্ব্বনাশের সম্বাদ কৈলাসনাথ এই ক্ষণেই প্রাপ্ত হইবেন, কারণ শুভাবহ বৃত্তান্ত

যখন ক্ষণার্দ্ধমাত্রেই দেশ ব্যাপিত হয়, তখন এ অশুভ সংবাদ আশুই প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে সংশয় নাই। পতিপ্রাণা সতীর বিয়োগবৃত্তান্ত আমূলক শ্রবণ করিলে,সেই শম্ভু যে কি প্রকার ক্রুদ্ধ হইবেন, তাহাত বিবেচনাই হইতেছে ; যাহার ক্রোধমূর্ত্তি মহারুদ্র নিমেষমাত্রেই এই জগৎ সংসারকে সংহার করেন; তিনি অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা সতীর বিনাশ শুনিলে আর কি রক্ষা করিবেন ? বোধ হয় যুগপ্রলয় হইবে ; এই যজ্ঞ কি যজ্ঞপতি ইহারা অগ্রেই বিধ্বস্ত হইবেন না জানি আমাদের বা কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। অনন্তর কেহ বলিতে লাগিলেন,

অতএব,সেই অন্তর্যামী ত্রিলোচন নিরপরাধীকে কখনই নষ্ট করিবেন না। সভামধ্যে নানাস্থানেই এই প্রকার কথোপকথন হইতে লাগিল, ইত্যবসরে মহর্ষি নারদ সভামধ্য হইতে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কৈলাসধামে গমন করিলেন।

দশমাধ্যায়।

অনন্তর, কমলযোনির পুত্র নারদ, কৈলাসধামে দেবদেবাশ্রমে গমন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ত্রিলোচনকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব ! আমি বিধাতৃতনয় নারদ, আপনার দাসানুদাস। এই কথা বলিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম

করিলে, মহাদেব স্মিতবদনে গ্রীবা হেলন করিয়া, প্রিয় সম্ভাষণে বসিবার আদেশ করিলেন। তদনন্তর নারদ বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! সম্প্রতি আমি দক্ষালয় হইতে আগমন করিতেছি, সেখানে মা জগদম্বা পতি-নিন্দাশ্রবণে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তদ্দর্শনে দক্ষপ্রজা-পতি "হা সতি! হা সতি!" শব্দে দুই চারিবার কাকু ধ্বনি করত, পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং দেবতারাও আহুতি গ্রহণ করিতেছেন। এই অশনিপাত-সদৃশ সম্বাদ নারদমুখে প্রাপ্ত হইয়া, শঙ্কর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল নিশ্চলেন্দ্রিয় ও নিস্পন্দ থাকিয়া, হা পতিপ্রাণে! হা সতি! আমাকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া কোথায় গমন করিলে? আমি তোমা ব্যতীত ক্ষণকাল জীবন ধারণ করিতে অক্ষম; এই বলিয়া ত্রিলোচনের ত্রিলোচনে দরদরিত শোকাশ্রু বহিতে লাগিল; শোকে অধীর হইয়া পুনর্ব্বার বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হা দুরন্ত বিধে! সতীর বিরহবহ্নিতে আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিলে! ব্রহ্মাণ্ডের সকল ধনরত্ন পরিত্যাগ করিয়া, আমার একটীমাত্র রত্ন ছিল, তুমি আমাকে তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে! বৎস নারদ! চিতাভস্মলেপন অগুরু চন্দ-নের অধিক সর্ব্বদা আমাকে সুখ দান করে, সে ভস্মভূষণ আজ কেন দাবদহনের ন্যায় দগ্ধ করিতেছে? এমন মৃদুগতি সুগন্ধি বায়ু অশনিসমান আঘাত করিতেছে? হায়! কি দুর্দ্দৈব; আমার পূর্ণাভিলাষে পরিহিত এই কঙ্কালমালা সূচিসমূহবিদ্ধের ন্যায় ব্যাকুল করিতেছে! তখন আমার

প্রাণ ধারণ বিফল। হা কাল! তোমার কবল হইতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হা প্রমদাবিয়োগসময়! তুমি কি সংহারকালস্বরূপ হইলে? হা সতি! হা প্রাণেশ্বরি! হা প্রাণপুত্তলিকে! পিতার যজ্ঞ দর্শনে তোমাকে অনেক নিবারণ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধে কি পরিত্যাগ করিলে? হা সতি! তোমার যে আশ্চর্য্য সতীত্ব; যাবদীয় সতীরাইত পতির সুখে সুখিনী, দুঃখে দুঃখিনী, ও মরণে প্রাণত্যাগিনী হইয়া থাকে; তুমি কি পতির নিন্দা শ্রবণেও প্রাণত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে পতিভক্তির চমৎকার উপমাস্থল হইলে? হা সতি! হা ত্রিলোকদুর্ল্লভে! হা প্রাণবল্লভে! একবার আমাকে দর্শন দান করিয়া দগ্ধ হৃদয় শীতল কর। এইপ্রকার ত্রিলোচন বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শিবক্রোধে বীরভদ্রের উৎপত্তি।

শূলপাণি মহাদেব নারদের মুখে শেলাঘাতসদৃশ সতীর বিয়োগবার্ত্তা অবগত হইয়া, বাণবিদ্ধা মৃগীর ন্যায় কাতর, এবং তাপযুক্ত হইয়া বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্রোধান্বিত হইয়া ত্রিনয়নের নয়ন হইতে যুগান্ত কালীন প্রচণ্ড অগ্নি নিঃসৃত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে প্রমথগণ ভয়ে নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দশ ভুবন ক্ষুব্ধ, ও পর্ব্বত সকল কম্পমান হইতে লাগিল। তৎপরে, সেই পাবকরাশি হইতে মহাকায়, অমিতবলশালী, শূলহস্ত এক বীর উৎপন্ন হইলেন; তিনি কালান্তক যমসদৃশ, ভস্মবিভূষিতদেহ,

ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষিত, মস্তকে জটাভার, তাঁহার দেহপ্রভা মধ্যাহ্নকালীন কোটি সূর্য্যের ন্যায় এবং নয়নত্রিতয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গসমূহ নির্গত হইতে লাগিল। সেই রূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আগত হইলে বোধ হইল যেন, অদ্যই সচরাচর জগতের চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে।

শিবের নিকটে বীরভদ্রের প্রার্থনা।

মহাদেবের নেত্রাগ্নিতে উৎপন্ন সেই বীরবর নিকটস্থ হইয়া প্রদক্ষিণ প্রণামান্তর, মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! সম্প্রতি আমি কি করিব আজ্ঞা করুন ; ক্ষণার্দ্ধমাত্রে সচরাচর জগৎকে বিনাশ করিব? কি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের কেশাকর্ষণ করিয়া আপনার নিকট আনয়ন করিব? কি সাক্ষাৎ যমকে দণ্ড প্রদান করিব? আপনি যাহার সহিত সমর করিতে আজ্ঞা করিবেন, সে সুরেশ্বর হইলেও তাহাকে বিনাশ করিব ; যদ্যপি বৈকুণ্ঠনাথ আসিয়াও তাহার সাহায্য করেন, তবে তাঁহাকেও কুণ্ঠিতাস্ত্র করিয়া রাখিব ; আপনার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে, আমি না পারি এমন কার্য্যই অপ্রসিদ্ধ, হে প্রভো! আমি সত্যই আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, বৎস! তোমার নাম বীরভদ্র হইল, অদ্য তোমাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলাম ; তুমি এই প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দক্ষপুরীতে গমন কর ; তথায় শীঘ্রই যজ্ঞকে বিনাশ করিবে, এবং আমার অবমাননায় কুতুহলাক্রান্ত হইয়া, যে সকল দেবতাগণ সে স্থানে আগমন করিয়াছেন,

তাঁহাদিগকেও সমুচিত ফল প্রদান করিবে, ও মূঢ়তম দক্ষ প্রজাপতির মস্তক ছিন্ন করিবে; এই সকল কার্য্য শীঘ্র তুমি সমাধান কর। এই কথা বলিয়া বামদেব হুঁঙ্কারযুক্ত একটী নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; সেই নিশ্বাস হইতে শত সহস্র বীরগণ সমুৎপন্ন হইল; তাহারা প্রত্যেকেই মহাবলশালী, যুদ্ধে বিশারদ, শেল, শূল, মুষল, মুদ্গার, অসি, চর্ম্ম, প্রভৃতি বিবিধপ্রকার অস্ত্রে পরিভূষিত। এই সমস্ত গণে বেষ্টিত হইয়া, বীরভদ্র ত্রিপুরান্তককে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দক্ষপুরীতে গমন করিতে লাগিলেন। যে স্থানে প্রজাপতি যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, সকলে সিংহনাদ করত ক্ষণার্দ্ধমাত্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত দেখিলেন, প্রজাপতি বিলক্ষণ হৃষ্টচিত্তে যজ্ঞ কার্য্য করিতেছেন। তদ্দর্শনে বীরচুড়ামণি সেই বীরভদ্র, ততোধিক কোপজ্বলিত হইয়া হুঁঙ্কার করত প্রমথগণকে বলিলেন, হে প্রমথগণ! তোমরা আমার আজ্ঞায় যজ্ঞকে বিনাশ কর, এবং দেবতাদিগের প্রতিও যথোচিত উপদ্রব কর।

যজ্ঞ-ভঙ্গ।

বেদব্যাস বলিতেছেন, সেনাপতির আজ্ঞামাত্রে প্রমথগণ লম্ফোল্লম্ফ প্রদান করত "মারয় মারয়" "ছেদয় ছেদয়" এই শব্দে যজ্ঞীয় সভাকে উচ্ছিন্ন প্রোচ্ছিন্ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ যূপ সকল উৎপাটন করিয়া দিগ্‌দিগন্তে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ মূত্র পুরীষ নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের অগ্নিকে নির্ব্বাপণ করিল, কেহ কেহ যজ্ঞীয় ঘৃতাদি

ভোজন করিতে লাগিল, আহুতিভুক্ দেবতাদিগকে, কাহারও মস্তকে মস্তকে ঘর্ষণ, কাহারও ভালে ভালে, তুণ্ডে তুণ্ডে, গণ্ডে গণ্ডে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। সভাস্থলে একেবারে মহামার উপস্থিত হইল। প্রাণভয়ে শত শত ব্যক্তি পলায়ন করিতে লাগিল। ভূতগণের দুরন্ত প্রহারে কেহ কেহ জীর্ণ হইয়া "হা তাত! হা মাত! জলং দেহি, জলং দেহি, এইরূপ কাকুধ্বনি করিতে লাগিল। সহস্র সহস্র ভূতগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া যথোচিত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অন্তঃপুরচারিণী সীমন্তিনী-গণ ভূতগণের বিকৃত আকার দর্শন করিয়া, কেহ কেহ ভয়ে চীৎকার করত অচৈতন্য হইল। সাহসিকা রমণীরা যদিও ভূত-গণের দন্তকিড়িমিড়ি ও বিকৃতাকার দর্শনেও সুস্থির ছিল, কিন্তু চপেটাঘাত ও মুষ্টিপ্রহারে আর কোন জনই প্রায় সচৈতন্য রহিল না। বহু যত্নে যে সকল দ্রব্য আয়োজন হই-য়াছিল, তাহা ক্ষণকাল মাত্রেই প্রায় সর্ব্ব বিলোপ করিয়া ফেলিল। দেবদুর্ল্লভ ভোজ্য দ্রব্য এবং পীযূষতুল্য পানীয়সকল ভূতেরও ভোগ্য হইল না। সতীর বিয়োগদুঃখে সকলেই সকাতর; ক্ষণে ক্ষণে কেবল "মা কোথায় গমন করিলে?" এই রূপ শব্দ করে, আর দুই চক্ষুর ধারায় হৃদয় প্লাবিত হইয়া যায়। সতীর যে বদনপ্রভা পূর্ণচন্দ্রকে লজ্জাদান করিত, যে বর্ণ-নিকটে বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণও মলিন বোধ হইত, সেই অপূর্ব্ব দেহ গতপ্রাণ হইয়া, নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায়, কদর্য্যকান্তি হই-য়াছে, এই দেখিয়া অনুক্ষণই দুঃখানলে প্রমথগণের হৃদয়-কানন দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহারা ক্ষণে ক্ষণে হৃদ্বিদারক দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করত বিহ্বলহৃদয় হইয়া পতিত হয়,

পরক্ষণেই কোপপরিপূর্ণ হইয়া সম্মুখে যাহা দেখিতে পায়, তাহাই বিনষ্ট করিতে থাকে। এই প্রকার ঘোরতর দৌরাত্ম্য উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বমধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, অহে বীরগণ! তোমরা কে? কাহার প্রেরিত? কি জন্যই বা এই মহাযজ্ঞকে বিনষ্ট করিতেছ? এবং দেবতাদিগকেই বা কি জন্য নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছ? এই সমস্ত বৃত্তান্ত শীঘ্রই আমার নিকটে প্রকাশ কর। চক্রপাণি ক্রোধভরে এই কথা বলিলে পর, কতক গুলি প্রমথগণ বলিতে লাগিল, প্রভো! আমাদিগকে স্বয়ং মহাদেব প্রেরণ করিয়াছেন। শিবাপমানজনক এই যজ্ঞকে আমরা বিনষ্ট করিব, আমাদিগের অনুমতি দাতা সেনাপতি ঐ। এই কথা বলিয়া হস্তসঙ্কেতে বীরভদ্রকে দেখাইয়া দিল। সে সময়ে বীরভদ্র সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সেই মহাবীর বিষ্ণুকে লক্ষ্যই করিলেন না, হুঁকার করিয়া প্রমথগণকে বলিলেন, অহে সেনাগণ! সেই দুরাচার দক্ষ কোথায়? তাহাকে এখনও তোমরা উপস্থিত করিতে পারিলে না? বীরভদ্রের এই গভীর শব্দে ভয়ত্রস্থ হইয়া বীরগণ বলিতে লাগিল, হে প্রভো বীরচূড়ামণে! আপনি ক্ষণকাল আমাদিগকে ক্ষমা করুন, সে পাপমতিকে এইক্ষণেই ধরিয়া আনিব। হে বাহিনীনাথ! ত্রিলোকমধ্যে যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতেই তাহাকে ধৃতকেশে আনয়ন করিব, আমরা আপনার নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। এই কথা শুনিয়া বীরভদ্র নয়ন বিস্ফারণ ও গ্রীবা সঞ্চালন করত অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, দেখ, কেবল দক্ষকে আনিয়াও ক্ষান্ত হইবেনা, যে

সকল দেবতা এই শিবশূন্য যজ্ঞে আহুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সমস্ত দুরাত্মাকেই কেশাকর্ষণ করিয়া আনয়ন করিবে। এই আজ্ঞামাত্রে শিবসেনা একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করত দিকদিগন্তে ধাবমান হইতে লাগিল। যাহারা সভামধ্যে ছিল, তাহাদিগকে সেই ক্ষণে ধৃত করিল, এবং যে সকল ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল, তাহাদের কাহাকে রথে, কাহারে পথে, কোন জনকে প্রান্তরে, কাহারে বাটীর সন্নিকটে, কাহাকে অভ্যন্তরে, কোন জনকে গৃহদ্বারে, কাহারেও বা গৃহান্তরে, যাহাকে যেস্থানে ধৃত করিল, তাহাকে আর এক চরণ অগ্রসর হইতে দিল না। মার্জ্জার যে রূপ ক্ষুদ্রাখু এবং কুম্ভীরকীট যেপ্রকার তৈলপায়িকার গলধারণ করিয়া লইয়া যায়, কি বলবতী শিবা ছাগীর তনয়কে যেরূপ উত্তোলন করিয়া লয়, সেরূপ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রমথগণ মহারথী দেবতাদিগকেও আনিতে লাগিল। ভূতগণকে শিবদূত বলিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিল না, কি ভূতগণই এতাদৃশ বলশালী, তাহার কিছুই অনুভূত হইল না, সে ব্যাপার দেখিতে অতি অদ্ভুতজনক। অনন্ত কোটি শিবদূত এক এক দেবতাকে সহস্র সহস্র ভূতে ধরিয়া লইল। কেহ কেহ মস্তকে, কেহ কেহ হস্তে, কেহ জঘনে, কেহ গলে, কেহ চরণে, কেহ কেশে, কেহ করশাখায়, কেহ গাত্রে, কেহ পদাঙ্গুলিতে, কেহ শ্রোত্রে, কেহ কক্ষে, কেহ বক্ষে, কেহ লতাপাশবন্ধনে, আকর্ষিত হইয়া উপস্থিত হইল। পিপীলিকার পুঞ্জ মধ্যে পতিত মহীলতাকে যে প্রকার সহস্র সহস্র পিপীলিকায় দংশন করত লইয়া যায়, দেবতাদিগকে ঊর্দ্ধপথে উত্তোলিত করিয়া প্রমথগণ বায়ুবেগে

দোধূয়মান করত মুহূর্ত্তকাল মধ্যে বীরভদ্রের অগ্রে উপস্থিত করিল। অনন্তর বীরভদ্র হস্তোত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন,হে বীরগণ! যাহারা শিবদ্বেষী,তাহারা সর্ব্বদ্বেষী; তাহারাই বিশ্বনিন্দক; অতএব ইহাদের কাকুবাক্যে দয়া করিও না, কণ্ঠাগতপ্রাণ পর্য্যন্ত পীড়ন করিবে; শিবপ্রসাদে কিছুই তোমাদের অবিদিত নাই; অধিক কি বলিব, যাহার যাদৃশ পাপ, তাহার তাদৃশ দণ্ড বিধান করিবে। সেনাপতির এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া,প্রমথগণ অধিকতর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল; সবিতার সকল দন্তই উৎপাটন করিয়া ফেলিল, অগ্নির জিহ্বাচ্ছেদ, এবং অর্য্যমার বাহুচ্ছেদ করিল। এই প্রকার কাহার কর্ণ, নাসা, অস্ত্র, কেশ, বেশ, চূড়া, শিরোবেষ্টন, কবচ, কপালভূষণ, এই সব একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। এইরূপে বিবিধপ্রকার অপমানিত করিয়া, অমরগণকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। জলের অধিপতি বরুণ দেবতারে, ও নৈঋতকে বন্ধন, এবং প্রেতপতি যমকে যথেচ্ছাচারে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। ভূতগণ ঐসকল ভয়ঙ্কর কার্য্য করিতে করিতে দেখিল, ব্রাহ্মণগণ অনেকেই ভয়ত্রস্ত হইয়াছেন; তদ্দর্শনে বালবৃদ্ধ প্রভৃতি ভূতগণ ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হওত নতশিরা হইয়া সকলেই বলিতে লাগিল, হে ব্রাহ্মণগণ! আপনাদিগের ভয় কি? আপনারা নির্ভীত হইয়া যথেচ্ছা গমন করুন। এই কথা বলিয়া শান্ত ও সস্মিত বদনে দ্বিজাতিগণের সন্তোষ করিতে লাগিল। প্রমথগণের বিনয় বচনে বিপ্রগণ সানন্দহৃদয় এবং সাহসান্বিত হইয়া, যজ্ঞলব্ধ বস্ত্ররত্নাদি সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বীয়

আলয়ে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত শিবপরায়ণ হইয়াও দক্ষ প্রজাপতির দর্প চূর্ণ হইবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞীয় সভায় আগমন করিয়াছিলেন, তথাপি শঙ্কিত হৃদয়ে নিজরূপ গোপন করিয়া ময়ূররূপ ধারণ করত পর্ব্বত-শিখরে অবস্থান করিয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু মৌনাবলম্বনে বিবেচনা করিলেন, এই যজ্ঞ শিবাপমান-বুদ্ধিতে সমারব্ধ হইয়াছে, অতএব ইহার ঈদৃশ অবস্থা হওয়াই সমুচিত হইতেছে ; মূঢ়মতি দক্ষ প্রজাপতির ঈদৃক দণ্ড না হইলে, বেদবিধি যে নিষ্ফল হইয়া যাইবে ; ঐ পাপাত্মা কর্ত্তৃক মহাদেব নিন্দিত হওয়াতে, আমিও নিন্দিত হইয়াছি ইহা নিশ্চিত ; আমিই শিব; শিবই বিষ্ণু; আমাদের বিভিন্নতা কিঞ্চিন্মাত্রও নাই ; অতএব এ ব্যক্তি বিষ্ণুরূপে আমার উপাসনা করিলেও, শিবরূপে আমার বিদ্বেষ করিয়াছে; অতএব আমার কিঞ্চিৎ উপাসনা জন্য এক্ষণে এই যুদ্ধে সাহায্য আবশ্যক ; দক্ষের দর্পচূর্ণ হইলে, পরিশেষে আবার যজ্ঞপূর্ণও করা যাইবে। এই বিবেচনা করিয়া, চক্রগদা প্রভৃতি নিজায়ুধ গ্রহণান্তর প্রমথগণের উপর তাড়না করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন বীরভদ্র বলিলেন, হে বিভো! আপনি চক্রী নারায়ণদেব, তাহা আমি সমস্তই অবগত আছি ; আপনি এই শিবশূন্য অধ্বরে যখন অধিরক্ষিতা হইয়াছেন, তখন অন্য কাহারেও না বলিয়া আপনারেই বলিতেছি, সেই শিবনিন্দাপরায়ণ দুরাচার দক্ষকে এই দণ্ডেই আমার অগ্রে উপস্থিত করুন, নতুবা আমার সহিত যুদ্ধ করুন ; আপনি শিবভক্তদিগের অনিষ্ট কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং

শিবদ্বেষীদিগের কুশলানুসন্ধান করিতেছেন, এই দেখিয়া আপনাতে আর কিঞ্চিন্মাত্রও সমীহ করা বিধেয় নয়। এই কথা শুনিয়া, বিষ্ণু সস্মিতাননে কহিলেন, ভাল ভাল, তোমাদের সহিত আমার যুদ্ধই হইবে; আমারে পরাজয় না করিলে, দক্ষের উপর দৌরাত্ম্য করিতে পারিবে না; কি পর্য্যন্তই তোমাদের বলবিক্রম, তাহা দেখিতে হইল। এই কথা বলিয়া একখানি রত্নময় কার্ম্মুকে জ্যাসংযোগ করিয়া শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই যজ্ঞভূমির মধ্যে মহারথী বিষ্ণুর রথ প্রবল বায়ুবেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কখন ধরাতলে, কখন আকাশমণ্ডলে, কখন ঋজুগামী, কখন বক্র-গামী, হইয়া বেষ্টন করিতেছে, তড়িন্মালার কতইবা চাঞ্চল্য? মধ্যে মধ্যে এক একবার যখন স্থিরাবস্থান হয়, তৎকালেই রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, নতুবা গমনসময়ে আর কিছুই অবলোকন হয় না; কেবল একটী অবিচ্ছিন্ন তেজোরেখা এইমাত্র বিবেচনা হয়। তাদৃশ দ্রুতগামী রথের উপরি ভাগে, ভগবান্ বীরাসনে উপবিষ্ট, রত্না-ঞ্চিত দৃঢ়তর কবচ গাত্রে পরিধান, মস্তকে অপূর্ব্ব রত্নময় মুকুট ধারণ করিয়াছেন; বাণক্ষেপে এতই দ্রুতহস্ত যে, কোনসময়ে বাণ গ্রহণ বা সন্ধান এবং কখন বা নিক্ষেপ, ইহার কিছুই অনুভূত হয় না। তূণে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, সর্ব্বদাই তূণে হস্ত রহিয়াছে; আবার মৌর্ব্বীর উপরিভাগে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, সেই স্থানেই হস্ত রহিয়াছে। চতুরচূড়ামণি বিষ্ণুর রণচাতুর্য্য দেখিয়া, দেব দানব প্রভৃতি সকলেই চমৎকৃত হইয়া রহিল। ক্ষণার্দ্ধ মাত্রে

শিবসেনাগণ জর্জ্জরীকৃত, ক্ষতবিক্ষতসর্ব্বাঙ্গ, রুধিরধারায় মস্তকাবধি পাদতল পর্য্যন্ত পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; সহস্র সহস্র জন রুধির বমন করিতে লাগিল; সহস্র সহস্র প্রমথগণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। এতদ্দর্শনে সেনাপতি বীরভদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর প্রতি গদা নিঃক্ষেপ করিলেন। সেই গদা প্রবল বেগে গমন করিয়া বিষ্ণুর গাত্রে মহাশব্দে আঘাত মাত্রেই বৃহতী গদা শতধা বিদীর্ণা হইল। অনন্তর গদাধরও বীরভদ্রের প্রতি গদা নিঃক্ষেপ করিলেন; সে গদাও বীরভদ্রের গাত্রসংলগ্ন হইয়া শতধা বিদীর্ণা হইল। তদ্দর্শনে ভগবান্ বিষ্ণু ততোধিক কোপান্বিত হইলেন; নয়নযুগল জ্বলন্ত অনলপ্রায় প্রদীপ্ত হইল; পুনর্ব্বার শৈলসারময়ী এক প্রকাণ্ড গদাকে ঘর্ণিত করিয়া নিঃক্ষেপ করিলেন; তদ্দর্শনে বীরভদ্রও খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া হুঁঙ্কার সহিত উল্লম্ফন দ্বারায় অদ্বিতীয় সেই বিষ্ণুর দ্বিতীয় গদাকেও বিগতবিক্রম এবং ধরণীশায়ী করত গদাধরের বাহুদণ্ডে খট্টাঙ্গ দ্বারা আঘাত করিলেন। তদবলোকনে বিষ্ণু বিবেচনা করিলেন, এব্যক্তি সামান্য বীর নয়, সামান্য অস্ত্রেও ইহার সমতা হইবেনা। এই রূপ অবধারণ করিয়া স্বকীয় অমোঘ অস্ত্র চক্রকে নিক্ষেপ করিলেন। মহাঘোর সুদর্শন চক্র নিজ তেজঃপ্রভাতে যখন জাজ্বল্যমান হইয়া চলিল, তখন বীরভদ্র ভীত হইয়া হৃদয়মধ্যে শম্ভুর চরণদ্বয় চিন্তা করিতে লাগিল; সেই চিন্তাবলে চক্রপাণির চক্র বীরভদ্রের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে পারিল না, প্রত্যুত মালামধ্যস্থিত রত্নের ন্যায়, দোদুল্যমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিষ্ণু সাতিশয় রুষ্টচেতা হইয়া শত সূর্য্যের প্রভাযুক্ত এক ভীষণাকার

অসিকে চর্ম্মকোষ হইতে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া বীরভদ্রকে হনন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন ; তদ্দর্শনে বীরভদ্র একটী ভয়ঙ্কার হুঁকার শব্দ করিলে, সেই শব্দে ত্রিলোকবাসী লোক সকল কম্পিতকলেবর হইল, এবং খড়্গের সহিত ভগবান্ বিষ্ণুও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তদনন্তর স্তম্ভিত বিষ্ণুকে বিনাশ করিবার অভিলাষে, বীরসিংহ সেই বীরভদ্র ত্রিশূল হস্তে লইয়া মহাক্রোধে গমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আকাশবাণী হইল, " ভো বীরভদ্র ! স্থিরো ভব্" ক্রোধবশে তুমি কি আপনাকে বিস্মৃত হইয়াছ ? যে শিব, সেই বিষ্ণু ; শিবই স্বয়ং নারায়ণ ; এই উভয়ের কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা নাই; তবে যে বিষ্ণু তোমার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন, সে কেবল দক্ষকে প্রতারণার নিমিত্ত মায়াময় যুদ্ধ করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া বীরভদ্র অমনি বিনয়াবনত হইয়া শিবাত্মক বিষ্ণুকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন, এবং দ্রুতবেগে গমন করিয়া দক্ষ প্রজাপতির কেশাকর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন, অরে পাপাত্মা দক্ষ ! তুমি যে মুখ দ্বারা সেই পরম পুরুষ শিবের নিন্দা করিয়াছ; অতএব তোমার মস্তক ছেদন করিব। এই কথা বলিয়া দক্ষকে নির্ঘাত প্রহার করত নখাঘাতে দক্ষের মস্তক ছেদন করিলেন। শিবনিন্দাশ্রবণে যাহারা আনন্দিত হইয়াছিল,তাহাদের,কাহারও নাসা, কাহার কর্ণ, কাহার জিহ্বা ছেদন করিয়া তত্রাগত ব্যক্তিগণকে দুঃখানলে দহ্যমান করিতে লাগিলেন, দক্ষপক্ষীয়গণের হাহাকার শব্দে শ্রবণগহ্বর সংরুদ্ধ হইয়া উঠিল ; হস্তসংকেত ব্যতীত কেহ কাহার বাক্য বুঝিতে পারিল না; যজ্ঞস্থল অশ্রু-

জলে পঙ্কিল হইল। এই প্রকারে যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষ, এবং সাঙ্গো পাঙ্গ যজ্ঞ, এই সমুদয় বিনষ্ট হইলে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা কৈলাস ধামে গমন করিয়া মহেশকে প্রদক্ষিণপ্রণামান্তে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন; এবং বলিলেন, প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, এবং জগদীশ্বর হইয়া কিজন্য ঈদৃশ বিধান করিলেন? আপনার সতীর কি বিনাশ আছে? যিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী, যিনি পরমা প্রকৃতি, যিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের প্রসূতি, যিনি ক্ষয়োদয়রহিতা, নিত্যা, তাঁহার কি কখন বিনাশ হয়? সেই জগন্ময়ী দক্ষ প্রজাপতিকে বিমুগ্ধ করিয়া, যজ্ঞকুণ্ড-নিকটে অনুরূপা এক ছায়া সতীর স্থাপনা করিয়াছিলেন; তিনিই যজ্ঞকুণ্ডে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন; পরমা দেবী স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়াছেন; এই বিষয় আপনি ত সমস্তই পরিজ্ঞাত আছেন; ব্যজনানিল দ্বারা সমীরণবর্দ্ধনের ন্যায়, আপনাকে উপদেশ দান আমার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, বিধাতঃ! সতীর বাস্তবিক বিনাশ না হইলেও, সে ব্রহ্মময়ীকে আর ত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; এই দুঃখই যে চৈতন্য বিলোপ করিয়া অধৈর্য্য করিয়াছে। ব্রহ্মা বলিলেন, বিভো! আপনি যখন পরম যোগানুষ্ঠান করিয়া সেই পরমা দেবীকে সানুকূলা করিয়াছেন, তখন পুনর্ব্বার কখনই প্রতিকূলা হইবেন না; যদিও সম্প্রতি অদৃষ্টরূপা হইয়াছেন, তথাপি সকাতর ভাবে প্রার্থনা করিলেই পুনর্ব্বার সাক্ষাৎকৃতা হইবেন; কিন্তু, হে দেবেশ! আপনি দয়ানিধি, প্রণত জনের প্রতি আশু প্রসন্ন হন; তজ্জন্যই আপনার নাম আশুতোষ; আপনি সমস্ত বিধিবিধানের

সম্পাদক হইয়া সমারব্ধ এই যজ্ঞকে বিলুপ্ত করিবেন না; হে দয়াসাগর! কিঞ্চিৎ অনুকম্পাবিতরণপূর্ব্বক দক্ষালয়ে পদার্পণ করত, সেই আরব্ধ যজ্ঞটী সম্পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া অনেক স্তব করিলে, ধাতার স্তবে ধূর্জ্জটি প্রসন্নচিত্ত হইয়া দক্ষালয়ে গমন করিলেন। দক্ষপুরীমধ্যে দেবদেবকে সমাগত দেখিয়া, প্রমথগণের সহিত বীরভদ্র পুলকে প্রণত হইয়া, গালবাদ্য, কক্ষবাদ্য করত একেবারেই সকলে "হর হর বিশ্বেশ্বর" এই শব্দ করিয়া করযোড়ে মহাদেবকে দর্শন করত দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর অব্জযোনি ভ্রূভঙ্গিক্রমে দক্ষপক্ষীয় লোক দ্বারায় অতি সত্বরেই উপহার দ্রব্য সকল আনাইয়া, আপনি সিংহাসন প্রদান এবং পাদ্য ও অর্ঘ্য আচমনীয় প্রভৃতি প্রদান করিলেন। এই প্রকারে দক্ষালয়ে শিবপূজা সম্পন্ন হইলে, বিধাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, দয়াময়! তবে অনুমতি করুন, পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্য প্রবৃত্ত হউক। ব্রহ্মা এই কথা বলিয়া কিয়ৎকাল শিবসম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে, মহাদেব বীরভদ্রের মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন, হে বীরভদ্র! সম্প্রতি কোপবেগ সম্বরণ করিয়া এই ভগ্নীভুত যজ্ঞ যাহাতে সম্পন্ন হয়, তাহার উদ্যোগ কর। শঙ্করের এই প্রকার অনুমতি শ্রবণে, বীরভদ্র অমনি অবনত মস্তকে আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, প্রমথগণের সহিত আপনিও সম্যক্-প্রকারে উদ্যোগী হইলেন। তৎক্ষণমাত্রেই বদ্ধ দেবতাদিগকে মোচন করত স্ব স্ব স্থানে সমাদর সম্ভাষণ করিয়া আনিতে লাগিলেন; দ্রব্যসামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিকতর রূপেই প্রস্তুত হইল; ইতঃপূর্ব্বে যে যজ্ঞভূমি শ্মশানভূমির ন্যায়

হইয়াছিল, যাহার বিভৎসাকার দর্শনে সকলেরই হৃৎকম্প হইত,সেই ভূমিই আবার দেখিতে দেখিতেই সুরম্যা ও দেব-দুর্ল্লভা হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে বিধাতার পুত্রশোক উচ্ছলিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবদেবের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে ত্রিলোকনাথ শম্ভো! যদ্যপি কৃপাবলোকন পূর্ব্বক বিনষ্ট যজ্ঞকে সর্ব্বাবয়বে সুন্দর করিলেন, তবে আমার মৃত পুত্র ঐ দক্ষকেও পুনর্জ্জীবিত করিতে আজ্ঞা হউক; তাহা না করিলে আপনার আশুতোষ এই নিষ্কলঙ্ক নাম কলঙ্করেখায় অঙ্কিত হইয়া থাকিবে; হে দয়াময়! আপনার ঐ অতুল চরণদ্বয় ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ,এই চতুর্ব্বিধ ফল-দান বিষয়ে কল্পপাদপস্বরূপ হইয়াছে; যে সময়ে হউক, ক্ষণকালের নিমিত্ত ঐ সন্তানক তরুর তলস্থ হইলে, ধর্ম্মাদি চতুঃপ্রকার ফল যথেচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহাতে আমি নিতান্ত চরণাশ্রিত হইয়াও কি পুত্রস্বরূপ ফলটীকে প্রাপ্ত হইব না? এই কথা শুনিয়া পঞ্চানন স্মিতমুখে বলিলেন, হে বীরচূড়ামণে বীরভদ্র! আমি আজ্ঞা করিতেছি, দক্ষ প্রজাতিকে শীঘ্র জীবিত কর। সতীনাথের মুখপঙ্কজ হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া, শিবতুল্য বুদ্ধিবিক্রমশালী সেই বীর-ভদ্র তৎক্ষণমাত্রেই ছাগমুণ্ড প্রদান করিয়া প্রজাপতিরে পুনরুজ্জীবিত করিলেন। ধীমান্ ধার্ম্মিক জনেরা ঈশ্বরের নিন্দাকারী ব্যক্তিদিগকে পশুতুল্যই বিবেচনা করিয়া থাকেন; তদনুসারেই মহামতি বীরভদ্র দক্ষ প্রজাপতির ছাগমুণ্ড করিয়া দিলেন। প্রজাপতিকে জীবিত দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইল; দেবতাএবং ব্রাহ্মণ, সকলেই নির্ভয়ান্তঃকরণে সভা

মধ্যে উপস্থিত হইলেন ; সমুচিত দণ্ডলাভে খর্ব্বীকৃতদর্প দক্ষ প্রজাপতি ঈশান দিগ্‌ভাগে মহেশানকে দর্শন করিয়া যজ্ঞ ভাগ মস্তক দ্বারা উদ্বহন করত শিবাগ্রে উপস্থিত করিলেন ; যথা বিহিত আহুতি দান করিয়া শিবসন্তোষপূর্ব্বক যজ্ঞ সমাপন করিলেন। এবম্প্রকারে যজ্ঞবিধি সমাপন হইলে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়েই প্রজাপতিকে বলিলেন, হে প্রজা-নাথ! তুমি এই দেবাদিদেব মহাদেবের চিরকাল নিন্দা করিয়া যে পাপাচরণ করিয়াছ, শিবস্তুতি ব্যতিরেকে সে পাপ হইতে পরিত্রাণের উপায় আর কিছুই নাই। এই কথা শুনিয়া দক্ষ প্রজাপতি পুনর্ব্বার সতীনাথের সমীপগমন করত তদ্গতচিত্ত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

দক্ষ কর্ত্তৃক শিবস্তব।

বিশ্বতাত, বিশ্বনাথ, বিশ্বপাতকারক। রক্ষ, রক্ষ, মূঢ়দক্ষ মজ্ঞতান্ধনাশক।
ত্বংহি দেব, দেবদেব, গর্ব্বখর্ব্ব কারণং। তেঙ্ঘ্রি মূলমব্জযোনিবিষ্ণুজিষ্ণুবন্দিতং।
কোহি দেব, তেমহত্ব মীশবেদপারগং। নিশ্চলং, সনাতনং, তথাপি সর্ব্বতোগ্রগং।
যদ ভ্রুভঙ্গি মাত্রতঃ, সুরাঃ, সমৃদ্ধিশালিনং। সস্বয়ং, তৃণীকৃতর্দ্ধিরক্ষভস্মভূষণং।

অর্থাৎ। হে বিশ্ব সংসারের উৎপাদক, এবং বিশ্ব সংসারের পালক, ও বিশ্ব সংসারের নিপাতকর্ত্তা বিশ্বনাথ! আমাকে রক্ষা করুন ; মতিহীন এই দক্ষের, অজ্ঞানান্ধকার শীঘ্র বিনাশ করুন। হে দেব! আপনি সমস্ত দেবের দেবতা, এবং দর্পিষ্ঠ ব্যক্তিগণের দর্প চূর্ণের কারণ ; তোমার চরণার-বিন্দ অব্জযোনি (ব্রহ্মা,) বিষ্ণু, (নারায়ণ,) জিষ্ণু (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবগণের বন্দিত ; হে ঈশ! আপনার মহিমা শ্রুতি-

গণও কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন না, তবে অন্য জনে কিরূপে বলিতে শক্ত হইবে? প্রভো! আপনি নিশ্চল সনাতন, নিত্য, এবং সকলের অগ্রগামী মন অপেক্ষা দ্রুতগামী; আপনার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ইন্দ্রচন্দ্রাদি দেবতাগণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন; সেই সকল মহৈশ্বর্য্যকে তৃণসমূহ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করত আপনি অক্ষমালা ও চিতাভস্মাদি ধারণ করিয়াছেন।

হে আমার মুগ্ধ মন! তুমি যদি পরিপূর্ণসুখস্বরূপ শান্ত পদ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদকে ইচ্ছা কর, তবে আকারশূন্য, ত্রিগুণাতীত, সত্ত্বরজস্তমোগুণে নির্লিপ্ত, অথচ সমস্ত জগদাকারধারী এই পরমেশ শঙ্করকে শীঘ্র ভজনা কর। যাঁহার ভয়ে বায়ু ধাবমান হইতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় সূর্য্য কিরণ দান করিতেছেন, সাক্ষাৎ যমও যাঁহাকে ভয় করেন, সেই পরমেশকে ভজনা কর। লোক সকল ভ্রান্তির বশীভুত হইয়াই বহুতর ভয়ানক ব্যাপারে পতিত হওত কোষকার কীটের ন্যায়, স্বকর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া ভ্রমন করিতেছে, কিন্তু যখন শম্ভুর সুখময় অভয় চরণ দর্শন করিতে পায়, তখন তাহার মোহের নিরাকরণ হইয়া একান্ত নির্ভয় প্রযুক্ত কোন দুঃখই তাহার বদনকে বিসীর্ণ করিতে পারে না অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা প্রযুক্ত সর্ব্বতাই সে হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করে।

যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কেহই আপনার তত্ত্বসীমা জানিতে পারেন না; অতএব মূঢ়বুদ্ধি দক্ষ প্রজাপতি কিজন্যই বা আপনাকে জানিতে যোগ্য হইবে? দয়াময় আপনি সকলের বুদ্ধি বৃত্তির প্রবর্ত্তক অন্তরাত্মা; অত-

এব এই দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি বিশুদ্ধ চৈতন্য পরাৎপর পরমাত্মা; আপনি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্লভ-ধন; আপনার চরিত্র, কি আপনার স্বরূপ বলিতে আমার সাধ্য কি? আমি শরণাগত দাস; আপনার চরণ ব্যতি-রেকে আমার আর গতি নাই; আপনি নিজ গুণে আমায় পাপ সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন; হে বিশ্বরূপ! এই চরাচর জগতে যাবদীয় কীট পতঙ্গ প্রভৃতি যত ক্ষুদ্র বস্তু আছে, এবং গিরি কানন সমুদ্র প্রভৃতি যত বৃহৎ বস্তু আছে, সে সকলি আপনার মূর্ত্তি; যাহা সর্ব্বপ্রকারে অসম্ভব, তাহাও আপ-নাতে সম্ভব হয়; হে করুণাসাগর! আপনার কৃপাবলোকনে স্থূল সূক্ষ্ম চরাচর জগতকে আপনার আকার বিবেচিত হইয়া থাকে; আপনার স্তুতি এবং নিন্দা নাই; আপনার চরণ-প্রসাদে ঈদৃশ বুদ্ধি দৃঢ়তরা হইলে জীবগণ কলুষবিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে; অতএব, হে ভক্তবৎসল! আপনার অভয় চরণে আমার দৃঢ়তরা ভক্তি যেন স্থিরাবস্থায়িনী হয়। দক্ষ প্রজাপতির স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কৃপানিদান ত্রিলোচন নিজহস্ত দ্বারা দক্ষের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, শিবাঙ্গ-স্পর্শনাধীন দক্ষ প্রজাপতি আপনার অসীম ভাগ্য বিবে-চনায় কৃতকৃত্য হইয়া, আপনাকে জীবন্মুক্তস্বরূপে নিশ্চয় করিলেন। অনন্তর কায়িক, বাচিক, মানসিক ত্রিবিধপ্রকার-ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রজাপতি বিবিধোপচারে শঙ্করের পূজা করিলেন। বিধাতাও অনেক স্তুতিপূর্ব্বক মহাদেবকে বলিলেন, প্রভো আশুতোষ! আপনি অনুগ্রহ প্রকাশে এই দক্ষ প্রজাপতিকে পাপার্ণব হইতে উত্তীর্ণ এবং নিতান্ত ভগ্নীভূত

যজ্ঞকে পরিপূর্ণ করিলেন, এই সন্তোষে সন্তুষ্টহৃদয় হইয়া আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কোন দেবতা আহুতি গ্রহণের অভিলাষ করেন, তবে তিনিও দক্ষের সমান দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবেন এবং আপনার পূজা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি যজ্ঞ করিবে, তাহার সে যজ্ঞ কখনই সম্পূর্ণ হইবে না, এবং যজ্ঞকর্ত্তাও মহাপাতকী হইবে। আমি প্রসন্নহৃদয়ে যদ্যপি চতুর্ব্বেদ ধারণ করিয়া থাকি, তবে এবাক্য কখনই ব্যর্থ হইবে না।

মহাদেবের সতীর মৃতদেহ দর্শনে মূর্চ্ছা, তদনন্তর বিধি বিষ্ণুর সহিত কথপোকথন।

এবম্প্রকারে যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইলে মহাদেবের সতী-বিয়োগসম্ভূত শোক পুনর্ব্বার উচ্ছলিত হওয়ায়, ব্রহ্মার প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন, হে কমলযোনি! এখন আমি কি উপায় অবলম্বন করি, কাহার শরণাগত হইলে এই প্রজ্বলিত সতীবিরহানলকে শান্ত করা যায়, এই বলিয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং প্রমথগণ সহিত যজ্ঞশালাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাদেব যজ্ঞমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, যজ্ঞ-কুণ্ডের অনতিদূরে সতীর মৃতদেহ পতিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে দুঃসহ শোক বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া "হা সতি!" এই শব্দে ছিন্নমূল তালতরুর ন্যায় পতিত হইলেন। দেবদেবের ঐ অবস্থা দর্শন করিয়া সমাগত নন্দী প্রভৃতি প্রমথগণ সকলে "হা হতোস্মি," শব্দে রোদন এবং কেহ

কেহ মূর্চ্ছিত হইয়াও পড়িল। এইপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবদর্শন করিয়া ব্রহ্মা চমকিত হইয়া নারায়ণের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। গাম্ভীর্য্যগুণসাগর চতুরচূড়ামণি বিষ্ণু অমনি ঈষদ্ধাস্য মুখে সাহসবর্দ্ধক বাক্যে বলিতে লাগিলেন, কি হে প্রমথগণ! তোমাদের সকলের কি মতিভ্রম হইল? সতী-শোকে তোমার প্রভুরও পরলোক হইল, এই বিবেচনায় তোমরা শোকাকুল হইতেছ? কি আশ্চর্য্য; হাঁ রে নির্ব্বোধ-গণ! মৃত্যুঞ্জয়ের আবার কি মৃত্যু আছে? উহাঁকে এখনি আমি সচেতন করিতেছি। চক্রপাণির আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া প্রমথগণ সকলে পূর্ব্বাপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সুস্থির হইল। যাহারা অচেতন ছিল, তাহাদের কর্ণে বিষ্ণুবাক্য প্রবিষ্ট হইলে সকলেই সচেতন হইল। প্রমথগণ পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে শিবপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া শিবগাত্রে হস্ত প্রদান করত বলিলেন, হে প্রমথনাথ! তোমার প্রমথগণ যে অনাথের ন্যায় রোদন করিতেছে; উহাদিগকে শান্তনা করুন; ভবাদৃশ ব্যক্তি শোকতাপের বশীভূত হইলে মহান্ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। বিষ্ণুর এই বাক্যে কিঞ্চিৎ সচেতন হইয়াই প্রমথগণের ক্রন্দনকোলাহল শ্রুতিগোচর হওয়াতে, ক্ষীর-কণ্ঠ শিশুরোদনে নিদ্রিত প্রসূতি যেমত সচমকে ভগ্ননিদ্রা হয়, সেই প্রকার সতীনাথ হঠাৎ গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত-সঙ্কেতে প্রমথগণের রোদন শান্তি করত নয়ন উন্মীলনপূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, আর নয়নজলে বিশাল বক্ষঃস্থল ভাষমান হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু একবাক্য হইয়া মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, যোগাশ্বর!

আপনি দেবাদিদেব, তত্ত্ববেত্তার অগ্রগণ্য হইয়া মূঢ়ের ন্যায়, ভ্রান্তিমুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছেন ; যিনি পূর্ণব্রহ্মময়ী, সমস্ত জগতের বীজস্বরূপা, যিনি মহাবিদ্যা, নিত্যা, চিদানন্দ-বিগ্রহা, বিশ্ব সংসারের চৈতন্যরূপিণী, যাঁহার মায়াতে জগৎ সংসার মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার ইচ্ছার বশীভূত হইয়া আমরা সৃষ্ট্যাদি বিষয় সমাধান করিতেছি, সেই সতী কি সামান্যা কন্যা, যে তিনি কালগ্রাসে পতিত হইবেন? এতাদৃশ ভ্রান্তিবিড়ম্বনায় আপনি কি জন্যই বিড়ম্বিত হইলেন? হে ভগবন্! যাঁহার প্রসাদে আপনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, তাঁহার কি মৃত্যু আছে? যে কাল জগৎ সংসারকে গ্রাস করেন, তিনি আবার সেই কালকে গ্রাস করেন ; অতএব তিনি মহাকালী বলিয়া আখ্যাতা হইয়া থাকেন ; তাঁহার মৃত্যু, এ কেবল মোহমাত্র, কখনই প্রকৃত নয়; আপনি পূর্ব্বভাব স্মরণ করিয়া দেখুন, আমাদের এই তিন মূর্ত্তিই সেই নিরাকার ব্রহ্মময়ীর অংশ সম্ভূত ; ইহার মধ্যে কোন মূর্ত্তির নিন্দা করিলেই তাঁহার নিন্দা করা হয় ; যে ব্যক্তি জগজ্জননীর নিন্দাস্বরূপ মহা পাপানুষ্ঠান করেন, সেই অধার্ম্মিক দুরাত্মাকে তিনি অচিরাৎ পরিত্যাগ করেন ; পিত্রাদি সম্বন্ধের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরোধ করেন না; ধার্ম্মিকদিগের একমাত্র ধর্ম্মরূপ সম্বন্ধের অনুরোধ বশতঃ কেবল চিরপালিতা সৎপুত্রীর ন্যায় তিনি বশীভূতা হন ; ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত ব্যক্তিই তাঁর পিতা মাতা এবং বন্ধুস্বরূপ ; আর অধার্ম্মিক পিতা হইলেও তাঁর পরম শত্রু ; সেই পরমেশ্বরী সতী আত্মসম্মুখে পতিনিন্দা করিতে দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতিকে শ্মশানপুষ্পের

ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন, এবং তদুৎপন্ন কলেবরকেও অপবিত্র বোধে আর বহন করিলেন না; জগদম্বিকার পিতা বলিয়াই যদি দক্ষ প্রজাপতির গৌরববিশেষ থাকিত, তবে ঈদৃশ দুর্দ্দশাই বা কিজন্য ঘটিবে? ধর্ম্মের উপদেশকর্ত্রী হইয়া যদ্যপি তিনি ঈদৃশ ব্যবহার না করিতেন, তবে "পতিতং পিতরং ত্যজেৎ,,অর্থাৎ পতিত পিতাকেও পরিত্যাগ করিবে, এই শ্রুতি বাক্যটি একবারেইত উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত; অতএব পাপমতি দক্ষ প্রজাপতিকে মুগ্ধ এবং বেদবাক্যের সাফল্য-জন্য স্বেচ্ছাক্রমে অন্তর্হিতা হইয়াছেন; তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, জ্ঞানময়ী,তাঁর কখনই বিনাশ নাই। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিতে লাগিলেন,চক্রপাণে! আপনারা তাঁহার যথার্থ লীলা কীর্ত্তন করিতেছেন; সতী আমার পরমা প্রকৃতি, সর্ব্বান্তর্যামিনী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী; তাঁর কখনই বিনাশ নাই। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, অতি নির্জ্জন স্থানে স্থিরাসনে বসিয়া সুচিরকাল যোগানুষ্ঠান করিলে যদি ভাগ্যবলে সমাধি-লাভ হয়, তবে সেই পূর্ণানন্দময়ীর সাক্ষাৎকার হইয়া কৃতার্থ-ম্মন্য হওয়া যায়। এবম্বিধ গূঢ়রূপিণী পরমা প্রকৃতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আকার পরিগ্রহও করিয়াছিলেন; যাঁহার দর্শন নিশ্চলান্তঃকরণ ব্যক্তিরও দুর্ল্লভ, সেই পরমা দেবীকে আমি নিরন্তর নয়ন দ্বারা অবলোকন করিতাম; কিন্তু ঈদৃশ ভাগ্যোদয়ের অন্যথা হইলে কোন্ ব্যক্তি জীবিত থাকিতে পারে? ভগবন্! তাঁহার প্রসাদে আমার এই মৃত্যুঞ্জয়ত্ব পদকে এখন বিড়ম্বনা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; যদ্যপি মৃত্যুকে জয় না করিতাম, তবে সতীশোকে আমার এই পাষাণ হৃদয়

অবশ্যই বিদীর্ণ হইত, এবং আমি শমনের শরণাগত হইয়াওতো দুঃসহ শোকরাশি হইতে পরিত্রাণ পাইতাম; যাহা হউক, এক্ষণে একবার ক্ষণকালের নিমিত্তে সেই পূর্ণানন্দময়ীর দর্শন প্রাপ্ত হইলেও কিঞ্চিৎ শান্তহৃদয় হইতে পারি; নতুবা আর কিছুই উপায় নাই। এইকথা বলিতে বলিতে সিতিকণ্ঠের কণ্ঠরোধ হইয়া ত্রিনয়নের অবিচ্ছিন্ন জলধারায় ধরণীতল পর্য্যন্ত প্লাবিত করিল। শিববাক্যে তদ্গতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুও প্রায় সমদুঃখভোগী এবং বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া রোরুদ্যমান হইতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে তিন জনই কিয়ৎকাল সময়াতিপাত করত, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা বলিলেন, দেবদেব! সেই ব্রহ্মময়ীকে আমরা স্তব করিব। তিনি যে প্রকারে আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া পুনর্ব্বার দর্শন দান করেন, এই বিষয়ে আমরা প্রাণপণেও চেষ্টা করিব। যদ্যপি স্তব দ্বারা তুষ্ট না হন, তবে ঘোরতর তপস্যায় প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিব। এই কথা বলিলে মহাদেবের উহাই স্থির সংকল্প হইল। অনন্তর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তিন জনেই একান্তঃকরণে ভক্তিযুক্ত হইয়া সেই মহাদেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

ত্বং নিত্যা পরমাবিদ্যা, জগচ্চৈতন্যরূপিণী,
পূর্ণব্রহ্মময়ী দেবী, স্বেচ্ছয়া ধৃতবিগ্রহা ॥ ১ ॥
অদ্বৈতং পরমং রূপং, বেদাগমসুনিশ্চিতং,
নমামো ব্রহ্মবিজ্ঞানগম্যং পরমগোপিতং ॥ ২

স্বষ্ট্যর্থং স্বশরীরা ত্বং, প্রধানং পুরুষঃ স্বয়ং,
কল্পিতা শ্রুতিভি স্তেন দ্বৈতরূপা ত্বমুচ্যসে ॥ ৩।
তত্রাপি ত্বাং বিনা পূর্ণঃ, পুরুষঃ শবরূপবৎ
অতঃ সর্ব্বেষু দেবেষু তব প্রাধান্যমুচ্যতে ॥ ৪ ॥
তাং ত্বমেবংবিধাং দেবীং অচিন্ত্যচরিতাকৃতিং,
কিংস্বল্পবুদ্ধয়স্তোতুং সমর্থাঃ স্মোবয়ং শিবে ॥ ৫ ॥
অস্মানপি স্বেচ্ছয়া ত্বং সৃষ্ট্বাসংহরসি স্বয়ং,
তত্বাং স্তোতুং সমর্থঃকো ভবেদিহ জগত্রয়ে ॥ ৬ ॥
তন্মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বেহজ্ঞানিনো মানবা ইব,
বয়স্তুত্বাং কথং স্তোতুং শক্তাস্ম পরমেশ্বরীং ॥ ৭ ॥
ত্বমস্মাকং চেতনা চ বুদ্ধিঃ শক্তি স্তথৈবচ,
বিনা ত্বাং শব বৎ সর্ব্বে স্তোষ্যামস্ত্বাং কথং বয়ম্ ॥ ৮ ॥
দৃষ্টন্তু যাদৃশং রূপ, মস্মাভি র্দ্দক্ষবেশ্মনি,
তথৈব দর্শনং দেহি, কৃপয়া পরমেশ্বরি ॥ ৯ ॥
ত্বাম দৃষ্ট্বা জগদ্ধাত্রি বিসন্নাস্ত্যো মহেশ্বরঃ,
গতপ্রাণ শিবাত্মানং লক্ষয়ামঃ স্থরা বয়ম্ ॥১০ ॥

স্তবের অর্থঃ।

হে দেবি! তুমি নিত্যা,জন্মমৃত্যু বর্জ্জিত পরমা; তুমি সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্রী, তুমি বিদ্যা, বিশুদ্ধ নিত্যজ্ঞানময়ী ; এবং জগন্নিবাসী জীবনিবহের চৈতন্যরূপাও তুমি ; পূর্ণব্রহ্মময়ী, পরম সূক্ষ্ম-রূপিণী হইয়াও,তুমি স্বেচ্ছাক্রমে স্থূল শরীরকে ধারণ কর।১। একমেবাদ্বিতীয়ংব্রহ্ম, ইত্যাদি বেদ সকল, তন্ন তন্ন বিবেচনা করিয়া, স্থির করিয়াছেন, অদ্বৈত ভাবই তোমার পরম রূপ। জননি! তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য; সর্ব্বতো ভাবে বিষয়-বাসনাশূন্য যে, সুনির্ম্মল বুদ্ধি, তাহারই অধিগম্য তুমি,

তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ২ ॥ হে সর্ব্বশক্তিময়ী অনন্তে! অনন্ত শক্তি সর্ব্বদাই তোমাতে বিলীন ভাবে আছে। তন্মধ্যে সৃষ্টিকারিণী শক্তি যখন উদ্রিক্তা হন, তখন তুমি সশরীরা হও, তখনই তুমি প্রকৃতি এবং পুরুষ, উভয় রূপে কল্পিতা হইয়া দ্বৈত রূপেও শ্রুতি গতি হও ॥ ৩ ॥ সৃষ্টি-সময়ে পরম পুরুষের লক্ষণাক্রান্ত যে সকল দেহ সমুৎপন্ন হয়, তাহাতেও তব শক্তির সম্পর্ক প্রযুক্ত দুঃসাধ্য দুঃসাধ্য কার্য্যনিচয় অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন হয়, এবং তব শক্তিবিহীন হইলে সেই সকল দেহও শবদেহবৎ অকর্ম্মণ্য, অতএব সকল দেবের দেবত্বরূপই তুমি ॥ ৪ ॥ মা, তোমার স্বরূপ এবং আচরিত রূপ অচিন্ত্য বাক্য মনের পন্থাকেও অতিক্রম করিয়াছে। অতএব জননি! অল্প বুদ্ধি আমরা কি প্রকারেই বা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? ॥৫॥ যাবদীয় দেহধারীর মধ্যে আমরা উৎকৃষ্টতম; আমাদিকেও যখন আপনি কৃত্রিম পুত্তলিকার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে উৎপন্ন এবং বিনষ্ট করেন, তখন আর ত্রিলোকের মধ্যে কে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ॥৬॥ জননি! তোমার চরণপ্রসাদে আমরা ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্ববিৎ হইয়াও, তোমার মায়াশক্তির বশম্বদত্ব প্রযুক্ত তাহার ন্যায় কাম ক্রোধাদি পরতন্ত্র হইয়াছি; অজ্ঞানী মানব স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত, যেরূপ রিপুবশীভূত হয়; অতএব কি প্রকারে তোমাকে স্তব করিতে সমর্থ হইব ॥৭॥ মা! তুমিই আমাদের চেতনা, তুমিই আমাদের বুদ্ধি, তুমি শক্তি, তুমিই গতি, তোমা ভিন্ন আমরা শবাকার নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি; অতএব কি প্রকারে তোমার স্তব

করিতে সমর্থ হইব ? ॥ ৮ ॥ আমরা দক্ষমন্দিরে তোমার যাদৃশ রূপ দর্শন করিয়াছি, হে পরমেশ্বরি ! কৃপা বিতরণ-পূর্ব্বক একবার সেই রূপে দর্শন প্রদান করুন ॥ ৯ ॥ হে জগদ্ধাত্রি ! তোমার অদর্শনে মহাদেব অত্যন্তই বিষণ্ণবদন, এবং শোকাকুল হইয়াছেন, ইহাঁকে আমরা গত-প্রাণের ন্যায় বিবর্ণাকৃতি দেখিতেছি, অতএব একবার দর্শন প্রদান করুন ॥ ১০ ॥

দেবত্রয় কর্ত্তৃক এই প্রকার স্তুত হইয়া, এবং মহাদেবের নিতান্ত ব্যাকুলতা ও বিষণ্ণভাব দেখিয়া, মহাদেবী দয়ার্দ্র-হৃদয়া হইলেন ; দক্ষভবনে যেরূপে আগমন করিয়া যজ্ঞ-কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সেইরূপেই আকাশ-পথে ইহাঁদের দৃষ্টিগোচরা হইবাতে ব্রহ্মা,বিষ্ণু, উভয়ে স্থির নয়নে দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাদেব দর্শন করিতে করিতে অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইলে, মহাদেবকে তাদৃগবস্থাপন্ন দেখিয়া জগদম্বা বলিতে লাগিলেন, হে আশু-তোষ ! আমি দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগিনী হইলে তুমি প্রভুত্বাভিমানে সামান্যা স্ত্রী বিবেচনায় আমার প্রতি অশ্লীল বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিলে ; সেই অপরাধেই কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা শান্তমনা হও ; যাহাতে অচির কালমধ্যে আমাকে প্রাপ্ত হইবে, তাহার উপায় অবধারণ করি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি মেনকার গর্ব্ভে হিমালয়ের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তোমাকে পতিত্বে বরণ করিব ; অতএব স্থির হও, আর শোকে কাতর হইও না, অচি-

রাং আমাকে প্রাপ্ত হইবে। হে ত্রিপুরান্তক! আমার কৃপাবলে তুমি মৃত্যুঞ্জয় ও ত্রিলোকের সংহারকর্ত্তা, মহাকালরূপে আখ্যাত হইয়া, নিখিল ভুবনের পূজার্হ হইয়াছ; এবং মহাকালীস্বরূপে সর্ব্বদা আমিও তোমার হৃদয়স্থিতা আছি, তাহা কি বিস্মৃত হইলে? যেমন জীবনিবহ পূর্ব্বজন্মকৃত কার্য্যাদির বিস্মরণ-পূর্ব্বক নবকলেবর ধারণ করিয়া এই জগতীতলে বিচরণ করে, তদ্রূপ তুমিও স্বকীয় শোকমোহাপনয়নপূর্ব্বক যজ্ঞকুণ্ড-সমীপস্থ আমার মৃতদেহ ধারণ করত মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ কর, তাহাতেই তোমার বিরহানল কথঞ্চিৎ নির্ব্বাপিত হইবে। সেই দেহ ক্রমে বহুখণ্ড হইয়া ধরণীমণ্ডলে যে যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই সকল স্থান মহাপাপনাশক পীঠস্থান হইবে; যোনিভাগ যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইবে, সেই স্থান সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, এবং যোনিপীঠ সর্ব্বপীঠ অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ, ইহার সংশয় নাই। সেই পীঠনিকটে বসিয়া তুমি তপস্যা করিলেই পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হইবে। মহাদেবী ত্রিলোচনকে এই কথা কহিয়া বার বার আশ্বাস প্রদান করত তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তদনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে মহাদেব পুনর্ব্বার দক্ষালয়ে দ্রুতপদে আগমন করিয়া, হা সতি! কি করিলে, বলিয়াপ্রাকৃত জনের ন্যায় রোদন করত যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিলেন। নয়নজল তাঁহার দৃষ্টি রোধ করিতেছিল; (তিনি) কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করত অশ্রুজল প্রোঞ্ছন করিয়া দেখিলেন, সতীর মৃতদেহ পূর্ব্ববৎ কান্তিযুক্ত

রহিয়াছে; হঠাৎ দেখিলে নিদ্রিতার ন্যায় বিবেচনা হয়। মহাদেব, হা প্রাণপ্রিয়ে!, বলিয়া সেই মৃতদেহ উত্তোলন করত প্রথমতঃ হৃদয়ে, পরে মস্তকে ধারণ করিলেন; তাহাতেই ত্রিলোচনের নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয় প্রায় সুশীতল হইল; তখন দুঃখ নিবৃত্তি বোধক "আঃ" এইশব্দ করিয়া ঊর্দ্ধাবলোকন করত বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! আপনার অমোঘ বাক্যের কি এতাদৃশী শক্তি? এই মৃতদেহ পূর্ব্বেও ত স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাতে বিরহানল, নির্ব্বাণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং শতগুণে প্রবল হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে সন্তাপ প্রায় নিবৃত্তি পাইল। সতী পুনর্ব্বার জন্মলাভ করিয়া যাবৎ কৃপা না করিবেন, সেই পর্য্যন্ত মনোবেদনা সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইবে না। এক্ষণে সহস্র সহস্র বৃশ্চিকের দংশনাধিক যে গাত্রদাহ হইতেছিল, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইলাম; দারুণ দুঃসময়ে ইহাপেক্ষা মঙ্গল আর কি আছে? এই বলিয়া শম্ভু পরমাহ্লাদে যুক্ত হওত, সেই মৃতদেহ মস্তকে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। প্রভুর আনন্দোদয় দেখিয়া প্রমথগণও চতুর্দ্দিকে গালবাদ্য কক্ষবাদ্য করত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সেই কৌতুকাবহ ব্যাপার দর্শন জন্য ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রাদি দেবতা, সকলেই নভোমণ্ডলে সমাগত হইলেন, এবং প্রমথনাথের সুললিত নৃত্য দর্শনে আনন্দে গদ্গদচিত্ত হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মহাদেব নৃত্য করিতে করিতে মৃত দেহকে কখন বামহস্তে, কখন দক্ষিণ হস্তে, কখন বক্ষে, কখন মস্তকে রক্ষা করেন, আর নৃত্য করেন। কতিপয় দিবস এই-রূপে আনন্দভরে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নৃত্য করাতে, তাঁহার

চরণাঘাতে ধরণী কম্পিতা হইতে লাগিল; হর্ষোদ্বেগে সতীনাথ নিজদেহকে পর্ব্বতাধিক পুষ্ট করিয়া আপনার গিরিশ নামটিকে জাগরূক করিয়া নাট্য করিতে লাগিলেন। ভয়ানক তাণ্ডবদর্শনে ত্রিলোক ভীত হইয়া উঠিল, চন্দ্র-লোকস্থ চন্দ্র ভয়ে ভীত হইয়া শিবললাটে তিলকভাবে শরণাগত হইল, আন্দোলিত জটার আঘাতে নক্ষত্রমালা ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, দিবাকর ভীত হইয়া কণ্ঠভূষণ হইলেন, কূর্ম্মের সহিত অনন্তদেব ভারবহনে অক্ষম হইয়া পৃথিবীকে মস্তক হইতে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন; নাট্যবেগবশতঃ পবন এরূপ খরতর বেগে বহিতে লাগি-লেন যে, তদ্দ্বারা সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল সঞ্চালিত হইতে থাকিল। এইপ্রকারে খেচর এবং ভূচর প্রভৃতি প্রাণি-গণকে প্রপীড়িত করত নৃত্য করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সতি! তুমি পূর্ণা প্রকৃতি, তুমি আমার ভার্য্যা হইয়াছিলে, অতএব তোমার দেহ লইয়া নৃত্য করাই আমার শ্রেয়স্কর কার্য্য"। এইরূপে নিজ ভাগধেয় বর্ণনা করত অধিকতর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন সমস্ত জগৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, পক্ষিগণ মৃতকল্প হইয়া বৃক্ষ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল; অকালে প্রলয় কাল উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া ব্রহ্মা ভীতমনা হইয়া মহর্ষিগণকে সুমহৎ সস্ত্যয়ন করিতে আজ্ঞা করিলেন; ইন্দ্রাদি দেবতা ম্লান বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাকে ব্যাকুলহৃদয় দেখিয়া বিষ্ণু বলিলেন, হে দেববৃন্দ! তোমরা ভীত হইও না, আমি ইহার উপায় করি

তেছি; মহাদেবীর আজ্ঞা আছে, ঐ মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূমিতলে যে যে স্থলে পতিত হইবে, সেই সকল স্থান মহাপীঠ এবং পুণ্য তীর্থ হইবে, সে আজ্ঞার কখনই ত অন্যথা হইবে না; মহাদেব এক্ষণে মহানন্দে মগ্ন আছেন, উনি জানিতে না পারেন, এইপ্রকারে আমি অল্প অল্প করিয়া সুদর্শন দ্বারা উহা ছেদন করিব; জগৎ সংসারের রক্ষাহেতু এই অনুষ্ঠান করিলে, কোন বিপৎপাত হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জগজ্জননী ব্রহ্মময়ীই আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।

বিষ্ণু কর্ত্তৃক সতীর মৃতদেহ ছেদন ও পীঠমালার সৃষ্টি।

বিষ্ণু এই কথা বলিলে, ব্রহ্মাদি দেবতা পরমাহ্লাদিত হইয়া বিষ্ণুকে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু দেবতাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া নৃত্যকারী মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন; যে সময় মহাদেবকে সাতিশয় আনন্দে মগ্ন দেখেন, সেই সময়েই সুশাণিত চক্রদ্বারা সতীদেহের কিয়দংশ ছেদন করেন; এইপ্রকারে অল্প অল্প করিয়া অনেকাংশই ছেদন করিলেন। সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যে যে দেশে নিক্ষিপ্ত হইল, সেই সেই দেশ মহা পবিত্র পুণ্য তীর্থএবং সেই সকল স্থানেই জগদীশ্বরীর আবির্ভাব থাকিল। পীঠস্থানে শক্তিরূপিণীকে উদ্দেশ করিয়া পূজা হোম জপাদি যে সমস্ত কার্য্য হইবে, অন্যস্থান অপেক্ষা তথায় কোটিগুণ ফলাধিক্য; পীঠস্থান সকল দেবদুর্ল্লভ মুক্তিক্ষেত্র, অমরগণও সে স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করেন। যদ্যপি কোন ব্যক্তি কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া সেই সকল স্থানে কেবল মাত্র প্রাণত্যাগ করে,

তাহা হইলেও পরম ধন মোক্ষধামপ্রাপ্তি হইবে, ইহার সন্দেহ নাই। সতীদেহখণ্ডসকল ভূমিলগ্ন হইয়াই পাষাণময় হইয়া রহিল ; সে স্থানে গমন করিয়া দর্শন করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি মহাপাপ সকল বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মাদি দেবতারা সর্ব্বদাই সেই সকল স্থানে আগমন করিয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করেন। চক্রপাণি চক্রদ্বারা ছেদন করিয়া সমুদায় নিঃশেষ করিলে, তখন্ মহাদেব জানিলেন যে, মস্তকে সতীদেহ নাই ; অমনি "ঐ, কি হইল,, বলিয়া স্তম্ভিত প্রায় দণ্ডায়মান হওত কিঞ্চিৎকাল স্থিরতরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, সমস্ত জগন্মণ্ডল ব্যাকুলিত হইয়াছে ; তদ্দর্শনে দয়ার্দ্র হৃদয় হইলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে বলিলেন,বৎস! এক্ষণে মহাদেব যে কোন ব্যক্তিকে নিকটস্থ দেখিবেন, সতীদেহের অপহারক বলিয়া কোপ প্রকাশ করিবেন ; তোমরা একান্তই বিষয়কার্য্যে বিরত ও বৈরাগ্যস্বভাব, তোমাকে দেখিলে কাহার কর্ত্তৃক সতীদেহ অপহৃত হইল, অবশ্যই এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ; তুমি সেই কথা কহিবার উপক্রমে স্তবদ্বারা দেবদেবকে শান্ত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিবে ; অতএব তুমি ত্বরায় তাঁহার নিকট গমন কর। বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে নারদ শিবনিকটে গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে মহাদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস নারদ! আমার প্রাণবল্লভা সতী আমায় পরিত্যাগ করিয়াছে" এই বলিয়া ত্রিনয়নের অবিরল জলধারাতে তাঁহার বদনমণ্ডল কলুষিত হইল।

তখন নারদ বলিলেন দয়াময়! আপনি কিঞ্চিৎ শান্তমনা হউন, অবশ্যই সতী দেবীকে পুনর্ব্বার লাভ করিবেন, আপনি

সর্ব্বজ্ঞ ও কালত্রয়দর্শী, তথাপি আপনার অন্তঃকরণ প্রতীত হয় না। অতএব প্রভো স্থির হউন, বিমনায়মান হইয়া আর অকালে প্রলয় উপস্থিত করিবেন না। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, নারদ! আমি অকালে প্রলয়কাল উপস্থিত করিলাম, একথা কিজন্য বলিতেছ? প্রাণিগণের পীড়া হইবার উদ্দেশ আমার হৃদ্গত নহে; আমি সতী-বিরহানলে দহ্যমান হইয়া সেই প্রাণবল্লভার মৃতদেহাবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে অন্যমনস্কভাবে কালযাপন করিতে-ছিলাম; কিন্তু নারদ! কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ নৃশংস ব্যবহার করিয়া আমার মস্তক হইতে প্রাণতুল্যা সতীর দেহ অপ-হরণ করিল? দুস্তর শোকসাগরে ভেলকস্বরূপ যে এক প্রাণ-রক্ষণের উপায় ছিল, তাহাও কি সে দুষ্টমতির অসহ্য হইল? মহাদেব এই কথা বলিলে নারদ বলিলেন, প্রভো! আপনি কিঞ্চিৎ শান্ত হউন, আমি সমস্তই বিশেষরূপে নিবেদন করিতেছি; আপনার এই ভয়ানক তাণ্ডবে সসাগরা পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছে; পর্ব্বতশিখর সমস্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; সমুদ্রজল উচ্ছলিত হইয়া বহুতর দেশ জলপ্লুত করিয়াছে; প্রাণিগণের কথা কি কহিব, অনেকেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অনেকে মূর্চ্ছাপন্ন; যাহারা সচেতন আছে, তাহাদের কণ্ঠাগত প্রাণ; দেবতারা ভয়ভীত হইয়া নিকটে আগমন করিতে পারেন না; আমি নিতান্ত শরণাগত বলিয়াই ঐ অভয়চরণ-নিকটে উপস্থিত হইয়াছি; আপনি কিয়ৎকাল ঐরূপ নৃত্য করিলে, সুরাসুর সকলেই বিনষ্ট হইবে; অতএব, হে দয়া-নিধে! আপনার ইচ্ছা-নির্ম্মিত এই জগৎসংসারকে এক

বারেই কি নষ্ট করিবেন? নারদ এই কথা বলিলে ত্রিলোচন কিঞ্চিৎসলজ্জবদন হইয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস নারদ! আমার নৃত্যভরে ধরণীর এতদূর দুরবস্থা ঘটিয়াছে? বৎস! শোকভরে আমি প্রায় জ্ঞানশূন্যই হইয়াছি; যাহা হউক, এক্ষণে শান্ত হইলাম; কিন্তু আমার সতীদেহকে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিল, তাহা প্রকাশ করিয়া চঞ্চল চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।

তখন নারদ বলিলেন, দয়াময়! সতীর মৃতদেহ লইয়া আপনি নৃত্য আরম্ভ করিলে, সেই সুললিত নৃত্য দর্শন করিয়া সুরাসুর প্রভৃতি সকলেই পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ততঃপর ক্রমে নৃত্যবেগ বৰ্দ্ধিত-হইয়া সর্ব্বনাশের প্রকরণ উদ্ঘাটিত হইয়া উঠিল; তখন ব্রহ্মাদি দেবতা বিষম সঙ্কট বিবেচনা করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণ হইয়া উপায় অন্বেষণে অক্ষম হইলেন। পরে ত্রিলোকরক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, আপনাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজ চক্র দ্বারা সতীদেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছেন; সেই দেহখণ্ড যে যে স্থানে পড়িয়াছে সেই সেই স্থান মহা পীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে; তন্মধ্যে কামাখ্যানামক মহা পীঠে তপস্যা করিলে আপনি তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন; আমি পিতার নিকট এরূপ শ্রবণ করিয়াছি; এবং মহাদেবীও এবম্প্রকার আজ্ঞা করিয়াছিলেন। নারদ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইলে, ত্রিলোচন কোপে কষায়িতলোচন হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! আমি প্রাণবল্লভার মৃতদেহকেই তত্তুল্য বিবেচনা করিয়া জীবন

যাপন করিতেছিলাম, বিষ্ণু তাহাও নষ্ট করিলেন? হায়; হ্রদশোষে বিহ্বল সফরীকুলের গণ্ডূষ মাত্র জলের ন্যায়, যে কিঞ্চিৎ জীবনোপায় ছিল, তাহাও তিনি অপসারিত করিলেন! অতএব আমিও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতেছি, ত্রেতাযুগে তিনি সূর্য্যবংশীয় রাজভবনে জন্মলাভ করত প্রখ্যাতযশা হইয়া আমার সতীর সমান অসাধারণগুণ-সম্পন্না প্রিয়তমা পত্নী প্রাপ্ত হইবেন; সেই প্রিয়তমা সাধ্বী কিয়ৎকাল তাঁহার সহচারিণী হইয়া কোন সঙ্কট সময়ে সস্বরূপ ছায়াকে পতিপার্শ্বে স্থাপন করত স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করিবেন; মায়াজালে বিমূঢ় হইয়া বিষ্ণু কিছুই জানিতে পারিবেন না, সেই ছায়াপত্নীতেই পরমাহ্লাদে অনুরক্ত থাকিবেন। কিঞ্চিৎকাল পরে একজন ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষস আসিয়া তাঁহার হৃদয়বিলাসিনী ছায়াপত্নী হরণ করিবে। অনন্তর মায়াবশে সুদূরে নীত বিষ্ণু ঐ প্রাণপ্রিয়ার দর্শন-লালসায় মহাবেগে আগমন করিয়া দেখিবেন, প্রেয়সী পূর্ব্ব স্থানে নাই; তখন তিনি আমার ন্যায় শোককাতর হইয়া, হা প্রেয়সি! শব্দে রোদন করিতে করিতে ক্ষিপ্তপ্রায় নানা স্থানে গমনাগমন করিবেন; এমন কি, তাঁহার শোকে পশু পক্ষী এবং লতা আর বনস্পতি প্রভৃতিকেও পরিতাপিত করিবেন, এবং তাহারাও পুষ্পপল্লবাদিপাতচ্ছলে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিবে। প্রিয়াবিরহে সন্তাপ কত দূর দুঃসহ, তখনই তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

শিব এই প্রকারে বিষ্ণুকে অভিশপ্ত করত কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ধ্যাননিমীলিত নয়নে ত্রিভুবন অন্বেষণ

করিতে লাগিলেন। দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যে যে স্থানে নিপতিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থান পবিত্রময় পুণ্যক্ষেত্রস্বরূপ; তন্মধ্যে কামরূপে যোনি পীঠ সাক্ষাৎ দেবীই যেন দেদীপ্যমান। মহাদেব তদ্দর্শনে রোমাঞ্চিত গাত্র হইয়া কামবাণে ব্যাকুলিত হইলেন।

ব্যাসদেব জৈমিনিকে বলিলেন, বৎস! এই সময় এক চমৎকার ঘটনা উপস্থিত হইল, শ্রবণ কর। সেই পরমা দেবী চৈতন্যরূপিণী বলিয়া তাঁহার অঙ্গখণ্ডও কি চৈতন্যময়, কি আশ্চর্য্য! মহাদেব কামার্দ্দিত হইয়া দর্শন করিয়াছিলেন, এই অপরাধে সেই যোনি তৎক্ষণেই পাতালে প্রবিষ্ট হইতে থাকিলেন। তখন মহাদেব মনে করিলেন, সর্ব্বনাশ উপস্থিত; আমি যে স্থানে অবস্থান করিয়া তপস্যা করিলে সতীরূপ পরমধন পুনঃপ্রাপ্ত হইব, আমার সে আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়; অতএব ইনি যাহাতে পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট না হন, সাধ্যানুসারে তাহার উপায়াবধারণ করিতে হইবে। এই চিন্তা করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই স্বকীয় অংশ দ্বারা এক বৃহৎ পর্ব্বতরূপ ধারণ করত সেই যোনি পীঠকে ধারণ করিলেন; এই অনুষ্ঠানে যোনি পীঠ পর্ব্বতগহ্বরে স্থির হইলে, মহাদেব হৃষ্টচিত্ত হইলেন অনন্তর কামরূপাদি সর্ব্ব পীঠ স্থানেই পাষাণময় লিঙ্গ হইয়া পীঠরক্ষক স্বরূপ স্বয়ং অধিষ্ঠান পূর্ব্বক মহাদেবীর পূর্ব্ব আজ্ঞা স্মরণ করত আপনি শান্ত হইয়া যোনিপীঠনিকটে স্থিরাসনে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দ্বাদশাধ্যায়।

অতঃপর নারদ মহাদেবকে প্রশান্ত দেখিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করত, তাঁহার প্রতি শিবের অভিশাপ, এবং শম্ভুর ব্যাকুলতা, ও পর্ব্বতরূপ ধারণ, তপোনুষ্ঠান, প্রভৃতি সমস্তই শ্রবণ করাইলেন। নারদমুখে শিবরৃত্তান্ত শ্রবণমাত্রে বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখাবলোকন করত বলিলেন, চল আমরা অবি-লম্বেই তাঁহার নিকটে উপস্থিত হই। এই বলিয়া উভয়েই বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন; যাঁহার যে বাহন ও অস্ত্র শস্ত্র, সে সকল কোথায় কি রহিল, তাহা কেহ লক্ষ্যও করিলেন না। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, বিষ্ণু বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! সেই পরমা প্রকৃতির অংশসম্ভূতা দেবী-ত্রয়কে আমরা পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়া কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। ইঁহাদের বিচ্ছেদ ক্ষণকালও অসহনীয়; তাহা সহ্য করা দূরে থাকুক, মনে সে ভাব আলোচিত হইলেও দেহ দগ্ধ হইয়া যায়; যাহা হউক, মহাদেব যে কত বড় ভাগ্যবান্ ও মহাত্মা, তাহা বচনাতীত; যিনি পরম যোগের দুর্ল্লভা, সেই পূর্ণানন্দময়ীকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিক্ষণে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁহার প্রিয়তম হওয়া, ও পূর্ণাপ্রকৃতির বিরহে প্রাণধারণ করা, তিনি ব্যতীত আর কেহই সক্ষম নহেন। যদিও নারদমুখে শুনিয়াছি তিনি যোগাবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি সতীর বিচ্ছেদগ্রস্ত হইয়া কখনই একবারে শান্তিলাভ করিতে

পারিবেন না। এই কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা কামরূপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাদেব তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু চঞ্চলচিত্তে বিমনায়মান হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন, এবং নয়নজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতেছে। তদ্দর্শনে উভয়েই নিকটস্থ হইলেন। ব্রহ্মবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া সতী-শোকানল আরও প্রবল হইল; সতী-নামানুকীর্ত্তন করত ত্রিলোকনাথ প্রাকৃত লোকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিলেন, মহেশ্বর! নিত্যা প্রকৃতি সতী কখনই বিনষ্ট হইবার নহেন, ইহা যথার্থ স্বরূপে জানিয়াও মিথ্যাশোকে বারম্বার অভিভূত হইতে লাগিলেন! মহাদেব বলিলেন, ভগবন্! আপনারা যাহা বলিতেছেন, সকলই সত্য; সতী আমার নিত্যা প্রকৃতি, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্রী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপিণী; ইহা জানিয়াও তাঁহাকে পত্নীভাবে দর্শন না করিয়া মনঃ প্রাণ অত্যন্তই ব্যাকুল হইতেছে; অতএব তাঁহাকে পুনর্ব্বার কিপ্রকারে লাভ করিব, ইহারই উপায়কীর্ত্তন করিয়া এই মৃয়মান ব্যক্তিকে প্রাণদান করুন। মহাদেবের কাকুক্তি শ্রবণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সজল-নয়নে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব! আপনি শান্তমনা হউন; এই কামরূপে স্থিরাবস্থান করত সেই পরমাপ্রকৃতিতে মনোনিধান করিয়া তপস্যা করুন; এই মহাপীঠে সর্ব্বদাই তাঁহার সন্নিধান আছে; এস্থানে যিনি সাধনা করেন, সেই সাধকের প্রতি তিনি অবশ্যই প্রসন্না হন, এবং তাঁহার মনোভিলাষ পরিপূর্ণ হয়; এই মহাপীঠের মাহাত্ম্যের সীমা করিতে কাহারই সাধ্য নাই,

কেবল আপনি কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন; অতএব আমরা আর আপনাকে কি কহিব, আপনিই বিবেচনা করিয়া শান্ত হউন।

বিষ্ণুর সান্ত্বনাবাক্যে মহাদেব কথঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! এই বিষয়ে পরমা দেবীর যেরূপ আজ্ঞা আছে, তাহা আপনারা আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত আছেন; অতএব আমি সমাহিত হইয়া এই স্থলেই তপস্যা করিব। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে প্রয়াণসূচক সম্ভাষণ করিয়া আপনি একটি নির্জ্জন গিরিগুহাতে তপোনুষ্ঠান জন্য প্রবেশ করিলেন; ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুও কামরূপে তপস্যা করিতে লাগিলেন; ইহাঁরা উভয়ে শিবের শান্তি লাভেই সংকল্প করিলেন। এইপ্রকারে ইহাঁরা বহুকাল তপস্যা করিলে পর, জগদম্বিকা প্রসন্না হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অভিলাষ কি? শঙ্কর আপনি গাত্রোত্থান করিয়া গদ্গদবচনে ভক্তিনম্রহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! আপনি পূর্ব্বে যেপ্রকার পত্নীভাবে আমাতে প্রসন্না ছিলেন, পুনর্ব্বার সেই প্রকার হউন, এইমাত্র আমার প্রার্থনা। অনন্তর পরমা দেবী বলিলেন, আমি হিমালয়-ভবনে পূর্ণারূপে জন্মলাভ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমাকে প্রাপ্ত হইব। মস্তকে আমার মৃতদেহ ধারণ করিয়া তুমি নৃত্যপর হইয়াছিলে, সেই জন্য কিয়দংশে গঙ্গানামিকা জলময়ী হইয়া তোমার মস্তকে বাস করিব।

দেবী মহাদেবকে এই বরদান করিলেন, এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণুকেও অভিলষিত বরদান করত অন্তর্হিতা হইলেন।

ভগবান্ বেদব্যাস ভক্তিভাবে গদ্গদচিত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রসঙ্গক্রমে জৈমিনি মুনিকে বলিলেন, বৎস! আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া এই মহাপীঠের মাহাত্ম্য কি বর্ণন করিব; তবে মহাদেব মহর্ষি নারদকে যাহা বলিয়াছিলেন, তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি, সেই সকল সাবধানে শ্রবণ কর।

এই মহাপীঠে যে কোন ব্যক্তি তপস্যা করিলেও তাঁহার মনোভিলাস পরিপূর্ণ হয় এবং তিনি করুণাময়ীর কৃপাভাজন হন। ভূমিতলে দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতে যে একপঞ্চাশত মহা-পীঠ হইয়াছে, তন্মধ্যে এই পীঠ শ্রেষ্ঠতম, ইহাতে পরমা দেবী পরিপূর্ণভাবেই সর্ব্বদা অবস্থান করেন; অতএব এই পীঠস্থানে আগমন করিয়া ব্রহ্মপুত্র-নদে স্নান তর্পণ করিলে ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতি মহাপাতকীও তৎক্ষণমাত্রে পূতাত্মা হয়। ব্রহ্মপুত্রনামক নদ সাক্ষাৎ জলরূপী জনার্দ্দন; অতএব মানব-গণ তাহাতে স্নান করিলে তাহাদিগের যাবদীয় পাপ-পঙ্ক ধৌত হইয়া যায়; সেই মহানদে স্নান করিয়া পিতৃলোকের তর্পণ করত পীঠদেবতা কামেশ্বরীকে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিবে।

মন্ত্রং। কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্যাং কামরূপনিবাসিনীং।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং তাং নমামি সুরেশ্বরীং॥

তদনন্তর মানসকুণ্ড নামক তীর্থে গমন করিয়া সে স্থানেও বিধিপূর্ব্বক স্নান তর্পণ করিবেন; পরে শুদ্ধবেশধারী প্রশান্তচিত্ত হইয়া পীঠ ক্ষেত্রে প্রবেশ করত পীঠাধিষ্ঠিত গিরিগুহার নিকটস্থ হইয়া বারম্বার স্তব করত গুহা প্রবেশ পূর্ব্বক দর্শন করিবে; পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য থাকিলে

এই পীঠদেবীর দর্শনলাভ হয়? অধিক কি, একবার দৃষ্ট হইলেও, জীবগণের জীবন্মুক্তিস্বরূপ দুর্লভ পদ অনায়াসে লাভ হয়, ইহার অন্যথা নাই। অনন্তর সেই ক্ষেত্রমধ্যে তন্ত্রোক্ত বিধানে পূজা হোম জপাদি করিবে; সেই স্থানে জপপূজাদির ফল আমি কি বলিব? কোটি কোটি বক্তু হইলেও কামরূপক্ষেত্রে জপপূজাদির ফল আমি বলিতে সমর্থ হইব না; মহাদেব নারদের নিকট এইরূপ বলিয়াছিলেন। সেই ক্ষেত্রে যাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি এই জন্মমৃত্যু-প্রবাহময় দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বাণ পদবীকে প্রাপ্ত হন। সেই পবিত্র ক্ষেত্রে দেবতারাও মৃত্যু ইচ্ছা করেন।

বৎস জৈমিনে! সর্ব্বপাপনাশক এই পীঠস্থানের মাহাত্ম্য তোমার নিকট সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। সেই পরমক্ষেত্রে বাঞ্ছিত বর প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু স্বকীয় আবাসে গমন করিলে, শম্ভু সেই স্থানেই পরমাদেবী সতীর ধ্যানাবলম্বী হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সতী দক্ষালয়ে আবির্ভূত যইয়া পবিত্র কীর্ত্তি সকল সংস্থাপন ও লোক সকলের পরিত্রাণোপায় অবধারণ করত মহাদেবের প্রার্থনানুসারে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ নিমিত্ত শৈলপত্নী মেনকার নিকট গমন করিলেন। পরমা দেবীর এই সকল পবিত্রময় চরিত্র যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, সেই ব্যক্তি শিবত্ব পদ প্রাপ্ত এবং ইহকালে অব্যাহতাজ্ঞ হন, অর্থাৎ কেহই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই চরিত্র সকল স্মরণ করিলে সুদুস্তর দুর্গমস্থানও অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; ইহাঁর শ্রবণমাত্রে জন্মান্তরীন পাপ

সকল প্রণষ্ট, শত্রু ক্ষয়, এবং সর্ব্বত্রই জয়লাভ হয়। মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তির একবারও দুর্গাচরিত্র শ্রবণ না হইল; তাহার জন্মই বৃথা, জননীর ক্লেশের কারণ মাত্র; অতএব হে সাধুকুল! তোমরা সংসাররোগের মহৌষধি স্বরূপ এই দুর্গাচরিত্র সর্ব্বদাই শ্রবণ কর, তাহা হইলে অবশ্যই জীব-ন্মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইবে।

ত্রয়োদশাধ্যায়।

ব্যাসদেব জৈমিনিকে বলিলেন, বৎস! সতী দুই অংশ হইয়া যেরূপে মেনকাগর্ব্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার শম্ভুকে পতিলাভ করিলেন, অতঃপর তাহা শ্রবণ কর। দ্রবময়ী হইয়া মহাদেবের মস্তকোপরি বাস করিব, এই অভিপ্রায়ে (দেবী) প্রথমতঃ গঙ্গা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, পরে পূর্ণ প্রকৃতি গৌরীরূপে আবির্ভূতা হইয়া শঙ্করের শরীরার্দ্ধহরা পত্নী হইলেন; তন্মধ্যে গঙ্গার জন্ম যেরূপে হইল, তাহাই সম্প্রতি শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে ব্রহ্মঘ্ন প্রভৃতি মহাপাপীও বিধূতপাপ হয়। গিরিরাজ কর্ত্তৃক যথাকালে উপভুক্তা মেনকা-রাণীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণজন্য পরমাপ্রকৃতি নিজাংশ দ্বারা গমন করিলে, সুমেরুসুতা মেনকা অপূর্ব্ব রূপবতী হইলেন, কালপরিণামে পূর্ণগর্ব্ভা হইয়া রুচিরাননা একটি কন্যা প্রসব করিলেন। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়াতে মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গার জন্ম হইল; গঙ্গা কন্যার বিশুদ্ধ রজত হইতেও

শুভ্রবর্ণ কান্তি; তাঁহার মুখপঙ্কজ দর্শন করিলে যাদৃশ আহ্লাদ জন্মে, বোধ হয় বিকচাম্বুজ বা পূর্ণ শশধরের দর্শনে তাদৃশ প্রীতি হয় না। সেই নির্ম্মল মুখপঙ্কজে চকোরবিনিন্দিত নয়নত্রয়; বাহুচতুষ্টয় সুচারু; সর্ব্বাবয়ব সুললিত ও লাবণ্য-ময়; এই প্রকার অপূর্ব্বরূপা কন্যা দর্শন করিয়া, গিরিরাণী অনির্ব্বচনীয় আনন্দিতা হইলেন। গিরিরাজ শ্রবণমাত্রে সমুৎসুক হইয়া বিবিধ মঙ্গলাচার এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুতর ধন বিতরণ ও অন্যান্য যাচকদিগকে প্রার্থনানুরূপ ধন বস্ত্রাদি বিতরণ করিলেন। অভিজাত কুমারী শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধিযুক্তা হইতে থাকিলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎ কাল অতীত হইলে, একদা গিরিরাজ কন্যাটি ক্রোড়ে করিয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমৎ সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নারদকে দর্শন করিয়া অদ্রিনাথ সসম্ভ্রমে নিজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া মুনিপুঙ্গবকে যথাবিহিত অর্চ্চনা করিলেন।

অদ্রিনাথ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ঋষিবর উপবেশ ভবনে প্রবিষ্ট হইলে, রাজা স্বয়ং একখানি সিংহাসন প্রদান করি-লেন; নারদ সেই রাজদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা স্বাগত জিজ্ঞাসা করত সুশীতল সলিল দ্বারা তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক করপুটে বলিতে লাগি লেন, মহর্ষে! অদ্য আমার জীবন সফল, ভবন পবিত্র ও পিতৃকুল কৃতার্থ হইল, যে হেতু আপনি দেবদুর্লভ; আপ নার সমাগম হইলে আর কিছুই দুর্লভ থাকে না। এক্ষণে

কি নিমিত্ত এই দীনের ভবনে আগমন করিয়াছেন, তাহা অনুমতি করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

এই কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন, অদ্রিনাথ! তোমার কন্যাটিকে অগ্রে ক্রোড়ে কর, অনন্তর আমার প্রয়োজন কীর্ত্তন করিব। মহর্ষি এই কথা বলিলে, রাজা যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন; যদ্যপি ঋষির নিকট মাৎসর্য্য প্রকাশ হয়, এই ভয়েই কন্যাটিকে নিজাঙ্ক হইতে অবরোহণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই অভিলাষ যে অঙ্কেই রক্ষা করেন, তাহাতে এক্ষণে মহর্ষির অনুজ্ঞালাভে তৎক্ষণমাত্রেই অবনত ভাবে আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সিংহাসনশায়িনী কন্যাটিকে বক্ষস্থলে তুলিয়া লইলেন। তদনন্তর নারদ বলিলেন, গিরিবর! আমি লোক-মুখে শ্রবণ করিলাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী অপূর্ব্বরূপা তোমার একটি কন্যা হইয়াছে, অতএব দর্শনাভিলাষে তোমার ভবনে আগমন করিলাম। এই কথা শুনিয়া গিরিরাজ কম্পিত ও রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহর্ষে! অদ্য আমার এবং কন্যার অসীম ভাগ্যোদয়, নতুবা আপনি দেবারাধ্য হইয়া কি জন্যই বা এই দীনভবনে আগমন করিবেন? তখন নারদ বলিলেন, গিরিরাজ! আপনি কখনই প্রাকৃত ব্যক্তি নহেন, আপনি ধন্য ও গোত্রের সহিত পবিত্র এবং কৃতার্থ হইয়াছেন; সকল সৌভাগ্যই আপনাতে বিরাজ করিতেছে; যে হেতু এই ত্রিলোকদুর্ল্লভা কন্যাটি আপনার গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন; অদ্রিনাথ! এক্ষণে ব্রহ্মময়ীকে ক্রোড়ে করিয়া আমিও কৃতার্থ হই। এই বলিয়া নারদ পরমকৌতুকাবিষ্ট হইয়া রাজাঙ্ক হইতে সেই কন্যাকে

নিজাঙ্কে লইলেন; একবার মস্তকে, একবার বক্ষঃস্থলে, অনন্তর ক্রোড়ে স্থাপন করত রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া বলিলেন, আমি ধন্য, আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। এই কথা বলিয়া নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, হিমাদ্রে! আপনার এই কন্যাটির যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন কি না? ঋষির বাক্য শুনিয়া হিমালয় বলিলেন, দেবর্ষে! কন্যাটি সুলক্ষণযুক্তা ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, এই মাত্র জানি। নারদ বলিলেন, গিরিবর! তবে শ্রবণ কর;—যিনি মূল প্রকৃতি, ব্রহ্মাদি দেবতার প্রসবকর্ত্রী, এবং দক্ষকন্যা সতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন, তিনিই স্বকীয় অংশে, শম্ভুকে পুনর্ব্বার পতিলাভ করিবার জন্য, আপনার কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ইহাঁর "গঙ্গা" এই নামকরণ কর। ইনি ত্রিলোকতারিণী; যেমন কণিকামাত্র অগ্নি পর্ব্বতাকার তুলারাশি নিমেষমাত্রেই ভস্মীভূত করে, ইহাঁর সংস্পর্শ মাত্রেই ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপরাশি প্রণষ্ট হয়, ইহাঁর বিবাহ স্বর্গপুরে হইবে। মহাদেব কামরূপনামক পীঠে বহুকাল তপস্যা করিলে, "পুনর্ব্বার তোমার পত্নী হইব" মূলপ্রকৃতি এই বরদান করিয়াছেন; মহাদেব বরলাভ করত মূলপ্রকৃতির পুনর্জ্জন্মের প্রতীক্ষা করিয়া অদ্যাপিও কামরূপে তপোনিভৃত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব মহাদেবই ইহাঁর পতি, পূর্ব্বেই সুনিশ্চিত হইয়াছে; তজ্জন্য ব্রহ্মা এই কন্যাটিকে আপনার নিকটে প্রার্থনা করিয়া লাভ করত দেবসভামধ্যে মহাদেবকে আহ্বান করিয়া এই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

হিমালয় বলিলেন, দেবর্ষে! আপনি দিব্য চক্ষুষ্মান্; ভূত

ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিলোকের বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিতেছেন; যদ্যপি কন্যার জনক জননী সাক্ষাৎকারে কন্যা দান করিতে অক্ষম হন, তবে তাঁহারা কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও পরিতাপিত হইবেন,তাহা সর্ব্বজনেরই বিদিত আছে; অতএব বিধিলিপী যাহা আছে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না; এবিষয়ে আমি আর অধিক কি নিবেদন করিব? মহর্ষি নারদ গিরিরাজ কর্ত্তৃক ঐ প্রকার প্রতিভাষিত হইয়া গমন করিলে, গিরিরাজ কিঞ্চিৎ উন্মনা হইলেন। অব্যাহতগতি নারদ তৎক্ষণমাত্রেই ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিগণে আবৃত হইয়া যে স্থানে বেদার্থ নির্ব্বাচন করিতেছেন, নারদ সেইস্থানে গমন করত পিতাকে অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; অনন্তর হৃষ্টচিত্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! মর্ত্ত্যলোকে গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। এই কথা শ্রবণমাত্র ব্রহ্মা বেদবাণী হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুলকপূর্ণ কলেবরে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! যদি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাক, তবে সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া আমার পিপাসিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর; ঐ চিন্তা সর্ব্বদাই চিত্ত আন্দোলন করিতেছে। ব্রহ্মার বাক্য শেষ হইলে নারদ বলিলেন, পিতঃ! হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ব্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছি।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা কিঞ্চিৎকাল নয়ন নিমীলন করত গম্ভীর শব্দে বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মর্ষিগণ! অদ্য নারদ আমাকে নিরতিশয় সুখের সন্দর্শন করাইল। বৎস নারদ! তুমি ধন্য, যথার্থই তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ। এই কথা বলিয়া পুত্রকে

প্রশংসা করত বলিলেন, ব্রহ্মর্ষিগণ! এই দেবী ভবের পূর্ব্ব-পত্নী সতী ছিলেন। সেই সতীই স্বকীয় অংশে প্রথমতঃ গঙ্গা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন, পশ্চাৎ পূর্ণা প্রকৃতি গৌরীরূপে ঐ মেনকার গর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিবেন; তাহার এখন অনেক বিলম্ব রহিয়াছে; সম্প্রতি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলেই মহাদেব শান্তচিত্ত হইয়া পরম নির্বৃতি লাভ করিবেন। মহাদেব পূর্ব্বে যখন সতীর মৃতদেহ মস্তকে ধারণ করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া নৃত্য করেন, তখন পৃথিবী রসাতলে গমনোদ্যতা হইলে, বিষ্ণু আমার সহিত পরামর্শ করত চক্র দ্বারা মৃত দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে নিঃক্ষেপ করেন; তাহাতেই মহা দেবের সেই ভয়ানক তাণ্ডব নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তদবধি আমা দের প্রতি তিনি রুষ্ট আছেন; তাঁহাকে কি প্রকারে পরি-তোষ করিব, এই চিন্তাই এক্ষণে বলবতী হইয়াছে। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া নারদ বলিলেন, পিতঃ! যদ্রূপ আচরণ করিলে মহেশ্বর আপনাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, তাহা আমার বুদ্ধি অনুসারে নির্ব্বাচন করিতেছি, আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য করিবেন। অদ্রিনাথ হিমালয় পরম ধার্ম্মিক; আপনি দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করত গঙ্গাকে প্রার্থনা করুন; তাহা হইলে তিনি অব-শ্যই প্রদান করিবেন। অনন্তর তাঁহাকে স্বর্গপুরে আনয়ন করিয়া মহা মহোৎসবে পরিসেবিত সভাতে মহাদেবকে পরমাদরে আহ্বান করত গঙ্গাকে সম্প্রদান করুন; তাহা হইলেই আপনাদিগের প্রতি তিনি পরিতুষ্ট হইবেন।

এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী

হও; উত্তম যুক্তি বলিয়াছ; এপ্রকার করিলে শম্ভু অবশ্যই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। বৎস! তবে তুমি শীঘ্রই স্বর্গপুরে গমন কর; দেবরাজসভাতে এই বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া বলিবে, দেববৃন্দ আমার নিকটে অবিলম্বেই আগমন করেন। ব্রহ্মার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকচারী নারদ তৎক্ষণ মাত্রেই ইন্দ্রসভায় গমন করিলেন; দূর হইতে ঋষিকে দর্শন করিয়া ইন্দ্র সভাস্থদেববৃন্দের সহিত গাত্রোত্থান করিয়া ঋষিকে অভ্যর্থনা করত আসন প্রদান করিলে, নারদ বলিলেন, দেবরাজ! এক্ষণে আমি ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিতেছি। পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শিবের পূর্ব্বপত্নী সতী, নিজ অংশে মর্ত্ত্যলোকে হিমালয়ের গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন; যিনি ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা নামে আখ্যাত হয়েন, তাঁহাকেই স্বর্গপুরে আনয়ন জন্য পিতা আপনাদের সহিত গমন করিবেন; অতএব শীঘ্রই আপনারা ব্রহ্মলোকে গমন করুন; আপনাদিগকে এই কথা জ্ঞাত করিয়া আমাকে ত্বরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন।

এই কথা বলিয়া নারদ প্রয়াণোন্মুখ হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ নারদের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করত বলিতে লাগিলেন, দেবর্ষে! আপনার বদন হইতে সুধারস স্বরূপ এই সম্বাদ শ্রবণমাত্রেই আমরা অসীম সুখরাশি সম্ভোগ করিলাম। অতএব আপনাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি, দেবদেবকে এই সংবাদ জ্ঞাত করা হইয়াছে কি না? নারদ বলিলেন, পিতার অভিলাষ, গঙ্গাকে স্বর্গ-

পূরে আনয়ন করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ জন্যই মহাদেবকে আহ্বান করিবেন। এই কথা শুনিয়া দেবতারা যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, আপনি অগ্রসর হউন, আমরা দিক্‌পতি কএক জনে একত্রিত হইয়া অবিলম্বেই গমন করিতেছি। এই কথা কহিয়া নারদকে যথাবিধি সম্ভাষণ পুরঃসর বিদায় করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ অনুপস্থিত অমরবৃন্দ ও দিক্‌পালদিগকে আহ্বান করত, সকলেই ত্বরা-ন্বিত হইয়া গমনোদ্যোগী হইলেন; বাসবাদি দেবগণ হর্ষোৎফুল্ল বদনে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, প্রভো! আমরা দেবর্ষির মুখে শুভ সংবাদ শুনিয়াছি; এইক্ষণে আমরা কি করিব, আজ্ঞা করিয়া কৃতার্থ করুন। তখন ব্রহ্মা দেবতাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, মর্ত্ত্যবাসী হিমালয়-নিকট হইতে গঙ্গাকে আনয়ন করিতে গমন করিব; তাহাতে বহুজনতাও কর্ত্তব্য নহে; অতএব তোমাদের মধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, বরুণ, সোম, সূর্য্য, অগ্নি, মরুৎ এবং নারদ, এই সকল ব্যতীত অন্যান্য দেবগণ এই স্থানে বিশ্রাম করুন।

এই প্রকারে সমুদ্যুক্ত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবতা গঙ্গানয়নে যাত্রা করিলেন। এই সময় মর্ত্ত্যলোকে যামিনীর শেষা-বস্থা; একযামমাত্র নিশি অবশিষ্ট আছে। সর্ব্বান্তর্যামিনী গঙ্গাদেবী বিবেচনা করিলেন, ব্রহ্মাদি দেবতা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য পিতার নিকটে আগমন করিতেছেন, অতএব পিতা সে বিষয়ের অন্যথা না করেন, এই নিমিত্ত

স্বপ্নাবস্থায় পিতাকে নিজরূপ দর্শন করাইয়া দেবতাদিগের প্রার্থনা সফল করিতে আদেশ করি। গঙ্গাদেবী এই স্থির নিশ্চয় করিলে, রাজা স্বপ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। হিম-কুন্দনিন্দকশুক্লবর্ণা চতুর্ব্বাহু যুক্তা এক দেবী, মকরবাহনে সুখোপবিষ্টা, তাঁহার সুবিমল বদনারবিন্দে অপূর্ব্ব ত্রিনয়ন শোভা করিতেছে, তিনি গিরিরাজের সম্মুখে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, পিতঃ আমি আদ্যাপ্রকৃতি পূর্ব্বে দক্ষ-প্রজাপতির সতী-নাম্নী কন্যা ছিলাম, পতির নিন্দা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞবহ্নিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছি- তদবধিই মহাদেব আমায় লাভ করিবার অভিলাষে কামরূপে তপস্যা করি-তেছেন। তোমরা আমাকে পুত্রী ভাবে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত অনেক আরাধনা করিয়াছ, এই সকল কারণে আমি কিয়দংশে গঙ্গানাম্নী তোমার কন্যা হইয়াছি, পরে পূর্ণাংশে তোমার গৌরীকন্যা হইয়া উভয়রূপেই মহাদেবকে পতি-লাভ করিব। সম্প্রতি ব্রহ্মাদি দেবতা আমাকে লইয়া যাইতে আগমন করিতেছেন, তাঁহারা শিব নিকটে সাপ-রাধী, সেই অপরাধ বিমচনার্থে স্বর্গপুরে লইয়া তাঁহারা আমাকে শঙ্করকে সম্প্রদান করিবেন, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত শোকাভিভূত হইও না, এই কথা বলিয়া গঙ্গা অন্ত-র্হিতা হইলেন- গিরিরাজও ভগ্ননিদ্র ও চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, “জগদম্বিকা আমার কন্যা হইয়াছেন কি মহাভাগ্যোদয়! কিঞ্চিৎকাল এই চিন্তা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি দৈনন্দিন কার্য্য সকল সম্পাদন করি-লেন। অনন্তর বেলা প্রহরাতীত হইয়াছে এই সময়ে, চতু-

রানন, নারদ ও ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত হইয়া গিরিরাজ ভবনে সমাগত হইলেন, অদ্রিনাথ তদ্দর্শনে সসম্ভ্রমে প্রত্যেক দেবতাকেই পাদ্যার্ঘ্য ও আসনদান করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভো স্বামিন্! এই দীন-ভবনে আপনাদিগের কিজন্য আগমন হইয়াছে?

এই কথা শুনিয়া দেবতারা বলিলেন, ভূধরনাথ! আপনি দাতা বলিয়া সর্ব্বলোকেই প্রসিদ্ধ ও পরিগণিত আছেন, অতএব আমরা কিঞ্চিৎ ভিক্ষাভিলাষে আপনার নিকট আসিয়াছি। এইপ্রকার আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণে গিরিরাজ কিঞ্চিৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বকীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত, এবং নারদের পূর্ব্ববাক্য স্মরণ করত বলিলেন, পিতামহ! আপনি জগৎ প্রভু, আর ইহাঁরা সকলেই সুরেশ্বর, অতএব এই ক্ষুদ্র ব্যক্তির নিকট আপনারা কি ভিক্ষা করিবেন? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন, অধিক কি বলিব আমার সর্ব্বস্ব কিম্বা জীবন দান করিলে যদ্যপি আপনাদিগের উপকার হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

হিমালয়ের বাক্য শেষ হইলেই ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি দূরদর্শী আমাদিগের মনোদুঃখের বিষয় বলিলেই বুঝিতে পারিবে। পূর্ব্বকালে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী প্রাণ-ত্যাগ করিলে, সেই মৃতদেহ মস্তকে করিয়া মহাদেব নৃত্য করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ নৃত্যবেগ বর্দ্ধিত হইলে আমরা বিবেচনা করিলাম সৃষ্টিবিনাশ উপস্থিত, আর কিঞ্চিৎকাল এপ্রকার নৃত্য হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। দেবতারা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়া কম্পিতকলেবরে আর্ত্তনাদ

করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে বিষ্ণু আমার সহিত পরামর্শ করিয়া স্বীয় চক্রের দ্বারা সেই মৃতদেহ ক্রমে ছেদন করিলে যখন সমস্তদেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া ধরাতলে পতিত হইল, তখন শূন্যমস্তক হইয়া মহাদেব নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, কিন্তু সতীবিয়োগজন্য দুঃসহ দুঃখ পুনরুজ্জীবিত হইল। তদনন্তর সর্ব্বারাধ্য ধন সতীকে প্রাপ্তি সঙ্কল্প করিয়া দেবদেব কাম-রূপে তপস্যা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমাদের প্রতি তদবধিই কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধভাব হইল, সেই দাক্ষায়ণী দেবী নিজাংশ দ্বারা সম্প্রতি আপনার গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন, ইনি ত্রিলোক তারিণী গঙ্গা শিবের পূর্ব্বপত্নী, ইনি শিব-কেই পুনর্ব্বার ভর্ত্তা রূপে প্রাপ্ত হইবেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা নাই, অতএব হে গিরিশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যাটি যদ্যপি আমাদিগকে সমর্পন করেন তবে আমরা স্বর্গপুরে লইয়া মহেশ্বরকে আহ্বান করত মহা মহোৎসবে ঐ কন্যা সম্প্রদান করি, তাহা হইলেই আমরা পরম নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইব, এবং দেবদেবও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। অপূর্ব্বরূপা কন্যাকে বিশিষ্ট বরে স্বয়ং সম্প্রদান করিতে পারিলেন না বলিয়া যে মনঃ ক্লেশ তাহা অচিরকাল মধ্যেই দূরীকৃত হইবে কারণ যিনি নিজাংশ দ্বারায় আপনার এই গঙ্গাকন্যা হইয়াছেন, তিনি অত্যল্প দিবসেই আপনার সহ-ধর্ম্মিনীর গর্ব্ভে পূর্ণারূপে অবতীর্ণা হইলে আপনি সেই কন্যাকে, মহাদেবে সম্প্রদান করত পরম পরিতোষলাভ করিবেন, সম্প্রতি গঙ্গাদেবীকে আমাদিগকে অর্পণ কর। বিধাতার এই বাক্য শুনিয়া হিমালয় বলিলেন, জগৎ

স্বামিন্! পিতৃ গৃহে কন্যার কখনই চিরস্থিতি হয়না, কন্যার জন্ম পরার্থই নির্ণীত আছে, ইহা জ্ঞাত থাকিয়াও গঙ্গাবিরহ জন্য দুঃখ আমার অতি দুঃসহ হইবে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে একজন অন্তঃপুরচারিণী পরিচারিকা, রোরুদ্যমানা গঙ্গাকে ক্রোড়ে করিয়া সেইস্থানে আগমন করিল। গঙ্গার নয়নবারি দর্শন করিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, দাসি! কি জন্য আমার গঙ্গা রোদন করিতেছেন? দাসী বলিল, মহারাজ! আপনার নিকটে আসিবার জন্যই রোদন করিতে ছিলেন ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। গিরীন্দ্র এই কথা শুনিয়া পরমাদরে তনয়ারে ক্রোড়ে করিলে চতুরানন বলিলেন, অদ্রিনাথ! আপনার এই কন্যা সামান্যা নহেন, ইনি সর্ব্বান্তর্যামিনী, অতীব ভক্তবৎসলা, অতএব এসময়ে ছলক্রমে বহিরাগতা হইয়াছেন। হিমালয় বলিলেন, জগৎপতে! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাই ফলিতার্থ, এই কথা বলিয়া গঙ্গাকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নজলে গঙ্গার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত হইলে, পিতাকে নিতান্ত শোকাকুল দর্শন করিয়া গঙ্গাদেবী বলিলেন, পিতঃ! আপনি একান্ত ভক্ত, আমিও ভক্তের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই সুলভ্যা, অতএব আমি সুদূরস্থা হইলেও আপনি আমাকে নিকটস্থায়িনী জানিবেন। অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকে সমর্পণ করুন। এই কথা বলিয়া গিরিনন্দিনী ক্রোড় হইতে অবরোহণপূর্ব্বক পিতাকে প্রণাম করত ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশাধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! অনন্তর অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ কর। গিরি নন্দিনী গঙ্গা পিতাকে প্রবোধ দান করিয়া ব্রহ্মার নিকটস্থা হইলে, ব্রহ্মা গিরিরাজের মুখাবলোকন করত বলিলেন, অদ্রিনাথ! তুমি কি কন্যাটি আমাদিগকে সমর্পণ করিলে? ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া হিমালয় নয়নজল প্রোঞ্ছন করত বলিলেন বিধাতঃ "আমার জীবনাধিকা কন্যা আপনাকে সমর্পণ করিলাম," ব্রহ্মা অমনি "তথাস্তু" বলিয়া গঙ্গাধন গ্রহণ করত দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

গিরীন্দ্রের নিকট মেনকার গমন।

দাসী ঐ সমস্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মেনকার নিকট উপস্থিতা হইয়া সজলনয়নে বলিল, রাজমহিষি! "গঙ্গা তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, বোধ হয় চিরদিনের নিমিত্তই, কোন স্থানে গমন করিলেন" দাসীর এই অশনিপাত সদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গিরিরানী উন্মাদিনীর ন্যায়, বহিরাগমন করত হিমালয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্রিনাথ! আমার প্রাণাধিকা তনয়া গঙ্গা কোথায়? দাসীমুখে দুঃসহ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে! এই যে ক্ষণমাত্র হইল, জীবনসর্ব্বস্ব অঙ্গ-

জাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি, আপনার সম্মুখ হইতে কে তাঁহাকে অপসারিত করিল? শীঘ্র প্রকাশ করিয়া উৎকণ্ঠিত মনকে পরিতৃপ্ত করুন। তখন গিরিরাজ অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিলেন, রাজ্ঞি! ব্রহ্মাদি দেবতা আমার নিকট আগমন করত গঙ্গাধর ভিক্ষা করিয়া স্বর্গপুরে লইয়া গিয়াছেন।

এই কথা শ্রবণমাত্রে রাজ্ঞী ছিন্নমূল-তরুবর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন, এবং শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন; পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তনে সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধুসরিত হইলে বোধ হইল, রাণীর ক্রন্দনশব্দে ধরণীও যেন সম দুঃখ-ভোগিনী হইয়াছেন তখন গিরিরাজ কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করত, রাণীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি! আমাদের সমান ভাগ্যহীন আর কেহই নহে; তাহা না হইলে দয়াময়ী কন্যা ঈদৃশ নির্দয় ব্যবহার কেনইবা করিবেন? ব্রহ্মাদি দেবতাদিগকেই বা কি বলিব? আমাদের কপালক্রমে কন্যাই স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া গমন করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া মেনকা বলিলেন, অদ্রিনাথ! সে আবার কি প্রকার? হিমালয় বলিলেন, রাজ্ঞি! আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর। এই বলিয়া স্বকীয় স্বপ্ন দর্শন অবধি শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই মেনকার নিকটে পরিচয় দান করিলে, আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞীর শোকানল কিয়দংশে নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু অভিমান বশতঃ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ভর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন; জীবিতনাথ! যদিও গঙ্গার বিরহে আপনিও শোকাকুল হইয়াছেন,

কিন্তু কন্যার বিরহ জন্য দুঃখ জননীর যাদৃশ হয় তাহা জগজ্জননীই জানেন! নারদমুখে শুনিয়াছি, আমার গঙ্গা সামান্যা কন্যা নহেন; তিনিই জগৎ প্রসবিনী, তথাপি তিনি আমার হৃদয়বেদনা বিবেচনা না করিয়াও মা বলিয়া আমাকে কোন সম্ভাষণ না করিয়া গমন করিয়াছেন; অতএব আমিও অভিসম্পাৎ করিতেছি, যে তাঁহাকে দ্রবময়ী হইয়া পুনর্ব্বার মহীতলে আগমন করিতে হইবে, আমি যদি পতিপরায়ণা হই, তবে কখনই এ কথার অন্যথা হইবে না। এই কথা বলিয়া গিরিরাণী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

শ্রোতৃগণের অগ্রগণ্য মহর্ষি জৈমিনি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! আপনার বদন সুধাকর হইতে বিনিঃসৃত এই সুধাময় পুরাণের প্রতিপদেই অপূর্ব্ব সুখানুভব হইতেছে। এক্ষণে গঙ্গাদেবীর উপাখ্যান শ্রবণ করিতে সাতিশয় ইচ্ছা হইতেছে; অতএব ব্রহ্মাদি দেবতা গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ পুরে লইয়া কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন তাহা কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস বলিলেন, বৎস! অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ কর। দেবতারা গঙ্গাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া অভুতপূর্ব্ব আনন্দ সহকারে স্বর্গপুরে গমন করত, গঙ্গাদেবীর বিবাহোপক্রমে, বিবিধ প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা হৃষ্টচিত্ত হইয়া নারদকে বলিলেন, বৎস! তুমি কামরূপ পীঠে গমন করিয়া দেবদেব নিকটে আমাদের মনোবাসনার সবিশেষ পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে পরমাদরে আনয়ন কর।

পিতার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি নারদ, শিবদর্শনে

অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া কামরূপ পীঠে গমন করত দেখিলেন, মহাদেব যোগচিন্তাপরায়ণ হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ রহিয়াছেন। তাঁহার পদ্মাসন দৃঢ়বদ্ধ; দেহ পাদপের ন্যায় নিশ্চল; ত্রিনয়ন ঈষৎ উন্মীলিত। (দেবর্ষি) এইরূপ দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন, ইঁহার ইন্দ্রিয় সকল অন্তর্হিত হইয়াছে; এক্ষণে নির্ব্বিকল্পক সমাধি দ্বারা বাহ্যচৈতন্যবিহীন; অতএব বারম্বার ঘোরতর চীৎকার করিলে যদি সমাধি ভঙ্গ হয়; কিন্তু যোগ ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইবেন, কি প্রকৃতিস্থ থাকিবেন, তাহাও বলিতে পারি না; যদি ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; যদিও আমি শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিব, তথাপি এসময়ে কর্ত্তব্য নহে। মুনি এইপ্রকার চিন্তা করত একাগ্র নয়নে তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করত দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন, সমাধির কিঞ্চিৎ শিথিলতা হইল, এবং নাসারন্ধ্রে স্বল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল; তদ্দর্শনে অতি সন্নিকৃষ্ট হইয়া বলিলেন, হে দেবদেব! হে জগদ্গুরো! আমি নারদ, আপনাকে নমস্কার করি; আমি সতীর অন্বেষণ জন্য আপনার নিকট হইতে গমন করিয়াছিলাম, সম্প্রতি শুভ সংবাদ লইয়া সমাগত হইয়াছি; সতীদেবী আপনাকে পতি ইচ্ছা করিয়াই পুনর্ব্বার হিমালয়গৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন; অতএব এক্ষণে যোগচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করত দেবগণের অভিলাষ সফল করুন।

মহাদেব নারদের বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে মগ্নচিত্ত হইয়া স্বকীয় মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক বাহ্য চৈতন্য প্রকাশ

করত বলিলেন, "আমার সতী কৈ?" এইরূপ শিবভাষিত শ্রবণ করিয়া নারদ সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনার সতী দেবী অংশ দ্বারা হিমালয়গৃহে জন্মলাভ করিয়া গঙ্গানামে প্রকাশিতা হইয়াছেন; ব্রহ্মা দেবগণে পরিবৃতা হইয়া তাঁহাকে স্বর্গ পুরে আনয়ন করিয়াছেন এবং মহতী ঘটা করিয়া আপনাকে অর্পণ করিবেন; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমন করিয়া গঙ্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করুন। নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব আনন্দিতহৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত বৃষবাহনে আরূঢ় হইয়া প্রমথগণের সহিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। নারদও অবিলম্বিত পদে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে শিবাগমন সংবাদ জ্ঞাত করিলেন; অনতিবিলম্বেই মহাদেব স্বগণে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আনয়নপূর্ব্বক সভামধ্যস্থিত রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইয়া স্বাগত প্রশ্ন ও পাদ্য অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর চতুরানন দেবদেবকে যথাবিধি বরণ করিয়া গঙ্গা সম্প্রদান করিলে, অংশসম্ভূতা সতীকে প্রাপ্ত হইয়া তিনিও পরমানন্দিত হইলেন; তদ্দর্শনে দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা করিয়া মহাদেব গঙ্গাকে লইয়া গমনোদ্যত হইলে, ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ত্রিপুরান্তক! গঙ্গাকে কিঞ্চিৎকাল কন্যাবৎ প্রতিপালন করিয়া বাৎসল্যস্নেহোদয় হইয়াছে; অতএব জগদম্বা মমালয়ে কিয়দ্দিবস

বাস করিলে আমার মন পরিতৃপ্ত হয়। মহাদেব ব্রহ্মার এই বাক্যে সম্মত না হইয়া তাঁহাকে সহগামিনী করিতেই মানস করিলেন। তখন বিধাতার অশ্রুপূর্ণ নয়ন দর্শন করিয়া গঙ্গা দয়ার্দ্রহৃদয়া হইয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি যৎকালে আমাকে স্বর্গপুরে আনয়ন কর, তদবধি তোমার ভক্তিতে আবদ্ধা হইয়া এই স্থির করিয়াছি, "সর্ব্বদাই তোমার কমণ্ডলুতে অবস্থান করিব ;" অতএব আমি শিব-সঙ্গে যেমত প্রস্থান করিতেছি, মাতৃশাপের সাফল্য হেতু দ্রবময়ী হইয়া তোমার কমণ্ডলুমধ্যেও সেইমত বিরাজ করিব, এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। এই কথা বলিয়া গঙ্গা মহাদেব ও প্রমথগণের সহিত কৈলাসে গমন করিলে, ব্রহ্মা দেখিলেন, জগদম্বিকা পূর্ব্ববৎ কমণ্ডলুতে বিরাজ করিতেছেন। যিনি কমণ্ডলুতে অবস্থান করিলেন, তিনিই পশ্চাৎ দ্রবময় হরির সহিত একযোগ হইয়া বসুধাতলে আগমন করত সগর বংশ উদ্ধার পূর্ব্বক মহাসাগরের সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন ; তৎপরে তিনিই পাতালে প্রবেশ করিয়া ভোগবতী নামে আখ্যাতা হন। এই প্রকারে দ্রব-ময়ী গঙ্গা স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল, এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়াছেন। সতী স্বকীয় অংশ দ্বারা হিমালয়গৃহে যে প্রকারে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

পঞ্চদশাধ্যায়।

জৈমিনি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো! জগদম্বিকা পূর্ণারূপে মেনকাগর্ব্ভে জন্মলাভ করিয়া যেপ্রকারে মহাদেবকে পুনর্ব্বার পতিরূপে বরণ করিলেন, অতঃপর তাহাই সবিশেষ কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস বলিলেন, বৎস তুমি সাধু! তুমি শ্রোতৃগণের অগ্রগণ্য; তুমি যথার্থ ভাবগ্রাহী ও ভক্তিমান্; অতএব যাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিবে, আমি তাহাই সবিস্তারে কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তন্মধ্যে অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব আছে, অতএব মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর। যিনি ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা, যিনি পরমার্থস্বরূপিনী, যিনি ব্রহ্ম সনাতনী, তিনি যখন পূর্ব্বে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা হইয়াছিলেন, তৎকালে গিরিপত্নী মেনকা একান্ত চিত্তে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা এবং সংযতচিত্তে নানাপ্রকার ব্রতধারণ করিয়া তাঁহাকে পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিলে ব্রহ্মময়ী সন্তুষ্টা হইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর পতিনিন্দা শ্রবণে সতী প্রাণত্যাগ করিলে শোককাতর শম্ভু বহুকাল তপস্যা করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্টা করত পত্নীভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সকল হেতুপুঞ্জে নিযন্ত্রিত হইয়া ভক্তবাঞ্ছাসিদ্ধিনিমিত্ত দেবী মেনকার গর্ব্ভে জন্মলাভ করিলেন। গিরিপত্নী যথাকালে পরিণতগর্ব্ভা হইয়া শুভদিনে শুভক্ষণে এক কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যাটি অতি অপূর্ব্বরূপা, তাঁহার

বদনমণ্ডল প্রফুল্ল কমল হইতেও কমনীয় ; দর্শন মাত্রেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়। কন্যা ভূমিষ্ঠা হইলে দশদিক্ সুপ্রসন্ন ও সর্ব্বদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; এবং পবিত্র গন্ধযুক্ত বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইল। প্রসবাগারে প্রবেশ করিয়া যিনি কন্যাকে দর্শন করিলেন, তিনিই চমৎকৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজাকে শুভ সংবাদ প্রদান জন্য রাজ্ঞী বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু অপরিসীম রূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আবদ্ধ হইয়া কেহই গমন করিতে পারিল না। তদ্দর্শনে রাজমহিষী বাহ্যিক কোপ প্রকাশ করিয়া এক প্রাচীনা দাসীকে রাজনিকটে গমন করিতে আদেশ করিলে, সে সূতিকাগার হইতে বিনিঃসৃত হইল, কিন্তু মনে মনে করিল, হায়! পরিচারিকা বৃত্তি কি নিকৃষ্ট জীবিকা, প্রভুর মন সন্তোষ নিমিত্ত এই অপুর্ব্ব রূপ কিয়ৎক্ষণও দর্শন করিতে পাইলাম না! অনন্তর দাসী চিন্তা করিল, রাজাকে যদিও এই শুভসংবাদ প্রদান করিলে, নৃপতি অনেক রত্নাদি অর্পণ করিবেন, কিন্তু সেই পূর্ণেন্দু বদন দর্শনাপেক্ষা লাভজাত সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর ; যাহা হউক, অতি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব। এইরূপ মনস্থ করিয়া পরিচারিকা ধাবমানা হইয়া দূর হইতেই উচ্চৈঃশব্দে বলিতে লাগিল, গিরিরাজ! আপনার অপূর্ব্বরূপা একটী কন্যা হইয়াছে ; তিনি অতিশয় সুপ্রসন্নবদনা, অচিরোদিত অসংখ্য সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবতী, আকর্ণবিস্তৃতদীর্ঘ ত্রিনয়না, অষ্টবাহুযুক্তা, দিব্যরূপিণী ; তাঁহার ললাটফলকে অর্দ্ধচন্দ্র দেদীপ্যমান। এই কথা শ্রবণমাত্র

রাজা বিপুল পুলকিত হইয়া বিবেচনা করিলেন, যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে ইনি সামান্য কন্যা নহেন; মেনকার সৌভাগ্যক্রমে পরমাপ্রকৃতি জগদম্বিকাই আবির্ভূতা হইয়াছেন? এই বিবেচনায় পরমাহ্লাদে ব্রাহ্মণ এবং অর্থিগণকে সহস্র সহস্র রত্ন, বস্ত্র, আভরণ, গো, গ্রাম ও নানাবিধ বস্তু বিতরণ করিলেন। তদনন্তর বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া অভিনব কুমারীর মুখ দর্শন করিতে গমন করিলে, মেনকা মহারাজকে সমাগত দেখিয়া বলিলেন, রাজন্! দেখুন আমাদের তপস্যার ফলে সর্ব্বভূতহিতার্থিনী এই কমলনয়না কন্যা জন্মিয়াছেন। রাজা আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, ইনি জগন্মাতা, এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গিরিরাজ এই প্রকার স্থির করিয়া ভূমিতে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিলালিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে বিশালাক্ষি! হে সুলক্ষণে! হে জননি! তোমার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া চিন্তাকুল হইয়াছি; বৎসে! তোমার তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব আত্ম পরিচয় প্রচার করিয়া তোমার জনক জননীর ব্যাকুলতা দূর কর। অদ্রিনাথ এই কথা বলিলে, অভিজাতা কুমারী বলিতে লাগিলেন, পিতঃ আমাকে মহেশহৃদয়-বিলাসিনী পরমাশক্তিরূপিণী জানিবেন; আমি নিত্যৈশ্বর্য্যশালিনী, চিদানন্দরূপিণী, সর্ব্বজনের বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তিকা; সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তা যে ব্রহ্মাদি দেবগণ, আমি তাঁহাদিগেরও সম্পাদয়িত্রী; সংসারার্ণবতারিণী; নিত্যানন্দময়ী; তোমাদিগের জন্মজন্মান্তরীন

তপস্যায় সন্তুষ্টা হইয়া নিজ লীলাক্রমে তোমার গৃহে পুত্রী ভাবে জন্মগ্রহণ করিলাম। এই কথা শুনিয়া গিরিরাজ বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনি নিত্যা প্রকৃতি হইয়াও যখন আমাদিগের গৃহে আবির্ভূতা হইয়াছেন, তাহাতে এই অনুমান হইতেছে যে, কোটি কোটি জন্ম আমরা ক্রমাগতই পুণ্যসমূহ ও সৌভাগ্য উপার্জ্জন করিয়াছি। জননি! আপনার এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুনরায় অন্যান্য মূর্ত্তি সকল দর্শন করিতে ইচ্ছা হইতেছে; কৃপা করিয়া দর্শন করান। হিমালয়ের বিনয়বাক্যে গৌরী বলিতে লাগিলেন, পিতঃ! তুমি যদ্দ্বারা আমার পরমরূপ সকল দর্শন করিবে, তদুপযুক্ত দিব্য চক্ষু তোমাকে প্রদান করিতেছি; সেই রূপ সকল দর্শন করিলেই তোমার হৃদয় নির্ম্মল, এবং সমস্ত সংশয় অপহৃত হইবে, ও আমাকে সর্ব্বদেবময়ী বলিয়া জানিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া দেবী পিতাকে দিব্য জ্ঞান দান করত স্বকীয় পরম মূর্ত্তি সকল দর্শন করাইতে লাগিলেন;—প্রথমতঃ প্রলয়কালীন পর্ব্বতাকার অগ্নির ন্যায় সহস্র সহস্র অনলরাশি একত্রিত হইয়া যে প্রকার জ্যোতির উদ্ভব হয়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চবদন বিশিষ্ট, প্রতি বদনেই ত্রিলোচন, হস্তে মনোরম অর্দ্ধচন্দ্রের আকার এক ত্রিশূল, মস্তকে জটাভার, দ্বীপিচর্ম্ম পরিধান, এবং সর্পের যজ্ঞোপবীত ও নাগরাজকে স্বয়ং অঙ্গ ভূষণ স্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। গিরিরাজ এইরূপ দর্শন করিয়া বলিলেন, জননি! আপনার এই ভয়ানক রূপ সম্বরণ করুন। অদ্রিনাথ এই কথা বলিলে জগদম্বিকা তৎক্ষণমাত্রেই সেই রূপ সংহরণ

করিয়া অন্য একটী রূপ দর্শন করাইলেন। শরচ্চন্দ্রের ন্যায় কমনীয় ও জ্যোতির্ম্ময়, রত্ন মুকুটান্বিত মস্তক, শঙ্খ চক্র গদা-পদ্মধারী, নয়নত্রয় যুক্ত, দিব্যমাল্য দিব্যাম্বরে বিভূষিত ও দিব্য গন্ধে অনুলিপ্ত; চতুর্দ্দিকে যোগীন্দ্রগণ চরণ বন্দনা করত তদ্গুণ গান করিতেছেন। অদ্রিনাথ যে দিকে নিরীক্ষণ করেন, সেই দিকেই দেবীর কর, চরণ, মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও সমুদ্র নদ নদী পর্ব্বত প্রভৃতি বিশ্ব সংসার এক এক রোমকূপে দেখিতে লাগিলেন; তখন সেই পরম রূপ দর্শন করিয়া পর্ব্বতরাজ বিস্ময়োৎফুল্ল মানস হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক তনয়াকে বলিতে লাগিলেন, মাতঃ তোমার পরম রূপ ও মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম; তুমি যাহার প্রতি অনুকম্পাবতী হও, তাহার অভিলাষ কখনই প্রতিহত হয় না। অতএব জননি! আপনার অন্যান্য বিভূতি ও রূপ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। জগদম্বিকা পিতার মনোবৃত্তি জানিয়াও রূপ সংগ্রহ করত অপর রূপ ধারণ করিলেন।

নীলোৎপলদলশ্যামং বনমালাবিভূষিতং।
দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং রক্তপঙ্কেরুহপদাম্বুজং।
ঈষৎসহাসবদনং দিব্যলক্ষণলক্ষিতং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতং॥

অস্যার্থঃ। নীলোৎপল দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বনমালা-বিভূষিত, দ্বিনেত্র, দ্বিভুজ, রক্তপদ্মের-ন্যায়-পাদপদ্মশালী, ঈষৎসহাসবদন, দিব্যলক্ষণধারী, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনে চর্চ্চিত এবং রত্ন আভরণ দ্বারা বিভূষিত; অর্থাৎ বৃন্দাবনবিহারী

দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গিরিরাজ তদ্দ-র্শনে মহানন্দে মগ্ন হইয়া কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।

গিরিরাজ কর্ত্তৃক গৌরীর স্তব।

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তুত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্ত্বমেবহি সুরা ধাতাসি শক্তিঃ পরা,
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্য চরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং শিবে॥১॥
ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তিজনিকা পিত্রাদিষু ত্বং স্বধা,
তৃপ্তে হেতুরসি ত্বমেব জগতাং, ত্বংদেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো, যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা,
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ২ ॥
রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্যোগিনো বিদ্যয়া,
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বিদন্তি পরমং মাতঃ সুগুপ্তং তব।
বাচামবিষয়ং মনোঽতিগমপি, ত্রৈলোক্যবীজং শিবে,
ভক্ত্যাহং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাং॥৩॥
উদ্যৎসূর্য্যসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া,
দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলীং শুভাং।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিমমলাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং,
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননীং দেবি প্রসীদাম্বিকে॥৪॥
রূপন্তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং,
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈ র্ভীমৈঃ সমুদ্ভাষিতং।

চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে,
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥৫॥
রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং,
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনং।
দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈঃ সুমিলিতং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ,
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তুতে ॥ ৬ ॥
রূপং তে নবনীরদদ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং,
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতং।
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিলসিতোরস্কং জগত্তারিণি,
ভক্ত্যাহং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে।৭।
মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তবগুণং রূপঞ্চ বিশ্বাত্মিকং,
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহু যুগৈর্দেবোঽথবা মানুষঃ।
যৎ কিং স্বল্পমতি ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈঃ,
নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥৮॥
অদ্য মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
তৎ ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা ॥ ৯ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যশ্চ মাতস্ত্বং নিজ লীলয়া।
নিত্যাপি মদ্গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ ॥ ১০ ॥
কিং ব্রূমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতং।
যতস্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাঽভবত্তব ॥ ১১ ॥

হে মাতঃ! তুমি সর্ব্বময়ী, বিশ্বের ঈশ্বরী, বিশ্বসংসারের আশ্রয়, অতএব জননী; আমার প্রতি প্রসন্না হও। মা! তুমি একাই সমস্তরূপ ধারণ করিয়াছ; চরাচর জগতে তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই; তুমি বিষ্ণু,

তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি পরমাশক্তি, তুমিই (অন্যান্য) দেবগণ, শিবে! তোমার চরিত্রের আমি কি বর্ণনা করিব? তোমার চরিত্র অচিন্ত্য, ব্রহ্মাদি দেবতারও বোধগম্য নহে। ১।

সমস্ত দেবগণের তৃপ্তিজনক যে স্বাহা মন্ত্র, সে তুমি; পিতৃলোকের তৃপ্তিজনক স্বধামন্ত্র তুমি; জগৎ সকলের তৃপ্তির কারণ তুমি; দেবদেবময়ী তুমি; হব্য কব্য,[১] তুমি; যজ্ঞীয় ক্রম নিয়ম তুমি; যজ্ঞ তুমি; দক্ষিণা তুমি; যজ্ঞীয় ফল স্বর্গাদি তুমি; সমস্ত ফলের প্রদাত্রী তুমি। অতএব বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। ২।

জননি! তোমার রূপ অতিশয় সূক্ষ্ম, পরাৎপরতর;[২] সেই শুদ্ধ ব্রহ্মময় তোমার রূপরাশি কেবল যোগিগণের একান্ত যোগচিন্তার চিন্তনীয়; সে রূপ বাক্যের অগোচর; মনেরও সীমার বহির্ভূত; অথচ এই ত্রৈলোক্যের বীজ; অতএব হে বরদে দেবি! আমি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণত হইলাম; হে বিশ্বেশ্বরি! আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৩।

হে দেবি! তুমি লীলাক্রমে আমার ভবনে উদয়োন্মুখ সহস্র সূর্য্যসদৃশ প্রভাশালিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অষ্টভুজা; আকর্ণনয়না; নবোদিত শশাঙ্করূপ শিরোভূষণে সুশোভিতা; শুভাবহ-মূর্ত্তি; অচিরোদিত শশাঙ্ক কোটির ন্যায় কান্তিশালিনী; নির্ম্মলা; ত্রিনয়নী মঙ্গলরূপিণী বিশ্ব-

১। দেবতাদিগের প্রীত্যর্থে দেয় "হব্য," আর পিত্রাদির প্রীত্যর্থে দেয় "কব্য।"

২। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর।

জননী বালকে আমি ভক্তি সহকারে প্রণাম করিতেছি; হে দেবি! হে অম্বিকে! তুমি প্রসন্না হও। ৪।

জননি! তোমার আর একটী যে রূপ দর্শন করিলাম, তাহা স্বপ্রতিভাতে নিশ্চয়ই রজতকে তিরস্কৃত করিয়াছে; সেইরূপ আবার নাগেন্দ্র ভূষণে উজ্জ্বল হইয়াছে; ভয়ানক; পঞ্চমুখপঙ্কজশালি; প্রত্যেক মুখেই ভয়ানক নয়নত্রয় দ্বারা সমুদ্ভাসিত; মস্তকে চন্দ্রার্দ্ধ জটা জূটে বিভূষিত; হে শরণ্যে! শিবগেহিনি! আমি ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি; হে অম্বিকে! হে বিশ্বজননি! আমার প্রতি প্রসন্না হও।৫।

জননি! পুনর্ব্বার তোমার যে রূপ দর্শন করিলাম, উহা শারদ-চন্দ্র-কোটি-সদৃশ; মনোহর; দিব্যবস্ত্র ও দিব্যাভরণে ভূষিত; কান্তি দ্বারা সাতিশয়রূপে জগতের মোহ কারক; দিব্য বাহুচতুষ্টয়ে সুমিলিত; হে শিবে! তোমার চরণাম্বুজে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি, তুমি প্রসন্না হও।৬।

জননি! অপর যে তোমার রূপ দর্শন করিলাম; সে অতিশয় মনোহর; তাহা নবনীরদশ্যামসুন্দররুচি; প্রফুল্ল কমলের ন্যায় নয়নে সমুজ্জ্বল; রত্নময় অঙ্গদে বিভূষিত; হাস্যবদন; দীপ্তিমৎ বনমালাতে বক্ষঃস্থল বিলসিত হইয়াছে। হে জগত্তারিণি! ভক্তিপূর্ব্বক আমি প্রণত হইতেছি; হে দেবি! হে অম্বিকে! হে দুর্গে! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রতি প্রসন্না হও। ৭।

হে মাতঃ! ত্রিলোকমধ্যে এমন কোন্ দেবতা, অথবা মনুষ্য আছেন, যিনি তোমার গুণ এবং বিশ্বময় রূপ বহু শত যুগেও বর্ণনা করিতে শক্ত হইবেন? তবে স্বল্পমতি

আমি কি বলিব? নিজ গুণে করুণা করিয়া আমাকে আর পরম মায়াতে মুগ্ধ করিও না; হে বিশ্বেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি। ৮।

অদ্য আমার জন্ম সফল; তপস্যাও সফল; যে হেতু ত্রিজগতের জননী তুমি আমার কন্যা হইয়াছ। ৯।

হে মাতঃ! তুমি নিত্যা ৩ হইয়াও যখন নিজ লীলাক্রমে আমার ভবনে পুত্রীভাবে জন্ম স্বীকার করিয়াছ, তখন আমি ধন্য; আমি কৃতকৃত্য। ১০।

মেনকার ভাগ্যেরই বা সীমা কি বলিব? বোধ হয় শত শত জন্মে এই ভাগ্য উপার্জ্জন করিয়াছে। তাহা না হইলে ত্রিজগতের মাতা যে তুমি, তোমার সে মাতা হইল!। ১১।

মেনকা কর্ত্তৃক গৌরীর স্তব।

মাতঃ স্তুতিং ন জানামি ভক্তিম্বা জগদম্বিকে।
তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণেনহি ॥ ১ ॥
ত্বয়া জগদিদং সর্ব্বং সূয়তে জগদম্বিকে।
ত্বং মমোদরসংভূতা ইতি লোকবিড়ম্বনং ॥ ২ ॥

হে মাতঃ! হে জগদম্বিকে! আমি ভক্তি ও স্তুতি জ্ঞাত নহি; তথাপি তোমার নিজ গুণেরই আমার প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত ॥ ১ ॥ হে জগদম্বিকে! তুমি এই সমস্ত সংসার প্রসবি করিয়া থাক; তুমি হইয়া যে আমার উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ইহা লোকবিড়ম্বনামাত্র ॥ ২ ॥

দেবী কহিলেন। জননি! আমি যাবদীয় শুভাশুভ কর্ম্মের

৩। অর্থাৎ ক্ষয়োদয়রহিতা।

ফলদাত্রী; যাহার যাদৃশ কর্ম্ম, তাহাকে তাদৃশই ফল প্রদান করিয়া থাকি। হে জননি! তুমি এবং পিতা গিরীন্দ্র, তোমরা উভয়ে আমাকে পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত মহোগ্র তপস্যা করিয়াছিলে আমি নিত্যা হইয়াও তোমারদিগের দুই জনের সেই উগ্রতর তপস্যার ফলদান জন্য নিজলীলা-ক্রমে তোমার গর্ব্ভে মায়াযোগে জন্মলাভ করিলাম।

বেদব্যাস বলিতেছেন, হে মুনিসত্তম জৈমিনে! তদনন্তর শ্রবণ কর। গিরিরাজ, স্বীয় কুমারীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মবিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিমালয় বলিলেন, হে মাতঃ! তুমি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্ল্লভ ধন; যোগিগণের দুজ্ঞেয়া; তুমি নিজ লীলা-ক্রমে আমার কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; ইহাতে অনুভব হইতেছে, আমার ভাগ্যের সীমা নাই। হে মহেশ্বরি! আমি তোমার চরণকমল আশ্রয় করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছি; যাহাতে অতি সত্বরে এই অপার-সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেই সাধনোত্তম ব্রহ্মবিজ্ঞান আমাকে উপদেশ করুন!

ভগবতী-গীতারম্ভ।

পার্ব্বতী বলিলেন, হে পিতঃ! হে মহামতে! সেই যোগসার আমি তোমাকে বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর; যাহার জ্ঞানমাত্রে দেহী ব্রহ্মময় হয়। সংযতাহারী ও শুদ্ধচেতা হইয়া সদ্গুরুর নিকট হইতে আমার মন্ত্র গ্রহণ করত, কায়মনোবাক্যের দ্বারা আমাকে আশ্রয় করিবে;

সর্ব্বদাই আমাতে মনোনিধানের চেষ্টা করিবে; এবং মদ্গাত প্রাণ হইবে; সর্ব্বদাই আমার প্রসঙ্গ এবং গুণগান ও আমার নাম জপে সমুৎসুক হইবে। হে রাজেন্দ্র! যে সাধকোত্তম মুক্তি ইচ্ছা করিবে, সে মদ্ভক্তি-পরায়ণ হইয়া আমার পূজাদি প্রসঙ্গে প্রীতিযুক্ত মানস হইবে। স্বীয় স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ও বেদবিহিত এবং স্মৃত্যনুমোদিত যে পূজা যজ্ঞাদি, তাহা যথাবিধানে সমাধা করিয়া ঐ সমস্ত যজ্ঞ ও দান এবং তপস্যা দ্বারা আমাকেই অর্চ্চনা করিবে। যজ্ঞাদি দ্বারা ধর্ম্মলাভ, এবং ধর্ম্ম হইতে ভক্তি, এবং ভক্তি দ্বারা জ্ঞান, এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হয়।

সকল যজ্ঞ ও তপস্যা এবং দান ইহার দ্বারা আমাকেই অর্চ্চনা করিবে; তাহার দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা হইবে, তদনন্তরই তত্ত্বজ্ঞান হইবে; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি জন্মে, ধর্ম্মের কারণ যজ্ঞাদি; সেই হেতুক মুক্তীচ্ছু ব্যক্তিরা ধর্ম্মোপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত আমার পূর্ব্বোক্ত রূপকে আশ্রয় করিবে। পিতঃ! সচ্চিদানন্দরূপা আমি একাই সমস্ত আকার ধারণ করিয়াছি। যাবদীয় দেবদেবী মূর্ত্তি আমার অংশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই হেতুক সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমাকে ভাবনা করিয়াই বিধিবিহিত সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সকল দেবদেবীর ভজনাদি করে, অন্যপ্রকার করে না। এই প্রকার শাস্ত্রানুমত কার্য্য করিয়া যখন অন্তঃ-নির্ম্মল হইবে, তখন আত্মজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা হয় যে, পরম ধন যে মুক্তি, তাহা কতদিনে লাভ করিব। তখন আর

যাবদীয় জগতের পদার্থ স্ত্রীপুত্র মিত্রাদি সাধারণ সকলেরই প্রতি ঘৃণা হইয়া যদ্দ্বারা আমার সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য বিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, তদুপযোগি বেদান্তাদি শাস্ত্রে নিবিষ্টচেতা হয়। গুরূপদেশ সহকারে ঐ সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে আমার নিত্য কলেবরে সেই অপার আনন্দসাগরে কোনও সময়ে অত্যল্পকালের জন্য অন্তঃকরণে স্পর্শ হয়; তাহাতেই জগতের যাবদীয় পদার্থকে অত্যল্প জঘন্য সুখের কারণ বোধ হয়; তজ্জন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ বিশেষ হয় না; সুতরাং কামনার পরিত্যাগ হইয়া যায়; সমুদায় জীবপদার্থে আমার সত্তানিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরম যত্ন উপস্থিত, সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। এবম্প্রকারে ভাবাপন্ন হইলেই তত্ত্ববিদ্যা আবির্ভূতা হন, ইহাতে সংশয় নাই; তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই আমার নিত্যানন্দ বিগ্রহ যে পরমাত্মভাব তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই জীবন্মুক্তির লাভ, পিতঃ! আমি পারমার্থিক সত্যবাক্য তোমারে বলিতেছি। কিন্তু আমার ভক্তিবিমুখ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই তত্ত্বজ্ঞান অতিশয় দুর্ল্লভ অতএব যে ব্যক্তি ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তির ইচ্ছা করিবে সে যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা আমাতে ভক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। হে মহারাজ! তুমিও এই প্রকার যদুক্ত অনুষ্ঠান সর্ব্বদা কর; তাহা হইলেই সংসারের নিখিল দুঃখের দ্বারা কদাচই বাধ্য হইবে না। এই মহাভাগবতে মহাপুরাণে ভগবতী-গীতাতে ব্রহ্মবিদ্যাতে যোগশাস্ত্রে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শাধ্যায়।

হিমালয় বলিয়াছিলেন।

হে মাতঃ! বিদ্যা কিপ্রকার, যে বিদ্যা হইতে মুক্তি-লাভ হয়; এবং আত্মার স্বরূপ তত্ত্বই বা কি; হে মহেশ্বরি! সেই সকল কথা আমার সম্বন্ধে বলুন।

পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।

পিতঃ! যন্ত্রণাময় ভবসংসারের নিবৃত্তিকারিণী যে বিদ্যা, তাহার স্বরূপ সংক্ষেপে বলিব; হে মহামতে! শ্রবণ কর। দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকৃতি ও ইন্দ্রিয়গণ, এই সকল হইতে পৃথক্ যে অদ্বিতীয়, চিদানন্দ, নিশ্চয় বিশুদ্ধিময় আত্মা, তাঁহাকে যে জ্ঞান দ্বারা জানা যায়, সেই জ্ঞানের নাম বিদ্যা। একান্ত বিশুদ্ধস্বভাব নিরাময় যে আত্মা, তিনি জন্মনাশাদিরহিত; মন এবং বুদ্ধ্যাদিস্বরূপ যে উপাধি, তৎশূন্য জ্ঞান, আনন্দ, তেজ, এই ত্রিতয়ময় জানিবে। সেই আত্মার করচরণাদি কিছুই নাই; কিন্তু তাঁহার অনবহিত কটাক্ষের সম্পর্কমাত্রে সৃষ্ট্যাদি সমুদায় কার্য্য সুশৃঙ্খলামত হইতেছে; সূর্য্যকিরণ, চন্দ্রকিরণ, কিম্বা জ্বলন্তানলের আলোক, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঐ সকলের উপাধি হইয়াছে বলিয়া উহারা সোপাধিক তেজ; কোন স্থানে বা অত্যন্ত প্রখর; কোন স্থানে বা মৃদুতর; কিন্তু সেই সেই নিরুপাধিক-তেজোময় আত্মার এতই চমৎপ্রভা, যে স্থানে

মনোনিবেশ করিবে, সেই স্থানেই কোটি কোটি পূর্ণ-চন্দ্রের প্রশান্ত জ্যোতিঃ বোধ হইবে; তিনি পূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বদাই পরিতৃপ্ত, শুদ্ধজ্ঞানময়, অদ্বিতীয়, স্থূল সূক্ষ্ম সমুদায়ের অন্তর্গত। সমুদায় জগৎ, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, সকলকেই তিনি প্রকাশ করিতেছেন। হে গিরিরাজ! আত্মার স্বরূপ তোমার নিকটে বলিলাম, সর্ব্বদা সংযতচেতা হইয়া ঐ প্রকার আত্মাকে চিন্তা করিবে; অনাত্মা যে দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, এই সকলে যে আত্মভ্রম হইত, বিচার দ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিবে। অনাত্মা যে দেহাদি, তাহাতে যে ভ্রমরূপ আত্মবুদ্ধি, তিনিই রাগদ্বেষাদি দোষের কারণ; বিষয়ানুরাগ, আর বিদ্বেষ, ইহা জন্মিলেই, হৃদয়ে নানাবিধ কামনার উদ্ভব হইয়া পাপপুণ্যজনক কাম্য কর্ম্ম সকল জন্মে। তদনন্তর ঐ ঐ সমুদয় কর্ম্মজন্য সুখদুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত বারংবার জন্মমৃত্যুস্বরূপ দুঃসহ দুঃখাদি অনুভব করিতে হয়; অতএব সমুদায় দুঃখের মূলীভূত যে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ, ইহাকেই পরিত্যাগ করিবে। হিমালয় বলিলেন, হে জননি! শুভাশুভ অদৃষ্টের জনক যে রাগ দ্বেষাদি, ইহা কি প্রকারে পরিত্যজ্য হইবে? কেহ অপকার করিলে, কিপ্রকারে তাহা সহ্য করিবে? অপকারী ব্যক্তির প্রত্যপকারেরই চেষ্টা হয়, কোন সাধু ব্যক্তির যদি তাহাও না হয়, তথাপি তাদৃশ অপকার পুনর্ব্বার না করে, এরূপ প্রতিকারের অবশ্যই চেষ্টা হয়। এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।

হে অচলরাজ! কাহার অপকার কে করে; গুরূপদে-

শের অনুসারে তাহাই সর্ব্বদা বিচার করিবে; সেই বিচার দ্বারা কোন বিষয়ে আর অপকারকতা বোধ হইবে না; অতএব সেই বিচার যে প্রকার তাহা বলিতেছি। দেহ পঞ্চভূতময়; দেহের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা, তিনি চৈতন্য ময়; তাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাঁহাকে অস্ত্রাদির দ্বারা ছেদন করা যায় না; জলোপশেক দ্বারা ক্লেদন করা যায় না; অগ্ন্যাদি দ্বারা দাহ করা যায় না; সূর্য্যাদিকিরণে শোষণ করা যায় না; তিনি অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অদাহ্য অশোষ্য; নিত্য, নিরাময়, একস্বভাব; সেই আত্মবস্তুতে কোনও বিকারের সদ্ভাব নাই; তবে আর কে তাঁহার অপকার করিবে? সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যময় আত্মার সম্বন্ধ বশতঃ চেতনের ন্যায় ব্যবহার করেন; যে অচেতন দেহাদি, বিচারশূন্য ব্যক্তির তাহাতেই না কি আত্মভ্রম হয়; অতএব তাঁহার অপকারে আত্মারই অপকার বোধ হয়। হে পিতঃ! গৃহের দাহ হইলে গৃহের অভ্যন্তরস্থ যে আকাশ, তাহার কোন স্থানই কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক লক্ষিত হয় না। সেই প্রকার আত্মবিচার দ্বারা আত্মারও যখন স্বভাব নিশ্চয় হইবে, আত্মাকেই যখন পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া বোধ হইবে, তখন সর্ব্বদাই আত্মাতে অন্তঃকরণ অন্তঃ-ধাবিত হইবে; তখন বিকারী দেহ-পিণ্ডের যতই অপকার হউক; কোন অপকারেই আত্মার অপকার বোধ হইবে না।

যে ব্যক্তি আত্মাকে হননকর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করে, সে ব্যক্তির অবশ্যই বিবেচনা হয় যে, আত্মা হন্যমানও হইতে

পারেন ; অথবা হন্যমান বলিয়া যে ব্যক্তি বিবেচনা করে, তাহার অবশ্যই কোন দিন হন্তা বলিয়া আত্মাকে বিবেচনা হয় ; কিন্তু সেই উভয়ই ভ্রান্তহৃদয় ; আত্মা কখনও হন্তাও হন না ; কখন হতও হন না। হে পিতঃ! তুমি আত্মার এই স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া সমুদায় বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। বিষয়ানুরাগ এবং বিদ্বেষ, এই দুইটিই সমুদায় মনস্তাপ এবং সংসারবন্ধনের কারণ।

অনন্তর হিমালয় বলিলেন, হে জননি! আমার সংশয় হইতেছে যে, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ও নির্লিপ্ত ; তাঁহার দুঃখ নাই ; দেহাদিও অচেতন পদার্থ, সুতরাং তাহারও দুঃখ নাই ; তবে দুঃখের অনুভব কে করে? দেহের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই দুঃখের ভোক্তা হন ? হে মহেশ্বরি ! আমাকে যদি অনুগ্রহই করিয়াছেন, তবে এই সংশয় নিবারণ করুন।

পার্ব্বতী বলিলেন, পিতঃ! এ কথা সত্যই ; দেহাদির দুঃখ নাই ; আত্মারও দুঃখ নাই ; কিন্তু আমার মায়াতে মোহিত হইয়া আত্মা আপনার বাস্তবিক ভাব বিস্মৃত হইয়া আপনাকে সুখী কিম্বা দুঃখী বলিয়া জ্ঞান করেন ; আমার সেই অনাদি-অবিদ্যারূপিণী মায়া এই সমস্ত জগৎকে মোহিত করিয়া রাখেন; জীবের জন্মমাত্রেই মায়ার সহিত সম্বন্ধ হয় ; মায়ার সম্বন্ধ বশতঃ জীবের মনোমধ্যে রাগদ্বেষাদিতে সংকুল ঘোরতর সংসার বিহার করিতে থাকে; সেই সংসারাশক্ত মন প্রতিক্ষণেই বিকারী; তিনি কখন কোন্ রূপ ধারণ করেন, এবং কত রূপই বা ধারণ করিতে পারেন, তাহা অনির্ণেয় ; আত্মা

সেই মনকে গ্রহণ করিয়া মনঃ-কল্পিত অসূয়া এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির অভিমানী হইয়া অধমভাবাপন্ন হইয়া সংসারে প্রবর্ত্তমান হন।

বিশুদ্ধ স্ফটিকমণি যেমন সহজতঃ নির্ম্মল, কোন স্থানে কোনও বিবর্ণভাব নাই, অন্তর্বাহ্য সর্ব্বত্রই উৎক্ষিপ্ত সলিলের ন্যায় স্বচ্ছভাব বিবেচনা হয়; কিন্তু সেই স্পটিকমণি রক্ত-পুষ্পের সমীপবর্ত্তী হইলে রক্তবর্ণই বোধ হয়; কিম্বা পীতবর্ণ পুষ্পের সমীপবর্ত্তী হইলে সেই মণিকে পীতবর্ণই বিবেচনা হয়; এইপ্রকার যে সময়ে যাদৃশ বর্ণের প্রতিভা ঐ মণির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, তখনি সেই স্ফটিকমণিকে অবিকল সেই সেই বর্ণ বলিয়াই বিবেচনা হয়; বাস্তবিক মণিতে কোনও বর্ণই নাই। পিতঃ! আত্মা নিরতিশয় নির্ম্মল; অর্থাৎ যে যত হউক, আত্মা সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক নির্ম্মল; সেই আত্মার নিকটবর্ত্তী বিকারী মন যখন যাদৃশরূপে বিকৃত হইবেন; আত্মাতে সেই বিকৃত মনের প্রতিভা নিঃক্ষেপ হইয়া আত্মাকেও তখন তাদৃশ বলিয়া বিবেচনা হয়; ফলতঃ আত্মাতে সুখ দুঃখ প্রভৃতি কোন ভাবই নাই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, এই সকল সূক্ষ্ম ভূতবর্গ জীবের সহকারী, অর্থাৎ ইহাদের উপরে সমুদ্ভূত যে সুখিত্ব দুখিত্বাদিভাব, সেইগুলি আত্মার উপর আরোপ করাইয়া মনো বুদ্ধিরাই আত্মাকে জীব ভাবগ্রস্ত করেন; অতএব আত্মার জীবত্ব ভ্রমমাত্র; মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়েরই বাস্তবিক জীবত্ব। স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ ঐ জীব সমুদায় বিষয়ের এবং সুখ দুঃখা-দির উপভোগ করেন, ফলতঃ আত্মা নির্লেপ, নিত্য বিভু;

তিনি কিছুই ভোগ করেন না। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ঐ জীবের স্থূল যে অন্নময়াদি দেহ,তাহারই কেবল বিনাশ হয়; এ ভিন্ন কর্ম্মজন্য যে শুভাশুভ অদৃষ্ট, তাহাকে লইয়া পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই কয়েকটির সংঘাতরূপী যে জীব, তাঁহারই জন্ম মৃত্যু বারম্বার হইতে থাকে। তদন্তর কোন কর্ম্মসূত্রবশতঃ যদি সদ্গুরুসংঘটনা হয়, অথবা নিজবুদ্ধি নির্ম্মল হয়, তদ্দারা বহুকাল আত্ম বিচার করিয়া স্থূলদেহাদিতে আত্ম-বোধ রূপ যে মোহ, তাহা পরিত্যাগ হয়। তখন আত্মার স্বরূপ ভাব অবগত হইয়া জগতে আত্মার অনিষ্টও কিছু নাই, ইষ্টও কিছু নাই, এইটি নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হইয়া সুখী হন। স্থূলদেহে আত্মজ্ঞান প্রযুক্তই যাবদীয় মনস্তাপ ; সেই দেহ-কর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম দ্বিবিধ,—পাপ এবং পুণ্য ; পাপ-কর্ম্মানুসারে দেহীর দুঃখানুভব; ও পুণ্যকর্ম্মানুসারে সুখানুভব হয় ; দিন রাত্রি যেরূপ অলঙ্ঘ্যকর্ম্মানুযায়ী, সুখ দুঃখও তদ্রূপ অলঙ্ঘ্য কর্ম্ম জন্য ; দুঃখ কিম্বা সুখ চিরস্থায়ী নয় ; পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য দ্বারা দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিয়াও, কর্ম্ম দ্বারা নরকে নিপাত্যমান হইয়া নরকভোগ করিতে হয় ; অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কর্ম্ম জন্য খণ্ডসুখে আশক্ত না হইয়া সৎসঙ্গলাভে সদ্বিচার দ্বারা, যাহাতে পরম সুখ হইবে, তাহারই অনুষ্ঠানে সর্ব্বদা অনুরক্তচেতা হন।

মহাভাগবতে মহাপুরাণে ভগবতী-গীতা স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যাতে আত্মানাত্ম বিচার ষোড়শোঽধ্যায়।

———

সপ্তদশাধ্যায়।

——oo——

অতঃপর হিমালয় বলিয়াছিলেন।

পঞ্চভূতাত্মক দেহই দুঃখের কারণ; দেহসম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন দুঃখই ভোগ করিতে হয় না; এই দেহ কি প্রকারে জন্মে, ইহার বিস্তার করিয়া বলুন।

পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই পঞ্চভূতময় দেহ; ইহার মধ্যে পৃথিবীই প্রধান কারণ; জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, এই চারিটি দেহের সহকারি কারণ; এই দেহ অণ্ডজ, অর্থাৎ ডিম্ব হইতে জন্মে; স্বেদজ, অর্থাৎ উষ্ম হইতে জন্মে; উদ্ভিজ্জ, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ভেদ করিয়া জন্মে; জরায়ুজ, অর্থাৎ জরায়ু নাড়ীতে জন্মে; শুক্রশোণিতসম্ভূত এই জরায়ুজ দেহই স্ত্রী পুং ক্লীব ভেদে ত্রিবিধ হয়; শুক্রাধিক্যে পুরুষ হয়; রক্তের আধিক্য হইলে স্ত্রী; উভয়ের সমভাব হইলে ক্লীব হয়। জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মবশতঃ নীহারকণার সহিত প্রথমে ধরণীগর্ব্ভে নিঃক্ষিপ্ত হয়; ধরণীগর্ব্ভ হইতে শস্যমধ্যে আগমন করে; সেই শস্যাদি ভোজন দ্বারা শুক্ররূপে পরিণত হয়; তদনন্তর পিতা কর্ত্তৃক ঋতুকাল ষোড়শ দিনের মধ্যে মাতৃগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হয়; ঋতুকালের যুগ্মদিনে মাতৃগর্ব্ভে প্রবেশ করিলে পুরুষরূপে জীবের জন্মগ্রহণ হয়; অযুগ্মদিবস হইলে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ হয়। ঋতু-

স্নাতা নারী মদনপীড়িতা হইয়া যাহার মুখ দর্শন করে, সন্তান তদাকৃতি হয়; সেই নিমিত্ত ঋতুস্নানের পর স্বামী-রই মুখ দর্শন করিবে। মাতৃগর্ব্ভে প্রবিষ্ট হইয়া এক রাত্রে জরায়ুবেষ্টন দ্বারা সংকলিত হয়; পঞ্চরাত্রে বুদ্‌বুদা-কার হয়; এবং সূক্ষ্মচর্ম্মে আবৃত হয়; সপ্তরাত্রে মাংসপিণ্ডা-কার হয়; পক্ষমাত্রে সেই মাংসপিণ্ডে রক্তের সঞ্চার হয়; পঞ্চবিংশতি রাত্রে সেই রক্তাকার মাংসপিণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্কুরাকার উদ্ভব হয়, অর্থাৎ স্কন্ধ, গ্রীবা, মস্তক, পৃষ্ঠ, উদর, এই সকল হইবার পূর্ব্বে ব্যবস্থা হয়; তদনন্তর এক মাসে ঐ পাঁচপ্রকার অঙ্গের প্রকাশ হয়; দ্বিতীয় মাসে করচরণের আকার হয়, তৃতীয় মাসে করচরণের সন্ধিস্থান সঙ্কলিত হয়, চতুর্থ মাসে করচরণের অঙ্গুলি সকল জন্মে এবং চৈতন্যেরও সঞ্চার হয়? সেই চেতন সঞ্চার দ্বারা অত্যল্প সঞ্চালনও হয়, তদনন্তর পঞ্চমাসে নেত্রফল নাসিকা এই কএকটির আকার প্রকাশ হয়, ষষ্ঠমাসে নখ-শ্রেণী, পায়ু, মেঢ্র, উপস্থ এবং কর্ণের ছিদ্র হয় এবং নাভি-স্থান প্রকাশ হয়, সপ্তমমাসে কেশ এবং রোম উৎপন্ন হয়, অষ্টমমাসে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় সুপ্রকাশ হয়। অনন্তর নবমমাসে লব্ধচৈতন্য হইয়া গর্ব্ভপিঞ্জরমধ্যে উর্দ্ধপাদ অধো-বক্ত্রভাবে অবস্থান করত ঘোরতর যাতনার অনুভব করে, সেই ঘোরতর অন্ধকারময় মলমূত্রে পরিপূর্ণ গর্ব্ভাশয় মধ্যে জীবের যে প্রকার যাতনা উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষণকালের মধ্যেই মরিতে হয়, কিন্তু কর্ম্মফলের অনুবন্ধ হেতু মৃত্যুর প্রতিবন্ধ উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই কেবল কাল-

গ্রাসের বশীভূত হয় না। সেই সময়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের দুষ্কর্ম্ম সকল স্মৃত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে আপনাতে ঘৃণা করত জীব তখন মনে করে, হায়! এই দুরন্ত যাতনা ভোগ করিয়া ভূমিতে জন্মগ্রহণের পরেও আবার দুষ্কর্ম্ম-শীল হইয়াছিলাম; অন্যায় উপার্জ্জন দ্বারা স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি কুটুম্বগণের ভরণ পোষণ করিয়াছি; এই দুর্গতির বিনাশ করেন যে দুর্গা, তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও সুস্থচিত্তে আরাধনা করি নাই; আমি এতই মূঢ়বুদ্ধি ছিলাম! যাহা হউক, এইবার যদি এ হতে নিষ্কৃতি হয়, তবে আর কদাচই সংসারের সেবা করিব না; মহেশ্বরী দুর্গারই নিরন্তর সেবা করিব; নিত্যই সংযতমনা হইয়া, আমি তাঁহাকেই পূজা করিব; অকারণ পুত্রকলত্রাদির নিমিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের বশীভূত হইয়া, কেবল আপনারই অমঙ্গল করিয়াছি; হায়! তাহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছি! ইহা হইতে মৃত্যুযাতনা যে অতিশয় সুখকর! এই দুরাসদ গর্ব্ভদুঃখ হইতে কি কিছুকালও পরিত্রাণ পাইব না? তাহা হইলে বিষময় বিষয়-সেবার সম্পর্কেও থাকিব না; এই দুরন্ত দুর্গতির বিনাশ-কারিণী দুর্গারই চরণ বন্দনা করিব। জীব এই প্রকার বহুতর চিন্তা করেন। অনন্তর প্রবল প্রসূতিবায়ুর দ্বারা যন্ত্রিত হইয়া, পাতকী যেমন নরক বাস হইতে বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রকার মেদ, অসৃক, লালা প্রভৃতিতে পরিপ্লুত-সর্ব্বাঙ্গ জরায়ু নাড়ীতে বেষ্টিত জীবগণও গর্ব্ভাশয় হইতে বিনিস্মৃত হয়। গর্ব্ভমধ্যে জীবের যে প্রকার চৈতন্যযোগ ছিল, এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের যে দুষ্কর্ম্ম সকল ও গর্ব্ভযন্ত্রণা

অনুভব করিতে থাকে, ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র আমার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া সে সকলই বিস্মৃত হইয়া যায়। তখন সুকোমল অস্থিসঞ্চয় বলিমাংসপিণ্ডপ্রায় নিতান্ত অক্ষম হয়; সুষু-ম্নাদি নাড়ী শ্লেষ্মাতে আবৃত থাকায় স্পষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে, কি স্বয়ং উত্থানাদি করিতে, কিছুতেই শক্ত হয় না; সর্ব্বদা বন্ধুগণে রক্ষণাবেক্ষণ করে; ক্রমশঃ বাক্‌শক্তি ও গম-নাগমন শক্তি হইয়া, দিন দিন বয়োবৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, তখন কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভকর্ম্মানুষ্ঠান করে; বিষয়সুখেই সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে; কিন্তু পিতঃ! সেই বিষয়সুখ যে স্বপ্নোপম, তাহা একবারও বিবেচনা করিতে পারে না; মায়ামুগ্ধ হইয়া আপনার এবং পুত্রকলত্রাদির উপভোগার্থই নিরন্তর চেষ্টান্বিত হয়। এই করিতে করিতে যখন আয়ুঃ ক্ষয় হয়, তখন, সম্মুখপতিত অন্যমনস্ক ভেকদিগকে যেমন কালসর্পে গ্রাস করে, সেইরূপ প্রাপ্তকাল জীবকে কৃতান্ত আসিয়া গ্রাস করেন। এই প্রকারে মায়ামুগ্ধ ব্যক্তির জন্মজন্মই নিষ্ফলে অতিবাহিত হয়। সেই হেতুক জ্ঞানবিচার দ্বারা বিষয়-সুখে অনাসক্ত হইয়া নিত্য সুখের, নিত্যৈশ্বর্য্যের ইচ্ছা করত আমার অর্চ্চনে তৎপর হইবে; যত্ন সহকারে আমার অর্চ্চনা করিতে করিতেই নিশ্চল ব্রহ্মরূপ আমার বাস্তবিক ভাবে দৃঢ়তরা ভক্তি হইয়া আপনার দ্বারাই আপনাকে দেহাদি ভিন্ন নিশ্চয় করিয়া দেহসম্বন্ধি গৃহ, দারা, পুত্রাদির প্রতি চিরন্যস্ত যে মমতা, তাহাকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়। অতএব পিতঃ! আপনারও যদি সংসার

দুঃখের একান্ত নিবৃত্তির ইচ্ছা থাকে, তবে আমার আরাধন পূর্ব্বক আমাতে ভক্তিতৎপর হউন।

এই মহাপুরাণে মহাভাগবতে সপ্তদশাধ্যায়।

—00—

অষ্টাদশাধ্যায়।

হিমালয় বলিয়াছিলেন। হে জননি! তোমাকে আশ্রয় করেন যে সকল ব্যক্তি, তাঁহাদের যে প্রকারে মুক্তির অধিকার জন্মে, সেই বিষয়টী কৃপা করিয়া প্রকাশ কর; মুমুক্ষু ব্যক্তিরা তোমার কোন্ রূপই বা ধ্যান করিবে, তাহাও বল!

গিরিরাজের প্রশ্নে পার্ব্বতী বলিয়াছিলেন। হে পিতঃ! সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ আমাতে ভক্তিযুক্ত হন; সহস্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে কেহ আমার তত্ত্বজ্ঞ হন। আমার যে রূপ সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, নির্গুণ, নিরাকার, পরম, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপি, অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নিত্য চৈতন্য, নিত্যানন্দময়, আমার সেইরূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধবিমুক্তির নিমিত্ত অবলম্বন করেন।

হে পর্ব্বতাধিপতে! আমি মতিমান্ ব্যক্তিদের সুমতি; জলের মধুরময় রস; চন্দ্রের প্রভা; সূর্য্যের তেজঃ; বলবান্ ব্যক্তির কামক্রোধাদিবেগরহিত বল। হে রাজেন্দ্র! পবি-

ত্রাত্মক যজ্ঞাদি, ও বেদের প্রসবকারিণী গায়ত্রী, মন্ত্রগণের মধ্যে প্রণব, তপস্বীগণের তপস্যা, এবং ভূতগণের ধর্ম্মসংগত কাম, এই সমুদায় আমি। এইপ্রকার অন্যান্য যাবদীয় সাত্ত্বিক ভাব, রাজস ভাব, তামস ভাব, এই সমস্তই আমা হইতে উৎপন্ন, আমার অধীন; আমি কোন বস্তুর অধীন নহি। হে রাজন্! মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বগত অদ্বৈতস্বরূপ আমার অব্যয় রূপকে জানিতে পারেন না; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারাই আমার পরম রূপ অবগত হইয়া মায়া জাল হইতে উত্তীর্ণ হন। প্রলয়াবসানে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত আমি স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রী এবং পুরুষ, এইরূপ-দ্বয় ধারণ করি; সেই আদিম পুরুষপ্রধান শিবরূপী আমি, আর আদিমা স্ত্রীরূপা পরমা শক্তি আমি; যোগিগণ শিব-শক্ত্যাত্মক ব্রহ্ম জানিয়া সর্ব্বদাই ঐ যুগল রূপের অনুধ্যান করত সমাধিস্থ হন। সচরাচর জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত আমিই ব্রহ্মরূপ ধারণ করি; আমিই দুর্বৃত্ত দৈত্যদিগের দমন করিয়া ত্রিজগৎ পালনের নিমিত্ত বিষ্ণুরূপ ধারণ করি; আমিই রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া পরিশেষে ত্রিজগৎ সংসার সংহার করি; রামাদি রূপ ধারণ করিয়া দুরন্ত রক্ষঃ প্রভৃতি বিনাশ করত রাজনীতি প্রচার করি। আমার স্ত্রীরূপ এবং পুংরূপ, এই দ্বিবিধ রূপের মধ্যে শক্ত্যাত্মক রূপ সর্ব্ব রূপেরই অপেক্ষণীয়; সর্ব্বকার্য্যসাধিকা শক্তির অবলম্বন ব্যতিরেকে আমার সর্ব্ব রূপই শবরূপ হইয়া চেষ্টা-বিহীন হয়। অতএব কালী, তারা প্রভৃতি আমার শক্তিরূপ আমার অন্যান্য রূপেরও আরাধ্য। এই স্ত্রী পুংরূপ সকলই স্থূল

রূপ; এ ভিন্ন আমার সূক্ষ্মরূপ পূর্ব্বে কহিয়াছি ; স্থূলরূপের চিন্তা না করিয়া সূক্ষ্মরূপকে হৃদয়ে ধারণ করিতে কেহই শক্ত হন না ; যে সূক্ষ্মরূপ দর্শনমাত্রেই মনুজগণ মোক্ষ-ধামের অধিকারী হন, সেই সূক্ষ্মরূপে অন্তঃকরণ গমন করিতে পারে না ; যে পর্য্যন্ত স্থূলরূপে চিন্তানৈপূণ্য না হয়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিরা প্রথমতঃই আমার স্থূলরূপ অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াযোগ এবং ধ্যানযোগ দ্বারা সেই স্থূলরূপের বিধিবিধানে অর্চ্চনা করত ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মরূপকে অবলোকন করেন।

এই কথা শুনিয়া হিমালয় বলিয়াছিলেন। হে মহে-শ্বরি জননি ! আপনার বহুবিধ স্থূলরূপ জীবগণের উপাস্য হইয়াছে ; তন্মধ্যে কোন্ রূপকে আশ্রয় করিয়া মানবগণ সত্বর মোক্ষভাগী হন, তাহাই এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন।

অতঃপর পার্ব্বতী কহিয়াছিলেন। হে ভূধর! সূক্ষ্মরূপের ন্যায় স্থূলরূপেও আমি বিশ্বসংসারকে ব্যাপিয়া আছি ; তন্মধ্যে সত্বরে মুক্তিপ্রদা আমার যে সকল মূর্ত্তি, তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ;—

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী,
ভৈরবী বগলা ছিন্না মহাত্রিপুরসুন্দরী,
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণামাশুবিমুক্তিদা।

এই কয়েক মুর্ত্তির মধ্যে কোনও মুর্ত্তিকে দৃঢ় ভক্তি-পূর্ব্বক উপাসনা করিলে শীঘ্রই মুক্তিলাভ হয়। প্রথমতঃ ক্রিয়াযোগ দ্বারা উপাসনা করিতে করিতে যখন গাঢ়তর ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্মস্বরূপ আমার সূক্ষ্মরূপে

দৃঢ়বিশ্বাসপূর্ব্বক কথন কথন অবলোকন হইয়া জগতের কোনও রমণীয় বস্তুকে তদপেক্ষা অধিক রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না; জগতের কোনও লাভকে তল্লাভ অপেক্ষা অধিক বোধ হয় না; তাহাতেই ক্রমশঃ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া দুঃখালয় অনিত্য যে পুনর্জ্জন্ম, তাহাকে সেই মহাত্মারা আর ভোগ করেন না; অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তাঁহাকে এই দুস্তর সংসারসাগর হইতে অবশ্যই উদ্ধার করি। সতত চিন্তা করিতে অসমর্থ ব্যক্তিও যদি মৃত্যুকালে আমাকে চিন্তা করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন, সে ব্যক্তিও সংসার দুঃখে পুনর্ব্বার বাধিত হন না। অনন্যচেতা হইয়া আমার যে রূপের ভজনা করুন, তাহাতেই মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু সত্বরে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত আমার শক্তিময় রূপকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পিতঃ! আমার শক্তিময় রূপকে অবলম্বন কর, অপোয়াসেই পরমধন মুক্তি লাভ করিতে পারিবে; অন্য দেবতাকে যিনি ভজনা করেন, তিনিও আমাকেই ভজনা করেন; আমি একাই সর্ব্বরূপ ধারণ করিয়াছি; আমিই সমুদায় যজ্ঞের ফল প্রদান করি; কিন্তু সার তত্ত্ব তোমাকে যাহা কহিয়াছি, তাহাতেই মুক্তি সুলভ, তদ্ব্যতিরেকে মুক্তি দুর্ল্লভ। পীড়িত, জ্ঞানাকাঙ্ক্ষী, ধনাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানী, এই চতুর্ব্বিধ লোক আমার ভজনা করেন; এই চতুর্ব্বিধই উদার মহাত্মা; কিন্তু জ্ঞানীকে আমার স্বরূপই জানিবে। যে ব্যক্তি যাদৃশ কামনা করিয়া শ্রদ্ধান্বিত ভাবে আমার যে কোনও মূর্ত্তির ভজনা করে, আমি সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার সেই শ্রদ্ধাকে সফলা করি; কিন্তু যে ব্যক্তি

কোনও কামনা না করিয়া কেবল তত্ত্বদর্শনাভিলাষে ভজনা করেন, সে ব্যক্তি আমাকেই পরিপ্রাপ্ত হন ; অতএব পিতঃ ! আপনি আমাতেই ভক্তিযোগে সংযতচেতা হউন, অন্তে আমাতেই আগমন করিবেন ; আমাতে ভক্তিযোগ হইলে অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আমার প্রিয়তম সাধুতম হয় ; আমার ভক্তের কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না ; অতএব পিতঃ ! আপনি আমাতেই ভক্তিস্থাপন করিয়া সর্ব্বদা আমাতেই অন্তকরণের অভিনিবেশ করুন, তবেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।

ইতি মহাভাগবতে মহা পুরাণে ভগবতীগীতা সমাপ্তা।

উনবিংশ অধ্যায়।

জগদম্বিকার মুখপদ্ম হইতে যোগসার শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতাধিপতি হিমালয় জীবন্মুক্ত হইলেন। পরমেশ্বরীও শৈলরাজের নিকটে পবিত্রময়যোগোপদেশ প্রকাশ করিয়া প্রাকৃত বালিকার ন্যায় স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। সেই মহামায়ার অনির্ব্বচনীয়া মায়াতে বিমুগ্ধ হওয়াতে ঈশ্বর ভাবের বিস্মরণ হইয়া মেনকা এবং মহীধরের বাৎসল্যভাব উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। গিরিরাজ আনন্দভরে মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠদিবস সমাগত হইলে বিধিবিধানে ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিলেন ; দশম দিবসে কৃতশৌচ কৃতাহ্নিক

হইয়া পাত্রমিত্রাদি বন্ধুবর্গে পরিমিলিত পরম কুতূহলী হইয়া কন্যাটির "পার্ব্বতী" এই নামকরণ করিলেন। এই প্রকারে ত্রিজগতের মাতা যে পরমা প্রকৃতি, তিনিই মেনকা-গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয়ের ভবনে অবতীর্ণা হইয়া হিমালয়-নিকটে যে যোগ কীর্ত্তন করিলেন, ঐ যোগাধ্যায় যে ব্যক্তি পাঠ করেন, কিম্বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতি পার্ব্বতী সন্তুষ্টা হন। সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সেই সর্ব্বাণী পরি-তুষ্টা হইলেই ঈশ্বরতত্ত্বে তাঁহার দৃঢ়তরা ভক্তি উপস্থিতা হয়! অতিদুর্ল্লভ পরম ধন যে মুক্তি, তাহাও সুলভ্ হয়; অষ্টমী, চতুর্দ্দশী অথবা নবমী দিবসে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া পার্ব্বতীগীতা পাঠ করেন, কিম্বা ফলিতার্থ শ্রবণ করেন, তাঁহার হৃদয় পবিত্রময় হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ হয়। শরৎকালে মহাষ্টমী দিবসে উপবাস করিয়া নিশাযোগে জাগরিত থাকিয়া যে ব্যক্তি পাঠ করেন, অথবা অর্থ শ্রবণ করেন, সে ব্যক্তি পরমেশ্বরীর অংশস্বরূপ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবতারও পূজ্যত্ব পদবী লাভ করেন; ইহ লোকেও সম্পূর্ণ রূপে অভিলষিত ভোগ ও অসাধারণ গুণোপেত পুত্র লাভ করেন; অখণ্ডনীয় বিপজ্জালেরও খণ্ডন হইয়া যায়; সর্ব্বদাই বহু সম্মানে কাল যাপন করেন।

বিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর বাল্যভাব।

জৈমিনি বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! মহাদেব সংসারে বিমুখ হইয়া যোগচিন্তায় নিরত আছেন; অতএব সেই মহাদেব আবার কিরূপে দার পরিগ্রহ করিলেন? সেই পার্ব্বতীই বা কিরূপে হরের শরীরার্দ্ধহরা ভার্য্যা হইয়াছিলেন? এই সমস্ত বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন করুন। বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস! শ্রবণ কর, মহেশ্বর যাহা বলিয়াছেন। যাঁহার মায়াতে এই বিশ্বসংসার বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার ইচ্ছার অন্যথা করিতে কোন সুরাসুর ও নর কিন্নর কেহই পারেন না; যিনি আদ্যা প্রকৃতি, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের এক কর্ত্রী, তিনিই অতি বাল্যভাবে হিমালয়গৃহে কালযাপন করিতে লাগিলেন! বর্ষা সময়ের নদী যেমন দিন দিন বৃদ্ধিমতী হয়, এবং শুক্লপক্ষের শারদ শশী যেমন দিন দিন নবোন্নত শোভারাশি বিস্তার করেন, পার্ব্বতীরও সেইরূপ ক্রমোন্নত নব নব শোভার প্রকাশ হইতে থাকিল। পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া গিরিরাজের নয়নপিপাসার নিরাস হইত না। তাঁহার অনুরূপ পুত্র থাকিতেও পার্ব্বতীকে দেখিতেই সর্ব্বদা অভিলাষ করিতেন। হিমালয়ের কতই তপস্যা! যে পরম ধন ধ্যানধারণার দুর্লভ, জন্ম জন্ম যোগাচরণ করিয়াও যোগীগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই ব্রহ্মরূপিণী পার্ব্বতীকে

সামান্য নয়নেই শৈলরাজ নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন! ইহার অধিক সৌভাগ্য আর নাই। পার্ব্বতী সখীগণের সহিত যে সময় ক্রীড়া করেন, গিরিবর সপরিবারে তদ্দর্শনকুতূহলেই পরম কুতূহলী হইতেন। পতি পত্নী দুই-জনে দিবারাত্রি পার্ব্বতীধনকে প্রায় বক্ষঃস্থলেই রক্ষা করিতেন, কেবল বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়াভিলাষিণী হইলে একএকবার অঙ্গণে অবনতা করাইতেন; তাহাতেও জনক জননীদিগের অন্যদিকে দৃক্‌পাত হইত না, পার্ব্বতীর বদনারবিন্দই দর্শন করিতেন; কন্যা রত্নকে দর্শন করিয়া কখনই তাঁহাদের তৃপ্তি শেষ হইত না।

নারদের হিমালয়ে আগমন।

এইরূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, একদা শৈলসুতাকে অঙ্কে করিয়া শৈলরাজ বহিরঙ্গণে ইতস্ততঃ পাদসঞ্চার করিতেছেন, এই সময়ে দেবঋষি নারদ পরমেশ্বরীর দর্শনাভিলাষে তথায় সমাগত হইলেন। নারদ অনতিদূর হইতে গিরীন্দ্রের অঙ্কস্থিতা গিরীন্দ্রতনয়াকে পরিপূর্ণ শারদ শশধরের জ্যোৎস্নার ন্যায় দর্শন করিয়া মনে মনে কৃতার্থম্মন্যমান হইয়া নমস্কার করিলেন। দেবদুর্লভ দেবর্ষিকে দর্শন করিয়া গিরিরাজ অস্তেব্যস্তে কন্যাটিকে দাসীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আহ্বান করিয়া উত্তম রত্নসিংহাসন প্রদান করিলেন। দেবঋষি উপবেশন করিলে পর গিরিরাজ পাদ্য অর্ঘ প্রদানানন্তর দণ্ডের ন্যায় ভূমিশায়ী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর নারদ গিরিরাজকে সাদর সম্বোধন করত বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! স্মরণ করিয়া দেখ, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি আদ্যা প্রকৃতি তোমার তনয়া হইবেন ; এই কন্যা সেই পরমাপ্রকৃতি ; ইনিই শম্ভুর দয়িতা হইয়া, নিরতিশয় প্রেম দ্বারা হরের দেহার্দ্ধহারিণী হইবেন ; মহাদেবও এতদ্ব্যতিরেকে অন্য কোন কামিনীকে বিবাহ করিবেন না ; ইহাঁকে দারপরিগ্রহ করিয়াই উভয়ের গাঢ় মিলনে অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির প্রকাশ হইবে; অতএব এই কন্যা মহাদেবেই দাতব্যা ; ইনি তাঁহারই পূর্ব্বপত্নী দক্ষকন্যা ছিলেন ; ইহাঁদের দুইজনের যাদৃশ প্রণয়, তাদৃশ প্রেম আর কোন ব্যক্তিতেই সম্ভাব্যমান্ নহে ; এই কন্যার দ্বারা অনেক দেবকার্য্যের সাধন হইবে ; ইহাঁর গর্ব্ভে এক জন মহাবল পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন ; সেই অপত্য যুদ্ধবিষয়ে অতুল্য-পরাক্রমশালী হইবেন ; সেই পুত্রের ব্রহ্মচর্য্যাতেও অত্যন্ত নিষ্ঠা হইবে ; অতএব এ কন্যাকে অন্য পাত্রে সম্প্রদানের অভিলাষ করিবেন না। দেবর্ষির বাক্য শুনিয়া হিমালয় বলিতে লাগিলেন, দেবর্ষে ! আমি শুনিয়াছি সেই মহাযোগী মহেশ বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া উগ্রতর তপস্যার আচরণ করিতেছেন ; এক্ষণে তিনি দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য ; কেবল নিশ্চল চিত্তে পরং ব্রহ্মকেই নিজান্তরে অবলোকন করিতেছেন ; বহির্বিষয়ে আর দৃক্পাতও করেন না ; সর্ব্বদাই শুদ্ধ ব্রহ্মে অর্পিত হইয়াছেন; অতএব তাঁহার তাদৃশ নিশ্চল মনকে বিশুদ্ধ ভাব হইতে কে ভ্রষ্ট করিতে পারিবে? বিষয়াসক্ত না হইলেই বা কি জন্য আমার

কন্যাকে দার পরিগ্রহ করিবেন ? গিরিরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ বলিলেন, পর্ব্বতেশ্বর! তাহাতে তুমি চিন্তাকুল হইও না ; যে কারণে তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইবে, তাহা শ্রবণ কর। মহাবলপরাক্রান্ত তারকাসুর তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মার নিকটে বর প্রাপ্ত হইয়া সমধিক দর্পান্বিত হইয়াছে, বাহু-বলে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল, ত্রিলোক জয় করিয়াছে ; মর্ত্ত্য রাজ-গণের কথা কি কহিব, স্বারাজ্যের অধিপতি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতিকেও নিজ নিজ অধিকারচ্যুত করিয়া স্বয়ং অধিকার করিয়াছে; সেই দুরাত্মার নিকট পরাজিত হইয়া দেবতাগণ সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়াছেন ; মহাদেবের ঔরস-জাত পুত্র ব্যতিরেকে তারকাসুরের মৃত্যুর উপায় আর কিছুই নাই ; অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণ ব্রহ্মার নিকটে এই উপায় শ্রবণ করিয়া বিধাতার ঈঙ্গিত আজ্ঞাতে হরযোগ-ভঙ্গের নিমিত্ত সকলেই যত্নবান্ আছেন ; কিন্তু মহাদেবকে মোহিত করা দেবতাদিগের অসাধ্য ; তাঁহারা নিমিত্ত মাত্র হইবেন; ফলতঃ তোমার এই কন্যাই তাঁহাকে মুগ্ধ করিবেন; ইনি মহামায়া ; ইনিই জগন্মোহিনী ; এবং বিষ্ণুর মোহিনী লক্ষ্মী ; ইনিই শিবমোহিনী শিবা ; সেই মহাদেব স্বয়ং মহাকাল, আর ইনিই তাঁহার হৃদয়বাসিনী মহাকালী ; মহাদেব সমাধিযোগ দ্বারা এই মহাকালীকেই হৃদয়াভ্য-ন্তরে ধ্যান করিতেছেন ; অতএব অচিরকাল মধ্যেই মহা-দেবের ধ্যান ভঙ্গ হইবে। এই সমস্ত কথা গিরীন্দ্র নিকটে বলিয়া নারদ আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। গিরিবরও নানাপ্রকার বিনতি স্তুতি করিয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

মহাদেবের হিমালয়ে গমন।

দেবঋষি নারদ গমন করিলে পর, গিরিরাজ মেনকা এবং পুত্র অমাত্যগণের সহিত নারদোক্ত বাক্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন; এবং পার্ব্বতীকে ভবমোহিনী ভবানী বলিয়া জানিলেন।

এই সময়ে মহাদেব প্রমথগণের সহিত পূর্ব্বাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অতি নির্জ্জন হিমালয়ের প্রস্থদেশে তপস্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। যে স্থানে গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিপতিতা হইয়াছেন, সেই শৃঙ্গের এক দেশে যোগাসন বিস্তীর্ণ করিয়া ধ্যানানন্দসমুৎসুক মহাদেব মহাযোগের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মানন্দপরায়ণ হইয়া রহিলেন; কতকগুলি প্রমথশ্রেষ্ঠ নিকটে ধ্যানপরায়ণ হইয়া, ও কতকগুলি সেবাপরায়ণ হইয়া থাকিলেন; অপর সমস্ত প্রমথগণ কিঞ্চিদ্দূরে ফলপুষ্পাদি চয়ন করত নৃত্যগীতাদিপরায়ণ হইয়া থাকিলেন। হিমালয়নিবাসী গন্ধর্ব্ব কিন্নরগণ দূর হইতে যোগীশ্বরকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। একদা হিমালয়পুরীতে গমন করিয়া সকলে বলিতে লাগিলেন হে ভগবন্ শৈলাধিপতে! আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিলাম, আপনার ওষধিপ্রস্থনগরের অনতিদূরে গঙ্গার অবতরণপ্রস্থে সমস্ত প্রমথগণের সহিত মহাদেব আগমন করিয়াছেন; তাঁহার মস্তকে বিপুল জটাভার,

ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র; সেই মহাযোগী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন; তাঁহার নিকটে কতজন প্রমথশ্রেষ্ঠ ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া ও কতকগুলি তাঁহার সেবায় সংযুত আছেন; কিঞ্চিদ্দূরে কোটি কোটি প্রমথগণ কেহ কেহ দিগম্বর; কেহ কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর; সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপন দ্বারা ধবলাকৃতি, সকলেই জটামণ্ডিত মস্তক; অপার আনন্দে কেহ নৃত্য, কেহ গান, কেহ কেহ হাস্য করিতেছেন; ভূতনাথের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি; হে গিরিরাজ! আপনি স্বয়ং গমন করিয়া দর্শন করিবেন। হিমালয় কিন্নর-মুখে যোগাশ্বরের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুলকিতান্তঃ-করণ হইলেন; তৎক্ষণমাত্রেই পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া, যে স্থানে মহাদেব তপস্যা করিতেছেন, আপনার সেই শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেবদেবকে পাদ্য অর্ঘাদি প্রদান করিয়া গালবাদ্য ও প্রদক্ষিণ এবং অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। মহাদে-বও সমাদরপূর্ব্বক গিরীশ্বরের পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আনন্দিত করত বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! তোমার এই পবিত্রময় শৃঙ্গটি অতিশয় নির্জ্জন ভুমি; দেখিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত সগণে আগমন করিয়াছি; আপনি অতি-শয় পুণ্যাত্মা; অতএব আমার এই সাহায্য করিবেন, যাহাতে কোন ব্যক্তি এস্থানে না আসে। যদিও অনন্তকোটি প্রমথগণ আমার সঙ্গে আছে; কিন্তু ইহারা আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় নিতান্ত আমার অনুগত, মদ্গতপ্রাণ; সর্ব্বদা আমার অভিপ্রায়ের অনুসারেই কার্য্যানুষ্ঠান করে; কিন্তু অন্য কোন চঞ্চল ব্যক্তি আগমন করিলে তপোবিঘ্ন ঘটিলেও ঘটিতে

পারে; এই নিমিত্ত আপনাকে জানাইতেছি; আপনি রাজা, রাজাজ্ঞা হইলে আর কেহই আসিতে পারিবে না; আপনি মুনীন্দ্রদিগের এবং দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর সকলেরই আশ্রয়; সকলের ব্যবহারজ্ঞ, অথচ ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব আপনাকে আর অধিক কি বলিব? এই কথা বলিয়া মহাদেব নিস্তব্ধ হইলেপর বিনয়ান্বিত কৃতাঞ্জলি হইয়া গিরীন্দ্র বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনি ব্রহ্মাদি দেবতার দুর্লভ ধন; আমার প্রস্থে তপস্যা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আমার জীবন এবং জন্ম সফল; অদ্যাবধি আমিও পবিত্রাতিশয় দেবদুর্লভ হইলাম; যে হেতু ত্রিজগতের উপাস্য পাদপদ্মদ্বয়কে সৌভাগ্যক্রমে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে তপস্যা করুন; কোন প্রাণী ও পশু এবং পক্ষী সাধারণে কেহ এস্থানে আসিবে না। এই কথা বলিয়া গিরিরাজ নিজ রাজধানীতে গমন করিয়া অনুচরগণ সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, অনুচরগণ! তোমরা অবিলম্বেই গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরনগরী প্রভৃতি সমস্ত জনপদে সংবাদ কর, যেন কোন ব্যক্তি আমার আজ্ঞা ব্যতিরেকে গঙ্গাবতরণ প্রস্থে গমন না করে; আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে যে গমন করিবে, সে আমার বধ্য অথবা সমুচিত দণ্ডনীয় হইবে; আর কতকগুলি অনুচর উক্ত শৃঙ্গের কিয়দ্দূরে চতুষ্পার্শ্বে সংযত থাকে, যাহাতে পশুসঙ্ঘাত গমন করিতে না পারে। গিরিরাজেরএই আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণমাত্রেই কার্য্য সমাধা হইলে, সেই বলবতী রাজাজ্ঞায় ভীত হইয়া দেবদানব গন্ধর্ব্বাদি কেহই গমন

করিল না, যে স্থানে চন্দ্রশেখর তপস্যাতে নিভৃতভাবে আছেন। এই প্রকারে অত্যন্ত বিরলীকৃত স্থানে মহাদেব তপস্যা করিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ পার্ব্বতীও প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া বিবাহযোগ্যা হইলেন; রুচিরাননা পার্ব্বতীকে আরব্ধযৌবনা দেখিয়াও গিরিরাজ বিবাহার্থে কোন চেষ্টা করিলেন না; নারদের অমোঘবাক্য স্মরণ করিয়াই বরানুসন্ধানে নিবৃত্ত থাকিলেন।

পার্ব্বতীর শিবসন্নিধানে যাত্রা।

ইতোমধ্যে একদা পর্ব্বতনন্দিনী নিভৃত সময়ে মেনকার পার্শ্বস্থিতা হইয়া পিতামাতা উভয়কে বলিতে লাগিলেন। জনকজননি! আপনারা উভয়েই মনোযোগ করুন, মহাদেব যেস্থানে আছেন; আমি সেই স্থানে তপস্যা করিতে গমন করিব। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা একদা কামমোহিত হইয়া নিজ তনয়া সন্ধ্যার প্রতি ধাবমান্ হইলে পর আকাশ পথে অবস্থিত মহাদেব তাহা দর্শন করিয়া কটূক্তি ও উপহাসপূর্ব্বক বারম্বার ব্রহ্মাকে নিন্দা করেন, সেই নিন্দা বাক্যে চতুর্ব্বদন অত্যন্তই ম্লান বদন হইলেন, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া ইন্দ্রিয় বিকারের শাম্য করিলেন; কিন্তু ঐ লজ্জাজনিত ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া এক নির্জ্জন গিরিকাননে একাগ্রমনে বিধাতা আমার আরাধনা করিতে থাকিলেন বহুকাল উগ্রতর তপস্যা দ্বারা আমাকে প্রশান্ত করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন যে, মাতঃ! আপনি যদি প্রসন্না হইলেন তবে আমার নিকটে এই স্বীকার করুন যে, সংসার বিমুখ হইয়া

সমুদায় বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যাতে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ যে মহাদেব তাঁহাকে আপনি বিমোহিত করিবেন। হে জননি! আপনি ব্যতিরেকে মহেশমনোরমা আর কেহই হইতে পারিবেন না। অতএব আপনি জন্মগ্রহণ করিয়া হরমোহিনী হউন। দুর্দ্দৈবশতঃ ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার ইন্দ্রিয়বিকার হইয়াছিল; তাহাতে উপদেশ প্রদান না করিয়া মহেশ্বর উপহাসপুরঃসর অনেক নিন্দা করিয়াছেন; সেই জন্য যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া আপনকার শরণাগত হইয়াছি; আপনি সেই মহেশানকে মোহিত করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। যখন মহেশ্বর সংসারবিমুখ হইয়া যোগাচারনিরত হইবেন, তখনই আপনি মোহিনীরূপ ধারণ করিয়া মুগ্ধ করিবেন। অশ্রুমুখান ব্রহ্মার এই প্রকার কাকূক্তি শ্রবণ করয়া আমিও তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি। অতএব দক্ষকন্যা হইয়া একবার তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছি; তৎপরে দক্ষের শিবনিন্দা স্বরূপ মহাপাপ উপস্থিত হইলে সেই পাপিষ্ঠসম্পর্কীয় দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের বহুতর পুণ্যপুঞ্জবলে এই জননীর গর্ব্ভে আপনার ঔরসসম্ভূত শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি। এই শরীরেই আমি সুদীর্ঘকাল শিবমোহিনী হইয়া কালযাপন করিব; এবং সেই মহাদেবও আমাকে লাভ করিবার অভিলাষেই দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন। সেই ত্রিজগদ্‌বন্দ্য মহাদেবের দুর্লভ ধন আমি বৈ আর কিছুই নাই। অতএব আমি অবিলম্বেই গমন করিব, যে স্থানে চন্দ্রশেখর তপস্যা করিতেছেন।

গিরিরাজ মৃদুমধুরভাষিণী নিজনন্দিনীর এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া এবং নারদের অমোঘ বাক্য স্মরণ করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই পার্ব্বতীকে শিবসন্নিধানে গমন করিবার নিমিত্ত মনস্থির করিলেন। তদুপযোগ্য উদ্যোগও করিতে লাগিলেন। মেনকা পার্ব্বতীকে বক্ষঃস্থলে লইয়া অজস্র অশ্রুজলে অভিষেক করতঃ মুক্তকণ্ঠে রোরুদ্যমানা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে নন্দিনি! তুমি আমার প্রাণপুত্তলিকা; তোমাকে ক্ষণকাল নয়নের বহিঃস্থিত করিলে প্রাণবৈকুল্য হয়; বৎসে! তুমি আমার সুকুমারী কন্যা, তোমাকে নিবিড়কাননে নির্ব্বাসিত করিয়া কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করিব! জননীকে নিতান্ত খেদান্বিতা দেখিয়া পর্ব্বতনন্দিনী নবপল্লবের ন্যায় কোমল স্বকীয় করপল্লব দ্বারা জননীর নয়নজল প্রোঞ্ছন করত সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, জননি! আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক করিবেন না। তুমি ত পূর্ব্বেই জানিয়াছ আমি আদ্যাপ্রকৃতি নিত্যানন্দময়ী আমার কোন কালে কোন স্থলে দুঃখ নাই। বন অথবা ভবন, শ্মশান অথবা সুখাসন সকলই আমার সমান; শ্মশানভবনে শববাহনে মহাকালী মূর্ত্তিতে আমি সর্ব্বদাই প্রায় মহামার করিয়া দানব সংহার করিয়া থাকি। অতএব মা! তুমি আমার নিমিত্ত চিন্তিতা হইও না, সুস্থির হও; আমি অল্পকালের মধ্যেই তোমার নিকটে প্রত্যাগমন করিব। এই প্রকারে পার্ব্বতীর বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া গিরীন্দ্রাণী ভয়ে ভীতা হইয়া "উ মা" এইপ্রকার সম্বোধনে আবাহন করিয়াছিলেন; তাহাতেই তদবধি পার্ব্বতীর "উমা"

একটি নাম হইল। তদনন্তর গিরিরাজকে মেনকা বলিলেন, রাজন্! যদি একান্তই আমার প্রাণকুমারী গৌরী শিব-সন্নিধানে গমন করিবেন, তবে সহকারিণী সখীদ্বয়কে প্রেরণ করিতে হইবে; তাহারাই ফলপুষ্পাদির আহরণ করিয়া সাহায্য করিবে। মেনকার বাক্যানুসারে দুইটী সখীর সহিত নিজসুতাকে লইয়া গিরিরাজ মহাদেবসন্নিধানে যাত্রা করিলেন; তদ্দর্শনে গগণচারী দেবতাগণ মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

——00——

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীর শিব-নিকটে গমন।

বেদব্যাস বলিতেছেন। গিরিরাজ কন্যাকে লইয়া মহাদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান থাকাতেই শিবের ধ্যানাবসানের সময় উপস্থিত হইল। শম্ভু স্বকীয় নিয়মক্রমে ধ্যান বিরাম করিয়া নয়ন উন্মীলন করিলে পর, গিরিরাজ কন্যাটীকে ভূমিভাগে রক্ষা করিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। অনন্তর গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে ভগবন্! আমার কন্যাটী সখীদ্বয়ের সহিত আপনকার সন্নিধানে থাকিয়া, পূজার্থ ফলপুষ্প এবং হোমার্থ কুশকাষ্ঠাদির আহরণ করত সেবাপরায়ণা হইবেন; আমি এই মানস করিয়াই ভগবচ্চরণ দর্শনে

আগমন করিয়াছি। হিমালয় এই কথা বলিলে পর, মহাদেব "ভাল" বলিয়া মস্তক হেলন করিলেন। গিরিরাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তনয়াকে সেই স্থানে রাখিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন। মহেশ্বর জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জানিলেন যে, ইনিই প্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরী, আমার তপস্যাতে প্রসন্না হইয়াছেন। তথাপি ভার্য্যারূপে পরিগ্রহ করিবার অভিলাষ হইল না; তাহার কারণ সমাধি যোগ অবলম্বন করিয়া ঐ চিদানন্দময়ীকে স্থিরতর চিত্তে নিজান্তরে দর্শন করিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন; বহিরিন্দ্রিয়গণের কিঞ্চিন্মাত্র বিকার ছিল না; সামান্য যোগীরাও যৎকালে যোগনিবিষ্ট হন, তখন প্রিয় দর্শন কোনবস্তুই প্রায় তাঁহাদের চিত্তবিকার দ্বারা ধৈর্য্য নষ্ট করিতে পারে না; তাহাতে মহাদেব স্বয়ং মহাযোগী অতীন্দ্রিয় সংযমদ্বারা যোগপরায়ণ হইয়া পরমধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছেন; অল্পায়াসে এ ধৈর্য্যের খণ্ডন হইবে না; ধৈর্য্যনাশ দ্বারা ইন্দ্রিয় বিকার না হইলেও ভার্য্যা পরিগ্রহ করিবেন না।

এইরূপে হিমালয়শিখরে হরপার্ব্বতী তপশ্চর্য্যাতে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবতাগণ যাহা করিলেন, সেই সমস্ত শ্রবণ কর। তারকাসুর বাহুবল দ্বারা ত্রিলোক জয় করিলে পর, অমরবৃন্দ নিজাধিকারনাশে নিতান্তই ব্যথিত হইয়া সকলেই ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন; গললগ্নীকৃতবাস হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বৃত্তান্ত সকল বলিতে থাকি-

লেন। হে বিশ্বকর্ত্তা! এক্ষণে দৈত্যপুঙ্গব তারকাসুরই ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াছে; আপনকার বরে দর্পিত মহাবলশালী সেই অসুর যাবদীয় অমরগণকে পরাজয় করিয়া সমুদায় স্বারাজ্যেই স্বয়ং রাজা হইয়াছে; সেই দুর্দ্দান্ত তারকাসুরের ভয়ে আপনকার অমরগণ নিজ নিজ অধিকার ঐশ্বর্য্য দারাপত্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া গিরি-গহ্বর, গহন, নির্ঝর, বন, উপবন, ভ্রমণ করিতেছেন; তাহাতেই কি নিস্তার আছে? যিনি, যেখানে পলায়ন করেন, সে সেই স্থানেই গমন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। তারকাসুরের সেনাপতি ক্রৌঞ্চ নামক এক জন মহাবলপরাক্রান্ত অসুর পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়া পাতালবাসী প্রজাগণকেও পরিপীড়িত করিতেছে; ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম এবং নৈর্ঋত, এই কয়েক জনকে সর্ব্বদাই অসুররাজের আজ্ঞা বহন করিতে হইয়াছে; স্বর্গীয় রাজবর্গেরই যখন এই দুর্দ্দশা, তখন অন্যের কথা আর কি পরিচয় দিব! আপনি জগৎপতি, আপনার বিনির্ম্মিত জগৎসংসারের ভয় নিরাকরণ আপনি বৈ আর কে করিতে পারিবে? অতএব সেই দুর্দ্দান্ত অসুরের বধোপায় নির্দ্দিষ্ট করুন, নতুবা আমাদের একটী স্থান নির্ণয় করিয়া দিন, যে, সেই স্থানে গমন করিয়া অসুর-পীড়ন হইতে আমরা পরিত্রাণ পাই। দেবতাদিগের বাষ্পপূর্ণ বদন হইতে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, হে সুরগণ! শান্ত হও; সুখ দুঃখের প্রবাহময় সংসারে একবার দুঃখরাশি উপস্থিত হইয়াছে,

তাহা সহ্য করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন কর; ইহার উপায় করিতেছি। সেই মহাসুর আমার দত্ত বরে দর্পিত হইয়াছে; এই নিমিত্ত স্বয়ং আমি তাহার প্রবল দর্পের খর্ব্ব করিব না; কিন্তু ইহার নিশ্চয় প্রতীকার হওয়া মহাদেবের ঔরসপুত্র ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নাই; অতএব তোমরা একান্তরূপে চেষ্টা কর, যাহাতে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ হইয়া ইন্দ্রিয়বিকার উপস্থিত হয়। প্রকৃতিরূপা পরমেশ্বরী হিমালয়-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি শিব-নিকটেই উপস্থিতা আছেন, তোমাদের সৌভাগ্যক্রমে ঐটী মহাসুযোগ হইয়াছে; ইহাতেই যদি চিত্তবিকারের ঘটনা করিতে সমর্থ হও। ব্রহ্মার বাক্যাবসান হইলে দেবতারা পুনর্ব্বার প্রণতি স্তুতি করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের দুঃসহ দুঃখ স্মরণ করিয়া ব্রহ্মা তারকাসুর নিকটে গমন করিলেন। বিশ্বকর্ত্তাকে সমাগত দেখিয়া তারকাসুর সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া উপযুক্ত আসন প্রদান করায়, বিধাতা উপবেশন করিলে পর তারকাসুর অষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে অসুরপুঙ্গব! তুমি আমার বরপ্রভাবে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিলোকের ঈশ্বর হইয়াছ, কিন্তু কিছুকাল স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্তলোকেই অধিবাস করত সাম্রাজ্য সম্ভোগ কর। ব্রহ্মা এই কথা বলিলে তারকাসুর বিনীত হইয়া বলিল, ব্রহ্মন্! অত্যল্পকালের মধ্যেই আপনকার আজ্ঞা সম্পাদিত হইবে। অনন্তর বিধাতা নিজধামে গমন করিলেন;

অসুররাজও কৃতাঞ্জলিপুটে পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিয়দ্দূর গমন করিয়া বিধাতার আজ্ঞানুসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, সত্বরেই সগণে ক্ষিতিতলে আগমন করত রাজ্যশাসন করিতে থাকিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ প্রত্যহ ক্ষিতিতলেই সমাগত হইয়া উপঢৌকন দ্রব্যাদি দ্বারা অসুররাজের মনোরক্ষা করিতেন; সেই মহাসুরের ভয়ে ভীত হইয়া এক দিনও অনাগত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। এই প্রকারে কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইলে একদা স্বর্গ মধ্যে অতি নির্জন স্থানে কতকগুলি অমরপ্রধান একত্রিত হইয়া শিববিবাহের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন।

নির্জন সভায় সমুপস্থিত দেবগুরু বৃহস্পতিকে ইন্দ্র বলিলেন, আচার্য্য! আমাদের দুর্দ্দশা সকলই ত দেখিতেছেন; এই দুরাত্মার বধোপায় আর কিছুতেই নাই। যদি শিববীর্য্যসম্ভূত সন্তান হয়, তবেই বিনষ্ট হইবে; পিতামহ এইরূপ উপায় বলিয়া মহাদেবের বিমোহনের চেষ্টা করিতে আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই মহেশ্বর সংসার সুখ বিসর্জ্জন করিয়া যে প্রকার সংযত চিত্তে যোগাবলম্বন করিয়াছেন; কার সাধ্য এ সময়ে তাঁহার নিকটে পাণি-গ্রহণের কথা উত্থাপন করে! কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার চিত্তবিমোহন করিবে, ইহা ত্রিলোক মধ্যে লক্ষিত হইতেছে না। আমি শুনিয়াছি, অলোকসুন্দরী প্রায় বদ্ধ-যৌবনা, গিরীন্দ্রনন্দিনী সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যা কার্য্যে সংযত চেতা আছেন; তাহাতেও যখন চিত্তবি-কারের সম্পর্কও নাই, তখন স্বর্গবিদ্যাধরীগণকে কি

জন্যই বা সে কার্য্যে নিযুক্ত করিব। ইন্দ্র এই কথা বলিয়া ম্লানভাবে কিঞ্চিদধোমুখ হইলে, বৃহস্পতি বলিতে লাগিলেন, দেবরাজ! তবে শ্রবণ কর, তাঁহার নিকটস্থা ঐ পার্ব্বতীই তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিবেন। এই সময়ে কামদেবকে মহাদেব-নিকটে প্রেরণ কর অপূর্ব্বরূপা সেই পার্ব্বতীর রূপরাশিকে সহায় করিলেই মদন শিবমোহন করিতে সমর্থ হইবে; নতুবা অন্য কোন উপায় নাই। বৃহস্পতির নিকটে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র তৎক্ষণমাত্রেই কাম-দেবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মন্মথ! তুমি একাই দেবদানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যাবদীয় জীব জন্তুর আনন্দ বর্দ্ধন কর; কিন্তু এক্ষণে আমার আজ্ঞাতে যদ্যপি একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হও তাহা হইলেই ত্রিলোক রক্ষা হয়। তুমি আর বজ্র এই দুইটীই আমার অস্ত্র, তন্মধ্যে বজ্র মহাতে-জস্বী তপস্বীদিগের নিকটে কুণ্ঠিত হয়; কিন্তু তুমি অকুণ্ঠিত এবং অব্যর্থ; এই নিমিত্ত তোমাকেই মন্তব্য কার্য্যে আবশ্যক হইতেছে। ইন্দ্রের বাক্যাবসান হইলে কামদেব বলিলেন হে দেবরাজ! আমরা আপনকার আজ্ঞাবাহক, অতএব কোন্ সুদারুণ কার্য্য সম্পন্ন করিবার অভিলাষ হইয়াছে বলুন, তাহা অবশ্যই সমাধা করিব। প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যে দিবস কর্ম্ম সিদ্ধ করিয়া প্রত্যাগত হওয়া যায়, সেই দিবসেই অনুজীবিগণের জীবন সফল হয়। অতএব অক্ষুব্ধ চিত্তে আপনি অনুমতি করুন, কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে? আমার অমোঘ এই পঞ্চবান। যে হৃদয়ে আপন-কার বজ্র জীর্ণ হয়, হরির চক্র বক্র হইয়া যায়, তাদৃশ পাষাণ-

হৃদয়েও আমার পুষ্পবাণ নিদারুণ নিমগ্ন হয়। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভজনক এই পুষ্প ধনু, সম্মোহন সন্দীপন প্রভৃতি পঞ্চ বাণ, বসন্ত মন্ত্রী, মলয় পবন, পূর্ণ শশধর এবং প্রাণপ্রিয়া রতি এই কএকটী যদ্যপি সমগ্র রূপে আমার সহায় থাকে, তবে আমি কাহার কি না করিতে পারি? অধিক কি বলিব, মহাদেবও যদি যোগচিন্তাপরায়ণ হইয়া জিতেন্দ্রিয় ভাব অবলম্বিত হন, তবে তাঁহাকেও আমি ক্ষণার্দ্ধমধ্যে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হই। কামদেব এই কথা বলিলে, ইন্দ্র স্বকীয় কণ্ঠের বৈজয়ন্তী মালা মন্মথের গলদেশে সমর্পণ করিলেন, এবং বীরভাবের উদ্দীপক দুইবার প্রেমচপেটাঘাত করত বলিলেন, রতিবল্লভ! তা না হইলেই বা কেন সমুদায় দেবগণের মধ্যে তোমাকেই স্মরণ করিলাম? প্রাজ্ঞজনের নিকটে অভিলষিত কার্য্যের প্রকাশ করিতে হয় না; আমরা যে কার্য্যের নিমিত্ত তোমাকে স্মরণ করিয়াছি, তাহা তুমি স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছ; তথাপি প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। মহাবলপরাক্রান্ত তারকাসুর ত্রিভুবনকে, বিশেষতঃ দেবগণকে যেরূপ উৎপীড়ন করিতেছে, তাহা ত সকলই জ্ঞাত আছ, অধিক আর কি বলিব। সেই দেবকণ্টক দুরাত্মার সমুচিত দণ্ডবিধান করিতে কেবল মহেশের বীর্য্যজাত সন্তানই সমর্থ হইবেন, অন্য কাহারও সাধ্য নাই; কিন্তু মহাদেব হিমালয়-পর্ব্বতের গঙ্গাবতরণ শৃঙ্গে তপস্যা করিতেছেন; তিনি যোগচিন্তা দ্বারা জিতেন্দ্রিয়ভাবাবলম্বী হইয়া সংসারে এতই বিমুখ হইয়াছেন যে, আদ্যাশক্তি সনাতনী, যিনি

দক্ষকন্যা ছিলেন, তিনিই হিমালয়গৃহে জন্ম লাভ করিয়া সম্প্রতি আরূঢ়যৌবনা হইয়াছেন; এক্ষণে সেই পরম-সুন্দর স্ত্রীরত্ন তদীয় পরিচর্য্যার্থে সর্ব্বদাই নিকটে আছেন, তথাপি তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও চিত্তবিকার হয় নাই। অতএব তুমি সেই মহাদেবের চিত্ত বিমোহন করিতে সজ্জীভূত হও, যে প্রকারে তিনি ইন্দ্রিয়ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া পার্ব্বতীর পাণিগ্রহণ করেন। হে কুসুমায়ুধ! তুমি বীরচূড়ামণি, তোমার বাহুবলে সকলের অসাধ্য কার্য্য সংসাধিত হয়, তোমার বীরত্ব ব্যতীত এবম্বিধ সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করা অন্য কোন ব্যক্তিরই ক্ষমতা নাই। অতএব আমার এই আজ্ঞা পালন করিয়া দেবগণকে সুস্থচিত্ত কর; তোমার প্রসাদে ত্রিলোক সুস্থ হউক্।

শিবমোহনার্থে কামের যাত্রা।

দেবরাজ কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কামদেব বিস্ময়াপন্ন হইয়া পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদত্ত সুদারুণ অভিশাপ স্মরণ করতঃ মনে করিলেন, ইহা না হইবেই বা কেন? আমি পূর্ব্বে যৎকালে অস্ত্র পরীক্ষার নিমিত্ত, সন্ধ্যা কন্যার নিকটস্থ বিধাতাকে বাণ প্রহার করিয়াছিলাম, সেই বাণপ্রহারে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, "অরে দুষ্টাচার মন্মথ! আমি তোমাকে উৎপন্ন করিয়া অমোঘ ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অর্পণে বলদর্পিত করিয়াছি, এই নিমিত্ত স্বয়ং তোমাকে বিনষ্ট না করিয়া এক্ষণে ক্ষান্ত থাকিলাম; কিন্তু ইহার প্রতিফল কিছুকাল পরে প্রাপ্ত

হইবে; দেবকার্য্যের অনুরোধে মহাদেবের উপর বাণ প্রহার করিয়া তাঁহার নেত্রাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে”। সেই শাপের কালপূর্ণ হইয়াছে, দৈবকে কোন ব্যক্তিই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না। কামদেব উক্তপ্রকার অভিশাপ স্মরণ করিয়া অন্তঃকরণে অত্যন্তই বিসন্ন হইলেন; তথাপি অঙ্গীকৃত বিষয়ের অন্যথা না করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন, হে দেবরাজ! আপনি যাহা অনুমতি করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব; কিন্তু যোগকার্য্যে যতাত্মা সেই মহাদেব যদি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সমস্ত দেবগণের সহিত আপনি আমার সাহায্যার্থে যত্ন করিবেন। ইন্দ্র বলিলেন, তোমার রক্ষার্থে যে আমরা সম্পূর্ণরূপ যত্নবান্ হইব, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই; প্রার্থনা করি তুমি জয়ী হও, এবং ঐরূপ বিপদ্ ঘটনা না হউক্।

ইন্দ্রের বাক্যাবসান হইলে কামদেব যথাবিধি অভিবাদন করিয়া দেবসভা হইতে বিনিঃসৃত হইলেন। নিজালয়ে সমাগত হইয়া প্রাণকান্তা রতিকে এবং প্রাণসখা বসন্তকে, সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া দুই জনকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের তপোবনে যাত্রা করিলেন। ইত্যবসরে দেবরাজ সমুদায় দেবতাগণকে আনাইয়া বলিলেন, হে দেবগণ! কামদেব দেবগণের উপকারার্থে অতি সুদারুণ কর্ম্ম করিতে গমন করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিলে গাত্রের শোণিত শুষ্ক হয়! অতএব অবিলম্বেই তোমরা সকলে তাহার সাহায্যার্থে মহাদেবের তপোবনে যাত্রা কর। আমার আজ্ঞাতে

কামদেব মহাদেবের চিত্ত বিমোহন করিয়া সেই সুদারুণ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। অতএব নিরন্তর তোমরা তাহার পশ্চাতে থাকিয়া, আবশ্যকমত আনুকূল্য করিবে। যদিও তোমাদিগের দ্বারা সে বীরবরের কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য হইবে না, তথাপি তাঁহার সন্তোষের নিমিত্তও তৎসন্নিধানে থাকিবে; মদন যখন মহাদেবের উপর সম্মোহন বাণ যোজনা করিবেন, অবশ্যই আমায় সংবাদ প্রেরণ করিবে, তৎক্ষণমাত্রেই আমি উপস্থিত হইব; এই বলিয়া ইন্দ্র দেবগণকে বিদায় করিলেন। তাঁহারা তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মদন সগণে তপোবনমধ্যে নিভৃত থাকিয়া শিব সম্মোহন করিবার ছিদ্রান্বেষণ করিতেছেন। ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হওয়াতে, সমুদায় ঋতু স্ব স্ব স্বীয় পুষ্পভার সমভিব্যাহারে, সেই বনে উপস্থিত হইয়াছে; বৃক্ষ বনস্পতি লতাগুল্মাদি সকলেই পুষ্পভারে অবনত; মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতেছে; ভ্রমরনিকর মধুর স্বরে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড্ডীন হইয়া ভ্রমরীর সহিত মধুপান করিতেছে; মুকুলভরে অবনত রসালতরুশাখায় মত্ত কোকিল সকল পঞ্চমস্বরে কুহূধ্বনি করিতেছে; সুগন্ধিপুষ্পগন্ধে পরিপূর্ণ সেই বনস্থলী যেন কেলীময়ী সুকুমারীর ন্যায় শোভাতিশায়িনী হইল; তদ্বনচর যাবদীয় গন্ধর্ব্ব অপ্সরা, নরকিন্নর, পক্ষী, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই মদনোন্মত্ত হইয়া, অনবরত প্রিয়ানুগত হইয়া, কালযাপন করিতে লাগিল। যে তপস্বী সকল বহুকাল তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহারাও দুরন্ত বসন্তের অভূতপূর্ব্ব সমাগম দেখিয়া বিস্ময়া-

পন্ন হইলেন ; চিত্তচাঞ্চল্যকে তুর্নিবার্য্য দেখিয়া অনেকেই ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে প্রস্থান করিলেন। কত যোগীর যোগ ভ্রষ্ট হইল ; ইন্দ্রিয়ক্ষোভে অধীর হইয়া, কত জন উন্মত্তের ন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান করিতে থাকিলেন। অধিক কি বলিব, যাহারা নিতান্ত শিবপরায়ণ মহেশের প্রমথগণ, তাহারাও বিকলান্তঃকরণ হইয়া উঠিল ; তথাপি ত্রিলোচনের ক্ষণার্দ্ধের নিমিত্তও অন্তঃকরণে বিষয়ানুরাগ হইল না। তখন মদন বিবেচনা করিলেন যে, আমার সৈন্য সামন্ত দ্বারা উদ্দেশ্য কার্য্যের কিছুই সফল হইল না, অতএব আপনাকেই অগ্রসর হইতে হইল ; এই বিবেচনা করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করতঃ রতি সমভিব্যাহারে মহাদেবের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান তেজঃপ্রভাতে কোটি সূর্য্যের প্রভাকেও যেন উপহাস করিতেছেন ; তদ্দর্শনে মদন ভীতান্তঃকরণ হইলেন ; কিন্তু প্রতিশ্রুত বিষয় না করিলেও নয়, এই বিবেচনায় ধনুতে জ্যা সংযোগ করিতে যান, এমন সময়ে রতি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্রাণবল্লভ ! আমার বাক্য শ্রবণ করুন ; যোগীশ্বরের উপর বাণ প্রহার করিবেন না ; যাঁহার দেদীপ্যমান প্রভামণ্ডল দ্বারা নভোমণ্ডল আলোকিত হইয়াছে ; গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ের রবিমণ্ডলকেও বরং নিরীক্ষণ করা যায়, কিন্তু তেজঃপুঞ্জময় ইহাঁর গাত্রে নেত্রপাত করিতেও সমর্থ হইতেছি না ; ইহাঁর উপর বাণ প্রহার করিয়া কি প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতা-

হুতি প্রদান করিবেন? পতঙ্গ হইয়া অনল পর্ব্বতকে লঙ্ঘন করিবেন? জীবনাথ! আমার জীবন থাকিতে আপনার এ কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়। তবে যদি নিতান্ত করিতে হয়, অগ্রে আমাকে বিনষ্ট করুন, পরে আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিবেন। বিশেষতঃ গত যামিনীর শেষ যামে আপনার অমঙ্গল স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি, এবং আমার দক্ষিণাঙ্গ ও দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করিতেছে; না জানি কি দুর্দ্দৈবই ঘটিবে! রতি এই কথা বলিলে, মদন সহাস্য বদনে বলিলেন, প্রিয়তমে! তুমি কি আমার পরাক্রম বিস্মৃত হইয়াছ? আমার কুসুমশরাসনের বশীভূত না হয়, এমন কেহ কি ত্রিভুবনে আছে? অন্যের কথা কি বলিব, আমার শরপ্রহারে অচেতন হইয়া ত্রিলোকবিধানকর্ত্তা বিধাতা এবং স্বারাজ্যাধিপতি ইন্দ্র, নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র, ইহাঁরাই বা কি না করিয়াছেন? কেহ কন্যাতে, কেহ গুরুদারাতে, কেহ বা গুরুতনয়াতে, অভিগমনে উদ্যত হইয়াছেন; যাহা শ্রবণ করিলে, মর্ত্ত্যবাসীগণও শ্রবণযুগলে হস্তার্পণ করিয়া কম্পিতকলেবর হয়। যদি বল ইনি তাঁহাদের অপেক্ষাও তেজঃপুঞ্জ, তাহা হইলেও ইহাঁর পূর্ব্বপত্নী পার্ব্বতীদেবী যখন নিকটে আছেন, প্রিয়তমে! তখন আর ভয়ের বিষয় কি? যে সময়ে ধ্যান বিরাম করিয়া পার্ব্বতীকৃত পরিচর্য্যা গ্রহণ করিবেন, তৎকালে বাণ প্রহার করিলে পার্ব্বতীর বদন দর্শন করিয়াই আনন্দবিহ্বল হইয়া পার্ব্বতীকে ভার্য্যা গ্রহণ করিতেই সচেষ্ট হইবেন; কোপপ্রকাশের অবসর থাকিবে

না। অতএব প্রেয়সি! তোমার চিন্তা নাই; তুমি স্ত্রী স্বভাবসুলভ অকারণ ভয়েভীতা হইয়া আমার ত্রিভুবনজয়ী নিষ্কলঙ্ক যশোরাশিতে কলঙ্কবিন্দু প্রদান করিও না। মদন এই কথা বলিলে রতি বলিলেন, জীবনাথ! আপনি যতই বলুন, কিছুতেই আমার অন্তঃকরণ প্রশান্ত হইতেছে না, ইহার কারণ কি? কামদেব বলিলেন, কান্তে! তোমার নিতান্ত কোমলান্তঃকরণ, সুতরাং ভ্রমভীরু হইয়াছ। এই কথা বলিয়া কিয়ংকাল নিবৃত্ত থাকিয়া কামদেব ক্রমশঃ নিকটস্থ হইলেন, এবং পর্য্যায়-ক্রমে সংরোপিত তরুশ্রেণী লতাগুল্মাদি বেষ্টনে প্রাচীরের ন্যায় আবৃত মহেশের ধ্যানাস্পদে, চৌরের ন্যায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্রমের প্রান্তভাগে যে স্থানে রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের শাখা সকল ধরাতলাবলম্বিনী হইয়াছে, সেই স্থানে পল্লবাবৃত হইয়া থাকিলেন। সেই আশ্রমমধ্যে দেবদারুশাখাতে আচ্ছাদিত পরিষ্কৃত বেদিকার উপরিভাগে কতকগুলি আস্তৃত কুশোপরে শার্দ্দূলচর্ম্ম পাতন করিয়া, তদুপরি উপবিষ্ট যোগরত মহাদেবের অপূর্ব্বরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। আশ্রমের পার্শ্বস্থ দ্বারনিকটে সখাদ্বয় উপবিষ্ট হইয়া আছেন। কিছুকাল পরে দৃঢ়তর বন্ধ যোগাসন শ্লথ হইতে লাগিল; ক্রমশঃ ধ্যান ভঙ্গ হইয়া নয়নত্রয় প্রোন্মীলিত হইলে, নন্দী অষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে অনুমতি লাভের ইচ্ছায় কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান থাকিলে যোগাবর বলিলেন, নন্দিন্! আমার প্রমথগণের সহিত তুমি আনন্দমনা আছ? নন্দী বলিলেন,

দয়াময়! আপনকার চরণ সন্নিধানে থাকিয়া, আমরা অনুক্ষণই পূর্ণানন্দ অনুভব করি; এই কথা শুনিয়া মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিলেন। নন্দী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! আপনকার পরিচর্য্যাকারিণী গিরীন্দ্রনন্দিনী দণ্ডায়মানা আছেন, অনুমতি হইলে পরিচর্য্যার্থে আগমন করেন। মহাদেব জটাজূটযুক্ত মস্তক ঈষৎ হেলন করিয়া নিকট-বর্ত্তিনী হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর নন্দী অগ্রসর হইয়া গৌরীকে আশ্রমে প্রবিষ্ট করাইলেন; মহেশ্বর দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক গিরিকন্যার শারীরিক সচ্ছন্দভাব অবগত হইয়া নন্দীকে বলিলেন, নন্দিন্! এই কন্যাটী গিরিরাজের প্রাণতুল্য প্রিয়তমা, ইহাঁকে একান্ত সুশীলা দেখিয়া তপস্বিগণের আচরণ শিক্ষার নিমিত্ত আমার নিকটে রাখিয়া গিয়াছেন। অতএব সর্ব্বদাই তোমরা দৃষ্টি রাখিবে, কোন ব্যক্তির নিকটে ইনি অবমানিতা না হন। এই কথা নন্দীকে বলিতেছেন, ইতোমধ্যে সখী-দ্বয়ের সহিত পার্ব্বতী শিবসম্মুখে প্রণতা হইয়া স্বহস্ত গ্রথিত পদ্মবীজসম্ভূত মালা শিবহস্তে সমর্পণ করিলেন। এই ঘটনাটী দর্শন করিয়া হতদর্প কন্দর্প অতুল সাহসে হৃষ্টরোমা হইলেন। তিনি শিবমোহিনীকে শিবসম্মুখে দর্শন করিয়া বলদর্পে যেন দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন; পুষ্প-ময় ধনুতে সংহর্ষণ নামক বাণ যোজনা করিয়া মহে-শ্বরের উপর নিঃক্ষেপ করিলেন। কামশরে আহত হইয়া মহেশ্বর অভূতপূর্ব্ব আহ্লাদসহকারে পার্ব্বতীর বদনার-বিন্দ দর্শন করিতে লাগিলেন। আকর্ণনয়না পার্ব্বতী

স্বভাবতঃই শিবমোহিনী, তদুপরি আবার বসন্তপুষ্পাভরণে বিভূষিতা হইয়া সমধিক সুশোভিতা হইয়াছেন; মহাদেব একাগ্রচিত্তে তাঁহার রূপরাশি দর্শন করিতে থাকিলেন। ইত্যবসরে মদন পুনর্ব্বার সম্মোহন বাণ ধনুতে যোজনা করিয়া শিবহৃদয়ে প্রহার করিবামাত্র, মহাদেব একান্ত বিমুগ্ধচেতা হইয়া পর্ব্বতনন্দিনীকে যেরূপ সমাদর এবং সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন তদ্দণ্ডেই পার্ব্বতীর পাণি গ্রহণ করেন। এই রূপ চাঞ্চল্যভাব অবলোকন করিয়া অন্তরীক্ষে সশঙ্কিতচিত্ত ইন্দ্রাদি দেববৃন্দের অপার আনন্দের উদয় হইল; তাঁহারা কামদেবের মস্তকোপরি ক্ষণে ক্ষণে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, মহাদেব মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমার প্রশান্তচিত্তের ঈদৃশভাব কি কারণে উপস্থিত হইল! এই পার্ব্বতী-বদন প্রায়ই দেখিয়াছি, কিন্তু কোন দিন এরূপ অধৈর্য্য হই নাই। অদ্য যে অবসাঙ্গ হইলাম! আমার বিবেক সারথিই বা কোথায় রহিলেন? এই বিশুদ্ধ দেহরথ কি হঠাৎ কলঙ্কপঙ্কে মগ্ন হইবে? এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে ইতস্ততঃ নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন যে, আশ্রমের প্রান্তভাগে বীরাসনে উপবিষ্ট পঞ্চশর আকর্ণ আকর্ষণে স্বকীয় চারু চাপকে চক্রীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার বাণপ্রহারে উদ্যত হইয়াছেন। ইত্যবসরে ত্রিকালজ্ঞ ব্রহ্মা মদনের ধনুঃসার, শক্তিসার, প্রাণসার, আর বসন্তসার, এই কএকটী সংগ্রহ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাদেব মদনকে

দেখিয়াই নিশ্চয় করিলেন যে, আমার এই মহান্ চিত্ত-বিকার এই দুরাত্মা কর্ত্তৃকই হইয়াছে; যাহা হউক এ পাপাত্মা সকলকে বিমুগ্ধ করে, এই সাহসে আমাকেও মুগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই চিন্তা করিতে করিতে ক্রোধে অধীর হইলেন, নয়নত্রয় প্রলয়কালের অনলের ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল, ক্ষণকালের মধ্যে কপাল-নেত্র হইতে যে অগ্নিরাশি নিঃসৃত হইল, সে যেন জগৎ-সংসারকে ভস্মরাশিই করিবে। সেই ভীষণ মুর্ত্তি অগ্নিকে দর্শন করিয়া দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উচ্চৈঃশব্দে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো দয়াময়! এই মন্মথকে রক্ষা করুন; ইনি নিজদর্প প্রকাশের নিমিত্ত আপ-নার যোগভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; দেবতাগণের অনুরোধে ত্রিজগতের হিতসাধনের নিমিত্তই এই দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; অতএব হে জগন্নাথ! এই লোক-হিতৈষী মদনকে নষ্ট করিবেন না। দেবগণ এই কথা বলিতে বলিতেই সেই অনলরাশি কন্দর্পকে ভস্মাবশেষ করিল।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

রতির বিলাপ।

তীব্রতেজা অনল বজ্রাগ্নি-বেগে মন্মথের উপর পতিত হইলে, কামপত্নী রতির সেই সময় যে কতই দুঃখময় হইয়াছিল তাহা অনির্ব্বচনীয়। তৎক্ষণমাত্রেই রতি মূর্চ্ছিতা হইলেন; ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি রোধ হইয়া মুহূর্ত্ত-কাল কোন দুঃখই অনুভূত হইল না; মূর্চ্ছাও একান্ত উপকারিণী হইয়া প্রিয়সখীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। কিছুকাল মূর্চ্ছিতা থাকিয়া কামবধূ বিবোধিতা হইলেন; অস্তেব্যস্তে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পতি ভূমি-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন; দ্রুতপদে নিকটস্থা হইয়া উচ্চ-রবে বলিলেন, জীবিতনাথ! তুমি কি জীবিত আছ? এই বাক্যের কিছুই উত্তর না পাইয়া গাত্র স্পর্শ করিয়া দেখিলেন যে, পুরুষাকৃতি ভস্মরাশিমাত্র; তদ্দর্শনে রতি পুনর্ব্বার বিহ্বলা হইয়া, ছিন্ন মুল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিতা হইলেন; পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হইয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন, এই প্রকার বারম্বার ধর-ণীকে আলিঙ্গন করিয়া, আলুলায়িত কেশে উচ্চৈঃশব্দে এরূপ রোদন করিতে লাগিলেন যে, নয়নাশ্রু দ্বারা ধরাতল অভিষিক্ত হইয়া গেল, বোধ হইল পৃথিবীও তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতেছেন।

এইরূপে ক্ষণকাল চীৎকার করিতে করিতে কণ্ঠস্বর

আবদ্ধপ্রায় হইল; চীৎকার করিতে আর সামর্থ্য থাকিল না। তখন উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে জীবিতেশ! যদি বিলাসিনী রমণীরা নিজনাথের অত্যন্ত রূপলাবণ্য দর্শন করে তাহা হইলে মনে করে আমার কান্তের কন্দর্পের ন্যায় কান্তি; অতএব নাথ! তোমার সুন্দরাঙ্গই যাবদীয় সুন্দরের উপমার স্থল। আহা! এমন সুন্দরাঙ্গও ভস্মরাশি হইল! তথাপি আমি জীবিতা থাকিলাম! ইহাতে নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে যে, রমণী-হৃদয় অত্যন্তই কঠিন; তাহা না হইলে এতক্ষণ অবশ্যই আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যাইত! হে নাথ! সেতুভগ্ন হইলে জলরাশি যেমন জলপ্রাণা পদ্মিনীকে প্রান্তরে নিক্ষেপ করিয়া গমন করে, তদনুরূপ অধীনীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন! প্রাণবল্লভ! আপনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার প্রাণের সারাংশ, অতএব হৃদয়ের অভ্যন্তরেই তোমার বাসস্থান; উপদ্রবশূন্য হৃদয়কুঞ্জে তোমায় রাখিয়াছি;" এই সমস্ত কথাকে সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এক্ষণে জানিলাম সেটী তোমার সমাদর বাক্যমাত্র! আমি যদি তোমার হৃদয়বাসিনী হইতাম, অবশ্যই মদীয় কলেবরও ভস্মাবশেষ দশা প্রাপ্ত হইত! হে রমণ! তুমি কোনও কারণবশতঃ অর্দ্ধমুহূর্ত্তও আমাকে না দেখিতে পাইলে অবিলম্বে আসিয়া যেরূপ সমাদর করিতে, এক্ষণে তাহাই স্মৃতিপথাবলম্বী হইয়া অসীম দুঃখরাশি উদ্রিক্ত করিতেছে! সেই অতুল্য আদরের ঈষৎ তুলনাও কি কোথাও দর্শন

করিব! দরিদ্র কর্ত্তৃক দৈবযোগে লব্ধ মহারত্ন যদি অপহৃত হইয়া পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়, তবে সে আদরও তোমার সে আদরের শতাংশ তুল্য হইবে না। আমি সামান্য আঘাতে কখনও কিঞ্চিৎ ম্লানভাব প্রকাশ করিলেও তুমি দুরন্তাঘাতে প্রব্যথিতের ন্যায় সকাতর হইয়া আমায় সান্ত্বনা করিতে! আমি তোমার সেই আদরিণী, এক্ষণে অনাথিনী হইয়া রোদন করিতে করিতে ম্রিয়মাণ দশাকে প্রাপ্ত হইলাম! তথাপি কি একবার প্রিয়সম্ভাষে আমায় আশ্বাস প্রদান করিবেন না! এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিয়া রতি প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যতা হইলে, দেবতাগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, রতি! তুমি পতিশোকে যেরূপ শোকাকুলা হইয়াছ, একান্তহিতৈসী সেই কন্দর্পের শোকে আমরাও তদ্রূপ শোকসন্তপ্ত হইয়াছি! অতএব আমরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কন্দর্পকে পুনর্ব্বার জীবিত করিব; ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। রতিকে এবম্বিধ আশ্বাস প্রদান করিয়া দেবতাগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পার্ব্বতীর সহিত শিবের কথা।

রতির বিলাপ শ্রবণে মহাদেবের কোপনিবৃত্তি হইলে, রুচিরাননা পার্ব্বতী নির্জ্জন দর্শন করিয়া মহাদেবকে বলিতে লাগিলেন, হে শম্ভো! আমি আদ্যা প্রকৃতি, তুমি আমাকেই পত্নীভাবে লাভ করিবার জন্য এই তীব্রতর তপস্যা করিতেছ; তবে কি হেতু কন্দর্পকে বিনাশ করিলে! কাম বিনষ্ট হইলে পত্নীতে প্রয়োজন কি? আর যোগীজনের

এরূপ ধর্ম্মও নয় যে, শতাপরাধ করিলেও কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাদেব চকিত প্রায় নেত্রোন্মীলনে ধ্যান করিয়া দেখিলেন, ইনিই আদ্যা-প্রকৃতি; সম্প্রতি পর্ব্বতনন্দিনী হইয়াছেন। অমনি তৎ-ক্ষণমাত্রে হর্ষপুলকে পুলকিতাঙ্গ হইলেন; নয়নোন্মীলন করিয়া সেই সর্ব্বলোকৈকসুন্দরী গিরীন্দ্রকন্যাকে দর্শন করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, আমি জানিয়াছি আপনি পরমাপ্রকৃতি ব্রহ্মসনাতনী; স্বকীয় লীলাক্রমে অবতীর্ণা হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে আপনিই আমা-দিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং পুরুষত্রয়ের মধ্যে আমার প্রতি বিশেষরূপে সন্তুষ্টা যইয়া বরদান করিয়া ছিলেন যে, "আমি পূর্ণারূপেই তোমার পত্নী হইব"। হে নিত্যা-নন্দময়ি! আপনিই দক্ষকন্যা সতী ছিলেন; সেই সতী-দেহ পরিত্যাগ করাতে তদবধি নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া প্রোজ্জ্বলিত বিয়োগানলকে শান্ত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ধ্যানাবলম্বন করতঃ আপনার অলৌকিক রূপদর্শনে কালা-তিপাত করিতে ছিলাম। অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। সতী-বিযোগে যে তামসীনিশা উপস্থিতা হইয়াছিল, সেই রজনী অদ্য সুপ্রভাতা হইল। রুচিরাঙ্গী সতীর অবিকল মুর্ত্তি দেখিয়া অপভ্রষ্ট মহানিধিকে আমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলাম। এই কথা শ্রবণ করিয়া স্মিতবক্ত্রা পার্ব্বতী বলিলেন, শম্ভো! তোমার ভক্তিভাবে আমি নিতান্ত সন্তুষ্টা হইয়া হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে পতিলাভ করিতেই এস্থানে আগমন করিয়াছি। একান্ত

ভক্তিযুক্ত হইয়া যে জন আমায় যে ভাবে ভজনা করে, সে আমায় সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়। শম্ভো! আমি সেই সতী যিনি তোমাকে ত্যাগ করিয়া অতিভীমা ত্রৈলোক্যমোহিনী কালীমূর্ত্তিতে দক্ষের যজ্ঞস্থলে উপস্থিতা হইয়াছিলেন। মধুর-ভাষিণী পার্ব্বতীর প্রেমপূর্ণ বাক্যে গদ্গদচেতা হইয়া মহা-দেব বলিতে লাগিলেন, হে দেবি! তুমি যদি আমার প্রাণে-শ্বরী সতী হইলে, তবে দক্ষের যজ্ঞবিনাশের নিমিত্ত যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে, সেই কালীমূর্ত্তিতে দিগম্বরী হইয়া, আমাকে দর্শনদান কর; তাহা হইলেই আমার তপস্যা সফল হয়।

কালীরূপ দর্শন।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণকে সূত গোস্বামী বলিলেন, ঋষিগণ! অতঃপর বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ করুন। মহাদেব কর্ত্তৃক ঐ রূপ প্রার্থিত হইয়া গিরীন্দ্রকন্যা কালী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই সুস্নিগ্ধ; অঞ্জনপ্রভা; দিগ-ম্বরী; বদনমণ্ডল যেন প্রফুল্ল নীলকমল আকর্ণনয়না; পরি-পূর্ণযৌবনা; আলুলায়িত সুকুঞ্চিত কেশজাল পাদতল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে; লম্বমান লোলজিহ্বার উপরি-ভাগে কুন্দবিনিন্দিত দন্তপঙক্তি শোভা করিতেছে; মণি-ময় কিরীটকুণ্ডলালঙ্কৃত অরিমুণ্ড-নিকর দ্বারা গ্রথিত মালা আজানুলম্বিত হইয়া দোদুল্যমান হইতেছে; পূর্ণ-চন্দ্রের মালাতে বিভূষিত নিবিড় মেঘরাশি যেন রাশি রাশি শোভা প্রকাশ করিতেছে; আজানুপরিমিত বাহু-

চতুষ্টয় বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া বর, অভয়, খড়্গ এবং সদ্যশ্ছিন্ন অরিমুণ্ড, এই চতুষ্টয়ে শোভিত হইয়াছে; রত্নসারনিকরে সমধিক দেদীপ্যমান রত্নমুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। মহাদেব সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী দেবীকে দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে রোমাঞ্চিত হইলেন; পূর্ণানন্দলাভে প্রেমাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তখন বলিলেন, হে দেবি! দীর্ঘকাল তোমার বিরহদহন বহন করিয়া আমার হৃদয় বিদগ্ধ হইয়াছে; তুমি অন্তর্যামিনী শক্তি; তোমার অগোচর কিছুই নাই; অতএব নীলকমলতুল্য ঐ পাদপদ্ম আমার হৃদয়-দেশে কিয়ৎকাল রাখিতে হইবে, বিচ্ছেদানলে সমুত্তপ্ত হৃদয়কে আমি সুশীতল করিব। এই কথা বলিয়া মহাদেব যোগাবলম্বনে শয়ন করিলেন। মহাকালী তাঁহার হৃদয়োপরি দণ্ডায়মানা হইলেন। পরমারাধ্য পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হওয়াতে মহাদেব বাহ্যজ্ঞানবিহীন শবরূপী হইয়া থাকিলেন। সেই সদাশিবের দেহ হইতে একজন পঞ্চবদন মহাদেব বিনিঃসৃত হইয়া সহস্র নাম পাঠ করিয়া মহাকালীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

কালীর সহস্র নাম স্তোত্র।

শিব উবাচ।

অনাদ্যা পরমাবিদ্যা প্রধানা প্রকৃতিঃ পরা।
প্রধান পুরুষারাধ্যা প্রধানপুরুষেশ্বরী॥

প্রাণাত্মিকা প্রাণশক্তিঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতৈষিণী।
উমাচোন্মত্তকেশীচ উত্তমোন্মত্তভৈরবী॥
উর্ব্বসী চোন্নতা চোগ্রা মহোগ্রা চোন্নতস্তনী।
উগ্রচণ্ডোগ্রনয়না মহোগ্রদৈত্যনাশিনী॥
উগ্রপ্রভাবতী চোগ্রবেগাত্যুগ্রপ্রমর্দ্দিনী।
উন্মত্তভৈরবারাধ্যা মহোন্মত্তপ্রমর্দ্দিনী॥
উগ্রতারোর্দ্ধনয়না চোর্দ্ধস্থাননিবাসিনী।
উন্মত্তনয়নাত্যুগ্রদন্তোত্তুঙ্গস্থলালয়া॥
উল্লাসিন্যুল্লসচ্চিত্তা চোৎফুল্লনয়নোজ্জ্বলা।
উৎফুল্লকমলারূঢ়া কমলা কামিনী কলা॥
কালী করালবদনা কমনীয়া সুকামিনী।
কোমলাঙ্গী কৃষাঙ্গীচ কৈটভাসুরমর্দ্দিনী॥
কালিন্দী কমলস্থা চ কান্তা কাননবাসিনী।
কুলীনা নিষ্কলা কৃষ্ণা কালরাত্রিস্বরূপিণী॥
কুমারী কামরূপা চ কামিনী কৃষ্ণপিঙ্গলা।
কপিলা শান্তিদা শুদ্ধা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী॥
কৌমারী কার্ত্তিকা দুর্গা কৌষিকী কুণ্ডলোজ্জ্বলা।
কুলেশ্বরীকুলশ্রেষ্ঠা কুন্তলোজ্বলমস্তকা॥
ভবানী ভাবিনী বাণী শিবানী শিবমোহিনী।
শিবপ্রিয়া শিবারাধ্যা শিবপ্রাণৈকবল্লভা॥
শিবপত্নী শিবস্তত্যা শিবানন্দপ্রদায়িনী।
ত্রৈলোক্যজননী শম্ভুহৃদয়স্থা সনাতনী॥
সদয়া নির্দ্দয়া মায়া শিবা ত্রৈলোক্যমোহিনী।
ব্রহ্মাদিত্রিদশারাধ্যা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়িনী॥
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মগায়ত্রী সাবিত্রী ব্রহ্মসংস্তুতা॥

ব্রহ্মোপাস্যা ব্রহ্মশক্তি র্ব্রহ্মসৃষ্টিপ্রদায়িনী।
কমণ্ডলুকরা সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
চতুর্ব্বেদাত্মিকা যজ্ঞসূত্ররূপা দৃঢ়ব্রতা।
হংসারূঢ়া চতুর্ব্বক্ত্রা চতুর্ব্বক্ত্রাভিসংস্তুতা॥
বৈষ্ণবী পালনকরী মহালক্ষ্মীর্হরিপ্রিয়া।
শঙ্খচক্রধরা বিষ্ণুশক্তির্ব্বিষ্ণুস্বরূপিণী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুপ্রাণৈকবল্লভা।
যোগনিদ্রাঙ্করা বিষ্ণুমোহিনী বিষ্ণুসংস্তুতা॥
বিষ্ণুসম্মোহনকরী ত্রৈলোক্যপরিপালিনী।
শঙ্খিনী চক্রিণী পদ্মা পদ্মিনী মূষলায়ুধা॥
পদ্মালয়া পদ্মসংস্থা পদ্মমালাবিভূষিতা।
গরুড়স্থা চারুরূপা সম্পদ্রূপা সরস্বতী॥
বিষ্ণুপার্শ্বস্থিতা বিষ্ণুপরমাহ্লাদদায়িনী।
সম্পত্তিঃসম্পদাধারা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী॥
শ্রীর্ব্বিদ্যা সুখদা সৌখ্যদায়িনী দুঃখনাশিনী।
দুঃখহন্ত্রী সুখকরী সুখাসীনা সুখপ্রদা॥
সুখসম্পন্নবদনা নারায়ণমনোরমা।
নারায়ণী জগদ্ধাত্রী নারায়ণবিমোহিনী॥
নারায়ণশরীরস্থা বনমালাবিভূষিতা।
দৈত্যঘ্নী পীতবসনা সর্ব্বদৈত্যপ্রমর্দ্দিনী॥
বারাহী নারসিংহী চ রামচন্দ্রস্বরূপিণী।
রক্ষোঘ্নী কাননাবাসা অহল্যাশাপমোচিনী॥
সেতুবন্ধকরীসর্ব্বরক্ষঃকুলবিনাশিনী।
সীতা পতিব্রতা সাধ্বী রামপ্রাণৈকবল্লভা॥
অশোককাননাবাসা লঙ্কেশ্বরবিনাশিনী।
লঙ্কেশ্বরসমারাধ্যা সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী॥

রামস্তুতা রমা রামশত্রুহন্ত্রী রণপ্রিয়া।
গোপিনী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনীবরবর্ণিনী ॥
রুক্মিণী কৃষ্ণরূপাচ কংশাসুরবিনাশিনী।
নীতিঃসুনীতিঃসুকৃতিঃ কীর্ত্তির্মেধা বসুন্ধরা ॥
দিব্যমাল্যধরা দিব্যা দিব্যগন্ধানুলেপনা।
দিব্যবস্ত্রপরীধানা দিব্যস্থাননিবাসিনী ॥
মহেশ্বরী প্রেতসংস্থা প্রেতভূমিনিবাসিনী।
নির্জ্জনস্থা শ্মশানস্থা ভৈরবী ভীমলোচনা।
সুঘোরা ঘোরনয়না ঘোররূপা ঘনপ্রভা ॥
ঘনস্তনী ঘনশ্যামা প্রেতভূমিপ্রিয়ালয়া।
খট্টাঙ্গধারিণী দ্বীপিচর্ম্মাম্বরবিশোভিতা ॥
মহাকালী চতুর্বক্ত্রা চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী।
উদ্যানকাননাবাসা পুষ্পোদ্যানবনপ্রিয়া ॥
বলিপ্রিয়া মাংসভক্ষ্যা রুধিরাসবভক্ষিণী।
ভীমরবা সাট্টহাসা রণনৃত্যপরায়ণা ॥
অসুরাসৃক্প্রিয়াচৈব দুষ্টদানবমর্দ্দিনী।
দৈত্যবিদ্রাবিণী দৈত্যমথনী দৈত্যসূদিনী ॥
দৈত্যঘ্নী দৈত্যহন্ত্রী চ মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
রক্তবীজনিহন্ত্রী চ শুম্ভাসুরবিনাশিনী ॥
নিশুম্ভহন্ত্রী ধূম্রাখ্যমর্দ্দিনী দুর্গহারিণী ॥
দুর্গাসুরনিহন্ত্রী চ শিবদূতী মহাবলা।
মহাবলবতী চিত্রবস্ত্রা রক্তাম্বরামলা ॥
বিমলা ললিতা চারুহাসা চারুত্রিলোচনা।
অজেয়া জয়দা জ্যেষ্ঠা জয়শীলাহপরাজিতা ॥
বিজয়া জাহ্নবীদুষ্টজৃম্ভিনী জয়দায়িনী।
জগদ্রক্ষাকরীসর্ব্বজগচ্চৈতন্যরূপিণী ॥

জয়া জয়ন্তী জননী জনরক্ষণতৎপরা।
জনরূপা জনস্থা চ জপ্যা জাপকবৎসলা ॥
জাজ্বল্যমানা জিজ্ঞাসা জন্মনাশবিবর্জ্জিতা।
জরাতীতা জগন্মাতা জগদ্রূপা জগন্ময়ী ॥
জঙ্গমা জ্বালিনী জম্ভা জম্ভিনী দুষ্টতাপিনী।
ত্রিপুরঘ্নী ত্রিনয়না মহাত্রিপুরতাপিনী ॥
তৃষ্ণা জাতিঃপিপাসা চ বুভুক্ষা ত্রিপুরা প্রভা।
ত্বরিতা ত্রিপুটা ত্র্যক্ষ্যা তন্বী তাপবিবর্জ্জিতা ॥
ত্রিলোকেশী তীব্রবেগা তীব্রা তীব্রবলাশ্রয়া।
নিঃশঙ্কা নির্ম্মলাভা চ নিরাতঙ্কানলপ্রভা ॥
বিনীতা বিনয়া বিজ্ঞা বিশেষজ্ঞা বিলক্ষণা।
বরদা বল্লভা বিদ্যুৎপ্রভা বিনয়শালিনী ॥
বিম্বোষ্ঠী বিধুবক্ত্রা চ বিবস্ত্রা বিনয়প্রদা।
বিশ্বেশপত্নী বিশ্বাত্মা বিশ্বরূপা বলোৎকটা ॥
বিশ্বেশী বিশ্ববনিতা বিশ্বমাতা বিচক্ষণা।
বিদুষী বিশ্ববিদিতা বিশ্বমোহনকারিণী ॥
বিশ্বমূর্ত্তির্ব্বিশ্বধরা বিশ্বপালনকারিণী।
বিশ্বকর্ত্রীবিশ্বহর্ত্রী বিশ্বপালনতৎপরা ॥
বিশ্বেশ্বরহৃদাবাসা বিশ্বেশ্বরমনোরমা।
বিশ্বস্থা বিশ্ববিলয়া বিশ্বমায়াবিভূতিদা ॥
বিশ্বা বিশ্বোপকারা চ বিশ্বপ্রাণাত্মিকাপিচ
বিশ্বপ্রিয়া বিশ্বময়ী বিশ্বদ্বেষবিনাশিনী ॥
দাক্ষায়ণী দক্ষকন্যা দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
বিশ্বম্ভরা বসুমতী বসুধাবিশ্বপাবনী ॥
সর্ব্বাতিশায়িনী সর্ব্বদুঃখদারিদ্রহারিণী।
মহাবিভূতিরব্যক্তা শাশ্বতী সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥

অচিন্ত্যাচিন্ত্যরূপা চ কেবলা পরমাত্মিকা।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বদা সর্ব্বপরিত্রাণপরায়ণা ॥
সর্ব্বস্থার্ত্তিহরা সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলপ্রদা।
মঙ্গলার্হা মহাদেবী সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী ॥
শান্তিঃশান্তিকরী সৌম্যা সর্ব্বশান্তিবিধায়িনী।
ক্ষান্তিঃক্ষমা ক্ষেমঙ্করী ক্ষেত্রজ্ঞা ক্ষেত্রবাসিনী ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষুধা ক্ষৌণী জগৎক্ষেমবিধায়িনী।
ক্ষেত্রস্থা ক্ষেত্রনিলয়া ক্ষেত্রস্থাননিবাশিনী ॥
ক্ষণাত্মিকা ক্ষীণতনুঃ ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণমধ্যমা।
ক্ষিপ্রগা ক্ষেমদা ক্ষিপ্তা ক্ষণদাচরনাশিনী ॥
বৃত্তির্নিবৃত্তির্ভূতানাং প্রবৃত্তির্বৃত্তলোচনা।
ব্যোমমূর্ত্তির্ব্যোমসংস্থা ব্যোমালয়কৃতাশ্রয়া ॥
চন্দ্রাননা চন্দ্রকান্তিশ্চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকা।
চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রকলা শরচ্চন্দ্রনিভাননা ॥
চন্দ্রাত্মিকা চন্দ্রমুখী চন্দ্রশেখরবল্লভা।
চন্দ্রশেখরবক্ষঃস্থা চন্দ্রলোকনিবাসিনী।
চন্দ্রশেখরশৈলস্থা চঞ্চলা চঞ্চলেক্ষণা।
ছিন্নমস্তা ছাগমাংসপ্রিয়া ছাগবলিপ্রিয়া ॥
জ্যোৎস্না জ্যোতির্ম্ময়ী সর্ব্বজ্যায়সী জীবনাত্মিকা।
সর্ব্বকার্য্যনিয়ন্ত্রী চ সর্ব্বভূতহিতৈষিণী ॥
গুণাত্মিকা গুণময়ী ত্রিগুণা গুণশালিনী।
গুণৈকনিলয়া গৌরী গুহ্যা গোপকুলোদ্ভবা ॥
গরীয়সী গুরুতরা গুপ্তস্থাননিবাসিনী।
গুণজ্ঞা নির্গুণা সর্ব্বগুণার্হা গুহ্যকালিকা ॥
গলজ্জটা গলৎকেশী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতা।
গজেন্দ্রগমনা গন্ত্রী গীতনৃত্যপরায়ণা ॥

গগনস্থা গণাধ্যক্ষা গনেশজননী তথা।
গানপ্রিয়া গানরতা গুহস্থা গৃহিণীপরা॥
গজসংস্থা গজারূঢ়া গ্রসন্তীগরুড়াসনা।
যোগস্থা যোগিনী যোগ্যা যোগচিন্তাপরায়ণা॥
যোগিধ্যেয়া যোগবন্দ্যা যোগলভ্যা যুগাত্মিকা।
যোগিজ্ঞেয়া যোগযুক্তা মহাযোগেশ্বরেশ্বরী॥
যুগান্তজলদারাবা যুগান্তজলদপ্রভা।
যুগান্তকারিণী যজ্ঞরূপা সূর্য্যসমপ্রভা॥
যুগান্তানিলবেগা চ সর্ব্বযজ্ঞফলাত্মিকা।
সংসারযোনিঃসংসারব্যাপিনী সকলাস্পদা॥
সংসারতরিসংসেব্যা সংসারার্ণবতারিণী।
সর্ব্বার্থসাধিকা সর্ব্বসংসারব্যাপিনী তথা॥
সংসারবন্ধকর্ত্রী চ সংসারপরিবর্জ্জিতা।
দুর্নিরীক্ষা সুদুষ্প্রাপ্যা ভূতি ভূর্তিমতীত্যপি॥
অনাদ্যানন্তবিভবা মহাবিভবদায়িনী।
শব্দব্রহ্মস্বরূপা চ শব্দযোনিঃ পরাৎপরা॥
ভূতিদা ভূতিমত্তা চ ভূতিহন্ত্রী বিভূতিদা।
ভূতান্তরস্থা কূটস্থা ভূতনাথপ্রিয়াঙ্গনা॥
ভূতমাতা ভূতনাথা ভূতালয়নিবাসিনী।
ভূতনৃত্যপ্রিয়া ভূতসঙ্গিনী ভূতলাশ্রয়া॥
জন্মমৃত্যুজরাতীতা মহাপুরুষসিদ্ধিদা।
ভুজগা তামসী ব্যক্তা তমোগুণবতী তথা॥
ত্রিতত্ত্বা তত্ত্বরূপা চ তত্ত্বজ্ঞা ত্র্যম্বকপ্রিয়া।
ত্র্যম্বকা ত্র্যম্বকারূঢ়া শুক্লা ত্র্যম্বকরূপিণী॥
ত্রিকালজ্ঞা জন্মহীনা রক্তাঙ্গী জ্ঞানরূপিণী।
অকার্য্যকার্য্যজননী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া॥

বৈরাগ্যযুক্তা বিজ্ঞানগম্যা ধর্ম্মস্বরূপিণী।
সর্ব্বধর্ম্মবিধানজ্ঞা ধর্ম্মিষ্ঠা ধর্ম্মতৎপরা॥
ধর্ম্মিষ্ঠপালনকরী ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণা।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিহীনা চ ধর্ম্মজন্যফলপ্রদা॥
ধর্ম্মিণী ধর্ম্মনিরতা ধর্ম্মিনামিষ্টদায়িনী।
ধন্যা ধীর্ধারণা ধীরা ধমনির্ধনদায়িনী॥
ধনুষ্মতী ধরাসংস্থা ধরণীস্থিতিকারিণী।
সর্ব্বযোনিরপাংযোনি বিশ্বযোনিরযোনিকা॥
রুদ্রাণী রুদ্রবনিতা রুদ্রৈকাদশরূপিণী।
রুদ্রাক্ষমালিনী রৌদ্রী ভক্তিমুক্তিফলপ্রদা॥
ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রবন্দ্যা চ নিত্যংমুদিতমানসা।
ইন্দ্রাণী বাসবী চৈন্দ্রী বিচিত্রৈরাবতস্থিতা॥
সহস্রনেত্রা দিব্যাঙ্গী দিব্যকেশবিলাশিনী।
দিব্যাঙ্গনা দিব্যনেত্রা দিব্যচন্দনচর্চ্চিতা॥
দিব্যালঙ্করণা দিব্যা শ্বেতচামরবীজিতা।
দিব্যহারা দিব্যপাদা দিব্যনূপুরশোভিতা॥
কেয়ূরশোভিতা হৃষ্টা হৃষ্টচিত্তা প্রহর্ষিণী।
প্রহৃষ্টমানসা হর্ষপ্রসন্নবদনা তথা॥
দেবেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জা দেবেন্দ্রপরিপূজিতা।
রাজসী রক্তবসনা রক্তপুষ্পপ্রিয়া সদা॥
রক্তাঙ্গী রক্তনেত্রা চ রক্তোৎপলবিলোচনা।
রক্তাভা রক্তবস্ত্রাচ রক্তচন্দনচর্চ্চিতা॥
রক্তেক্ষণা রক্তভক্ষ্যা রক্তমত্তা রণাশ্রয়া।
রক্তদন্তা রক্তজিহ্বা রক্তভক্ষণতৎপরা॥
রক্তপ্রিয়া রক্ততুষ্টা রক্তভক্ষণদায়িনী।
বন্ধুককুসুমাভাষা রক্তমাল্যানুলেপনা।

স্ফুরদ্রক্তাঞ্চিততনুঃ স্ফুরৎসূর্য্যসমপ্রভা।
স্ফুরন্নেত্রা পিঙ্গজটা পিঙ্গলা পিঙ্গলেক্ষণা॥
বগলা পীতবস্ত্রাচ পীতপুষ্পপ্রিয়া সদা।
পীতাম্বরা পিবদ্রক্তা পীতপুষ্পোপশোভিতা॥
শত্রুঘ্নী শত্রুসম্মোহজননী শত্রুতাপিনী।
শত্রুপ্রমর্দ্দিনী শত্রুবাক্যস্তম্ভনকারিণী॥
উচ্চাটনকরী সর্ব্বদুষ্টোৎসারণকারিণী।
বিপক্ষমর্দ্দনকরী শত্রুপক্ষক্ষয়ঙ্করী॥
সর্ব্বদুষ্টঘাতিনীচ সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী।
দ্বিভুজা শূলহস্তাচ ত্রিশূলবরধারিণী॥
শত্রুবিদ্রাবিণী শত্রুসম্মোহনকরী তথা।
শত্রুসন্তাপজননী সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী॥
ক্ষোভিনী ক্ষোভজননী দুষ্টক্ষোভবিবর্জ্জিনী।
দুষ্টানাং ক্ষোভসংবর্দ্ধা ভক্তক্ষোভনিবারিণী॥
দুষ্টসন্তাপিনী দুষ্টসন্তাপপরিবর্দ্ধিনী।
সন্তাপরহিতা ভীমা ভক্তসন্তাপনাশিনী॥
অক্ষুব্ধা ক্ষোভরহিতা দুষ্টক্ষোভপ্রদায়িণী।
দুষ্টস্তম্ভনকর্ত্রীচ সর্ব্বদুষ্টপ্রবর্হিণী॥
মহাস্তম্ভনকর্ত্রীচ ভক্তস্তম্ভনিবারিণী।
শত্রুস্তম্ভনকর্ত্রীচ স্বভক্তপরিপালিনী॥
অদ্বৈতা দ্বৈতরহিতা নিষ্কলব্রহ্মরূপিণী।
প্রত্যক্ষব্রহ্মরূপাচ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী॥
ত্রিদশেশী ত্রিলোকেশী সর্ব্বেশী জগদীশ্বরী।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুবনিতা ত্রিদশেশ্বরসংস্তুতা॥
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবারাধ্যা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেশ্বরী।
দেবরাজস্তুতা রাজ্ঞী রাজরাজেশ্বরেশ্বরী॥

দেবরাজেশ্বরী সর্ব্বদেবরাজেশ্বরেশ্বরী ।
ব্রহ্মেশসেবিতপদা সর্ব্ববন্দ্যপদাম্বুজা ॥
অচিন্ত্যরূপচরিতা অচিন্ত্যবলবিক্রমা ।
সর্ব্বচিন্ত্যপ্রভাবাচ সুপ্রভাবপ্রদর্শিনী ॥
অচিন্ত্যমহিমাচিন্ত্যরূপসৌন্দর্য্যশালিনী ।
অচিন্ত্যবেশশোভাচ লোকাচিন্ত্যগুণান্বিতা ॥
অচিন্ত্যশক্তিদুর্শ্চিন্ত্যপ্রভাবাচিন্ত্যরূপিণী ।
যোগিচিন্ত্যা মহাচিন্তানাশিনী চেতনাত্মিকা ॥
গিরিজা দক্ষজা বিশ্বজনয়িত্রী জগৎপ্রসূঃ ।
সংমশ্যা প্রণতা সর্ব্বপ্রণতার্ত্তিহরা তথা ॥
প্রণতৈশ্বর্য্যদা সর্ব্বপ্রণতাশুভনাশিনী ।
প্রণতাপন্নাশকরী প্রণতাশুভমোচিনী ॥
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধসেব্যা সিদ্ধচারণসেবিতা ।
সিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিকরী সর্ব্বসিদ্ধগণেশ্বরী ॥
অষ্টসিদ্ধিপ্রদা সিদ্ধিগণসেব্যপদাম্বুজা ।
কাত্যায়নী স্বধা স্বাহা বসড়্বৌষট্‌স্বরূপিণী ॥
পিতৃণাং তৃপ্তিজননী কব্যরূপা সুরেশ্বরী ।
কব্যভোক্ত্রী কব্যতুষ্টা পিতৃরূপাশিতপ্রিয়া ॥
কৃষ্ণপক্ষপ্রপূজ্যাচ প্রেতপক্ষসমর্চ্চিতা ।
অষ্টহস্তা দশভুজা অষ্টাদশভুজান্বিতা ॥
চতুর্দ্দশভুজাসঙ্খ্যভুজবল্লীবিরাজিতা ।
সিংহপৃষ্ঠসমারূঢ়া সহস্রভুজরাজিতা ॥
ভুবনেশী চান্নপূর্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী ।
ত্রিপুরাসুন্দরী সৌম্যমুখী সুন্দরলোচনা ॥
সুন্দরাস্যা শুভ্রদংষ্ট্রা সুভ্রূঃ পর্ব্বতনন্দিনী ।
নীলোৎপলদলশ্যামা স্মেরোৎফুল্লমুখাম্বুজা ॥

সত্যসন্ধা পদ্মবক্ত্রা ভ্রুকুটীকুটিলাননা ।
বিদ্যাধরী বরারোহা মহাসন্ধ্যাস্বরূপিণী ॥
অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী সুধূম্রাক্ষী সুলোচনা ।
শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ কৃতির্যোগমায়া পুণ্যা পুরাতনী ॥
বাগ্‌দেবতা বেদবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী ।
বেদশক্তির্ব্বেদমাতা বেদাদ্যা পরমা গতিঃ ॥
আন্বিক্ষিকী তর্কবিদ্যা যোগশাস্ত্রপ্রকাশিনী ।
ধূমাবতী বিয়ন্মূর্ত্তি র্বিদ্যুন্মালাবিলাশিনী ॥
মহাব্রতা সদানন্দা নন্দিনী নগনন্দিনী ।
সুনন্দা যমুনা চণ্ডী রুদ্রচণ্ডী প্রভাবতী ॥
পারিজাতবনাবাসা পারিজাতবনপ্রিয়া ।
সুপুষ্পগন্ধসংতুষ্টা দিব্য পুষ্পোপশোভিতা ॥
পুষ্পকাননসংবাসা পুষ্পমালাবিলাসিনী ।
পুষ্পমাল্যধরা পুষ্পগুচ্ছালঙ্কৃতদেহিকা ॥
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাষা শুদ্ধকাঞ্চনমণ্ডিতা ।
সুবর্ণকুণ্ডলবতী স্বর্ণপুষ্পপ্রিয়া সদা ॥
নর্ম্মদা সিন্ধুনিলয়া সমুদ্রতনয়া তথা ।
ষোড়শী ষোড়শভুজা মহাভুজগমণ্ডিতা ॥
পাতালবাসিনী নাগী নাগেন্দ্রকৃতভূষণা ।
নাগিনী নাগকন্যা চ নাগমাতা নগালয়া ॥
দুর্গাপত্তারিণী সর্ব্বদুষ্টগ্রহনিবারিণী ।
অভয়াপন্নিহন্ত্রীচ সর্ব্বাপৎপরিনাশিনী ॥
ব্রহ্মণ্যা শ্রুতিশাস্ত্রজ্ঞা জগতাং কারণাত্মিকা ।
নিষ্কারণা জন্মহীনা মৃত্যুঞ্জয়মনোরমা ॥
মৃত্যুঞ্জয়হৃদাবাসা মূলাধারনিবাসিনী ।
ষট চক্রসংস্থা মহতী পুণ্যমাহাত্ম্যনাশিনী ॥

রোহিণী সুন্দরমুখীসর্ব্ববিদ্যাবিশারদা।
সদসদ্‌বস্তুরূপাচ নিষ্কামা কামপীড়িতা॥
কামাতুরা কামমত্তা কামালসালসত্তনুঃ।
কামরূপাচ কালিন্দী কুচালম্বিতবিগ্রহা॥
অতসীকুসুমাভাসা সিংহপৃষ্ঠনিষেদুষী।
যুবতী যৌবনোদ্রিক্তা যৌবনোদ্রিক্তমানসী॥
অদিতির্দ্দেবজননী ত্রিদশার্ত্তিবিনাশিনী।
দক্ষিণাপূর্ব্বরসনা পূর্ব্বকালবিবর্জিতা॥
অশোকা শোকরহিতা সর্ব্বশোকনিবারিণী।
অশোককুসুমাভাসা শোকদুঃখভয়ঙ্করী॥
সর্ব্বযোষিৎস্বরূপাচ সর্ব্বপ্রাণিমনোরমা।
মহার্ঘ্যা মহদাশ্চর্য্যা মহামোহস্বরূপিণী॥
মহামোহান্মোক্ষকরী মোহিনী মোহদায়িনী।
অশোচ্যা পূর্ণকামাচ পূর্ণাপূর্ণমনোরথা॥
পূর্ণাভিলসিতা পূর্ণনিশানাথসমাননা।
দ্বাদশার্কস্বরূপাচ সহস্রার্কসমপ্রভা॥
তেজস্বিনী স্নিগ্ধগাত্রা চন্দ্রাবয়বলক্ষণা।
অপরাপারমাহাত্ম্যা নিত্যবিজ্ঞানশালিনী॥
শুভদামিতমাহাত্ম্যা সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী।
ডাকিনী শাকিনী বিশ্বম্ভরা বিশ্ববিনাশিনী॥
বৈশ্বানরী হব্যবাহা জাতবেদস্বরূপিণী।
স্বৈরিণী স্বেচ্ছবিহরা নির্ব্বীজা বীজরূপিণী॥
অনন্তবর্ণানন্তাখ্যানন্তসংস্থা মহোদরী।
দুষ্টভূভারহন্ত্রীচ সদ্‌বৃত্তপরিপালিকা॥
কপালিনী পানমত্তা মত্তবারণগামিনী।
বিন্ধ্যস্থা বিন্ধ্যনিলয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী॥

রজতাদ্রিস্থিতা রম্যকৈলাসপুরবাসিনী।
কাশীবিলাসিনী কাশীক্ষেত্ররক্ষণতৎপরা॥
যোনিরূপা যোনিপীঠস্থিতা যোনিস্বরূপিণী।
কামালম্বিতচার্ব্বঙ্গী কটাক্ষক্ষেমমোহিনী॥
কটাক্ষক্ষেপনিস্তারা কল্পবৃক্ষস্বরূপিণী॥
পাশাঙ্কুশধরা শক্তির্ধারিণী খেটকায়ুধা॥
বাণায়ুধাঽমোঘশস্ত্রা দিব্যশস্ত্রাস্ত্রবর্ষিণী।
মহাস্ত্রজালনিক্ষেপবিপক্ষক্ষয়কারিণী॥
ঘণ্টিনী পাশিনী পাশহস্তা পাশাঙ্কুশায়ুধা।
চিত্রসিংহাসনগতা মহাসিংহাসনস্থিতা॥
মহাত্মিকা মন্ত্রময়ী মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রিদেবতা।
সুরূপাঽনেকরূপা চ বিরূপা বহুরূপিণী॥
বিরূপাক্ষপ্রিয়তমা বিরূপাক্ষমনোরমা।
বিরূপাক্ষা কোটরাক্ষী কূটস্থা কূটরূপিণী॥
করালাস্যা বিশালাস্যা ধর্ম্মশাস্ত্রার্থপারগা।
অধ্যাত্মবিদ্যা শাস্ত্রার্থকুশলা শৈলনন্দিনী॥
নগাধিরাজপুত্রী চ নগপুত্রী নগোদ্ভবা।
গিরীন্দ্রবালা গিরিশপ্রাণতুল্যা মনোরমা॥
প্রসন্নচারুবদনা প্রসন্নাস্যা হৃম্মদা তথা।
শিবপ্রাণা পতিপ্রাণা পতিসম্মোহকারিণী॥
পতিসেব্যাঽনঙ্গমত্তা পতিবিচ্ছেদকাতরা।
শিবশীর্ষকৃতাবাসা শিরোধার্য্যা শিরঃস্থিতা॥
জটান্তরস্থা তরলা শিবশীর্ষবিহারিণী।
মৃগাক্ষী চঞ্চলাপাঙ্গী সুদৃষ্টির্হংসগামিনী॥
নিত্যং কুতুহলপরা নিত্যানন্দাভিবন্দিতা।
সত্যবিজ্ঞানরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানৈককারণা॥

ত্রৈলোক্যসাক্ষিণী শ্লোকধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শিনী।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিধাত্রীচ শম্ভু-প্রাণাত্মিকা পরা।
মেনকাগর্ব্ভসম্ভূতা মৈনাকভগিনী তথা।
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠহারশ্চ শ্রীকণ্ঠহৃদয়স্থিতা।
শ্রীকণ্ঠকণ্ঠজপ্যাচ নীলকণ্ঠমনোরমা।
কালকূটাত্মিকা কালকূটভক্ষণকারিণী।
মহাকালপ্রিয়া কালী কলনৈকবিধায়িনী।
অক্ষোভ্যপত্নী সংক্ষোভনাশিনী তে নমো নমঃ॥

—oo—

শিব-শিবার কথোপকথন।

এই প্রকার নাম সহস্র কীর্ত্তনে সংস্তুতা হইয়া, পর্ব্বত-নন্দিনী দুর্গা স্মের বদনে মহেশ্বরকে বলিতে লাগিলেন, হে শম্ভো! তুমি আমার প্রাণসম স্বামী; পূর্ণপ্রকৃতিরূপা আমাতেই তোমার পরাকাষ্ঠা ভক্তি; অতএব ত্বদীয় বিচ্ছেদ দহনকে হৃদয়ে বহন করিতে অক্ষম হইয়া গিরীন্দ্রভবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর ঘোরতর তপস্যা দ্বারা তোমাকে আরাধনা, করিয়া পতিত্বে বরণ করিব। তুমি বহুকাল তপস্যা করিয়া যেমন আমার প্রতি একাগ্রতা সাধন করিলে, আমিও তদ্রূপ একাগ্রতা সাধন করিব। যদিও আমি এক্ষণেই তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারি, তথাপি করিব না; কারণ বিনা তপস্যায় ভবদ্বিধ পতিকে প্রাপ্ত হইলে চিরন্তন সৌহার্দ্দের কারণ হইতে পারে না। তুমি ত্রিজগদ্বন্দ্য; অনন্তশক্তি-যুক্ত হইয়া যখন নিতান্তপ্রশান্ত-

চেতা এবং দীনস্বভাব; তখন তুমি যে তপস্যার দ্বারা উপার্জ্জনীয় ধন, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই কথা শুনিয়া শিব বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! এই কোটিশঃ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তুমিই আরাধ্যতমা; তুমিই বিশ্বজননী; অতএব তুমি আবার কার আরাধনা করিবে? আমাকে নিজগুণে অনুগ্রহ করিয়াই কেবল কৃতকৃতার্থ করিয়াছ। এক্ষণে আমার তিনটি বর প্রার্থনীয় আছে। প্রথম বর, তুমি যখন এই কালীরূপ ধারণ করিবে, তখনই আমি শবপ্রায় হইয়া পদতলে অবস্থান করিব; দ্বিতীয়, তুমি ত্রিলোকমধ্যে শববাহনা নামে প্রখ্যাতা হইবে, অথচ শিবহৃদয়স্থায়ী থাকিবে; আর তৃতীয়, যৎকালে মহাকালী মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখনও আমি ঐরূপে চরণদ্বয় প্রাপ্ত হইব। শম্ভু কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী সহাস্য বদনে তথাস্তু বলিয়া, পুনর্ব্বার গৌরীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। এই সময়ে পার্ব্বতীর সখীদ্বয় এবং শিবানুচর নন্দী নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু মহামায়ার কি অপূর্ব্ব মায়া, অল্পক্ষণের নিমিত্ত সখীদ্বয় এবং নন্দী যে বহির্গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেই বহুকালসাধ্য কালীরূপ ধারণ প্রভৃতি ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইল! ঐ সকল বিশেষ বিবরণ নন্দী প্রভৃতি কেহই জানিতে পারিলেন না।

সহস্র নামের ফলকথন।

মহাদেবভাষিত দুর্গাদেবীর এই সহস্র নাম যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, সে ব্যক্তির সাযোজ্য মুক্তি লাভ

হইবে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় বিভবানুসারে প্রচুর আয়োজনে অর্চ্চনা করিয়া ঐ সহস্রনাম পাঠ করিয়া পরমেশ্বরীকে স্তব করিবেন, সে ব্যক্তি চরমকালে পরমধাম প্রাপ্ত হইবেন। আর যে ব্যক্তি অনন্যমনা হইয়া ঔ সহস্র নাম পাঠে প্রত্যহ দুর্গাদেবীর স্তব করিবেন, সে ব্যক্তি ইহ লোকে অশেষ প্রকার সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া যাবদীয় কামনা পরিপূর্ণ করিয়া অবশেষে পরম পদ প্রাপ্ত হইবেন। দেবতুল্য প্রভাবে জীবনাবধি কালযাপন করতঃ রাজবর্গকে সৌহার্দ্দে বশীভূত এবং বৈরিগণকে আজ্ঞার বশীভূত করিতে পারিবেন। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রকগণ তাঁহাকে দর্শন করিলেই দূরে পলায়ন করিবে। তাঁহার আজ্ঞা কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আর তিনি সর্ব্বত্রই সর্ব্বজন নিকটেই মহা সম্মান এবং মঙ্গল লাভ করিবেন।

—oo—

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পার্ব্বতীর তপস্যায় গমন।

অতঃপর শম্ভু সেই ভস্মময় মদন-দেহ হইতে কতকগুলি ভস্মগ্রহণপূর্ব্বক নিজগাত্রে লেপন করিয়া পুনর্ব্বার তপস্যা করিতে উদ্যোগী হইয়া যোগাসনে নিবিষ্ট হইলেন। গিরিনন্দিনী পার্ব্বতীও অপর একটি নিভৃতশৃঙ্গে সখী-দ্বয়ের সহিত গমন করিয়া তীব্রতপস্যার উপক্রম করিলেন। এই প্রকারে পরস্পর পরস্পরের ধ্যানাবলম্বী হইয়া তিনসহস্র

বৎসরকাল তপস্যায় যাপন করিলে পর, একদা সমাধিবিরাম সময়ে আশ্রমপার্শ্বে প্রস্ফুটিত অতসী পুষ্পের স্তবক দর্শন করিয়া অতসীকুসুমগৌরীকে স্মরণ হইল; সমাধিকালে অন্তঃকরণকে নিতান্ত নিশ্চল করিয়া ব্রহ্মময়ী গৌরীর তেজঃ স্বরূপ নিষ্কলরূপে স্থাপন করিতেন; অতএব নয়ন, শ্রবণ প্রভৃতি বহি-রিন্দ্রিয়গণও মনোযোগ না পাইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম ছিল; সমাধিবিরাম সময়ে মনকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়গণ সকলেই সক্ষম হইল; বিশেষতঃ ত্রিজগতের মধ্যে আর কোন বিষয়েই মহাদেবের অনুরাগ ছিল না, কেবল সুবর্ণবর্ণা অপর্ণার সেই অপরূপ রূপরাশিতেই সমস্ত অনুরাগ বিরাজ করিত। সেই জন্য ত্রিনয়নের বুভুক্ষিত নয়ন মনের সহিত পার্ব্বতীরূপের অনুরূপ দর্শন করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই পার্ব্বতীদর্শনের উৎকটেচ্ছার উৎপত্তি করিল। চিরপিপাসিত শ্রবণদ্বয়ের অমনি গিরিনন্দিনীর মধুর বাণী শ্রবণ করিতে বাসনা হইল।

শিবের পার্ব্বতীর নিকটে গমন।

এই প্রকারে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণও প্রক্ষুব্ধ হইয়া মহাদেবের পার্ব্বতীর বিরহানল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। প্রমথগণকে সেইস্থানে রাখিয়া একাকী পার্ব্বতীর তপঃস্থানে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে পরমেশ্বরি! তপস্যা পরিত্যাগ করুন; জপহোম ধ্যান প্রভৃতি মহামূল্যে আমি তোমার ক্রীতদাস হইয়াছি; অতএব আমাকে

১। কলাবয়বশূন্য ব্রহ্ম।

সেবাতে নিযুক্ত কর। হে নগনন্দিনি! আপনি যদি আমাতে প্রসন্না হইয়াছেন, তবে আমি আপনার অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া রত্নহার পরিধান করাইব; চরণে অলক্তদান করিয়া নূপুরাদি আভরণে সুশোভিত করিব। হে ত্রিলোক-সুন্দরি! তুমি আমার প্রতি সবিশেষ কৃপাবতী হও; পূর্ব্বে আমি মদন-দেহের ভস্মকে বিভূতি বলিয়া নিজাঙ্গে লেপন করিয়াছিলাম, কিন্তু যেই ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া বোধ হয় অনলকণিকা ছিল, তৎকালে সে অনল অতিদুর্ব্বল ছিল, এক্ষণে তোমার প্রবল বিরহরূপ অনলকে সহায় করিয়া সেই দুর্ব্বল মদনানলও মহাপ্রবল হইয়াছে, সর্ব্বদা দবদহনের ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। হে বিশ্বরূপিণি! আমার এই দুরন্ত মদনানল তোমাভিন্ন অন্যকেহ নির্ব্বাণ করিতে পারিবে না। মহাদেব ব্যথিত হইয়া এই কথা বলিলে, পার্ব্বতী স্মিতমুখী হইয়া কিঞ্চিন্নত-বদনা হইলেন; নিজ সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সখি! পিতা আমাকে সম্প্রদান করিবেন, তাঁহার অগো-চরে কি প্রকারে শম্ভুতে উপগতা হইব? অতএব তুমি বল, ঐ মহাত্মা বিধিপূর্ব্বক আমারপাণি গ্রহণ করেন। কোন বিজ্ঞজনকে আমার পিতার নিকটে প্রেরণ করিয়া স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করুন।

পার্ব্বতীর পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন।

পার্ব্বতীর এই মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায় মহাদেব স্থানান্তর হইলেন; পার্ব্বতীও সখী-

দ্বয়ের সহিত পিতৃভবনে গমন করিলেন। বহুকালান্তে পার্ব্বতীর প্রত্যাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সহসা গাত্রো-খান করিয়া গিরিরাজ অগ্রসর হইয়া প্রাণসমা কন্যাকে নিজাঙ্কে আদান করিয়া পুরমধ্যে আনয়ন করিলেন। অশ্রু-মুখী মেনকা দ্রুতপদে আগমন করিয়া পাণি-প্রসারণে পুত্রীকে আলিঙ্গন করিলেন; পরমাদরে মুখ-চুম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা! তুমি আমার প্রাণাধার পুত্তলিকা; অতএব যে পর্য্যন্ত তুমি বনগমন করিয়াছ তদ-বধি প্রাণহীন মৃতকায় প্রায় হইয়া রহিয়াছি; আজ আমি মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইলাম। এই বলিয়া দরদরিত প্রেম-ধারাতে মেনকার উরোবসন আর্দ্রীভূত হইল। মৈনাক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ এবং অপরাপর বন্ধুবর্গ সকলেই আনন্দ উৎসব করিতে থাকিলেন। পার্ব্বতীর সখীদ্বয়কে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া স্বীয়সুতার উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ গিরিরাজা পরমাহ্লাদিত হইলেন; সংবাদ কাল প্রতীক্ষা করিয়া শৈলেন্দ্র কালযাপন করিতে থাকিলেন।

সপ্ত ঋষির শিবনিকটে আগমন।

এই সময়ে মহাদেব গঙ্গাবতরণ শৃঙ্গে প্রমথগণের সহিত থাকিয়া মরীচি প্রভৃতি সপ্ত ঋষিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ মাত্রে ঋষিগণ শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অৰ্দ্ধ প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ত্রিদশে-শ্বর! এই দাসবৃন্দকে কি নিমিত্ত স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা

করিয়া কৃতার্থ করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা আমার স্বরূপতত্ত্ববেত্তা; অতএব তোমাদের নিকটে হৃদ্‌গত বৃত্তান্ত অবশ্যই আবেদন করা যায়। আমার পূর্ব্বপত্নী সতীর বিরহ-তাপশান্তির জন্য ধ্যানাবস্থায় তাঁহার চিন্তাপরায়ণ ছিলাম; কিন্তু তারকাসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া দৈবতগণ আমার ধ্যান ভঙ্গ করাতে জানিতেছি যে সেই সতীদেবী হিমালয় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এবং পতিভাবে আমাকে প্রাপ্ত হইবেন পূর্ব্বদত্ত এই বরও স্মরণ হইতেছে। অতএব হিমবান্ আমাকে অহ্বান করিয়া কন্যাদান করেন এইরূপ কার্য্যে আপনারা মধ্যস্থ হউন। ঋষিগণ বলিলেন দয়ানিধে! আপনি পরম পুরুষ, তিনি পরমা প্রকৃতি। শব্দের সহিত শব্দার্থের যেমন নিত্য সম্বন্ধ সুসিদ্ধই আছে, আপনাদের উভয়ের যোগও সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ। অতএব আমাদের আয়াস বাহুল্য কিছুই নাই; তবে আজ্ঞা করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলেন এতাবন্মাত্র।

সপ্ত ঋষিগণের গিরিপুরী গমন।

শিবপ্রণাম পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ গিরীন্দ্রনিকটে গমন করিলেন। অতঃপর গিরিরাজপুরীর অনতিদূরে অভূতপূর্ব্ব একটি আলোকমণ্ডল দর্শন করিয়া রাজদূতগণ দ্রুতবেগে গিরিরাজকে সংবাদ করিল। তিনি কোন মহাপুরুষের সমাগম সম্ভাবনায় সত্বর রাজসিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, মরীচি

প্রভৃতি মহামুনিগণের সমাগম হইতেছে। তদ্দর্শনে পুলকিতান্তঃকরণে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। ঋষিসম্মুখান হইলে বিনীতভাবে সম্মান সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। ভৃত্যগণ রত্নসিংহাসন সকল আনয়ন করিলে আপনি এক এক খানি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে বসাইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন। গুরবঃ ! অদ্যকার ত্রিযামা আমার সম্বন্ধে যে এপ্রকার সুপ্রভাতা হইয়াছিল, তাহা স্বপ্নেও বিদিত নহি ; এই কুলাধমের নিকেতনে যে আপনাদিগের পদার্পণ হইবে ইহা নিতান্তই অসম্ভাব্যমান! এই কৃতার্থী করণ ব্যাপারকে এক এক বার যেন স্বপ্নপ্রায় বোধ হইতেছে ; ফলতঃ তাহা নহে, অদ্য আমি কৃতার্থই হইয়াছি। আমার এইস্থান অতি দুর্গম হইলেও অদ্যাবধি মহাতীর্থ রূপে গমনীয় হইল ; অসীম উন্নত যে আকাশ মণ্ডল তদপেক্ষাও আমি উন্নত হইলাম। অচল মহীপাল এই প্রকার বহুতর স্তব করিলে সপ্তর্ষির অভিপ্রায়ানুসারে মহাবাগ্মী অঙ্গিরা মহর্ষি বলিলেন, হে নগাধিপতে! তোমার জংগম দেহ আর স্থাবর দেহ এই দেহদ্বয়ের মধ্যে স্থাবর দেহেই যাবদীয় কাঠিন্য ভাগ স্থাপন করিয়াছ ; তোমার জংগম দেহ কি নবনীত কোমল বিনয়সার দ্বারাই বিনির্ম্মিত হইয়াছে! তোমাতে অসংখ্য দৈবতগণ ঋষিগণ গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষঃ পশুসংঘ প্রভৃতি প্রাণিগণ অসংখ্য নদনদী পল্বল সরোবর সচ্ছন্দে বসবাস করিতেছে ; বিষ্ণু যেমন সর্ব্বাধার, মহাত্মারা তোমাকেও

স্থাবররূপী বিষ্ণু বলিয়াছেন; সর্ব্বাশ্রয় হইয়াও তোমাকে যেরূপ দীনমনা দেখিতেছি, তাহাতে তুমি যে সাধুতম, ইহাই নিশ্চিত বিবেচনা হইল। এই বলিয়া মহর্ষি নির্ব্বাক হইলে হিমালয় বলিলেন, গুরবঃ! আপনারা আত্মারাম; আপনাদিগের নিজপ্রয়োজন কিছুই নাই; তথাপি এই দাসের দাসত্ব সিদ্ধ করিতে কোন বিষয়ের আজ্ঞাকরা উচিত হয়; যতক্ষণ গুরুগণের কোন আজ্ঞা সম্পাদন না করাযায়, ততক্ষণ আমি অকৃতাত্মা বৃথা দেহভার বহন করিতেছি, এইরূপ ঘৃণাই উপস্থিত হয়। এই বলিয়া হিমালয় দীনবদনে দণ্ডায়মান থাকিলে মহর্ষি অঙ্গিরা বলিলেন মহারাজ! আমরা যাহাকে যাহা আদেশ করি সেবিষয় তাহার উপকারার্থ বৈ কদাচই অপকারার্থ হয় না। অতএব তোমার নিতান্ত উপকারার্থ যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তোমার এই গৌরীকন্যা সামান্যা নন; ইনি ভবের পূর্ব্ব পত্নী দাক্ষায়ণী ছিলেন; শিবাপমানশ্রবণে দেহত্যাগ করিয়া তোমার ভবনে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অতএব সেই পার্ব্বতীকন্যাকে শিবকরে সমর্পণ কর। তোমার প্রসাদে সতীশোকসন্তাপ দূরীকৃত করতঃ সদাশিব প্রাপ্তদার হইয়া সুখী হউন। তুমি সাধুমনা এবং ভক্তিযুক্ত; অতএব শিবের পরমার্থ তত্ত্ব অবশ্যই জ্ঞাতআছ। প্রশান্ত যোগিগণ নির্জ্জন কাননে স্থিরতর যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহার চরণচিন্তায় দিনযামিনী কালযাপন করেন, যিনি জগজ্জনের বন্দনীয়, সেই পরমাত্মশিবে কন্যা সম্প্রাদন করিয়া তুমি বিশ্বগুরুরও গুরুজন হইবে। ইহার অধিক উপকা-

রাতিশয় আর কি আছে? এবং পরমা প্রকৃতি কন্যা; তুমি সম্প্রদাতা; আমরা মধ্যস্থ; ত্রিলোকনাথ শিব বরপাত্র; অতএব ইহার অধিককর্ম্মও আর কিছুই নাই; ঋষিভাষিত শ্রবণ করিয়া গিরিরাজ আনন্দ পুলকে পুলকিতাঙ্গ হইয়া বলিলেন গুরবঃ! আপনাদিগের আগমনেই আমি পবিত্র হইয়াছি; বিশেষতঃ পুনর্ব্বার এই আজ্ঞাতে এক্ষণে কৃতকৃত্য হইলাম। যে চন্দ্রশেখরকে সকলেই দেবদেব বলেন; যাঁহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়; সেই বিশ্বপূজ্য পাত্রে আমি কন্যাদান করিব? যামিনী কি আমার ভাগ্যে এ প্রকার সুপ্রভাতা হইবেন? গুরুগণ! এ বিষয়ে আমার কিছুই আপত্তি নাই; অতএব আপনারা শিবনিকটে গমন করিয়া আমার মনোবৃত্তি বিজ্ঞাপন করুন; তিনি যেসময় শুভক্ষণ বিবেচনা করিয়া আমারে আদেশ করিবেন; আমি সেই সময়েই বিধি এবং বিষ্ণুর সাক্ষাতে কন্যাদান করিব।

——oo——

অথ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

পার্ব্বতী বিবাহ।

মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ গিরিরাজার বাক্যে পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া শিবনিকটে প্রত্যাগমন করিলেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে অনতিদূরে দর্শন করিয়া কার্য্যের

অসিদ্ধ সন্দেহে ত্রাস যুক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমি নির্নিমেষনয়নে তোমাদের পথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছি; হিমগিরি তোমাদিগকে কি বলিলেন, তাহা অবিলম্বেই প্রকাশ কর; স্বেচ্ছানুসারে আমার প্রতি কন্যা দান করিতে প্রবৃত্তি আছে ত? আমার অন্তর অত্যন্ত কাতর হইয়াছে; তোমরা শীঘ্রই সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ কর। ঋষিগণ বলিলেন, হে দেবেশ! আপনি চিন্তাকুল হইবেন না; গিরিরাজ একান্ত ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে কন্যা দান করিবেন; সম্প্রতি সুস্থির হউন; গিরীন্দ্র কহিয়াছেন; আপনি শুভক্ষণ নির্ধার্য্য করিয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেই তিনি সেই নির্দ্ধারিত ক্ষণে কন্যা দান করিবেন। এই কথা শুনিয়া শম্ভু পরমাহ্লাদপূর্ব্বক বলিলেন তপোধনগণ! তাহাও তোমাদের কর্ত্তব্য; বিবিধ বেদপারগ তোমরা বর্ত্তমানে সময়াবধারণ আর কোন্ জন করিবে? শিববাক্যে মহর্ষিগণ কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া পরস্পর বিবেচনা করিয়া বলিলেন, দেবেশ! আমরা বিবেচনা করিলাম, বর্ত্তমান এই বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষায় পঞ্চমী দিবস বৃহস্পতি বার ঐ দিন সর্ব্বপ্রকারে নির্দ্দোষ; সৌভাগ্যসংহতির বৃদ্ধিজনক ঐ দিবসের শুভ লগ্নেই শুভ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মহর্ষিদিগের বাক্যাবসানে মহাদেব বলিলেন, তপোধনগণ! গিরীন্দ্রনিকটে তোমাদিগকেই পুনর্ব্বার গমন করিতে হইল; কারণ তোমাদের নিকটে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহার বিন্দুবিসর্গও অন্যথা করিতে পারিবেন না। গিরিরাজ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়; তাঁহার কথা অন্যথা

হইবার সম্ভাবনাই নাই; তথাপি অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে সর্ব্বদাই অমঙ্গলের শঙ্কা হয়, অতএব ঐ প্রকার বলিলাম। শিববাক্য শুনিয়া সপ্তর্ষিগণ বলিলেন দয়াময়! আপনি আমাদিকে বারংবার আদেশ করাতে আপনকার অনুগ্রহাতিশয় বিবেচনায় আমরা কৃতকৃতার্থ হইতেছি; অতএব আপনি কুণ্ঠিতচেতা হইবেন না। মহাদেব বলিলেন তবে সত্বরে হিমালয়নিকটে গমন করিয়া বলিবে যে তিনি ঐ নির্দ্ধারিত সময়ে কন্যাদানের অবধারণ করেন। আমি তদ্দিবসে ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সুরেন্দ্রবৃন্দের সমভিব্যাহারে গমন করিব। শিববাক্য লইয়া ঋষিগণ পুনর্ব্বার হিমালয়ে গমন করিলেন। গিরিরাজাকে তত্তাবৎ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া শিবনিকটে প্রত্যাগত হইলেন। মহাদেব তাঁহাদের প্রমুখাৎ বৈবাহিক সময় উভয়পক্ষের নিশ্চয়ীকৃত জানিয়া সদানন্দ শিব সমধিক আনন্দনীরে নিমগ্ন হইয়া বলিলেন, তপোধনগণ! ভবদ্বিধ তত্ত্বজ্ঞ ভক্তবৃন্দই আমার সর্ব্বস্ব ধন ইহাঁরাই আমার পিতা এবং মাতা, সখা ও সুহৃদ্ অতএব তোমরা যে বিবাহ কার্য্য সুস্থির করিলে ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে না; ঐ দিবসে আমার নিকটে আসিতে হইবে। ঋষিগণ অমনি অবনতকায় হইয়া অনুমতিগ্রহণ করিলেন। প্রদক্ষিণ প্রণামান্তে সেসময়ে বিদায় লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। অনন্তর নিকটে উপস্থিত নারদকে মহেশ্বর বলিলেন বৎস! তুমি অব্যাহতগতি ত্রিলোকমধ্যে কোন স্থানেই তোমার অপরিচিত নাই; আর সদ্বক্তা; অতএব তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেব

গণের নিমন্ত্রণ কার্য্যে নিযুক্ত হও; তাঁহারা সকলেই যেন ঐ দিবসে আসিয়া সাহায্য করেন। তুমি বিধাতার নিকটে গমন করিলেই তিনি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সমুদায় তোমাকে বলিবেন। মহাদেবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দগদ্গদ-চেতা নারদ দেবদেবকে প্রণাম প্রদক্ষিণ প্রভৃতি মঙ্গল বিধান করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর প্রথমে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া; পিতার চরণোপান্তে দণ্ডবৎ প্রণত হওত শিবের বিবাহ সংবাদ এবং শিবভাষিত সমুদায় নিবেদন করিলেন। চিরবাঞ্ছিত সংবাদ শ্রবণ করিয়া পরমেষ্ঠী যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া নারদকে বলিলেন, বৎস! তুমি হিমালয়পুরে গমনক্ষম ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিবে। এই বলিয়া ব্রহ্মা নারদকে সঙ্গে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন; এবং যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক শিব-বিবাহ সংবাদ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলে, তিনি মহানন্দা হইয়া বলিলেন ব্রহ্মন্! শিববিবাহ দর্শন করিতে আমি পরিবারবর্গের সহিত তথায় গমন করিব। এইকথা বলিয়া উভয়েই নারদকে বিদায় দিয়া ঐ কথোপকথনে কিয়ৎকাল কার্য্যপর্য্যালোচনা অতিবাহিত করিলেন। বীণাপাণিনারদ ত্রিতন্ত্রীবীণাতে মূর্চ্ছনা আলাপ করিয়া হরিনামামৃত পান করিতে করিতে ইন্দ্রপুরীতে গমন করিলেন। পরে মহেন্দ্রকে শিববিবাহের সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ করিয়া ক্রমে অপ্সর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন; অব্যাহতগতি নারদ অত্যল্পকালের মধ্যেই নাগলোক পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়।

—oo—

হিমালয়পুরীতে বৈবাহিক উৎসব।

অদ্রিনাথ সপ্তর্ষিমুখে দিনাবধারণ শ্রবণ করিয়া সেই আনন্দ সংবাদ অগ্রেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করত মেনকাকে অবগত করাইলেন। অনন্তর পতি পত্নী উভয়েই আহ্লাদ পুলকে পুলকিতাঙ্গ হইয়া পুরবাসিনী নারীগণকে জানাইলেন। ক্রমে ক্রমে সমুদায় পুরবাসিগণ সেই শুভসংবাদ অবগত হইল। সর্ব্বজনের প্রিয়তমা সেই পর্ব্বতনন্দিনীর বিবাহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সকলেই যেন আনন্দসলিলে ভাযমান হইলেন। রাজা দিগ্‌দিগন্তর দূত দ্বারায় আত্মীয় স্বজনকে পত্র প্রেরণ করিলেন। পাত্রমিত্রাদিগণকে নির্জ্জন স্থানে ডাকাইয়া বলিলেন, হে সুহৃদ্গণ! তোমরা অনেকেই আমার মনোবৃত্তি অবগত আছ; আমার পার্ব্বতী কন্যা পুত্রাধিক প্রিয়তমা; অতএব তদুপযুক্ত উৎসবের উদ্যোগ কর। বলবতী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা এক একজন দুই চারি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। তৎক্ষণ মাত্রেই মুনিগণকে আনাইয়া বিবিধ কার্য্যের আরম্ভ করাইলেন। কারুগণ সেই মণিমুক্তাদিখচিত রাজপুরীর মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন। স্থলান্তরে মণি সকল স্তরে স্তরে যোজনা করিয়া অভিনবরূপে সজ্জীকৃত করিতে লাগিল। শ্বেত, পীত ও কর্ব্বুরাদি বিবিধবর্ণের বিচিত্র পতাকা সকল, অত্যুচ্চ তরুপরি ও সৌধ শিখরে উড্ডীয়-

মান হওয়াতে অতি চমৎকাররূপে শোভা পাইতে লাগিল। গিরিনগরীর বহির্দ্বারসকলের উভয়পার্শ্বে দারু-ময় সুদীর্ঘ স্তম্ভচতুষ্টয় নিখাত করিয়া তদুপরিভাগে বিমান-বাদ্যার্থ বাদ্যশালা নির্ম্মাণ হইল; সেই বাদ্যগৃহ এক একটী ইন্দ্ররথের ন্যায় সুসজ্জীভূত হওয়াতে দর্শনমাত্রেই চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবেশদ্বারের পার্শ্বদ্বয়ে কদলীবৃক্ষ এবং তন্মূলে সিন্দুররাগরঞ্জিত মূর্ত্তিবিশিষ্ট ও আম্র-শাখাদি পরিশোভিত হেমময়ী পূর্ণকুম্ভ শোভা পাইতে লাগিল। রাজপথসমূহ স্থাপিত আলোকমালায় দিব-সের ন্যায় উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎ-কালে সেই ওষধিপ্রস্থ গিরিনগরী যেন দেবদুর্ল্লভ, পুরীর ন্যায় স্বচ্ছন্দভাব অবলম্বন করিয়া নানালঙ্কারে শোভা পাইতেছেন। যাবদীয় পুরবাসীগণ এবং অমরভবন-গামী যক্ষ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণও তৎকালে সেই গিরীন্দ্র পুরীর শোভা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধচেতা হইলেন। রাজ-ভৃত্যগণ বিবিধ বিচিত্র বসন ও বহুমূল্য অলঙ্কার এবং অপরাপর নানাবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য সকল ঘরে ঘরে বিতরণ করিতে লাগিল। গিরিবালার বৈবাহিক মঙ্গলে সমগ্র পুরীই যেন মঙ্গলময়ী হইয়া উঠিল। পুরবাসিনীগণ নব নব বস্ত্রাভরণে বিভূষিতা হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে নানা-প্রকার আমোদ প্রকাশ করিতে লাগিল; এবং স্থানে স্থানে ভেরী, মৃদঙ্গ, পনব, গোমুখ ও তুর্য্য প্রভৃতি সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য বাদ্যের মধুরশব্দ নভোমণ্ডল ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। কোন স্থলে গন্ধর্ব্বেরা সুমিষ্ট রাগরাগিণী-

সমন্বিত বিশুদ্ধ তানলয়যুক্ত মনোহর সঙ্গীত সকল গাণ করিতে লাগিল। কোথাও বা রঙ্গিণী অপ্সরাগণ বিবিধ হাব ভাব সহকারে নৃত্য করিতে লাগিল। সেই পার্ব্বতীর বিবাহজনিত মহামহোৎসব দর্শন করিবার জন্য শত শত দেবকন্যাগণও তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন তখন গিরিরাজা তথ্যানুসন্ধান করিয়া অতি প্রহৃষ্টমনে দিব্য বস্ত্রাভরণদ্বারা বিশেষ সম্মান সহকারে সেই সকল দেবকন্যাগণকে পূজা করিলেন। এ দিকে অন্তঃপুরমধ্যে গিরীন্দ্রজায়া মেনকা, সমাগত পুরনারীগণকে যথাযোগ্য সাদরসম্ভাষণে পরিতুষ্টা করিতেছিলেন; ইত্যামধ্যে যেন প্রদীপ্ত তেজস্পুঞ্জ বনদেবীরন্যায় আশ্রমবাসি ঋষিপত্নি সকল তথায় সমাগতা হইলেন। দর্শনকৃতার্থমন্যমানা সপরিচারিকা মেনকা তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই সৌৎফুল্লনয়নে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অতি সম্মানসহকারে স্বয়ং রাঙ্কবাসন প্রদান করিয়া গললগ্নীকৃতাঞ্জলা হওত অতি বিনীতভাবে মধুরবচনে তথায় বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন সেই পতিরতা ঋষিপত্নীগণ সকলেই সানন্দচিত্তে উপবেশন করিলে, মেনকা সুশীতল জল পরিপূর্ণ এক সুবর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া তাঁহাদের চরণ প্রক্ষালন করতঃ দুকূলাঞ্চলে তাহা পুনর্ব্বামার্জ্জন করিলেন। অনন্তর প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে নিজ মস্তকে সেই পবিত্র চরণোদক প্রোক্ষণ করিয়া এক পবিত্র পাত্রে উহা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত সমীপস্থ দাসীগণকে আদেশ করিতে করিতেই পুনর্ব্বার ধৌত-

হস্ত হইলেন। ইত্যবসরে সুশিক্ষিতা পরিচারিকা কর্ত্তৃক সজ্জীকৃত অর্ঘ্যপাত্র আনীত হইলে, তিনি স্বহস্তে অতি যত্নপূর্ব্বক সেই সকল অর্ঘ্য প্রত্যেককেই পৃথক্ পৃথক্ দান করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলে, তাঁহারা তখন সকলেই একবাক্যে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। দেবী গিরীন্দ্রপত্নী! বহুকালসিঞ্চিত তোমার আশাতরু আজ ফলভারে অবনতশাখা হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। তখন মেনকা স্বাভিলষিত সেই সুমধুর আশীর্ব্বাদবাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ঋষিপত্নীগণ সকলেই অন্তর্যামিনী ও একান্তই পতিপ্রাণা, পতিপ্রাণা কামিনীগণ কেবল স্বকীয় পাতিব্রত্যবলে এই জন্মগুলের অন্তর্বাহ্য তাবৎ ঘটনাই দিব্যদর্শনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; সুতরাং আমার মনোগত অভিলাষ যে ইহাঁরা অবগত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব এখন যে ইহাঁদের এই জীবন্ত আশীর্ব্বাদবাক্যে আমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে তাহাতে আর অনুমাত্রও সংশয় নাই। যাহা হউক! সেই ত্রিলোকপতি প্রমথনাথ যে আমার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরীধনকে অবশ্যই সমাদরে গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া রাণী পুলকে পূর্ণিতাঙ্গ হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল ছল্ ছল্ করিয়া ক্রমে দর দর ধারায় প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল; এবং তিনি পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে মাতৃগণ! আপনাদিগের দর্শনাভিলাষে

আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকি, তাহাতে দেখিয়াছি আপনারা স্বামী সেবার উপযুক্ত স্থানেই কেবল গমনাগমন করেন;—স্বামীর ইচ্ছানুসারেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; আর যে সকল রাজর্ষিবনিতা ও শূদ্র কন্যারা আপনাদিগের সুশ্রুষার নিমিত্ত সহচরীর ন্যায় সর্ব্বদাই নিকটস্থ থাকেন, তাঁহারাই কেবল আপনাদের বাক্য শুনিতে পান। আপনাদের মৃদুহাস্যময় সুধাসাগর কেবল অধরতীর পর্য্যন্তই তরঙ্গায়মান হয়। হে মাতৃগণ! আপনাদের যে মহামান সেও মৌনাবধি, অতএব আপনাদের সকলই সাবধি, কেবল পতির প্রতি যে নিরবচ্ছিন্ন উদারতম প্রেম তাহাই নিরবধি আপনাদের সেই প্রেমসাগর অতলস্পর্শগভীর। আপনাদিগের পতিরা বাক্‌পতিসদৃশ বিদ্যানিধি হইয়াও আপনাদের সুশীতল প্রেমজলধির পারাপার গমনে অসমর্থ। তাঁহারা অনুক্ষণ অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন করিয়া থাকেন; সংসারদহনে দগ্ধশিরা হইয়া মনুজগণ তাঁহাদেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, এবং কিছুকাল সেবাদ্বারা তাঁহাদের উপদেশপরম্পরায় যখন তাহাদের হৃদাকাশে অপূর্ব্বরূপ বিবেকজলধরের উদয় হইয়া প্রথমে অল্পে অল্পে ও তৎপরে প্রগাঢ় ঘনঘটার ন্যায় ক্রমে অতিশয় নিবীড় হইলে, শান্তিধারা প্রবল বেগে বর্ষণ হয়; তখন তাহাদের অন্তরস্থিত প্রজ্জ্বলিত সংসারপাবকের অসহ্যতাপ একান্তই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়; এবং তৎকালে সেই সকল প্রদীপ্তশির ব্যক্তি, পরম সুখ ও

কল্যাণকর বৈরাগ্যধনকে প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দে এই ভুবনমধ্যে নিতান্ত নির্ভয়ে পর্য্যটন করে। হে সাধ্বীগণ! যাঁহাদিগের পতিদেবতাগণের এবম্প্রকার মুক্তিধন বিতরণের সম্যক ক্ষমতা আছে; তাঁহাদিগের পত্নীরা ইদৃশ ভর্ত্তৃগণের সহচারিণী হইয়া কখনই এই প্রপঞ্চ ও মায়াময় সংসারের সংসাররূপিণী পত্নী হইতে পারেন না। বরং সেরূপ পত্নীরা সেই সকল পতিগণের জীবন্মুক্তিস্বরূপিনী পরমাশক্তি বলিয়া আমার স্থিরনিশ্চয় হয়। হে সাধ্বীগণ! আপনারা পরম তপস্যা দ্বারা সেই সকল পতিদিগকে লাভ করিয়াছেন; ইহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং সেই তেজপুঞ্জ মহর্ষিবৃন্দও যে পুঞ্জ পুঞ্জ পুন্যপ্রভাবে ভবাদৃশী পত্নীসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাতেও আর অনুমাত্র সংশয় নাই।

হে মাতৃগণ! পূর্ব্বে এই গিরীন্দ্রভবনে আরও অনেক সময় ত বিবাহাদি কত মহোৎসব হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে আপনাদের পদরেণুর দ্বারা কখনই আমাকে এরূপ চরিতার্থ করেন নাই, আমার ইদৃশী সৌভাগ্যোদয় ত পূর্ব্বে আর কখনই হয় নাই। অহো! আজ যে আমার রাত্রি এরূপ নিরতিশয় সুপ্রভাতা হইবে, ইহা কাহার মনে ছিল? এই বলিতে বলিতে গিরিরাণীর নয়ন যুগল বাষ্পাকুলে সমাকুলিত হইল এবং স্থানুর ন্যায় স্থির থাকিয়া ঋষিপত্নীদিগের চরণ দর্শন করিতে লাগিলেন। মেনকার নিষ্কপট ভক্তি দর্শন করিয়া তন্মধ্যস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ এক ঋষিসাধ্বী অতি স্নেহভরে রাণীকে সম্বোধন

করিয়া কহিতে লাগিলেন; অগো গিরিরাজমহিষী মেনকে! আমরা তোমার জীবনসর্ব্বস্ব গৌরীধনকে দেখিতে আসিয়াছি, অতএব আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। তখন গিরিজায়া মেনকা আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পরমাহ্লাদে কিঞ্চিৎ পার্শ্বে অগ্রসর হওত পথপ্রদর্শনপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে উমা সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ঋষিপত্নীরা, সুসজ্জীকৃত সেই গিরিপুরীর মোনহারিণী সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে মহারাণীর অনুগামিনী হইয়া মধ্যবর্ত্তিকক্ষদ্বয় অতিক্রম করতঃ চতুর্থ কক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, পুরনারীসকলে সেই মঙ্গলস্নাতাপার্ব্বতীকে অপূর্ব্ব আসনে উপবেশন করাইয়া, রত্নময় আভরণ সকল লইয়া তাঁহাকে যথাযোগ্য ভূষিতা করিতেছেন। তত্রত্য দাসীগণ তখন মহারাণী গিরীন্দ্রাণীকে তথায় আগতা দেখিয়া, তিনি কি আদেশ করেন তাহা জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া অবিচলিত নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজ্ঞী তাঁহাদিগকে নূতন আসন প্রদানার্থ ইঙ্গিত করিয়া পার্ব্বতীর সমীপবর্ত্তি হওতঃ ঋষিপত্নীদিগের অভিমুখে তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে গদগদ বচনে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মাতৃগণ! এই আমার দ্ররিদ্রেরনিধি পার্ব্বতীধনকে কৃপাবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদ করত সর্ব্বাবয়বে ইহাঁকে উন্নতমঙ্গলা করুণ, এই বলিয়া মহারাণী মেনকা তাঁহাদিগকে তথায় বসাইলেন। তখন জননীর সঙ্কেত বাক্যে ভুবনমোহিনী পার্ব্বতী

যৌবনভারে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলে, তাঁহারা হে গৌরি! তুমি পতিব্রতা হইয়া নিয়তই পতির প্রেমভাজন হইয়া থাক, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং তাঁহারা বনস্থলী হইতে যে সকল পুষ্পাভরণ প্রস্তুত করিয়া সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহার অঙ্গে যথা প্রদেশে স্থাপন করতঃ স্থিরযৌবনা স্বভাবসুন্দরী গৌরীকে অপেক্ষাকৃত ততোধিক শোভমানা করিয়া মনে মনে প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন। হে মাতঃ! তুমি বিশ্বজননি, আমরা স্বামীর নিকট তোমার সমস্ত তত্ত্বই পাইয়াছি। তুমি শিবারাধ্যা শিবানী ও আদ্যাশক্তি মহামায়া, তোমার কটাক্ষমাত্রে এরূপ কোটী কোটী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রসবিত্রী। অতএব হে জগদম্বিকে! আমরা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুরোধে তোমার প্রতি ঐরূপ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ এবং সর্ব্বমঙ্গলারও মঙ্গলোদ্দেশে আবার মঙ্গল কামনা ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ যে প্রতি নিয়ত তোমারঐ অনন্ত অনুপম চরণতলেই পতিত রহিয়াছে,হে সর্ব্বান্তর্যামিনী সাধ্বি! তাহা তোমার নিকট অবিদিত নাই। আমরা তোমার করুণার উপর নির্ভর করিয়া তোমার পদযুগ দর্শন করত কৃতার্থ হইলাম, এখন আর আমরা সংসারসমুদ্রকে গোষ্পদ তুল্যও জ্ঞান করিব না। হে পতিপ্রাণবল্লভে! তুমি পতি নিন্দা শ্রবণে দক্ষভবনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলে, অতএব তুমিই

যথার্থ সতী। এখন তোমার নিকট এই মাত্র ভিক্ষা, যেন আমাদের পতিচরণে মতি থাকে এবং আমরা সর্ব্বদাই অবিচলিত পতিপ্রেমে আবদ্ধা থাকি।

ঋষিপত্নীগণ এইরূপ স্তব স্তুতি করিয়া স্ব স্ব পতি-পার্শ্বে প্রয়ানোন্মুখ হইলে, গিরিজায়া আস্তে ব্যস্তে তাঁহা-দের সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, হে সাধ্বীগণ! যদিও আপনাদিগের তপনিধান পতিগণ সর্ব্ব সার সম্পত্তির অধিকারী, তথাপি প্রার্থনা এই যে দাসী সমভিব্যাহারে কিয়ৎপরিমাণে বস্ত্রাভরণ প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করি, গ্রহণ করিয়া অধিনীর মনস্কামনা পরিপূর্ণ করিলে চরিতার্থ হই। রাজ্ঞীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বয়োধিকা ঋষিসাধ্বী ইষদ্ধাস্তমুখে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; মেনকে! আমরা তোমার উমাশশি দর্শন-করিয়াই কৃতার্থমন্যা হইয়াছি, দেবি! অপরের দর্শন সুখার্থে আমরা কদাচই বেশ ভুষা ধারণ করি না। যদি কখন পতির প্রীতি সাধনোদ্দেশে বেশ ভূষার আবশ্যক হয়; তখন কোথা হইতে দিব্যরূপা কামিনীগণ আসিয়া আমাদিগকে যে উৎকৃষ্ট বস্ত্রাভরণদ্বারা ভূষিতা করে বলিতে পারি না। তাদৃশ বিচিত্র বসন ও মণিময় অমূল্য আভরণ এখানে নাই, এবং বোধ হয় সেরূপ মূল্যবান্ বস্তু আপ-নারা কখনই নয়নগোচর করেন নাই; যাহা হউক এখন আমাদিগকে অনুরোধে প্রতিনিবৃত্ত হউন, আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করি। এই কথা শ্রবণ করিয়া রাণী অপ্রতিভ হওত লজ্জাবনতবদনে প্রণাম করিলেন; এবং তাঁহারাও আশী-

র্ব্বাদ করিয়া যথা স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই রূপে সেই বিবাহ দিবসের বেলা প্রায় দশ দণ্ড অতিবাহিত হইল। গিরিরাজা প্রাতঃকাল অবধি স্বকীয় রাজধানীর অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, তথাকার সেই অমরনদীর উভয় কুলেরই স্নানমণ্ডপে ভৃত্যগণ বিবিধ পাত্রপরিপূর্ণ সুগন্ধ তৈল লইয়া নিরন্তর অপেক্ষা করিতেছে, আমন্ত্রিত এবং অপরাপর লোকদিগের কিছুকাল ব্যবহার নিমিত্ত ইতস্ততঃ তৈলকুল্যাও রহিয়াছে। স্নান মণ্ডপের অনতিদূরেই অপূর্ব্ব অট্টালিকামধ্যে অপর্য্যাপ্ত পানীয় ও সুভোজন সামগ্রী সকল প্রস্তুত রহিয়াছে; বিশ্রাম গৃহে নানা প্রকার পালঙ্কোপরি শ্রান্তিহারিণী দুগ্ধফেননিভ শয্যা সকল সুসজ্জিত হইয়াছে। প্রত্যেক শয্যাসমীপে তালবৃন্ত সঞ্চালন এবং পুষ্প স্তবকাদি দানার্থ ভৃত্যদ্বয় নিরন্তর নিয়মিতরূপে নিযুক্ত রহিয়াছে। রাজধানীর অভ্যন্তরস্থ সরিৎ ও সুশীতলজলপূর্ণ সুরম্য সরোবর সকলের তীরসন্নিধানে স্নান, পান, ভোজন ও বিশ্রামার্থ যথোপযোগী প্রচুর দ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া পরিপাটী গৃহ সকল সংরচিত হইয়াছে। কোথাও বা দীন দরিদ্র আতুর প্রভৃতি অভ্যাগত অপরিচিত অতিথিগণের অনায়াসলভ্য শাক, শূপ, স্থালী, তণ্ডুল, অন্ন, পক্কান্ন, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি রসনারঞ্জক চতুর্বিধ রাজভোগোপযোগী, খাদ্যসকল ঘরে ঘরে পর্ব্বতের ন্যায় ন্যস্ত রহিয়াছে। তখন গিরিরাজা আহুত ও অনাহুত ব্যক্তি মাত্রকেই কিছুকালের জন্য যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাঁহাদের তুষ্টি সাধন করিতে

পারিবেন, এই ভাবিয়া হর্ষোৎফুল্ল মনে পুরঃপ্রবেশ করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের বিধিবৎ বন্দনা করিলেন।

এ দিকে মধ্যাহ্নকালের উত্তাপের সহিত ক্রমশঃ লোক সমাগম কোলাহল প্রভাবে গিরি নগরী মুখরীকৃত হইয়া উঠিল। তখন কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ইত্যাদি শব্দই চতুর্দ্দিক হইতে শ্রবণ গোচর হইতে লাগিল। বায়ু মন্দ মন্দ প্রবাহিত হওয়াতে দিক সকল পাংশু শূন্য ও সুপ্রশন্ন হইল। যাবতীয় জীব জন্তুগণ প্রফুল্লমন হইয়া অভুতপূর্ব্ব সুখানুভব করিতে লাগিল। রাজা, দৈনন্দিন কার্য্যাবসানে গ্রাম্য ও কুলদেবতা এবং মাতৃগণের পূজা সমাপন করতঃ স্বকীয় সভাভবনে আগমন করিলেন; এবং সেই সুসজ্জীভুত সভাগৃহ অতি পরিপাটী দেখিয়া পরমানন্দে অবিচলিত ভক্তিযোগসহকারে শিবাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সায়ংকাল সমুপস্থিত হইলে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, দেববাঞ্ছিত সোভনীয় বেশে সজ্জীকৃত হইয়া বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন, এবং বরযাত্রীদিগকে একত্র সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত পূর্ব্বনিরুপিতানুসারে দুন্দুভিধ্বনি করিতে আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তখন সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্পালগণ স্বগণে পরিবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, রুদ্রগণ ও অমরবৃন্দ এবং যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি দেবানুচরেরা শিব-বিবাহজনিত উল্লাসে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কেহ কাহার প্রতি সঙ্কোচ না করিয়াই আত্মীয়গণে পরিবৃত হওত স্ব স্ব বাহনে তথায় প্রফুল্লমনে উপস্থিত হইলেন। বীণা সপ্ত-

স্বরা প্রভৃতি ষড়যন্ত্র বেত্তারা নিজ নিজ যন্ত্রে স্বর সংযোজনা করিতে লাগিলেন। বরযাত্রীগণ, কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ রথে, কেহ কেহ বা পদব্রজেই বিমানপথে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মস্তকস্থ উজ্জ্বল মুকুটমালায় আলোকিতবদনাবলী পূর্ণানন্দে প্রফুল্ল হওয়াতে আকাশ মণ্ডল যেন পদ্মাকর সদৃশ শোভমান হইয়া উঠিল। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যে সকলে গালবাদ্য ও কক্ষবাদ্য সহকারে নৃত্য করিয়া, হর হর বোম্ বোম্ ইত্যাদি শব্দে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হওত তাঁহার চরণবন্দনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবতাবৃন্দকে সমীপস্থ হইতে দেখিয়া স্বাগত জিজ্ঞাসা করতঃ কহিতে লাগিলেন। হে অমরগণ! তোমাদের আগমনবিলম্ব দেখিয়া আমি উৎকণ্ঠিত হইতেছিলাম। এই কথা আকর্ণন করিয়া অমরগণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! এই দেবগণ আপনার আশ্রিত ও অনুগত আজ্ঞাবাহী ভৃত্য, ইহঁাদের নিমিত্ত আপনার উৎকণ্ঠিত হইবার আবশ্যকতা নাই। এখন ইহঁারা সকলেই উপস্থিত, অতএব কি করিব আজ্ঞা করুন। মহাদেব কহিলেন, দেবগণ! দেখ দেখি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এখন কত দূরে আছেন, তাঁহাদের আসিবার আর বিলম্ব কি? এই কথা বলিতে বলিতে হংসযুক্তবিমানে আরোহণপূর্ব্বক চতুর্মুখ বিধাতা ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন এবং অনতিদূরে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া শিব সন্নিধানে উপস্থিত হওত তাঁহাকে প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করিয়া চতুর্মুখে বেদ চতুষ্টয়োক্ত স্তব করিতে লাগিলেন। চিরবৈরাগ্যধারী সমাগত সনক সনাতনাদি বিধিপুত্রগণ স্বাভিলষিত, স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবতারা সকলে তথায় উপস্থিত হইলে, সর্ব্বশেষে খগেন্দ্রবরবাহী বিষ্ণু, স্বকীয় নবনীরদশ্যামনিন্দিত নিরতিশয় নীলকান্তিতে যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সকলই নীলপ্রভ করিয়া আকাশ মণ্ডলে প্রকাশিত হইলেন। দেবতারা সকলে চমকিত হইয়া ঊর্দ্ধপথে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অমনি চকিতমাত্রেই শংখ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ জগন্নাথ সকলের দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইলেন। গরুড়বাহী নারায়ণকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি সুরেন্দ্রবর্গে সমবেত হইয়া, পদ্মযোনী প্রজাপতি স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন। তখন মধুসূদন বিষ্ণু অবরোহণ করিলে, দেবাদিদেব গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে সম্মানার্থ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওতঃ পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই হরিহরদেহ একত্র সম্মিলিত হওয়াতে, ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ সেই দিব্য মূর্ত্তি দর্শনে পুলকে পূর্ণিত হইয়া নানা প্রকারে হরিহরের স্তব এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। হরহরি উভয়ে উভয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মার সহিত সেই পরিস্কৃত মসৃণ শীলাতলে উপবেশন করিলে, প্রায় সকলেই তখন সেই স্থলে উপবেশন করিলেন, এবং কেহ কেহ বা তথাকার বনমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোটী কোটী অমর কিন্নরাদির সমাগমে তথায় জনতাপূর্ণ হওয়াতে কে কোথায়

কি করিতে লাগিল, তাহার কিছুই লক্ষ্য রহিল না। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ করুণাপরতন্ত্র হইয়া কামপত্নী রতীর নিকট উপনীত হওত কহিলেন, অনঙ্গ অঙ্গবিহারিণি! অদ্য হরপার্ব্বতীর শুভ বিবাহোৎসব উপলক্ষে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শিব সন্নিহিত আছেন, অতএব এই সুযোগে তুমি পতিকে পুনর্জীবিত করিতে আশু সচেষ্টিতা হও। মদননিধন-কালে শচীনাথ তোমাকে যে যে বাক্যে আশ্বাসিত করিয়াছিলেন, বোধ হয় একালপর্য্যন্ত তুমি তাহা বিস্মৃত হও নাই।

নারদের বাক্যাবসানে মদনপ্রিয়া রতী সজলনয়নে কহিলেন, দেবর্ষে! আমার জীবন সত্ত্বে আমি কি তাহা কদাপি বিস্মৃত হইতে পারি? এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন দেবি! তবে আমি এখন শিব সন্নিধানে গমন করি, তুমি সত্বর তথায় গমন করিও। এই বলিয়া নারদ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তৎপরে কামসীমন্তিনী রতি, নারদের পরামর্শানুযায়ী স্বীয় পতিসখা বসন্তের অনুগামিনী হইয়া শিব সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া মহাদেবকে যথাবিহিত বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; বৎস নারদ! অদ্য আমার বিবাহোৎসব উপলক্ষে সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন; অতএব সাবধান, যেন কর্ত্তব্যতা বিষয়ের কোন অন্যথা না হয়। আমি স্বভাবতই বিমনায়মান থাকি, তাহাতে আবার দীর্ঘকাল সতী বিচ্ছেদজনিত শোকে আকুলিত, এজন্য যতক্ষণ আমি পার্ব্বতীকে পার্শ্বে সুশোভিতা হইতে না দেখি,

ততক্ষণ সতীশোক হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায়ান্তর নাই; এখন সে শোক অপনয়নার্থ পার্ব্বতীই একমাত্র উপায়। তখন শিববাক্যাবসানে নারদ অতি ললিত স্বরে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আপনি স্বাভিলষিত চিন্তায় অনায়াসে ব্যাপৃত থাকুন; কর্ত্তব্য বিষয়ের অনুষ্ঠানে এখানকার অনেকেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন; ত্রিযামা উপস্থিত হইলে আমরা আপনাকে লইয়া গিরিপুরে যাত্রা করিব। এই বলিয়া প্রণাম করতঃ মহর্ষি নারদ তথা হইতে দেবেন্দ্র সমীপে উপনীত হইলেন।

—oo—

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাদেবের বৈবাহিক উৎসবোপলক্ষে সেই তপোবন অমর-সমাগমে জনতাপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবিধ বাদ্যশব্দে আকাশ পরিপূর্ণ হইল, সুগায়ক সকল সম্মিলিত হইয়া বংশী, বীণা, সপ্তস্বরা ও মৃদঙ্গমুরজাদি বিবিধ শ্রুতিসুখকর সুমিষ্ট বাদ্য সকল বাজাইতে লাগিল, কোথাও বা আনন্দোৎসাহিত মনে কিন্নরগণ মধুর স্বরে ঐকতানে গান করিতে লাগিল। কোথাও বা বিদ্যাধরীগণ সমারোহ দর্শনে প্রফুল্ল-মনা হইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল, এবং কোন স্থানে মঙ্গলার্থ চতুর্দ্দিক হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মন্দ মন্দ মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া সুগন্ধ বহন করত দিক সকল আমোদিত করিল। কোকিলাদি বিহঙ্গম সকল পঞ্চমস্বরে কলরব করিতে লাগিল, তখন সেই তপোবন যেন মহেন্দ্রভবন-সদৃশ শোভমান ও মুখরিত হইয়া উঠিল; এবং তৎকালে প্রমথগণের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা কেহ গালবাদ্য, কেহ কক্ষবাদ্য করিয়া লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতে লাগিল; কেহ কেহ বা বম্ বম্ শব্দে করতালীসহকারে ইতস্ততঃ বিচরণ ও নৃত্য করিতে লাগিল। সেই সময়ে অতি বিশ্বস্ত সেবক নন্দী, বরসজ্জার নিমিত্ত প্রমথনাথের অঙ্গে বিভূতি বিলেপন করিতে লাগিল।

মদনের পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি।

এ দিকে কন্দর্পপত্নী রতি, পতিবিয়োগজনিত শোকে নিতান্ত কৃশাঙ্গী ও কাতরা হইয়া দেবর্ষি নারদের পরামর্শানুযায়ী সেই আনন্দকাননে ইন্দ্রের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং দেখিলেন তিনি প্রজাপতি ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কথোপকথন করিতেছেন। এই সুযোগে তিনি দীনবদনে ধীরে ধীরে তথায় উপনীত হইয়া অতি ভক্তিভরে তাঁহাদের পাদপদ্ম বন্দনান্তে গলদশ্রুনয়নে যোড়করে কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! পূর্ব্বে আপনার আদেশানুক্রমে কুসুমায়ুধধারী আমার পতি, সতীনাথের প্রতি স্বকীয় অব্যর্থ কুসুমশায়ক সন্ধান করিলে ত্রিশূলী মহাদেব তাহা অবগত হইয়া আরক্তিমনয়নে রোষাগ্নিতে তাঁহাকে ভস্মসাৎ করেন; তদ্দৃষ্টে আমি পতিবিয়োগঅসহিষ্ণু হওত তাঁহার অসহ্য বিচ্ছেদযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত বহুতর বিলাপ ও রোদন করত প্রাণপরিত্যাগের উপক্রম করিলাম। তখন আপনি আমার সম্মুখান হইয়া আমাকে নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে আশ্বাসিত করেন;—"কামকান্তে! আর বিলাপ করিও না, তোমার পতি পুনর্জ্জীবিত হইবেন, তজ্জন্য কোন আশঙ্কা নাই; অতএব কিয়ৎকালের নিমিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন কর। এখন মদনবাণে আহত হইয়া দেবদেবের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে, সত্য বটে, কিন্তু তিনি যখন পার্ব্বতীর সহিত পরিণয়ে কৃতসংল্প হইয়া তাহার উদ্যোগ করিবেন, সেই সুযোগে আমি তোমার প্রাণকান্তকে জীবিত

করিব”। হে অমরপতে! এক্ষণে সেই সময় ত সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যথাকর্ত্তব্য সাধন করিয়া এ হতভাগিনী রতীর মনস্কামনা পূর্ণ করুন। এই বলিয়া অনর্গল নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রতিকে এইরূপ বিমনায়মানা দেখিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্র উভয়েই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, হে ভুতনাথ! হে যোগীশ্বর! তুমি দয়ার আধার, করুণার উৎস, এই দেবতারা সকলেই তোমার চিরানুগত ও আশ্রিত, অতএব তাহাদের প্রতি এখন একবার প্রসন্ন হইয়া বিশেষরূপে কৃপাদান করিতে হইবে, এই বলিয়া বিরত হইলে, ভূতভাবন মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! ভক্তের মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত আমার কিছুই অকর্ত্তব্য নাই, ভক্তের সন্তোষ হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া থাকি; অতএব এখন কি প্রার্থনা, তাহা ত্বরায় বল, অবশ্যই সম্পাদিত হইবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ভোলানাথ! পূর্ব্বে দুর্দ্ধর্ষ তাড়কাসুর কর্ত্তৃক যেরূপ উৎপীড়িত হইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় কম্পিত হয়, সে দুরাত্মা দেবতাদিগের প্রতি বিশেষ উপদ্রব করিয়া ত্রৈলোক্য সংক্ষুব্ধ করিয়া ছিল। সে সকলকেই উপেক্ষা করিত, কেহ তাহার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারিত না। তখন দৈত্যবধদ্বারা ত্রৈলোক্যের দুঃসহ দুঃখ অপনয়নার্থ যাবতীয় অমরগণ একত্রিত হইয়া বিধাতার শরণাপন্ন হইলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা দেবগণকে

নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন ও শরণাগত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে উপদেশ প্রদান করিলেন, হে চরুভুক্ অমরবৃন্দ! যখন দেবাদিদেব কীর্ত্তিবাস পুনর্ব্বার ভবাণীর পাণিগ্রহণ করিবেন, সেই সময় তোমাদের সকল দুঃখই অন্ত হইবে; অতএব যদি ত্বরায় কোন প্রকারে পার্ব্বতীপতির যোগ ভঙ্গ করিতে পার, তাহা হইলে আর কোন চিন্তাই থাকিবে না। হে অনাদি নাথ! প্রজাপতির এইরূপ উপদেশ পরম্পরায় আমরা তদানুবশবর্ত্তী হইয়া ঐ গুরুতরকার্য্য সাধনোদ্দেশে বিজয়ী কামদেবকে নিয়োজিত করিলাম। কিন্তু কন্দর্প প্রথমে এই অসমসাহসিক কর্ম্মে সহসা অনুমোদন না করিলেও ত্রৈলোক্য পরিত্রাণ ও দেবগণের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে অগত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থ যোগীশ্বরের যোগভঙ্গ করিতে এই দুর্জ্জয় শরাসনে কুসুমশরসন্ধান করিয়া তথায় চলিলাম। পরন্তু তাহাতে আমার আর কিছুতেই নিস্তার নাই, আমাকে যে অবশ্যই সেই করাল কৃতান্তকবলে নিপতিত হইতে হইবেক তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। যাঁহার ইচ্ছামাত্রে এইরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড লয় প্রাপ্ত হয়, আমি প্রতিদ্বন্দী হইয়া সেই হর-কোপানল হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবার প্রত্যাশা করিব? ফলে আমার মৃত্যুই অতি সন্নিকট। যাহাহউক, আপাততঃ আমি দেবতাগণের উপকারার্থে হরযোগ ভঙ্গ করিতে যাত্রা করিলাম; কিন্তু দেখিবেন যেন উপকার করিয়া আমাকে চিরবিনষ্ট হইতে না হয়। যদি

বাস্তবিকই আমাকে সেই রুদ্রের কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হয়; তবে (সাবধান,) হে অমরেন্দ্র! যৎকালে আপনারা সেই মৃত্যুঞ্জয়কে কোথাও প্রহৃষ্টচিত্তে আসীন হইতে দেখিবেন তৎকালে সকলে স্তবস্তুতি করতঃ তাঁহার তুষ্টি জন্মাইয়া আমার পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিবেন; তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট প্রত্যুপকার করা হইবে।

হে করুণানিলয় আশুতোষ! কন্দর্পের সেই কথা আকর্ণন করিয়া আমরা আপনার অতুল প্রেম ও দয়া স্মরণ করতঃ তাহার ঐরূপ প্রত্যুপকারে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তদবধি আমরা তাহার নিকট প্রতিজ্ঞা পাশে আবদ্ধ আছি। হে দয়াময় ভগবান্! এদিকে পতিবিয়োগকাতরা স্থিরযৌবনা রতী, নিতান্ত দীনার ন্যায় রোরুদ্যমানা হইয়া আমাদের শরণাপন্না হওত পতির পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিতেছেন, কেবল বৈরিপত্নী বোধে পাছে কোপানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তিনিও স্বামীর ন্যায় ভস্মীভূত হন, এই আশঙ্কায় সাহসী হইয়া ভবদীয় চরণোপান্তে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিতে অসমর্থ। ঐ দেখুন সে অদূরে পাগলিনীর ন্যায় পতিবিরহে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুজলে মেদিনী সিক্ত করিতেছে, অতএব, হে ভক্তবৎসল প্রভো! এক্ষণে অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া দেবতাগণের প্রতি প্রসন্ন হউন, তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে মুক্ত করুন; এবং মদনকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া আপনার দয়াময় নাম রক্ষা ও হতভাগিনী রতীর জীবন্মৃতদেহে প্রাণদান করুন। এক্ষণে দেবতারা সকলে সমবেত

হইয়া আপনার নিকট এই মাত্র ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছেন। এই বলিয়া দেবতারা প্রতিনিবৃত্ত হওত করযোড়ে প্রত্যুত্তর শ্রবণাভিলাষে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তখন দেবপ্রমুখাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, অহো! তবে আমি বিনাপরাধে কন্দর্পকে বিনাশ করিয়াছি, কারণ সে আত্মদম্ভ প্রকাশার্থে আমার প্রতি ঐরূপ অন্যায় ব্যবহার করে নাই, কেবল দেবতাদিগের প্রিয়চিকীর্ষা নিবন্ধন শরসন্ধান করিয়া মদীয় কোপাগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়াছে। যাহা হউক, মদনকে পুনর্জ্জীবিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য; যে হেতু, অতলস্পর্শ সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও মেদিনীর ন্যায় ধৈর্য্যশালী হইয়াও আমি যখন প্রিয়াবিরহে অধৈর্য্য হইয়াছি, এবং বোধ হয়, একাল পর্য্যন্ত ধ্যানাবলম্বী হইয়া থাকিলেও হয় ত সতী বিরহদহনে ভস্মসার হইতাম, তখন পতিপরায়ণা অনন্যগতি কন্দর্পপত্নীর ত কথাই নাই;—তাহাকে যে পতিবিরহে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে তাহার আর সন্দেহ কি? মনে মনে এইরূপ চিন্তা ও তর্ক করিতে করিতে রতীদুঃখে তাঁহার ত্রিনেত্র হইতে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং আর ক্ষণকালও নিশ্চেষ্ট হইয়া স্থির থাকিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ প্রজাপতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! তবে কালবিলম্বব্যতিরেকে কামদেব পুনর্জ্জীবিত হউক। ভূতনাথ মহাদেবের মুখ হইতে এইরূপ বাক্য বিনিঃসৃত হইবামাত্র কামদেব তৎক্ষণাৎ পুনর্জ্জীবিত হইয়া শিবসম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে স্তবস্তুতি করিয়া

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন; পরে আর আর দেবগণকে যথা বিহিত অভিবাদন ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক অদূরস্থিতা রোরুদ্যমানা বিরহমলিনা রতীর নিকটে গমন করিলেন।

শিবের গিরিপুরে গমন।

দিবা অবসান হইল, দিবাকর স্বকীয় প্রভাকর কর-নিকর আকুঞ্চিত করিয়া অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। দেখিতে দেখিতে শশাঙ্কশেখর পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অমর কিন্নর প্রভৃতি বরযাত্রীগণ বিবিধ বাদ্যসহকারে মহান্ কোলাহল করত গমনোদ্যোগী হইল। নন্দী, সুসজ্জীকৃত বৃষভরাজকে শিবসন্নিধানে উপনীত করিলেন। এমন সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলি হইয়া মহাদেবকে কহিতে লাগিলেন, ভক্তবৎসল দয়াময়! আপনার এই যে কঙ্কালমালালম্বিত, জটামণ্ডিত, বিভূতি-বিলেপিত অহিভূষণশোভিত পরমাশ্চর্য্য রূপ, ইহাতে বৈরাগ্যচিহ্নই প্রকাশমান থাকাতে, কেবল যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র-গণেরই উহা প্রিয়দর্শন হয়, তাঁহারাই নিরন্তর ঐ রূপের চিন্তা করিয়া পরম বৈরাগ্য লাভ করেন। কিন্তু কান্তকামদা কামিনীগণের পক্ষে ঈদৃশ রূপ ও বেশভূষা কখনই প্রীতি-প্রদ নয়; অতএব সম্প্রতি আপনাকে এ বেশ পরিত্যাগ করিয়া বরোচিতপরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবেক। তখন মহাদেব তাঁহা আকর্ণন করিয়া ঈষদ্ধাস্যমুখে বারম্বর মস্তক সঞ্চালন করত সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর চতু-র্ভুজধারী মহাদেব দেখিতে দেখিতে দ্বিভুজ ধারণ করিলেন।

তাঁহার মস্তকস্থ পাংশুবর্ণজটাভার সুবর্ণকীরিটের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, পরিধেয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিচিত্র বসন রূপে রূপান্তরিত হইল, অঙ্গের বিভূতি ভূষণ চন্দনের ন্যায় সৌগন্ধযুক্ত হইল, অস্থিমালা মণিমালার ন্যায় তাঁহার নীল-কণ্ঠ সুশোভিত করিল। নাগভূষণ বিচিত্র মণিময় বলয়ের ন্যায় তাঁহার হস্তে শোভা পাইতে লাগিল। এইরূপে ত্রিপুরনাথ ত্রিলোকবাঞ্ছিত রমণায় মদনমোহন রূপ ধারণ করিলে, ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং দিব্যরূপধারী উমানাথ তখন সেই বৃষ-ভোপরি সমাসীন হইয়া ত্রিজগৎ উল্লাসিত করিলেন।

তদনন্তর অমরেরা শুভক্ষণ বিবেচনায়, মহাদেবকে লইয়া অতি কোলাহল সহকারে গিরীন্দ্রপুরাভিমুখে শুভ-যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে মুহুর্মুহু পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দ-ভিধ্বনী হইতে লাগিল। অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইয়া কার্য্যসিদ্ধির অবশ্যম্ভাবিত্ব প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই আনন্দময় মহাদেবের বৈবাহিক উৎসবজনিত পরমানন্দ-কালে যাবতীয় জীবজন্তু (স্থাবর জঙ্গম) সকলেই আন-ন্দোৎসাহে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। বিহঙ্গগণ মধুরস্বরে কূজনধ্বনী করিতে লাগিল। অমরেরা কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অশ্বে ও কেহ কেহ বা বাহনাভাবে পদ-ব্রজেই গমন করিতে লাগিলেন, এই রূপে কিয়ৎকাল মধ্যে অমর কিন্নরাদি পরিবেষ্টিত অমরনাথ মহাদেব হিমা-লয়ে উপনীত হইলেন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

সযাত্রিক মহাদেবকে আগমন করিতে দেখিয়া পাত্র-মিত্রসমভিব্যাহারে অদ্রিনাথ তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার মানসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহারা দ্বার-দেশে পঁহুছিবামাত্র তিনি গললগ্নীকৃতবাসা ও কৃতাঞ্জলি হইয়া সাদরসম্ভাষণ ও যথাযোগ্য সকলকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তুষ্টিকর মিষ্টবাক্যে আহ্বান করত পুরমধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানান্তে প্রথমে মহা-দেবকে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, পরে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকেও ঐ রূপে অর্চ্চনা করিয়া শ্রান্তিদূরকরণার্থ হৈম সিংহাসন প্রদান করিলেন। সুশিক্ষিত অন্যান্য রাজবান্ধবেরা সকলকেই সমুচিত সম্মান প্রদান করিয়া বসাইতে লাগিলেন। তখন সকলে উপবেশন ও শ্রান্তি দূর করিলে, কিয়ৎকাল পরে গিরিরাজা, সকলের সম্মতিক্রমে যথানির্দ্দিষ্ট আসনে স্বয়ং উপবেশন করিলেন। এইরূপে সভাস্থগণ সকলে গতক্লম হইয়া স্থিরভাবে উপবেশন করিলে, সেই বৈবা-হিক সভার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদিত হইতে লাগিল। এদিকে অঙ্গনাগণ মঙ্গলার্থে অন্তঃপুর হইতে বারম্বার শঙ্খ ও হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ বা বর দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষদ্বার উন্মোচন করিয়া প্রমথনাথের সেই মন্মথমথন অপরূপ রূপ সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া সমী-পস্থ কামিনীগণের প্রতি কহিতে লাগিল, সখি! আমা-

দের ভুবনমোহিনী পার্ব্বতীর অনুরূপ পাত্র ত্রিভুবনে দুর্লভ, ইহাই আমাদের স্থিরনিশ্চয় ছিল; কিন্তু বিধাতা যে আবার এতাদৃশ রূপ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই অতি আশ্চর্য্য। প্রফুল্ল কমলদল ও পৌর্ণমাসীর পূর্ণশশধর, ইহাঁরাই সৌন্দর্য্য গুণে এই জগতীতলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত; কিন্তু পার্ব্বতীনাথের রুচিরানন দর্শন করিলে, তাঁহাদিগকে সুন্দর বলিয়া আর কখনই প্রতীয়মান হয় না। দেখ সখি! রত্নভূষণ ও মণিময় কিরীট ধারণ করিয়া সকলেই অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত করে; কিন্তু এ অঙ্গে তাহার আর কিছুই আবশ্যক ছিল না। পরমোৎকৃষ্ট বসন ভুষণ ইহাঁর অঙ্গের বরং ইহাঁরাই অঙ্গরাগে ভুষণ শোভিতা হইয়াছে। বোধ হয় ইনি ভুষণকে ভূষিত করিবার জন্যই উহা ধারণ করিয়াছেন। ইহাঁর ললাটদেশে যে অর্দ্ধচন্দ্র, বোধ হয় ইহাঁর অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুখকান্তি দর্শন করিয়া লজ্জিতভাবে আপনার পূর্ণদেহের কলঙ্কযুক্ত অসার অংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধাবয়বে ঐ নির্ম্মল রূপরাশির অনুরূপ হইবার নিমিত্ত উহাঁর সুপ্রসস্ত ললাটদেশে হীনাঙ্গা হইয়াও শোভা পাইতেছেন। কেহ কহিল সখি! যদি আমাদের এমন অপরূপ রূপই দর্শননির্ব্বন্ধ ছিল, তবে সহস্রনয়ন হইলেই তাহার উপযুক্ত হইত, তাহা হইলে আমরা পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতাম; অথবা বিধাতা যেমন এই দুই চক্ষু দিয়াছেন, তাহাতে আর পলক না দিলেও বরং অনিমিষ-

নয়নে ঐ মুখকমল দেখিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতাম। কেহ কহিল, যাহা হউক, সখি! আমাদের মহারাণী মেনকার কি তপস্যা—কি পুণ্যপুঞ্জ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অহো! তিনি যেমন অপূর্ব্বরূপা পার্ব্বতীকে প্রসব করিয়াছেন, তেমনি পরম সুন্দর কৈলাসনাথকে জামতারূপে প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিলেন। এইরূপে অন্তঃপুরচারিণী অঙ্গনাগণ মহাদেবের সেই মন্মথমোহন রূপ সন্দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়া পরস্পরে নানাপ্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় অচলেশ্বর সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সভাস্থ সপ্তর্ষিগণের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, হে পূজ্যপাদ গুরুগণ! বিবাহের শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে অনুমতি করিবেন, আমি আপনাদের সেই অভিমতসময়ে আমার গৌরীকে পাত্রস্থ করিব। এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অঙ্গিরা কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি বেদজ্ঞ ও বহুদর্শী, অতএব উপযুক্ত সময়েই এ কথার প্রসঙ্গ করিয়াছেন, আমাদের নিকট এই কথার উত্থাপনের তাৎপর্য্য এই যে, আপনি আমাদিগের সম্মানরক্ষার্থ আমাদের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, আমরা তাহা সম্যক্ অবগত হইয়াছি। তখন অদ্রিনাথ পুনর্ব্বার অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, যোগবলে আপনারা সকলেরই মনোগত ভাব জানিতে পারেন। ভবাদৃশ যে সকল মহাত্মারা অদ্য এই সভায় সভাস্থ আছেন,

তাঁহাদিগকে যে স্তব করি, আমার এমন কি বুদ্ধি আছে? বাগীশ্বরদিগকে যে বাক্য দ্বারা স্তব করিব, এমন স্তবনীয় বাক্যই বা আমি কি জানি? অতএব আমি অতি হীন ও মূঢ়। আমি এখন এই সকল পরম পূজনীয় ও আরাধ্য সভ্যগণের শরণাপন্ন হইলাম। সাধুগণ, শরণাগত ব্যক্তির শত সহস্র অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, অতএব আপনারা আমার অজ্ঞানতানিবন্ধন ক্রটিজনিত সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করিবেন, এবং আপনাদের সম্মানসম্মত সমস্ত কর্ম্মে আপনারাই অনুমতি করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন।

অনন্তর গিরিরাজের বাক্যাবসানে প্রজাপতি ব্রহ্মার ইঙ্গিত ক্রমে অমর বৃন্দ ও যক্ষ গন্ধর্ব্বাদি সমস্ত সভ্য জনেরা অমনি একবাক্যেই কহিলেন, গিরিরাজ! সেই শুভক্ষণ সমুপস্থিত, অতএব আপনি কন্যাকে পাত্রস্থ করুন। তখন সপ্তর্ষিরাও কহিলেন, রাজন্! আপনি এই উপযুক্ত অবসরে অবিলম্বে কন্যা দান করুন। গিরি রাজা তখন ঈষৎ মস্তক সঞ্চালনে আদেশ গ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদানে উদ্যুক্ত হইলেন। সেই সভাগৃহের পার্শ্বদেশে অন্তঃপুর সন্নিধানে সুশিক্ষিত দাসদাসীগণ তৎক্ষণাৎ বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিল; এবং অদ্রিনাথ সংযতচেতা হইয়া মহাদেবকে তথায় লইয়া গিয়া পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করণান্তর বরণীয় দ্রব্যাদির দ্বারা বিহিত বিধানে বরণ করিলেন। অনন্তর স্ত্রীআচার সমাপন হইলে, অন্তঃপুর হইতে হরগৌরীকে সভাস্থলে আনাইয়া রীত্যনুসারে ভুতনাথের

হস্তে পার্ব্বতীকে সমপর্ণ করিলেন। বিধিবিধানে মহাদেব পার্ব্বতীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন।

অনন্তর গিরিপুরে মহা মহোৎসব উপস্থিত হইল। দেবতারা পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম পরিতোষ লাভ করতঃ কন্দর্পের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ পরস্পরে মিষ্টালাপ ও নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, অহে! গিরিরাজা কি ভাগ্যবান্, যিনি ইচ্ছা মাত্রেই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন, যাঁহার কটাক্ষমাত্রে ইহা লয় প্রাপ্ত হয়, যিনি অবলীলাক্রমে এইরূপ কোটি কোটি জগতের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি করেন, যিনি সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের আদ্যা শক্তি, সেই পরমাপ্রকৃতি জগন্মাতা স্বীয় লীলাক্রমে কন্যাভাবে জন্ম লইয়া যাঁহার গৃহে অবতীর্ণা, সেই গিরিরাজাই ধন্য, এই পার্ব্বতীকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হওয়া তাঁহার অল্প পুণ্যফল নহে। আর গিরিজায়া মেনকারও সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। নতুবা জগন্মাতার গর্ব্ভধারিণী ও প্রসবকারিণী জননীই বা কিপ্রকারে সম্ভব হইবে? যাহা হউক, বাক্যমনের অতীত সেই প্রভাবশালী মহেশ্বর, যাঁহার অনির্ব্বচনীয় রূপ কেহই অবগত নহে, সেই মহাদেব যাঁহাদের জামতা, তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? এইরূপে অনেকেই অনেক প্রকার প্রশংসাজনক বাক্যে সস্ত্রীক গিরিরাজার বহুপুণ্যের বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় গিররাজা বিচিত্র সিংহাসনোপরি

মহাদেবকে উপবেশন করাইয়া তাঁহার বামাংশে পার্ব্বতীকে বসাইলেন, এবং চিরবাঞ্ছাস্পদ তাঁহাদের সেই যুগলরূপ সন্দর্শনে চিত্ত চরিতার্থ ও নয়নযুগল সার্থক বোধ করিলেন; এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি যে সতীবিয়োগে কাতর হইয়া তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্তি আশয়ে তীব্র তপস্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই জগদম্বিকা সতীকে ত পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন; অতএব, হে জগৎপিতাঃ! এখন আপনি জগন্মাতার সহিত এই বিশাল বিশ্ব সংসার পরিপালন করুন, দুরন্ত অসুরভয় হইতে অমরদিগকে পরিত্রাণ করুন; এই বলিয়া তাঁহারা তথা হইতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সুরেন্দ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ ও দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সপ্তর্ষিগণও সেই হরপার্ব্বতীকে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনতিবিলম্বে গিরিরাজা পরিচারিকাগণকে আহ্বান করিয়া অন্তঃপুর হইতে রাণীকে সেই স্থানে আসিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন। এবং কহিলেন, পরিচারিকে! তুমি মহিষীকে ত্বরায় লইয়া আইস, এখানে অপর আর কেহই নাই, প্রতিবাসী ও আত্মীয়গণ এখন সকলে প্রস্থান করিয়াছেন; অতএব অবিলম্বে এখানে আসিয়া দর্শন করুন। মহারাজ অচলেশ্বরের অলঙ্ঘনীয় আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রে পরিচারিকা কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমাকে আর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না, এখানে আসিবার নিমিত্ত

তিনি ব্যগ্র হইয়া মহারাজের আজ্ঞাপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, আপনার আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রেই এখানে আগমন করিবেন, এই বলিয়া সে তথা হইতে গমন করত মেনকাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত নিবেদন করিল। রাণী, শ্রবণমাত্রে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া পুরবাসিনী সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হওত হরপার্ব্বতীর সেই যুগলরূপ দর্শন করত সকলেই চরিতার্থ হইলেন। আনন্দাশ্রুনীরে মেনকার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল এবং তিনি গিরীন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তবে এখন বরকন্যাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাই? তখন গিরিনাথ, প্রেমাশ্রুনয়নে মস্তকসঞ্চালন দ্বারা সঙ্কেতে অনুমতি প্রদান করিলে, সহচরীগণ কেহ শঙ্খ ও কেহ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ বা সুবর্ণ ভৃঙ্গার লইয়া অগ্রে অগ্রে জলধারা সেচন করত বরকন্যার গমনপথ পবিত্র করিতে লাগিল। মেনকা, উমাকে ক্রোড়ে লইয়া কিঞ্চিদগ্রে ও মহাদেব তৎপশ্চাতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্ব শেষে গিরীন্দ্র পরিপূর্ণানন্দ মনে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সুসজ্জীভূত প্রশস্ত এক গৃহমধ্যে লইয়া সুখাসনে শিবদুর্গাকে উপবেসন করাইয়া নানাপ্রকারে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন।

গিরিরাজা কর্ত্তৃক শিবস্তব।

হে অনাদিনাথ! তুমি এই বিশ্বের আদি কারণ, তোমার কটাক্ষ মাত্রে জীবের অসাধ্য কর্ম্মও সুসাধ্য

হয়। হে সতীনাথ! তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, তুমি শরণাগত ব্যক্তির বাঞ্ছাধিক শুভ ফলদাতা। তুমি ত্রিগুণাতীত হইয়াও অশেষ গুণের পারাবার (আকর) স্বরূপ, ও তুমি সকলের শরণ্য। হে শরণ্য! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমাকে অকুল ভবসাগরের ভীষণ তরঙ্গ হইতে উদ্ধার কর। আমার গৌরী তোমার নিত্য সিদ্ধ বনিতা, সুতরাং তোমাদের কদাচই বিচ্ছেদ নাই। হে মহেশ্বর! সাধুভাবের সহিত সরলতার, শব্দের সহিত অর্থের এবং সত্ত্ব গুণের সহিত কারুণ্যের যেমন নিত্য যোগ, সতী শিবেরও তাদৃশ নিত্য যোগ। হে পরাৎপর! এই পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি গৌরী সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গিনী রহিয়াছেন; ইহাঁর জন্ম, মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব, কেবল কল্পনা ও লীলা মাত্র। আমাদের পর্ব্বতগণের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কি পুণ্যপুঞ্জই ছিল, বলিতে পারি না। সেই ফলেই জগন্মাতা মেনকার গর্ব্ভসম্ভূতা হইয়া কন্যারূপে এ দীনকে চরিতার্থ করিয়াছেন। করুণাময়ী স্বীয় অপার করুণাবলে পার্ব্বতী নাম ধারণ করিয়া এ পর্ব্বতকুলকে চিরপবিত্র ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। হে ধূর্জ্জটে! তুমি যে আমার এই পাষাণময়ী পুরীতে আগমন পূর্ব্বক আমার এই তনয়ারূপিণী শশাঙ্কপ্রভা ফুল্লারবিন্দবদনা গৌরীকে বৈবাহিক বিধানানুসারে প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় পাণিগ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার নিজ প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল এই সেবকসেবিকার মনোভিষ্ট পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত মাত্র। হে আশুতোষ!

তুমি ভক্তবৎসল, ভক্তের মনস্কামনা সিদ্ধ হইলেই তোমার প্রীতি জন্মিয়া থাকে। তুমি শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তির সমস্ত দুঃখ বিদূরিত কর, অতএব হে বিপদভঞ্জন! তোমাকে নমস্কার করি। হে জগজ্জননি গৌরি! তোমাকেও কোটী কোটী নমস্কার করি। তোমরা কৃপা করিয়া যে এই দীনাতিশয় দাস দাসীকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিয়াছ, তদ্দ্বারা তোমরা যে পরমারাধ্য ও পরাৎপর তাহা সম্যক্ অবগত হইতে পারিয়াছি, এবং তজ্জন্যই তোমাদের প্রতি কন্যা ও জামাতা বলিয়া আর সম্ভ্রম নাই। জন্ম জন্ম যোগাচরণ, ধ্যানধারণা এবং সমাধি দ্বারা মহাত্মা তপোধনেরা যে বস্তু অন্তর্নয়নে দর্শন করিয়া থাকেন, আমরা একাসনে সেই চিরপ্রার্থিত ধনকে এই ক্ষুদ্র পাপময় চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতকৃতার্থমন্য হইলাম ও জীবন সার্থক করিলাম। হে শিবদুর্গে! অদ্য আমাদের দেহ, মন ও নয়ন সকলই সার্থক ও চরিতার্থ হইল, অতএব এখন আমরা ভক্তিভরে বার বার তোমাদিগকে নমস্কার করি। এইরূপে বারম্বার স্তবস্তুতি ও প্রণাম করিয়া গিরিরাজা ও মেনকা প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বসন আর্দ্র করিতে লাগিলেন।

গিরিরাজার বরপ্রাপ্তি।

সূত কহিলেন, হে শৌনকাদি মহাত্মন্! (ঋষিবৃন্দ)! এই রূপে অদ্রিনাথ স্তব স্তুতি করিলে, মহাদেব পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে গিরিরাজ! ভক্তই আমাদের যথার্থ তাবজ্ঞ, অতএব ভক্তের নিকট আমাদের কিছুই

অবক্তব্য অথবা কিছুই অকর্ত্তব্য নাই। ভক্তকে আমাদের কিছুই অদেয়ও নাই। হে শৈলেন্দ্র! তুমি আমারই মূর্ত্তিবিশেষ, এজন্য মহাপ্রাজ্ঞ অতি ভাগ্যবান্; দেবতারাও তোমার সম্মাননা করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া এই আদেশ করিতেছি, যে অদ্যাবধি তুমি যজ্ঞের হব্যাংশ প্রাপ্ত হইবে, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতা ও দিক পালগণ যে রূপে আহূত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবেন, আমার আদেশে অদ্যাবধি তুমিও তদ্রূপ যজ্ঞভাগ গ্রহণে অধিকারী হইলে; অদ্য হইতে জগতীতলে তোমা ব্যতিরেকে কেহই যজ্ঞ পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া গিরীন্দ্রনাথ, যোড়করে অবনতমস্তকে আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে জগদ্গুরো! তোমার এই রূপ আদেশে অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম। কৃপানিধে! ত্বৎপ্রদত্ত এই বর ব্যতিরেকে আমার আরও কিছু প্রার্থয়িতব্য আছে, কৃপা করিয়া তাহাও পূর্ণ করিতে হইবে। তুমি আমার এই জীবন-সর্ব্বস্ব পার্ব্বতীর সহিত এই স্থানে বাস করিয়া আমাদিগকে চিরপবিত্র কর, তাহা হইলে আমরা ইচ্ছা মাত্রেই স্বেচ্ছাসুখে ঐ যুগল হরপার্ব্বতীরূপ সর্ব্বদাই স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। মহাদেব তখন সেই বাক্যে তথাস্তু বলিয়া অনুমোদন করত কহিলেন, হে শৈলরাজ! আমি তোমার প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইলাম, কিন্তু আমি এ স্থানে এই পুরীমধ্যে বাস করিব না, আমি এই শিখরের অনতিদূরবর্ত্তী কোন নির্জ্জন প্রদেশে

প্রমথগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিব ; তাহা হইলেই তোমরা স্বেচ্ছানুরূপ দর্শন পাইবে। আমি পার্ব্বতীর সহিত নিরন্তর সেই গিরিশিখরে অবস্থিতি করিব। হে অচলেশ্বর! এই হেতু, আমি জনগণ কর্ত্তৃক গিরীশ নামে বিখ্যাত হইব। এই বলিয়া মহাদেব গৌরীকে লইয়া সেই তুহিনাচলস্থ নির্ম্মায়া নামক সুরম্য রম্যপ্রদেশে সর্ব্বদাই বিহার ও বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে মুনে! এক্ষণে পরম প্রীতিকর শিববিবাহের বিষয় শ্রবণ করিলে, ইহা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি শান্ত সমাহিত চিত্তে এই শিববিবাহাধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে, অন্তে অভয়ার অনুপম চরণ ছায়ায় পরমসুখে অবস্থিতি করে। সে ইহ জীবনে শত্রুমধ্যে এবং রাজদ্বারে অকুতোভয়ে বিচরণ করে, এবং সেই সর্ব্বমঙ্গলালয় পার্ব্বতীর কৃপায় তাহার সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অভীষ্ট লাভ হয়। হে জৈমিনে! অতঃপর মহাশক্তিশালী কুমার কার্ত্তিকেয় যে রূপে জন্মলাভ করিয়া বীর্য্যবান্ তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমি বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিতেছি একচিত্তে শ্রবণ কর।

ঊনত্রিংশতমোধ্যায়।

মহাদেবের শুভ উদ্বাহ নিশা প্রভাতা হইল। বিহগগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে কলরব করিয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগরিত করিতে লাগিল। প্রাচীদিকে তরুণ অরুণ উদিত হওয়াতে দিগ্বিদিক্ প্রকাশ করিতে লাগিল। স্তুতি-পাঠকগণ, স্তুতি-পাঠ করিতে আরম্ভ ও পুরবাসিনী-গণ জাগরিত হইয়া দৈনন্দিন কর্ম্মে মনোনিবেশ করিল। গিরিরাজ অবশিষ্ট রাত্রি মেনকার সহিত হরপার্ব্বতীসম্বন্ধীয় কথোপথনে সময় অতিবাহিত করিয়া প্রত্যুষে বহিরঙ্গনে গমন করিলেন। মেনকা, কৃতশৌচ ও পূতবসনা হইয়া পার্ব্বতীর মুখকমল দর্শনলালসায় নিজ প্রকোষ্ঠের অনতিদূরে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। অনন্তর সর্ব্বান্তর্যামিনী গৌরী, জননীর মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মহাদেবের নিকট হইতে বহিরাগমন করিলেন। তখন অমনি প্রাণসম কন্যাকে দর্শন মাত্রেই গিরিরাণী পুলকে পূর্ণিত হইয়া অঙ্কে গ্রহণ করত বারংবার মুখচুম্বন করিয়া স্বকীয় শয়নমন্দিরের পার্শ্বদ্বারস্থিত স্বর্ণ-পীঠোপরি উপবেশন করাইয়া সুবাসিত শীতল জলে তাঁহার মুখ প্রক্ষালন করতঃ প্রেমভরে (স্নেহভরে) নিজ বসনাঞ্চলে তাঁহার মুখকমল মার্জ্জন করিয়া, ক্ষীর, সর, নবনীত ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া তাঁহাকে সুশীতল জলপান করাইলেন। অতঃপর পূতাত্মা হইয়া অতিভক্তি ও যত্নপূর্ব্বক নৈবেদ্যাদি বিবিধ

উপচারে শিবপূজা সমাপন করিলেন। অনন্তর শিবাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নন্দী বৃষভরাজকে সজ্জিত করিয়া আনিলে, মহাদেব গৌরীকে লইয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ম্মায়া নগরে গমন করিলেন। পুরবাসীগণ তখন সেই যুগল হরপার্ব্বতীর আশ্চর্য্যরূপ সন্দর্শনে পুলকে পূর্ণিত হইল। সেই সময় গিরিরাজ, অনেক প্রকার যৌতুক ও দাস দাসী আনিয়া শিবসমীপে উপস্থিত করিলেন। মহাদেব তদ্দর্শনে অদ্রিরাজ হিমালয়কে কহিলেন, পর্ব্বতেশ্বর! আমি তোমার অকপট ভক্তিভাবে বাধ্য ও সবিশেষ তুষ্ট হইয়াছি। আমার কোন স্পৃহা বা বাসনা নাই। আমি দিগম্বর সর্ব্বকাম-বিনির্ম্মুক্ত সন্ন্যাসী; আমি কখন শ্মশানে, কখন অরণ্যে, কখন তুঙ্গগিরিশৃঙ্গে, এমন্ কি, নির্জ্জনপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়া কালাতিপাত করি। ইহা তোমার বিদিত আছে যে মদনুরক্ত ভক্তগণ; আমাদের উভয়কে (হরগৌরী) পাগল ও পাগলিনী বলিয়া জানে; আমার অনুচরগণও সেইরূপ অর্থাৎ তাহারা আনন্দময়, আনন্দ ভিন্ন কিছুই অবগত নহে। অতএব আমার প্রীতিবর্দ্ধনমানসে যে সকল সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছে, ইহা দৃষ্টিমাত্রেই গ্রহণ করিলাম; সুতরাং তোমার উদ্দেশ্য সংসাধিত অর্থাৎ গ্রহণ না করিলেও দৃষ্টিমাত্রে প্রীতমনে গ্রহণ করা হইল। এখন, এই সকল সমাহৃত সামগ্রী যদৃচ্ছাক্রমে অন্য সাধারণকে বিতরণ কর। যে সকল দাস দাসী, আমাদের সেবার জন্য প্রদান করিতেছ, উহারা আমাদের ভাব অবগত হইয়া কখনই মনোগত কার্য্যসাধনপরায়ণ হইতে

পারিবেক না। আমাদের পরিচারক ও অভিমত-সাধিনী পরিচারিণীর অভাব নাই। নিশ্চয় জানিও, তোমার স্নেহপ্রতিপালিতা পার্ব্বতীর সেবা বা অভিমত কার্য্যের অসদ্ভাব হইবেক না। এ বিষয়ে তোমাকে উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল হইবার আবশ্যকতা নাই, এই কথা বলিয়া মহাদেব গমন করিলেন। তখন হরপার্ব্বতীর মুখাবলোকন করিতে কতে গিরিরাজের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। পার্ব্বতীও সজললোচনে একদৃষ্টে জনক জননীর মুখাবলোকন করিয়া রহিলেন। মেনকার, নয়নধারা প্রভাত অবধি অবিরত বিগলিত হইতেছিল, বিশেষতঃ সে সময়ে প্রাণকুমারী গৌরীকে স্থানান্তরিত হইতে দেখিয়া অন্তরে সবিশেষ ব্যথিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও চীৎকার করিতে লাগিলেন। এক ২ বার বলিতে লাগিলেন, জননি! কত দিনে তোমার মুখচন্দ্রিমা আবার নিরীক্ষণ করিব।

হরগৌরীর গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ।

গিরীন্দ্রনগরী হইতে বহির্গত হইয়া নন্দীকেশ্বর অগ্রে অগ্রে বৃষরজ্জু ধারণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। প্রমথগণ একত্রিত হইয়া আনন্দ কোলাহল করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে গিরিপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। যতক্ষণ দৃষ্টির ব্যাঘাত না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত গিরীন্দ্র ও মেনকা নির্নিমেষনেত্রে তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন। পুরবাসীগণও চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরদৃষ্টে হরগৌরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া

রহিল। ক্রমে হরপার্ব্বতী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলে, পুর-বাসীগণ, সজললোচনে স্বীয় স্বীয় ভবনে প্রতিগমন করিল। ধৈর্য্যশালী গিরিরাজ, কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন; কিন্তু স্ত্রীস্বভাবসুলভ মায়ানুরাগিণী মেনকা হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় অস্থিরান্তঃকরণে একবার ভবনাভিমুখে গমন করিলেন, পুনর্ব্বার পার্ব্বতীর গমনপথ অবলোকন করিতে করিতে তদ-ভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিতে লাগিলেন। তখন পরিচারিণী-গণ, রাজ্ঞীকে এ প্রকার দুর্ম্মনায়মানা দেখিয়া তাঁহাকে সযত্নে আস্তে ব্যস্তে গিরিরাজসন্নিধানে লইয়া গেলে, উভ-য়ের অশ্রুপূর্ণলোচন সন্দর্শন করিয়া আপনারা কাতরভাবা-পন্ন হইলেও বাহ্যলক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

তখন বিচক্ষণ গিরীন্দ্র বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! যখন মায়াময় কন্যানিধি প্রসব করিয়াছ, তখনই ইহা অবধারিত আছে, যে অবশ্যই এই হৃদয়নিধিকে পরগৃহে প্রেরণ করিতে হইবে। অতএব, নিশ্চিত বিষয়ে কাতর হইবার প্রয়োজন কি! অস্থির অন্তঃকরণের স্থিরতা সম্পা-দন কর—সতত সান্ত্বনা করিতে থাক। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, যে কিছু দিনের পরেই পুনর্ব্বার সেই পার্ব্বতীকে আনিয়া দিব! এইরূপে গিরিশ্রেষ্ঠ নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে গিরীন্দ্রমহিষীর শোকশান্তি করিলেন।

হরপার্ব্বতীর বিহার।

বেদব্যাস বলিতেছেন, হে জৈমিনে! যিনি দক্ষকন্যা

দাক্ষায়ণী সতী ছিলেন, তিনি পূর্ব্বকালে বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ে অবতীর্ণ হইয়া যে প্রকারে পশুপতিকে পতিলাভ করিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যে পুত্র তারকাসুরবিঘাতক, যিনি কার্ত্তিকেয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যিনি দেবগণের রক্ষাকর্ত্তা, যাঁহার তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত আর কেহই ছিল না, যিনি ত্রিলোকের মধ্যে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, সেই শিব-সন্তানের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীর লাভোদ্দেশে মহাদেবকে তপস্যাজনিত দিবারাত্র যে সকল ক্লেশ ভোগ হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি পার্ব্বতীর প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত হইলেন। তখন, মহাদেব, পার্ব্বতীর প্রীতিসাধনার্থ স্বকীয় কর্ণকে পার্ব্বতীবাক্য শ্রবণে, দর্শনেন্দ্রিয়কে পার্ব্বতীর রূপমাধুরী দর্শনে ও অন্তঃকরণকে পার্ব্বতীর মন রঞ্জনার্থ নিয়োজিত করিয়া প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে মহেশ্বর, বনপুষ্প আহরণ ও তাহাতে কর্পূর অগুরুচর্চ্চিত দিব্যমালা রচনা করিলেন এবং স্মরপীড়ায় প্রপীড়িত হইয়া প্রেমাবেশে প্রণয়িনীর অঙ্গে তাহা পরিধান করাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। তিনি পুত্রোৎপাদনবাসনায় পার্ব্বতীরমণে কৃতসংকল্প হইয়া নন্দীকে আমার আদেশ ভিন্ন দেবতাই হউক, বা দেববন্দিত অন্য কেহই হউক, আগমন করিলে এই পুরপ্রবেশ করিতে পারিবে না। এক্ষণে তুমি প্রমথগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বার রক্ষা করিতে থাক, বলিলেন। দেবদেবের বাসনানুসারে নন্দী, প্রমথগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া পুরদ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে, ভগবান্ (কামান্তক) কামে মোহিত হইয়া প্রেয়সী-সহবাসে পঞ্চদশ বর্ষ নির্জ্জনে বিহার করিতে লাগিলেন। সে সময়ে কখন দিবা, কখন রাত্রি, তাঁহার বোধ হইল না। কেবল, প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর, এইরূপে কামকেলিপর হইলেও দীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার বীর্য্যস্খলন বা শ্রান্তিবোধ হইল না। হে মুনিপুঙ্গব! শঙ্করের পদতাড়নায় (১) বসুধা প্রপীড়িত হইয়া গোরূপ ধারণ করতঃ সূর্য্যসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকটে সজলনয়নে শিবচরণ-প্রহার-বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। এবং কহিতে লাগিলেন, হে দিবাকর! জগৎ-প্রভু সদাশিব কামার্ত্ত হইয়া পার্ব্বতীসমভিব্যাহারে অনেক দিন পর্য্যন্ত হিমপ্রস্থে বিহার করিতেছেন। আমি, শিব এবং শিব-শক্তির ভাবপ্রভাবে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছি, আমি আর স্থিতি করিতে পারিতেছি না, এক্ষণে আমার রক্ষা বিষয়ে সত্বর কোন উপায় অবধারণ করুন। (হে প্রভো!) ত্রিজগৎপালক মহাদেব, পার্ব্বতীলাভ করিয়া কামার্ত্তান্তঃকরণে দিনপাত করিতেছেন; দিন, রাত্রি, তাঁহার উদ্বোধ নাই। তাঁহার ক্ষণ কাল পর্য্যন্ত বিশ্রাম নাই এবং দীর্ঘকাল বিহার করিলেও তাঁহার বীর্য্যস্খলন বা শ্রান্তিলাভ হইতেছে না। বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, দিবাকর, পৃথিবীর এরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ যেখানে অবস্থান করিতেছেন, পৃথিবীসমভিব্যাহারে সেই খানে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে পৃথিবীর তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন।

১। বিহার-কালীন আলিঙ্গন হেতুক সতত পদক্ষেপ।

হে মহামুনে! দেবগণ, তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরা-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা গোরূপধারিণী ধরণীকে অগ্রগামিনী করিয়া জগৎপতি ব্রহ্মাকে সমুদয় নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতীর সহিত পার্ব্বতীপতি পঞ্চদশ বর্ষ হিমালয়প্রস্থে বিহার করিতেছেন, অদ্যাপি তিনি স্খলিতবীর্য্য হইতেছেন না; সুতরাং নরলোকের শান্তি নাই। (এ পর্য্যন্ত) মহেশ্বরের ধৈর্য্য-সংলক্ষিত হইতেছে না। বলিতে কি, আমরা কখন কোন স্থানে এরূপ শ্রবণ বা দর্শন করি নাই। সম্মুখে যে পৃথিবীকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনি শিব ও শিবার বিহার-ভারে প্রপীড়িত হইয়া পাতালগর্ভে প্রবিষ্ট প্রায় হইতেছেন। এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া, আমাদিগের নিকট অবনী উপস্থিত। অতএব এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, হে জগৎপতে! তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন। পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বারংবার ধরণীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দেবতাদিগকে বলিতে লাগিলেন; হে দেবগণ! মহেশ্বর, দেব-কার্য্যসিদ্ধির জন্য রমণ আরম্ভ করিয়াছেন, তদুৎক্ষিপ্ত বীর্য্য হইতে যে সন্তান সমুদ্ভূত হইবেক, সেই দুর্বৃত্ত তারকাসুরের হন্তা হইবেক, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

যদি, শিবের ঔরসে শিবানী-গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, নিশ্চয়ই সেই সন্তান দানবদলনপরায়ণ হইবেক। তাহার দুর্জ্জয় পরাক্রম যে জগদ্ব্যাপী হইবেক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতএব, যাহাতে শম্ভুবীর্য্যপ্রভাবে সত্বর সুত উৎপাদিত হয়, হে দেবগণ! তোমরা সেই প্রার্থনা করিতে থাক। আমি, যেখানে মহেশ্বর কামবিহ্বলমানসে মাহেশ্বরীর সহিত বিহার করিতেছেন, সেখানে গমন করিব। তোমরা শম্ভুর সম্ভোগনিবৃত্তি ও পার্ব্বতীর নিকটে প্রার্থনার উদ্দেশে সত্বর সেস্থানে গমন করিবে। ব্রহ্মা, অমরগণকে এই কথা বলিয়া যেখানে উমাসহিত উমাপতি রমণ করিতেছেন, সেই খানে উপনীত হইলেন। হে মহামতে! দেবগণও ব্রহ্মার বাক্যে তদনুবর্ত্তী হইলেন এবং পার্ব্বতীনাথ, পার্ব্বতীসহিত যেখানে রমণ করিতেছেন, তাঁহারা সেইখানে উপস্থিত হই-লেন। দেবগণ সমাগত হইলেও দেবাদিদেব রতিবিরত, বা বিশ্রান্ত হইলেন না এবং কামে মোহিত বলিয়া তিনি লজ্জা-ন্বিতও হইলেন না। সে সময়ে পার্ব্বতীও নিত্যবিহারী (প্রাণেশ) মহেশকে পরিত্যাগ করিলেন না এবং লজ্জাস্বরূ-পিণী ভগবতীর লজ্জারও আবির্ভাব হইল না।

——০০——

ত্রিংশত্তমোধ্যায়।

কার্ত্তিকেয়-জন্ম-বিবরণ।

শ্রীব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! তদনন্তর দেবতাগণ সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জগজ্জননী এবং জগতের লজ্জারূপিণী অম্বিকার স্তব আরম্ভ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বলিলেন, হে মাতঃ! তুমি জগতের মাতা এবং মহাদেব জগতের পিতা, সমুপস্থিত সুরগণ শিশুভাবাপন্ন; সুতরাং শিশুদের নিকটে তোমাদের সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই। হে শিবসুন্দরি জননি! তুমি ত্রিজগতের লজ্জাস্বরূপিণী, অতএব হে দেবি! শিবের লজ্জা সম্পাদন করিয়া এক্ষণে ধরণীকে রক্ষা কর এবং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমিই অদ্বৈত, তুমি সত্ত্ব, রজ, ও তমোগুণবিরহিত ব্রহ্ম, হে বিশ্বজননি! তুমি স্বয়ং পুরুষভোগ্যা (২) রমণী হইয়া এই প্রকার স্ত্রীপুরুষদিগের সুরতক্রিয়া করিয়া থাক, সেই কারণেই (অখিল) লোকে তোমাকে পুরঘাতক মহাদেবের অভিমত রমণী বলিয়া থাকে। তুমি স্বেচ্ছাক্রমে কখন পুরুষঅংশে অবতীর্ণ হইয়া শম্ভুরূপে প্রাদুর্ভূত হও; কখন বা স্বেচ্ছাবশবর্ত্তিনী হইয়া স্ত্রীরূপে ত্রৈলোকের মুগ্ধ উৎপাদন করিয়া বিহার করিতে থাক। তুমি স্বকীয় লীলা-প্রভাবে কখন কৃষ্ণরূপে পুরুষ-বিগ্রহ ধারণ

২। তুমি ইচ্ছাক্রমে কখন স্ত্রী ও কখন পুরুষ হইয়া থাক, তুমি যখন, স্ত্রীরূপে পুরুষ মহাদেবের সহিত আসক্ত হও, তখনই মহাদেবের স্ত্রী।

কর এবং পুরুষদেহ শম্ভুকে রাধারূপে আত্মমহিষী করিয়া বিহার করিতে থাক। হে জগদীশ্বরি! জগতের রক্ষা কারিণি জননি! তুমি প্রসন্ন হও। (প্রার্থনাকরি) ধরণী রক্ষণার্থ বিহারবিরত হও।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! এইরূপে দেবগণ, পার্ব্বতীকে স্তব করিলে পর, শিবানী শিবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া লজ্জান্বিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তদনন্তর তাঁহার বীর্য্যপ্রভাবে বিপুল বলশালী, ভীমলোচন, ভীষণ মূর্ত্তি, এক দিব্য পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন দেবী ভগবতী সদ্যজাত পুরুষকে হে সূত! তুমি সর্ব্বদা আমাদের পুরদ্বারে অবস্থান করিয়া দ্বারদেশ রক্ষা করিতে থাক, এই কথা বলিয়া জগন্মাতা, লজ্জাবনতবদনে রত্নময় প্রাকারবেষ্টিত তোরণ-শোভিত রম্য পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। হে মুনিসত্তম! (এ দিকে) ভগবান্ শম্ভুও সুরগণের ও জগতের হিত সাধনজন্য স্ববীর্য্য নিক্ষেপ করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। তখন কমলযোনি, মহাদেবকে স্ববীর্য্যক্ষেপণোদ্যত জানিয়া দেব-কার্য্য-সাধনোদ্দেশে বায়ুকে বলিলেন, হে সমীরণ! জগতের হিত সাধন ও তারকাসুরবধসাধনার্থ তোমাকে সদাশিবের সন্তানভমিষ্ঠকালে এই কার্য্য সাধন করিতে হইতেছে। যে সময়, স্বয়ম্ভু শিব, পৃথিবীতলে তাঁহার বীর্যক্ষেপ করিবেন, তুমি সে সময়ে সহায় হইয়া স্ববেগ-প্রভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া স্ত্রীগণের যোনিমধ্যে সন্নিবেশিত করিবে।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! বেগগামী-

দিগের অগ্রগণ্য বায়ু এই প্রকারে ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিবেগে তুমুল বহন করিতে লাগিলেন। সে সময়ে শম্ভু, বহ্নিরও দুঃসহ রজত গিরির ন্যায় দীপ্তিশালী স্ববীর্য্য, বহ্নি-শিরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। বহ্নিও স্বকীয় মস্তক হইতে দেবাদি দেবের সেই তেজঃপুঞ্জ বীর্য্যরাশি শরকাননে সহসা পরিত্যাগ করিলেন। (এ দিকে, বায়ুও) বলপূর্ব্বক ক্ষিপ্তবীর্য্যের অর্দ্ধাংশ পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া, কৃত্তিকাদি ষট্ স্ত্রীর যোনিমধ্যে তাহা সংস্থাপন করিলেন। হে মুনিবর! তাহাদের যোনিরন্ধ্র দিয়া তত্তেজ উদর-মধ্যে প্রবেশ পুর্ব্বক শোণিত-সহিত মিশ্রিত হইল। বহ্নিশিরে যে রেতঃ সংপাতিত হইয়াছিল, তাহা স্বর্ণরূপে পরিণত হইল এবং শরকাননে যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা বিনষ্ট হয় নাই, অদ্যাপি দেখা যাইতেছে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কৃত্তিকাদি রমণীরা যে তেজ বায়ুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; সুতরাং হে মহামতে মুনে! তাহারা সকলে সমবেত হইয়া শোণিতসিক্ত তদ্বীর্য্য কাষ্ঠপাত্রে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভীতান্তঃকরণে জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করিল। তদ্দর্শনে, পিতামহ প্রজাপতি, সেই কাষ্ঠপাত্র গ্রহণ পূরঃসর প্রসন্ন ও প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে কাষ্ঠকোষ-মধ্য হইতে এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ বাহু, দ্বাদশ লোচন ও ষড়ানন; শরীর সুবর্ণসদৃশ গৌরকান্তি, শ্রীমান্, মুখপঙ্কজ সবিশেষ বিকসিত; উদয়োদ্যত শশাঙ্কের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট

ও তদীয় লোচন নীলোৎপলের সদৃশ। প্রজাপতি সেই অতি তেজস্বী পুরুষকে দেবীগর্ব্ভসম্ভূত পুত্র জানিতে পারিয়া কাষ্ঠকোষ বিভিন্ন অর্থাৎ খুলিয়া ফেলিলেন এবং স্বচক্ষে সেই মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলেন। এইরূপে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তারকারি বিপুল বলবান্ শিবকুমার ব্রহ্ম-লোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সদাশিবের সন্তান হইয়াছে দেখিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা পরমানন্দমনে বিবিধ উৎসব কার্য্য করিতে লাগিলেন।

বিপুল-বিক্রম শিবসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, তারকাসুরের মস্তক হইতে সুবর্ণবিভাসিত কিরীট ধরণীপৃষ্ঠে স্খলিত হইয়া পড়িল এবং অকস্মাৎ (তাহার) শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইল ও দেবতাগণ, আনন্দোৎফুল্লমনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মালয়ে পার্ব্বতীপুত্রের জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পরম সমাদরে নারায়ণ ব্রহ্মসদনে উপনীত হইলেন। মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণ, ও যাবতীয় মহর্ষিগণ, উমানন্দনের জন্মবার্ত্তা শ্রবণে সকলেই ব্রহ্মপুরে আগমন করিলেন। তখন ব্রহ্মা, সকল সুরগণের সহিত পার্ব্বতীহৃদয়নন্দনের নামকরণ করিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, হে মহামুনে! যখন এই শিববালক কৃর্ত্তিকাগর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই কারণে ত্রিলোকমধ্যে ইনি কার্ত্তিকেয় নামে পরিচিত ও বিখ্যাত হইবেন। কৃত্তিকাদি সংখ্যা-ক্রমে ছয় জন স্ত্রীর গর্ব্ভে শিববীর্য্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল বলিয়া, সংসারে ষণ্মাতুর নামে ইনি প্রসিদ্ধ হইবেন। পূর্ব্বোক্ত নারীগণের ক্ষরিত বীর্য্য

হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, সংসারে ইনি স্কন্দ নামে খ্যাত হইবেন। ইনি সংগ্রামে তারকাসুর হনন করিবেন বলিয়া সংসারে তারকারি বলিয়া বিখ্যাত হইবেন।

বেদব্যাস কহিলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এই প্রকারে পার্ব্বতীপুত্রের নাম করণ করিয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে স্বভবনে রক্ষা করিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। এবং নানাবিধ অস্ত্র-বিদ্যা ও নিখিল শাস্ত্র সকলও তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

তদনন্তর হে মুনিসত্তম' দেবতাগণ তারকাসুরের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া আপন আপন অভিপ্রেত সিদ্ধির নিমিত্ত পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ত্রিলোকনাথ প্রভো! যে কাল পর্য্যন্ত, শঙ্করনন্দন সংগ্রামে তারকাসুর বিনাশ না করেন, সে কাল পর্য্যন্ত ইহাঁকে পিতৃ পরিচয় অবগত করিবেন না, এই আমাদের সবিশেষ অনুরোধ; যদি স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্তশিব ও শিবানী পুত্রকে সংগ্রামে প্রেরণ না করেন, তবে আমাদের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব, হে প্রভো! তারকাসুর সংগ্রামে সত্বর নিহত হইলে, কার্ত্তিকেয়কে আত্ম-জনক-জননীর পরিচয় প্রদান করিবেন।

বেদব্যাস কহিলেন। এই প্রকারে দেবীনন্দন জ্যেষ্ঠ পুত্র ষড়ানন জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং দেবতাগণও আপনাদের কার্য্যসিদ্ধিসূচক অনুরোধ পিতামহকে জানাইয়া স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। অতি বলবান্ তারকাসুরসূদন পার্ব্বতী-

নন্দনের জন্ম-বিষয় তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম। গিরিনন্দিনীর নন্দন-জন্ম-প্রসঙ্গক এই অধ্যায় যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, বা কাহার নিকট হইতে শ্রবণ করে, তাহার ভবভয় বিদূরিত হইয়া থাকে। যাহার সন্তান লাভ ঘটে নাই, যদি সে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া পার্ব্বতী নন্দনের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করে, তাহা হইলে কার্ত্তিকের সদৃশ রূপবান্ বিবিধ-গুণ-বিভূষিত পুত্র উৎপাদন করিতে পারে।

——oo——

একোত্রিংশতমোধ্যায়।

কুমারের যুদ্ধ যাত্রা।

জৈমিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! সংগ্রামে তারকারি শিবনন্দন, কিরূপে দেবারি তারকাসুরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন; হে প্রভো! কি রূপেই বা পিতা মাতার নিকটে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং মহেশ্বর ও দেবী মাহেশ্বরী তাঁহাকে পুত্রলাভ করিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে সবিস্তর বর্ণন করুন। বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনে! আমি বলিতেছি, অবহিত চিত্তে আমার নিকটে যে রূপে সংগ্রামে তারকাসুর কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল এবং তিনি যে রূপে জনক-জননীর নিকটে জানিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

এক সময়ে সকল দেবতাগণ, তারকাসুরের পীড়নে উৎপীড়িত হইয়া ব্রহ্মসদনে উপনীত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুর্ব্বৃত্ত তারকাসুর আমাকে যে প্রকারে সতত ব্যথিত করিতেছে, আপনাকে অধিক কি বলিব, সকলই অবগত আছেন। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্তদলনজন্য যুদ্ধার্থে বলবীর্য্য-সমন্বিত মহাবাহু তারকহন্তাকে সত্বর প্রেরণ করুন। বেদব্যাস কহিলেন, এই রূপে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, তাঁহাদিগের উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সাক্ষাতেই কার্ত্তিকেয়কে এই কথা বলিলেন, হে তাত শিবাত্মজ! তুমি সকল ত্রিদশদিগের রক্ষাকর্ত্তা হইয়াছ; অতএব এক্ষণে তারকাসুর-বিনাশ করিয়া ত্রিদশদিগকে রক্ষা কর। তারকাভয়ে ভীত হইয়া দেবগণ, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন, এক্ষণে তুমি দেবকণ্টক তারকাকে হনন করিয়া দেবতাগণকে নিষ্কণ্টক কর। তদনন্তর, বলবান্ কার্ত্তিকেয় দেবগণের অগ্রবর্ত্তী হইয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন, আমি, সমরে ভীম-বিক্রম সেই দুর্বৃত্ত দৈত্যরাজ তারকাসুরকে নিপাতিত করিব, অতএব আমার বাহন অবধারণ করুন।

ভগবান্ ব্রহ্মা, এই প্রকারে কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক কথিত হইয়া, তাঁহাকে বায়ুর ন্যায় বেগগামী ময়ুর বাহন ও তারকাসুর-বিনাশোদ্দেশে সুবর্ণ-বিশোধিত কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শক্তি প্রদান করিলেন। সেরূপ মহাশক্তি ত্রিভুবন-মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিবাত্মজ সেই তীক্ষ্ণ শক্তি করে ধারণ করিলেন। তখন, প্রজাপতি

ব্রহ্মা, সুরসেনা-রক্ষণার্থ তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

বিপুল বলবান্ কার্ত্তিকেয়ও ব্রহ্মার আদেশানুসারে তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক করে সেই দিব্য শক্তি ধারণ করিয়া ময়ুর বাহনে আরোহণ করিলেন। হে মুনে! (তখন) দেবতারা তাঁহাকে অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধার্থ দৈত্যরাজ তারকাসুরের পুরে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা ও ভীষণ নিঃস্বনশ্রবণে দৈত্যেন্দ্র, অসুর সেনাদিগের সুরদিগের সহিত সংগ্রামজন্য সজ্জা করিতে লাগিল। এবং স্বয়ং রথারূঢ়, পদাতি, গজ, ও অশ্বারূঢ় প্রভৃতি দুর্জ্জয় সৈন্য-সমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থিত রহিল। ময়ুর-বাহনে আরূঢ় ত্রিদশসমূহে পরিবৃত তীক্ষ্ন শক্তিধারী সেনা-পতিকে আগত দেখিয়া, তারকাসুর বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় পরি-ষ্কৃত ধ্বজও পতাকালঙ্কৃত সিংহবাহন স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক রথচক্র দ্বারা ধরণীতল প্রকম্পিত করিয়া গমন করিতে লাগিল। হে মহামতে! সেই অসুররাজ যুদ্ধযাত্রা-কালে মহাভয়ের কারণভূত দারুণ দুর্নিমিত্ত সকল দেখিতে পাইল। শত শত গৃধ্রগণ, তাহার অগ্রে, উল্কাসকল দিবাকরের কর-ভেদ করিয়া তাহার রথসমীপে পতিত হইল এবং অশ্ব-দিগের অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। (আকস্মিক) দুর্নিমিত্ত দর্শনে যোদ্ধৃদিগেরও হৃদয় বিষণ্ণ ও কম্পিত হইয়া উঠিল। উগ্রমূর্ত্তি সুরতাপন অসুররাজ, এ প্রকার বিবিধ বিভীষিকা দর্শন করিলেও যুদ্ধ—গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শঙ্কর-সুত-সন্নিধানে গমন করিল। হে মুনে! যে

গিরিরাজ-কন্যা ভগবতী স্বয়ং যুদ্ধে দৈত্য-দলের উন্মূলন করিয়া থাকেন, সেই জগন্মাতা যাঁহার মাতা, যাঁহার পিতা জগতের আরাধনীয় গিরিশ, তাঁহাকে জগতে পরাজিত করা কাহার সাধ্য! এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এতাদৃক্ শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে।

দ্বাত্রিংশতমোধ্যায়।

কার্ত্তিকের সহিত তারকাসুরের যুদ্ধারম্ভ।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভেরী, পনব ও তূর্য্যনিনাদ শ্রবণে (সুরাসুর) উভয় সৈন্যের সিংহনাদসমুত্থিত হইল। রথচক্রের দারুণ নিনাদে ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ এবং ধরণী কম্পিত হইয়া উঠিল। পরে লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এমন সময়ে ব্রহ্মা, মহর্ষিবৃন্দের সমভিব্যাহারে অপূর্ব্ব রথে আরোহণ পূর্ব্বক গগণমার্গে উপস্থিত হইলেন। দুরাত্মা তারকাসুরের সহিত মহাত্মা ভবানীনন্দনের ঘোরতর সংগ্রামসন্দর্শনই তাঁহাদের বাসনা। সেই সময় দেবতাদিগের ও দেবতারি দানবদিগের তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র, শত সহস্রবার বজ্র প্রহার করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্যদলকে নিপাতিত করিলেন। বরুণ কোপান্বিত হইয়া স্বকীয় পাশাস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক অসুরবর দিগকে প্রহার করিয়া তাহাদিগকে

কৃতান্তসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ত্রিদশেরা বহুবিধ শর সকল বহুবার নিক্ষেপপূর্ব্বক দনুজেশ্বরের সৈনিকগণকে সমরশায়ী করিতে লাগিলেন। এদিকে কার্ত্তিকেয়ও দুর্জ্জয় তারকাসুরের সহিত যুদ্ধার্থ উদ্যত হইবার অগ্রে, প্রধানং সৈন্যদিগকে শত সহস্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে দেব ও দৈত্যদিগের শস্ত্রাস্ত্র ক্ষেপণ দ্বারা তারকাসুরের সমীপেই অনেকে প্রাণপরিত্যাগ করিল। (তখন) তাহাদিগের রথ, অশ্ব, ও হস্তীসকল ধরাপৃষ্ঠে অঙ্গপাতন করিল। এইরূপে দৈত্যদল নির্ম্মূলিত প্রায় হইলে, হত দৈত্যদিগের শোণিতস্রাবণ দ্বারা সেনাদিগের মধ্যস্থলে হে মুনিবর! ঘোরনদী সংঘটিত হইল। হে মুনি-পুঙ্গব! তারকাসুর স্বকীয় সৈন্য বিনষ্ট প্রায় দেখিয়া সেনানীর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিল। গৌরীনন্দন, তাহার শত-সহস্র-নিক্ষিপ্ত বাণ সকল হাস্য করিয়াই ছিন্ন ভিন্ন করি-লেন। (এদিকে) তারকাসুর সেনানীক্ষিপ্ত মহাস্ত্র সকল যুদ্ধস্থলে ভঙ্গ করিয়া ফেলিল।

এইরূপে অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা উভয়ে উভয়কে প্রহার করিতে লাগিল। দেবতা ও কিন্নরেরা তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর দৈত্যরাজ, কোপভরে ভীষণ যমদণ্ডসদৃশ ঘণ্টাপূর্ণ অসংখ্য শর-রাশি সেনাগণের প্রতি ক্ষেপণ করিলে সেনানীও নিমেষার্দ্ধমধ্যে সুদারুণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ ক্ষেপণ করিয়া, ক্ষিপ্ত বাণসকল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর দৈত্যরাজ, দেব সেনাপতির প্রতি অসংখ্য বাণবৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার কোপ-বশে নতপর্ব্ব

দশবাণ ক্ষেপণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদ্ধ করিল। মহাবাহু কার্ত্তিকেয় দারুণ প্রহারে পীড়িত ও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া মর্ম্মভেদী দশ বাণ ক্ষেপণপুর্ব্বক তারকাসুরকে তাড়িত করিলেন। হে মুনীন্দ্রবর! দানবাধিপতি, শর-প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া রথোপস্থে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। তদনন্তর, মূর্চ্ছাবসানে বারংবার সিংহনাদ পরি-ত্যাগ করিয়া অমর্ষপরবশ হইয়া করে শূল ধারণ করিল। অরিন্দম ষড়ানন, তাহাকে মহাশূল ক্ষেপণে উদ্যত দেখিয়া অতি তেজঃপুঞ্জ নিজশূল ক্ষেপণ করিলেন। সেই শূল দৈত্য-রাজের করস্থ শূলকে অদ্ভুতের ন্যায় ভস্মীভূত করিলেন। হে মুনে! দৈত্যেন্দ্র, তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া সৃক্কণী লেহন করত সেনানীর প্রতি লৌহময়ী গদা ক্ষেপণ করিল। সেনানী-ও নিজ গদাপ্রহারে (দানবোৎক্ষিপ্ত) তীক্ষ্ণগদা তাহার হস্ত হইতে পাতিত করিলেন এবং তাহার প্রাণগ্রহণার্থ তাড়না করিলেন। তদনন্তর দনুজাধিপতি, অপর গদা-ধারণ পূর্ব্বক বারংবার সিংহনাদ করিয়া সেনানীর সমীপে প্রধাবিত হইল। সেনানীও গদাধারী মহাসুর দানবেন্দ্রকে আগমনোদ্যত দেখিয়া ক্ষুর প্রনিক্ষেপপূর্ব্বক তদীয় ভুজদ্বয় তাড়না করিলেন। সংগ্রামে সুরারি সেই অস্ত্রে প্রবিদ্ধ হইয়া যুগান্তকালের জলদের ন্যায় উৎকট নিনাদ করিতে লাগিল।

——০——

ত্রয়স্ত্রিংশতমোধ্যায়।

তারকাসুর বধ।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরসেনাপতি ভয়ানক শব্দকারী দৈত্যাধিপতিকে যুদ্ধস্থলে যমদণ্ডসদৃশ ঘোর শরসমূহে তাড়না করিলেন। তারকাসুর, তাহাতে ক্রোধবিচেতন হইয়া সুদারুণ রত্নমণ্ডিত শক্তি ধারণ করিয়া সেনানীর প্রতি নিক্ষেপ করিল। দেবলোকেরও সুদুঃসহ সেই (ক্ষিপ্ত) শক্তিকে অগ্রগামিনী দেখিয়া ভয় বিহ্বল হইয়া দেববৃন্দ কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মা মহর্ষি-দিগের সহিত (ষড়াননের শুভকামনায়) স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী-হৃদয়নন্দন হাস্যকরিয়াই দর্শনার্থ সমুপস্থিত সর্ব্বলোকসমক্ষে সেই শক্তি সহসা ভস্মসাৎ করিলেন। (তদ্দর্শনে) দেবগণ, সানন্দমনে, সে সময়ে সেনানী-শিরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাও পুনঃ পুনঃ প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। হে মুনে! সেনানীর প্রবল পরাক্রম-দর্শনে সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বেরা বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন।

হে মহর্ষে! তদনন্তর সেই অসুরেন্দ্র, সত্বর ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামবিজয়ী স্কন্দকে শরজালে আচ্ছন্ন এবং ময়ূরকে তাড়িত করিল। তদনন্তর, হে মুনিশার্দ্দুল! শিবাত্মজ, যুদ্ধস্থলে অসুরের শরজাল ছেদন করিয়া কোটি সূর্য্যের প্রভার ন্যায় প্রভাধারণ করিয়া শোভিত হইতে লাগিলেন। ঈদৃশ সময়ে বৃত্রাসুরবিঘাতক ইন্দ্র, অন্যান্য মহা-

সুর হনন করিয়া শিবসুত-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। হে মুনিসত্তম! সেই সময়ে সেনানী, মরকতগিরি-সদৃশ বিচিত্র শিখিপৃষ্ঠে আরূঢ়ও ঐরাবত নামক গজোপরি আসীন হইয়া ইন্দ্র, সবিশেষ শোভান্বিত হইলেন। (তখন) বিপুল বলশালী কার্ত্তিকেয় ও দেবরাজ, উভয়ে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ ভীষণ অস্ত্র দ্বারা দানব সৈন্য তাড়িত করিতে লাগিলেন। হে মুনিবর! দেবরাজ, বেগবলের আশ্রয় লইয়া দৈত্যরাজের প্রতি বজ্রক্ষেপ করিলেন। ক্ষণার্দ্ধ-মধ্যে তাহা শত ভাগে বিভক্ত হইয়া দৈত্যেন্দ্রের বক্ষমূলে প্রবিষ্ট হইল। (তাহাতে) দেবনিসূদন, রোষরক্তনয়নে খড়্গ গ্রহণ করিয়া কার্ত্তিকেয়কে পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। ভগবান্ পার্ব্বতীনন্দন (তদ্দর্শনে) ক্রুদ্ধ হইয়া স্ববাহন চালন করিয়া খড়্গের সহিত তারকাসুরের বামকর ছেদন করিলেন। তদনন্তর, অসুররাজ, সব্যেতর অর্থাৎদক্ষিণ করে ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া সেনানীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল। (এদিকে) সেনানী ব্রহ্মদত্ত সুদারুণ শক্তি করে গ্রহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে ধাবমান অসুরকে তাড়না করিলেন; বলবান্ অসুরেন্দ্র, সেই শক্তিবিদ্ধ হইয়া ধরণীকে প্রতিধ্বনিত করত নীলাচলের ন্যায় ধরণী পৃষ্ঠে পতিত হইল। দানবপ্রধান নিহত হইলে পর, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ও কিন্নর সকল পরম প্রীতি লাভ করিলেন। দিক্ সকল সুনির্ম্মল হইল। (তখন) দিবাকর, দিব্যকর ধারণ করিয়া সুন্দর প্রভায় প্রকাশিত হইলেন। এবং সংসারও সুস্থিরতা লাভ করিতে থাকিল।

চতুস্ত্রিংশতমোধ্যায়।

কার্ত্তিকেয়ের জনক জননীর পরিচয়।

ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! তদনন্তর দেবগণ প্রহৃষ্টমনে গিরিজাত্মজকে গন্ধ, পুষ্প, অর্ঘ্য ও ধূপ দান দ্বারা প্রসন্ন করাইয়া সমাদরানুসারে নানাবিধ স্তব স্তুতি করিয়া মহেশ-সন্নিধানাভিমুখে গমন করিলেন। প্রজেশ্বর ব্রহ্মা, হংসবাহন বিমানে আরোহণ করিয়া কুমার সমভিব্যাহারে যে স্থানে রম্য হৈম সিংহাসনোপরি আসীন হইয়া মহেশ্বর, মাহেশ্বরীর সহিত অবস্থিত আছেন, সেই খানে উপনীত হইলেন। তদনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পার্ব্বতী ও চন্দ্রশেখরকে নমস্কার করিয়া মহাবাহু ষড়াননকে চতুরানন কহিতে লাগিলেন; হে বৎস! ত্রিজগতের আরাধনীয়া সুরেশ্বরী তোমার জননী, যাঁহার পদাম্বুজ জগতের পূজনীয়, সেই জগজ্জনক দেবাদিদেব মহাদেব তোমার জনক। তুমি ইঁহাদের সন্তান; অতএব ইহাঁদিগকে (যথাবিধি) নমস্কার কর। হে মহামতে! তুমি (এখন) এখানে থাকিয়া অখিল সংসার পালন করিতে থাক্। ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! শিব ও শিবানী ব্রহ্মার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া (তাঁহাকে) ঔরস পুত্র বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনন্তর পার্ব্বতী, প্রীতিসংযুক্তমনে নমস্কারী নন্দনকে অঙ্কে উপবেশন করাইয়া পরমানন্দ অনুভব করিলেন। মহেশ্বরও সন্তান লাভ করিয়া হর্ষসমাকুল-

মানসে সকল দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া মহান্ উৎসব করিলেন। (এমন সময়ে) অব্যয় ভগবান্ নারায়ণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন (এবং) দেখিলেন, এক সুরূপ সন্তান দেবীর উৎসঙ্গে আসীন এবং জননী পার্ব্বতী, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সস্নেহনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার মূর্ত্তি প্রসন্ন, সুচারুবদন, পূর্ণশশী কোটীর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট। ষড়ানন জননীর ক্রোড়ে বহুভাগ্যফলে উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, দেখিয়া নারায়ণ মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমিও ইহার ন্যায় পার্ব্বতীর পুত্রত্ব লাভ করিয়া অঙ্কদেশ আরোহণপূর্ব্বক স্নেহানুরক্ত হইয়া স্তনদুগ্ধ পান করিব। এই রূপ সংকল্প করিয়া পরম পুরুষ বিষ্ণু, মনে মনে দেবীর ধ্যানারাধনা করিয়া যেমন গমনোদ্যত হইলেন, অমনি পরমেশ্বরী তাঁহার মানস অবগত হইয়া হে বিষ্ণো! তুমি আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইতে পারিবে বলিয়া তাঁহাকে বরপ্রদান করিলেন।

তদনন্তর হে মুনে! অন্যান্য সুরগণ সেই দেবাদিদেব মহেশ্বর ও মাহেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিলেন। যে প্রকারে তারকারি দেবকণ্টক ভীমবিক্রম তারকাসুরকে সমরে নিপাতিত করিয়াছিলেন এবং যে প্রকারে স্বকীয় জনক জননীর নিকটে তিনি পরিচিত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে বিষ্ণু যে রূপে দেবারাধ্য ভবানীনন্দন গজানন-মূর্ত্তিতে জাত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

পঞ্চত্রিংশতমোধ্যায়।

গণেশের জন্ম ও তাঁহার গজ-মুখ-ধারণ।

ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে ভব, ভবানীসহ বিহার মানসে আত্মমন্দিরে পুত্রকে সংস্থাপন করিয়া ধরণীতে আবির্ভূত হইলেন। সেখানে পরম রম্য কানন দেখিতে পাইয়া বিচিত্র নগরী নির্ম্মাণ করিয়া উমা-সহ অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে মহাদেব, মন্দিরে দেবীকে সংস্থাপন করিয়া বনপুষ্প আহরণোদ্দেশে প্রমথদিগের সহিত গমন করিলেন। সেখানে বহুল কুসুম চয়ন করিয়া কাননে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। হে মুনিপুঙ্গব! এমন সময়ে পার্ব্বতী, গাত্রে হরিদ্রা লেপন করিয়া অবগাহন-কারণ, গমনে উদ্যত হইলেন। সে সময়ে বিশ্বসংসারের রক্ষাকারিণী ভবানী, পুরদ্বার রক্ষা বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর, (ভগবান্) বিষ্ণুর মানস স্মরণ করিয়া নিজগাত্রস্থ হরিদ্রা-লেপন লইয়া এক সন্তান সৃষ্টি করিলেন। তিনি লম্বোদর, মহাবাহু, তাঁহার চতুর্ব্বদন, চতুর্ভুজ তিন নেত্র, শরীর রক্তবর্ণ, এবং তাঁহার প্রভা মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্যের ন্যায়। (এই রূপে) পরম পুরুষ ভগবান্ নারায়ণ গণের ঈশ্বর হইয়া পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন। তদনন্তর ভগবতী, ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক সন্তানকে স্তন্য পান করাইয়া হে পুত্র! যে কাল পর্য্যন্ত আমি অবগাহন করিয়া পুনঃ পুর-প্রবেশ না করি, তাবৎ তুমি

আমার এই পুরী রক্ষা কর, এই কথা বলিয়া সত্বরগমনে স্নানকরণার্থ গমন করিলেন। (এদিকে) শিশুও পুরদ্বারে স্থিতি করিয়া জননীর আজ্ঞাপালন করিতে লাগিলেন। (ওদিকে) দেবদেবও বনান্তর হইতে আগমন করিয়া পুরদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই বালককে দেখিতে পাইলেন। (পুর-রক্ষক) উমানন্দন, দেবদেবের পুর-প্রবেশ-কালে বেগে ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রবেশ বিষয়ে বাধা জন্মাইয়া দিলেন। শূলপাণি, তাঁহাকে শূল ধারী দেখিয়া রোষাবেশে জ্বলিতানল হইয়া উমাসুত না জানিয়া অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি নিজ শূল ক্ষেপণ করিলেন। শূলপাণির সেই অমোঘ শূল, ক্ষিপ্ত মাত্রেই সহসা শিবসুতের শিরশ্ছিন্ন করিল। পার্ব্বতী-নন্দন, ছিন্নশিরা হইয়াও প্রাণচ্যুত হইলেন না। এবং শিবশূলও শিবসুত জানিয়া তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করিল না। এমন সময়ে সুরেন্দ্রবন্দিনী গিরীন্দ্রনন্দিনী ভবানী, অবগাহন সমাপন করিয়া সখীজন পরিবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। হে মুনিসত্তম! তিনি সন্তানকে শিরঃশূন্য দেখিয়া সংত্রস্ত হইয়া দেবদেবেশ শূলীকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ত্রিদশশ্রেষ্ঠ! কোন্ ব্যক্তি পুরদ্বার রক্ষক এই সন্তানের মস্তক ভস্মসার করিল, আমাকে অবগত কর। গিরিশ কহিতে লাগিলেন। হে পর্ব্বতনন্দিনি! ইহাকে তোমার সন্তান বলিয়া আমি জানিতাম না। (মদীয়) পুর-প্রবেশ-কালে আমার পথ রোধ করিয়াছিল বলিয়া আমি উহার শিরঃ ভস্মসার করিয়াছি।

তদনন্তর পার্ব্বতী, রোষাবিষ্ট হইয়া মহাদেবকে ক্ষণ-

বিলম্ব ব্যতিরেকে পুত্রের শিরঃ সংযোজনা করিতে বলিলেন। হে মুনে! শাম্ভবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্ভু স্বকীয় সন্তানের শীর্ষান্বেষণে তৎক্ষণাৎ নির্গত হইলেন। অনন্তর মহেশ্বর অরণ্য-মধ্যে মহাবলবান্ গজকে উত্তর দিকে শিরঃ সন্নিবেশ করিয়া শয়িত আছে, সুতরাং তাহার মস্তক চ্ছেদনে অধর্ম্মের আশঙ্কা নাই দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ছিন্ন করিলেন। তদনন্তর সেই শিরঃ সংগ্রহ করিয়া স্বকীয় সুতশিরে সমর্পণ করিলেন। এই কারণেই (তদবধি) দেবীনন্দন গজানন হইয়া গণাধিপতি হইলেন। হে মুনে! দেবদেব, তাঁহাকে নারায়ণ অবধারণ করিয়া গজাননকে অঙ্কে সংস্থাপন করত স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং প্রিয় বচন দ্বারা পুত্রভাবাপন্ন নারায়ণকে প্রীত করিয়া অপরাধীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো জনার্দ্দন! আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শূল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তোমার যে শিরশ্ছিন্ন করিয়াছি, সেই কারণে আমি ভয়ানক দোষে লিপ্ত হইয়াছি; অতএব, যে সময়ে তুমি দ্বাপর যুগের শেষ-সময়ে বসুদেব-ভবনে দেবকীগর্ব্ভে মূর্ত্ত্যন্তর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবে, হে তাত! সেই সময়ে শোণিত নামক পুরে তোমার সহিত নিশ্চিতই আমার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবেক। আমি, (বলিতেছি) সর্ব্বলোকের সমক্ষে সেই সংগ্রামস্থলে শূলধারী হইয়াও তোমার নিকটে অবশ্যই পরাভূত হইব। পার্ব্বতী-পতি, মহাদেব এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সন্তানকে গ্রহণ করত পুরমধ্যে পার্ব্বতীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং হিমাদ্রির রম্য শিখরে যেস্থানে জ্যেষ্ঠপুত্র তারক-বিনাশী কার্ত্তিকেয়

অবস্থান করিতেছেন, ব্রহ্মময় শিব, ব্রহ্মময়ী শিবানীর সহিত প্রীতমনে নিত্যকাল কুমারদ্বয় লইয়া সেইস্থানে কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে কৈলাসে, কখন বারা-ণসী পুরী কখন অন্য স্থানে, যখন যেখানে বাসনা হয়, বিহার করিয়া পুনর্ব্বার কৈলাসে কৈলাসেশ্বরের সহিত কৈলাসবাসিনী বিরাজ করিতে লাগিলেন। সন্তানদ্বয়ও প্রমথগণ সমভিব্যাহারে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুরম্য অচল কৈলাসে বিশেষ রূপ প্রীতি লাভ হইতে লাগিল সুতরাং অচল-নন্দিনী প্রিয়সহবাসে সতত সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হে মুনিসত্তম! তুমি আমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি সেই রূপ তোমাকে আদ্যশক্তি প্রকৃতির জন্ম, উদ্বা-হাদি মাঙ্গলিক বৃত্তান্ত বলিলাম; যে ব্যক্তি, ভক্তিপূর্ব্বক দেবী চরিত পাঠ করে, ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রবৃন্দেরও দুর্লভা শর্ব্বানী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং তাঁহার মনোভীষ্টও সিদ্ধ করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই (অধিক কি) তাঁহার শত্রুকুল নির্ম্মূলিত হয়, যুদ্ধকালে তিনি অতিশয় দুর্জ্জয় হইয়া থাকেন। রঘুত্তম, দৃঢ় ভক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক (দেবকণ্টক) রাবণ-বধ-সাধনোদ্দেশে অকালে সুরেশ্বরীর যেরূপ পূজা করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে হে বৎস মহামতে! কৃষ্ণ নবমীতে আরম্ভ করিয়া মহা নবমী পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি প্রতিদিন দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করে, সে দেবীর অনুগ্রহে অসাধ্যও সাধন করিয়া থাকে। শ্রীরাম, যে প্রকার সংগ্রামে সুরদ্বেষী সুর-বিজয়ী মহাবাহু রাবণকে

নিহত করিয়াছিলেন, সত্য সত্যই তাহারও সেইরূপ শত্রু নিপাতিত হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। (কেবল ইহা নহে) তাহার অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তি এবং আনন্দ মনে অন্তে স্বর্গেও অবস্থিতি হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি দিব্য এই দেবী-মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করে, হে মুনিসত্তম! তাহার পুণ্য ও যশোরাশি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ ভয়ে তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না। (এমন কি) দর্শন-মাত্রে দূর হইতেই পলায়ন করে। সে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত হইয়া ভূলোকে অনন্ত কাল সুখ ভোগ পূর্ব্বক অন্ত্য-কালে দেবীর পাদ-পদ্মে স্থান প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। হে মুনীশ্বর! অধিক বলিবার প্রয়োজন কি? সত্য সত্যই, যে ব্যক্তি দেবীচরিত পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রমন্নময়ী সর্ব্বেশ্বরী তাহার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন। অন্য কথা কি বলিব, তিনি প্রসন্না হইলে, লোকে যে ফল লাভ করিয়া থাকে, কোটী-কল্প-শতেও আমি তাহা বলিতে সমর্থ নহি। হে বৎস! তুমি এই দেবীর মহৎ তত্ত্ব প্রকাশ করিও না এবং ভক্তিমান্ পুরুষ ব্যতিরেকে যে কোন ব্যক্তিকেও ইহা প্রদান করিওনা। তুমি, দেবীর প্রতি ভক্তিমান্ পরম ভক্ত, শুদ্ধচেতা, প্রকৃত জ্ঞানী এবং দৃঢ়ব্রত; সুতরাং তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম, কিন্তু হে মুনে! নিষেধ করি, যে তুমি অন্যের নিকটে ইহা কখনই প্রকাশ করিও না।

হে মুনীবর! তোমার নিকটে কিছুই অপ্রকাশিত

রহিল না। এক্ষণে তোমার আর কি শ্রোতব্য আছে, বল ? বর্ণন করি। ব্যাসবচনানুসারে জৈমিনী দেবেন্দ্রবন্দিত পঞ্চানন-চরণে ভক্তিভাবে নত হইয়া দেবীর পূজাসম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব চরিত শ্রবণে অনুরাগী হইয়া যে প্রকারে রঘুনন্দন, সংগ্রামে দেবকণ্টক রক্ষাধিপতি রাবণকে অমাত্য ও সুহৃদের সহিত নিহত করিয়া ছিলেন, ; যে প্রকারে সুরপুরবাসী সুরেন্দ্রগণ ও ব্রহ্মাদি ত্রিদশ-সকল মর্ত্ত্যলোকে মানব বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া ছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ষট্ত্রিংশতমোধ্যায়।

ভগবানের রামাবতার হওনের মন্ত্রণা।

জৈমিনী কহিলেন, শরৎকালে যে মহাপূজা দ্বারা দেবী প্রীতি লাভ করিয়া ছিলেন এবং রঘুকুলের শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র, সাতিশয় ভক্তি-পরবশ হইয়া রাবণবিনাশ-বাসনায় মর্ত্ত্যলোকে অকালে যে শারদীয় পূজা করিয়া ছিলেন বলিলেন, হে প্রভো! তাহা সবিস্তরে বর্ণনা করুন।

যে প্রকারে ভগবান্ সনাতন নারায়ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া বিশ্বসংসারে বিশ্বেশ্বরীর শরৎকালে আকালিকী অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, আমার সে বিষয় শ্রবণে বিশেষ কৌতুহল ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। হে প্রভো! আপনার সদৃশ বক্তা

ত্রিলোকমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি, আপনার শরণাগত হইলাম, অতএব আমাকে বলিয়া পবিত্র ও (বাধিত করুন)। বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, শ্রবণ কর। পুরাকালে দশস্কন্ধর রক্ষঃরাজ জগজ্জননী সর্ব্বানীকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রসাদবলে ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়াছিল। হে মহামুনে! ভক্ত বৎসলা দেবী, তাহার ভক্তিতে বাধ্য হইয়া তাহার রাজধানী লঙ্কাপুরে তদীয় তপঃ-পুণ্য-প্রভাবে যোগিণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাকে বিজয় প্রদান করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরে জগৎকে পীড়িত ও উপদ্রুত করিলে রাবণের তপঃপুণ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল; সুতরাং চণ্ডবিক্রমা চণ্ডিকা তদীয় পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া সবান্ধবে তাহাকে নিধন করিলেন। পূর্ব্বকালে দশানন স্বকীয় বীরদর্পে ত্রিদশাদি দেবেন্দ্রগণকে পরাজয় করিয়াই কেবল নিরস্ত হয় নাই, ত্রিলোকাধিপতি জগৎপতি লক্ষ্মীপতিকেও উৎপীড়িত করিয়া ত্রিজগৎ কম্পিত করিয়াছিল। হে মুনিবর! হবির্ভুক্ দেবগণ পর্য্যন্ত, রাবণ—ভয়ে ভীত হইয়া যজ্ঞীয় হবি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। (কেবল ইহা নহে) ঋষিসমূহও তপশ্চরণ, দেব পূজন ও যজ্ঞ সাধন করিতে পারেন নাই। (তাহার বলবীর্য্যের কথা কি বলিব,) ত্রিলোকাধিপতি ইন্দ্র ও ভয়-ভীত মানসে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিবিধ উপায়ন দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিদিন তাহার আদেশাপেক্ষী হইয়া কালক্ষেপ করিতেন। চন্দ্র, সূর্য্য, ও অন্যান্য দিক্‌পালগণ প্রভৃতি, সকলেই তাহার

আজ্ঞানুবৰ্ত্তী হইতেন। হে মুনে! তদনন্তর দেবতাগণ, রাবণকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া পৃথ্বী সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে প্রভো! ব্রহ্মন্ জগন্নাথ! দুর্ব্বৃত্ত পৌলস্ত্য আপনার বরলাভে দর্পিত হইয়া ত্রিলোককে কম্পিত করিতেছে। (অধিক কি বলিব) অবনী তদীয় ভার-বহনে অসমর্থ হইয়া আপনার নিকটে আবির্ভূত হইয়াছে; হে দেব! এক্ষণে আপনি সেই (ত্রিলোক-কণ্টক) দুরাত্মার বধোপায় চিন্তা করুন। দেবগণ এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, স্বয়ম্ভু তাঁহাদিগকে সমাশ্বাসিত করিয়া ত্রিদশ-সমূহ সমভিব্যাহারে বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথের নিকটে উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে ত্রিজগতের নাথ বিশ্বপালক! এক্ষণে বিশ্বপালনে তৎপর হও। দশস্কন্ধর নিশাচরাধিরাজ লঙ্কাপুরে আবির্ভূত হইয়া অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে! হে জগৎ-পতে! জগৎপীড়ক সেই রাবণকে বিনাশ করিবার জন্য মানব দেহ আশ্রয় কর। যে সময়ে দশানন, তপস্যা দ্বারা আমাকে প্রসন্ন করিয়া স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা করে, সেই সময়ে মোহ প্রযুক্ত নর ব্যতিরেকে অন্য সকলের অবধ্য বর আমার নিকট হইতে লাভ করিয়াছে। হে জগৎ-পতে! নরজাতি রাক্ষস জাতির ভক্ষ্য, সেই কারণ ভক্ষ্য জাতি মনুষ্যকে ঘৃণা করিয়া নর ব্যতিরেকে যাবতীয় জন্তুর অবধ্য এই বর লাভে দশস্কন্ধ বাধিত হইয়াছে। হে বিশ্বপালক! এক্ষণে তুমি মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবকণ্টক দুর্ব্বৃত্ত রক্ষোরাজকে পুত্র পৌত্রাদি

ও বান্ধবদিগের সহিত নিহত কর। ব্রহ্মা, এই কথা বলিলে ভগবান্ নারায়ণ, দশানন-পীড়ন-প্রকম্পিত ত্রিদশদিগকে আশ্বাসিত করিয়া মহামতি ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন। হে কমলযোনে! আমি অবনীতে দশরথ ঔরসে মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করত দাশরথি রূপে অবতীর্ণ হইয়া পুত্র পৌত্রাদি বান্ধবদিগের সহিত দুষ্ট রাবণকে বিনষ্ট করিব। কিন্তু তোমরা ঋক্ষ ও বানর রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া সংগ্রাম স্থলে আমাকে সাহায্য প্রদান করিবে। হে ব্রহ্মন্! তুমি দুষ্টমতি লঙ্কাধিপতির বধ সাধনো দ্দেশে যাহা বলিলে, তাহা অনায়াসে সাধনীয় নহে। সুতরাং সে জন্য অতি দুষ্কর উপায় অবলম্বন করিতে হই-বেক। ত্রিজগতের জননী দেবী ক্যাতায়নী, দুষ্ট নিশাচর কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়া নিয়ত কাল তাহাকে জয় প্রদান করিয়া থাকেন। (এক্ষণে) তিনি যোগিনীগণে পরিবৃত্ত হইয়া রাবণ-রাজধানী লঙ্কাপুরে অবস্থান করিতেছেন। যদি তিনি, আমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া রাবণপুরী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অনায়াসে তাহার বিনাশ সাধন হইতে পারে; নচেৎ তাহাকে হনন করা আমার সাধ্যা-য়ত্ত নহে। অতএব হে কমলাসন! এই বিষয়ে যাহা সমুচিত হয়, তাহার প্রতি বিধান কর। যেহেতুক, প্রসন্নময়ীর প্রসন্নতা ব্যতিরেকে শত্রুজয়ে সমর্থ হইব না। হে বিধে! যে কাল পর্য্যন্ত জগজ্জননী ক্যাতায়নী সানুকুলা থাকিবেন, সে কাল পর্য্যন্ত অল্পমাত্রবীর্য্যশালীও মহাবল পরাক্রান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ হইবেক। যদি রাক্ষসেশ্বর, (সুরেশ্বরীর অনুগ্রহে)

নিখিল সংসার নাশ করিতে থাকে, তাহা হইলেও আমরা তাহার কি করিতে পারি!

ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, হে জগন্নাথ! সত্যই সেই দুরাত্মা দশানন, দুর্গাভক্তিপরায়ণ হইয়া পৃথিবীতে পরাজয়ী হইতেছে না। কিন্তু এরূপ হইলেও হে ভগবন্! সেই ত্রিলোকবাধক রাবণের বিনাশের উপায় অবধারিত আছে। হে প্রভো! এই চরাচর জগন্মণ্ডল জগজ্জননীর আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছে। সেই সুরেশ্বরী, কালে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং কালে পালন করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! কালের (১) সেই দুর্বৃত্ত বধের ইচ্ছা হয় নাই। তুমি আমি, বা মহেশ্বর, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত মাত্র। বাস্তবিক, আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম স্বরূপিণীই সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের প্রকৃত কারণ। হে ত্রিলোকেশ! আমরা ও সকল দেবতাগণ তাঁহারই মূর্ত্ত্যন্তর মাত্র; আমরা বিদ্বেষী (২) বলিয়া সেই রক্ষাকর্ত্রী আমাদিগকে রক্ষা করেন না।

শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন, হে বিধে! সে দুরাচার লঙ্কেশ্বর-বিনাশোদ্দেশে কৈলাশশিখরবিহারিণী কাত্যায়নীর নিকটে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, চল আমরা কৈলাসশিখরে তোমার সমভিব্যাহারে গমনকরি, হে মুনিসত্তম! এই কথা বলিয়া তাঁহারা সত্বর যে খানে জগদ্ধাত্রী শঙ্করী শঙ্করের সহিত বিরাজিত আছেন, সেই কৈলাসপুরী অভি-

১। কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু হয় না।

২। আদ্যাশক্তি, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। আমরা নিমিত্ত মাত্র বলিয়া অভিমানী; সুতরাং সেই শক্তি ভিন্ন রাবণ বধ করিবার আর কাহারও শক্তি নাই।

মুখে গমন করিলেন। হে মুনি-পুঙ্গব! মহেশ্বর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু (উভয়কে) সমাগত দেখিয়া যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন (এবং) তাঁহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া বিভু শম্ভুকে দুরাচার রাক্ষসেশ্বরের অত্যাচার ও আপনাদিগের অভিপ্রায় যথাবদ্ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। তদনন্তর হে জৈমিনে! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ একত্রিত হইয়া মহাদেবী পার্ব্বতী-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেবেন্দ্রগণ, বিকসিত ফুল্লারবিন্দের ন্যায় প্রসন্নবদনী, পরমেশানীকে সন্দর্শন করিয়া পৃথিবীতে দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবতাদিগকে ধরণীতে পতিত দেখিয়া, সেই দেবী, আত্মশরীর হইতে অপর এক দেবী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়া, রত্নময় সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তিনি অষ্টাদশ ভুজ-বিভূষিত, তাঁহার বক্ষঃ প্রদেশে সুচারু হার শোভা পাইতেছে, তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন, ভালে সুচারু অর্দ্ধচন্দ্র সুপ্রকাশিত, দশনশ্রেণী অতি সুন্দর, লোচন অতি সুরম্য! ভগবান্ বিষ্ণু, ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে ভক্তির সহিত অঞ্জলিবদ্ধ পূর্ব্বক জগদম্বিকাকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! পৌলস্ত্যতনয় রাক্ষসাধিপতি দশানন, তোমার অনুগ্রহ লাভে দর্পিত হইয়া অখিল সংসার উৎপীড়িত করিতেছে। সেই কারণে দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বদিগের সহিত ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়াছেন! হে দেবি! কমলাসন, সেই দুর্বৃত্ত দশাননের

বিনাশ সাধন জন্য পৃথিবীতে নরদেহে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। হে জগদীশ্বরি! আমিও তদ্বাক্যে বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, আমি অবনীতে দাশরথিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই দুর্দ্ধর্ষ নিশাচরকে নিপাতিত করিব। কিন্তু সেই রাক্ষসাধিপতি প্রত্যহ আপনার এবং পরমাত্মা মহেশ্বরের আরাধনা ও অর্চ্চনা করিয়া থাকে। (সেই কারণে) আপনি পরমপ্রীতমনে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য দিবেন্দ্রবন্দিত তদীয় পুরে অবস্থান করিতেছেন, অতএব কি প্রকারে সেই দেবকণ্টক দশাননকে বিনাশ করি, বলুন! আপনি যাহার রক্ষাকর্ত্রী ও মহেশ্বর যাহার আশ্রয় দাতা—বিশেষতঃ হে শিবে! তুমি স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী হইয়া লঙ্কাপুরে লঙ্কেশ্বরী রূপে আবির্ভূত আছ; কিন্তু এক্ষণে হে জগন্ময়ি জগদম্বিকে! যাহাতে ত্রিজগৎ সংরক্ষিত হয়, আশু তাহার প্রতিবিধান কর। দেবী বলিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! আমি বহুদিনাবধি দশানন কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়াছি (এক্ষণে) তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য লঙ্কাপুরেও বসতি করিয়া থাকি। মহাবল রাবণ, যে প্রকারে ভক্তিযোগসহকারে আমাকে অর্চ্চনা করিয়াছে, সেইরূপে মহেশেরও সন্তোষ সাধন করিয়া অশেষ সম্পত্তি লাভ করিয়াছে। তাহার প্রার্থনীয় বিষয়ের অবশিষ্ট কোন প্রকার দুর্লভ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। (বলিতে কি) তাহার মনোরথ সম্পন্ন এবং তপস্যার ফল লব্ধ লইয়াছে। এক্ষণে সেই দুর্বৃত্ত বলদর্পিত হইয়া আত্মবিনাশ-বাসনায় বল-

পূর্ব্বক চরাচর বিশ্বসংসারকে ব্যথিত করিতেছে। (অধিক কি বলিব) এখন আমিই (রক্ষা করিয়াও) তাহার নিধনোপায় চিন্তা করিতেছি।

(এখন) যদি নিমিত্ত সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার বিনাশ সাধন করি। কিন্তু সেই দুর্ব্বৃত্তের প্রাণ সংহার করিতে আমি স্বয়ং সক্ষম নহি। ব্রহ্মা উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, তুমি নর দেহ আশ্রয় কর (তাহা হইলে) তিনিও রাবণ বধ বিষয়ে সাহায্য প্রদান করিবেন। তুমি, মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলে, আমার অংশ রূপিণী কমলাও স্ত্রী মূর্ত্তিতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। সেই দুর্ম্মতি আমার অন্য মূর্ত্তি তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোভ প্রযুক্ত রমণে অনুরাগী হইয়া হরণ করিয়া আনিবে। (অনন্তর) লঙ্কাপুরে প্রবিষ্ট হইলে, শম্ভুর আদেশানুসারে দুরাত্মার প্রাণ সংহার জন্য আমি লঙ্কাপুরী পরিত্যাগ করিব। (এ দিকে) যে সময়ে আমার অংশ-ভূতা সেই লক্ষ্মীকে দুরাচার অবমাননা করিবে, সেই সময়েই মদীয় কোপানল তাহার প্রাণ সংহার করিবেক। হে মধুসূদন! আমি, লঙ্কা পরিত্যাগ করিলে পর, শম্ভু বানররূপে (স্বর্ণময়ী) লঙ্কা ভস্মসাৎ করিবেন। হে মধুসূদন! দুরাত্মা দুর্ব্বৃত্ত সেই দশাননের বিনাশ নিমিত্ত সর্ব্বদা আমাকে স্মরণ করিবে। তুমি সূর্য্য বংশে রঘুকুলে মনুষ্য রূপে অবতীর্ণ হইলে, ব্রহ্মনন্দন বশিষ্ঠ তোমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিবেন, হে তাত! যোগ্য সময়ে আত্ম-রক্ষা ও রাবণ বধের জন্য সেই সুগুপ্ত মন্ত্র স্মরণ করিবে। হে মধুসূদন! তাহা হইলে, দশানন-

ক্ষিপ্ত সুদারুণ সায়ক সকল তোমার শরীর ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না। হে মহামতে! যুদ্ধস্থলে বাণ প্রহার সময়ে আমাকে স্মরণ করিবে, (তাহা হইলে) সংহারকারিণী সন্নিহিত থাকিলে, জয় লাভ নিত্য ঘটিতে থাকিবেক। মদীয় অনুগ্রহ বলে অবহেলাক্রমে সুদুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বানর সৈন্য সমভিব্যাহারে নিশ্চয়ই লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইবে। হে তাত! (সেখানে) ব্রহ্মার আদেশানুসারে শরৎ-কালে সমুদ্র তীরে মঙ্গলময়ী মঙ্গলামূর্ত্তি মৃত্তিকা-রচিত করিয়া যথা বিধি অর্চ্চনা করিবে। হে জনার্দ্দন! বিধিপূর্ব্বক বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা আমার অর্চ্চনা করা হইলে, আমি সুরবিজয়ী সেই রাবণকে সুবর্ণ সদৃশ পরিষ্কৃত স্যন্দন হইতে পাতিত করিব। সমরে বীর্য্যবান্ রাবণকে সন্তান ও সুহৃদগণের সহিত নিধন করিলে, তুমি মদীয় প্রসাদে লঙ্কা জয়ী এই সুখ্যাতি লাভ করিবে। অতএব, হে মধুসূদন! রাক্ষসেন্দ্র দুর্ম্মতি দশাননবিনাশার্থে সত্বর নর দেহ ধারণ কর।

শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি সেই দুরাত্মার দৃঢ় ভক্তি বিদ্যমান আছে, এবং ভক্তিপূর্ব্বক ভক্ত বৎসলা তোমাকে সেও সতত স্মরণ করিয়া থাকে। অতএব, হে জননি! তুমি কিরূপে লঙ্কা পরিত্যাগ করিবে এবং আমার প্রতি কি রূপেই বা করুণা সঞ্চার হইবেক? শঙ্কটে পড়িলে, সেই দুর্জ্জয় অসুর ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে স্মরণ করিবে, তাহা হইলে, হে (৩) সুরেশ্বরি!

৩। তুমি তাহাকে রক্ষা করিলে।

আমি কি প্রকারে তাহাকে হনন করিব, বলুন। যে ব্যক্তি, তোমার আরাধনা ও স্মরণ করিয়া থাকে, হরি এবং হর আমরা উভয়ে আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হইয়া মহদ্বি-ভীষিকা হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকি। অতএব, হে শিবে! সংগ্রাম-সময়ে তোমার স্মরণকারী ভক্ত দশাননকে রক্ষা না করিয়া কিরূপে নিপাতিত করিব, বলুন!।

শ্রীভগবতী বলিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! সত্য বটে, যুদ্ধকালে যুদ্ধদুর্ম্মদ দশানন আমাকে স্মরণ করিবে, কিন্তু তাহা হইলে যে রূপে তাহার মৃত্যু সঙ্ঘটন হইবে, তাহা শ্রবণ কর। এই (দৃশ্যমান) বিশ্ব সংসার আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, আমি জগৎ-রূপিণী, সুতরাং জগৎকে পীড়িত করিলে, আমিও পীড়িত হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি এই প্রকারে সংসারকে ব্যথিত করিয়া সঙ্কটে আমার শরণাপন্ন হয়, যদিও তাহার ঐহিক ফল প্রাপ্তি অর্থাৎ সুখ ভোগ হয় না, কিন্তু পরকালে তাহার প্রকৃত ফল লাভের কোন ব্যাঘাত থাকে না। যে ব্যক্তি জগ-তের কণ্টক না হইয়া ভক্তিভাবে আমার অনুধ্যান করে, আমি তাহাকে ইহ ও পরকালে নিয়ত রক্ষা করিয়া থাকি। হে মহামতে! (এমন কি) তোমরা ও সেই ভক্তকে পরি-ত্যাগ করিতে পার না, সতত রক্ষার্থ যত্ন করিয়া থাক। যদি, সেই ব্যক্তি কখন কোন সঙ্কটে, পতিত ও ভীত হইয়া আমাকে স্মরণ করে, তাহার অন্য ফলের কথা কি বলিব, দেবদুর্লভ মোক্ষ ফল সদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। (সে ব্যক্তি) ইহ-লোকে অভিলাষানুযায়ী ফল লাভ করিয়া মন-সুখে

কালাতিপাত করিয়া পরলোকে সুদুর্লভ শ্রেষ্ঠ পদার্থ মোক্ষ পদ অধিকার করিয়া থাকে। হে মধুসূদন! ইহা অপেক্ষা দেহী ব্যক্তিদিগের অন্য কি ফল প্রাপ্তি হইতে পারে! (নিশ্চয় জানিও) আমি লঙ্কাপুরে অবস্থান করিলে, দেব-দুর্জ্জয় দশানন কখনই সংগ্রামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেনা (জানি, সুতরাং) আমি তাহার পুরী পরিত্যাগ করিব। (কেবল ইহা নহে) জগতের পীড়া-প্রদান হেতু আমি যুদ্ধকালেও তাহাকে রক্ষা করিব না। (অধিক কি বলিব) এক্ষণে তুমি মহেশ--চরণে প্রণিপাত করিয়া নররূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হও।

——oo——

সপ্তত্রিংশত্তমোধ্যায়।

ভগবতীর রাবণ বধার্থ আশ্বাস প্রদান ও শ্রীরামের জন্ম।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ মধুসূদন দেবীর নিকটে এই কথা শ্রবণ করিয়া চতুরাননের সহিত পঞ্চা-ননকে বারংবার ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, হে দেব দেব জগন্নাথ! ভগবতী আপনার সমক্ষে যাহা বলিলেন, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়াছেন, হে শঙ্কর! এক্ষণে যাহাতে আমার সাহায্য হয়, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কর। দুর্বৃত্ত দশানন বিনাশ-সাধনে কিরূপ সাহায্য তোমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, বল। শম্ভু কহিতে লাগিলেন, হে অরিন্দম! জগতের অরি

রাবণ যথার্থ পবন নন্দন রূপে বানর দেহে অবতীর্ণ হইয়া যথাযোগ্য তোমাকে সাহায্য প্রদান করিব। দুর্লঙ্ঘ্য জলধি উত্তীর্ণ হইয়া তোমার অঙ্গনাকে অন্বেষণ পূর্ব্বক সতত তোমার সন্তোষ সাধন করিব।এতদ্ব্যতীত হে বিষ্ণো! তদীয় সন্তোষ-সাধক সংসারে অন্যের সুদুঃসাধ্য মহদনুষ্ঠান আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবেক। আমি বানররূপে লঙ্কা প্রবেশ করিলে, নিশ্চয়ই লঙ্কেশ্বরী স্বয়ং লঙ্কা পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রকারে আমাহইতে যাহা সাহায্য হইবেক, তাহা তোমার নিকটে প্রতিশ্রুত হইলাম। এক্ষণে কমলাসন, তোমার প্রীতিবর্দ্ধনার্থ যেরূপ সাহায্য করিবেন, জিজ্ঞাসা কর। মহাদেব এই কথা বলিলে, ভগবান্ নারায়ণ হর্ষবিকসিতচিত্তে ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক ব্রহ্মার প্রতি একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর প্রজাপতিও বিষ্ণুর ঈঙ্গিত অবগত হইয়া মৃদুহাস্য-পূর্ব্বক লক্ষ্মীপতিকে প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন।

হে ভগবন্! আমি স্বকীয় অংশ হইতে ঋক্ষযোনি ধারণ করিয়া তোমার সাহায্যার্থ মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া আবির্ভূত হইব। আমি তোমার হিতকরকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া নিয়ত তোমাকে মঙ্গলকরী মন্ত্রণা প্রদান করিতে থাকিব। ধর্ম্ম, স্বয়ং বিভীষণরূপে লঙ্কাপুরে অবতীর্ণ হইবেন। (ইনি) রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর (কিন্তু) তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে সাহায্য প্রদান করিবেন। হে দেব! এক্ষণে মানব তনু ধারণ কর এবং নিখিল চরাচর বিশ্বকে প্রতিপালন করিতে থাক।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! এই প্রকারে ভগবান্ নারায়ণ ভগবতীর প্রার্থনা ও আরাধনা করিয়া মহাত্মা মহীপাল দশরথ গৃহে অবনীতে স্বয়ং এক হইলেও চারি অংশে অবতীর্ণ হইলেন। রূপলাবণ্যবিভূষিত মহাবলবান্ (তাঁহারা) রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামে পরিচিত হইলেন। শ্যাম দূর্ব্বাদলের ন্যায় রাম ও ভরতের অঙ্গকান্তি প্রকাশিত, এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের শরীর দীপ্তিমান্ কনকের ন্যায় গৌরবর্ণবিভাসিত হইল। হে মুনে! লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ নিয়ত রামের অনুবর্ত্তী এবং শৈশবসময়াবধি শত্রুঘ্ন, ভরতের অনুগামী হইলেন। পরমাসুন্দরী লক্ষ্মীও পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া কন্যারূপে জনকরাজভবনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাও নিজাংশপ্রভাবে ভূমিতলে ঋক্ষযোনি ধারণ করত বুদ্ধিমান্ জাম্বুবান্ নামে প্রাদুর্ভূত হইলেন। শিবও স্বকীয় অংশপ্রভাবে পবনাত্মজ হইয়া মহাবীর্য্যবান্ হনূমান্ নামে বিখ্যাত এবং বানররাজের মন্ত্রী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। হে মহামতে! অন্যান্য দেবেন্দ্র বৃন্দ, ঋক্ষ ও বানররূপ ধারণ করিয়া কাননে অবস্থানপূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

——00——

অষ্টত্রিংশত্তমোধ্যায়।

রামচন্দ্রের বিবাহান্তে অরণ্য-যাত্রা।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, (কুলগুরু) বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে ক্রমে সকল শাস্ত্র শিক্ষা করাইলেন এবং দেবী মন্ত্রদ্বারা তাঁহাদিগের দীক্ষা বিধি সম্পন্ন করিলেন। এইরূপে তাঁহারা ক্রমশঃ সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। অনন্তর এক সময়ে মহর্ষি বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষণার্থ শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে অরণ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহাদের পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। দুই সহোদরে সেই স্থানে গমন করিয়াই ঘোর রূপিণী তারকানিশাচরীকে নিহত করিয়া ঋষির নিকট হইতে বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর মহাবল রামচন্দ্র, আশ্রমে প্রবেশ করিয়া যজ্ঞবিঘাতক সুবাহু রাক্ষসকে এক মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন এবং আপনার বাহুবল দ্বারা দর্পিত রামচন্দ্র, অপর শর নিক্ষেপপূর্ব্বক রণদুর্ম্মদ মারীচকে সিন্ধুসলিলে ক্ষেপণ করিলেন। তদনন্তর রাঘবেন্দ্র, মুনীন্দ্রের সহিত সত্বর গৌতমীর শাপ বিমোচন করিয়া জনকরাজধানী মিথিলা নগরীতে গমন করিলেন। হে মহামুনে! মহাবল রামচন্দ্র, জনকপুরী প্রবেশ করিয়া মহাদেবের প্রচণ্ড কোদণ্ড ভঙ্গ করিলে পর, মিথিলাধিপতি পরম প্রীতিলাভ করিয়া বৃদ্ধরাজ দশরথকে পুত্রগণের সহিত স্বপুরে

আনয়ন পূর্ব্বক অশেষ মহোৎসবের সহিত তাঁহার সন্তান চতুষ্টয়কে চারি কন্যা সম্প্রদান করিলেন! রামচন্দ্রকে সীতা, লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা, ভরতকে মাণ্ডবী ও শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি সমর্পণ করিলেন। যজ্ঞভূমি-বিশোধন করিতে করিতে সীতা সমুদ্ভূতা হইয়া ছিলেন। উর্ম্মিলাই একমাত্র ঔরস-সম্ভবা কন্যা, শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী এই মাত্র জনকরাজের সহোদরের সম্পত্তি। হে মহামতে! এইপ্রকারে তাঁহারা চারি ভ্রাতা বিবাহিত হইয়া মিথিলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃ সমভিব্যাহারে নিজ পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। (অকস্মাৎ) পথমধ্যে বলদর্পিত ভৃগুনন্দন উপস্থিত হইল। (ঈঙ্গিতে) মহাবল রামচন্দ্র, তাঁহার ত্রিলোকজয়ী গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। হে মহামতে! ভার্গবের গর্ব্ব খর্ব্ব-করণানন্তর পুত্রগণের সহিত পুরপ্রবেশ করিয়া অযোধ্যাপতি অমাত্যদিগের দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকার্থ আয়োজন করিতে লাগিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই সময়ে ত্রিদশ সমূহ তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত (১) করিতে লাগিলেন, সুতরাং সেই কারণে (রাজমহিষী) কৈকেয়ী, রাজার নিকট হইতে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ও আত্মপুত্রের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিলেন। রাজা দশরথ সত্যব্রত, কি করেন, মহিষীকে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বর প্রদান করিলেন। সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, তদনুসারে (উপস্থিত) রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রেয়সী জানকী ও

১। কৈকেয়ীর প্রবর্ত্তনায় আপন আপন কার্য্যসাধনের জন্য রামচন্দ্রকে বনে প্রেরণ।

(অনুজ) লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্য-প্রবেশে উদ্যত হইলেন। পিতৃদেব, ও গুরুদেবের চরণ বন্দনা করিয়া অন্তঃকরণে জননী কৈকেয়ীকে ধ্যান ও পুনঃ পুনঃ তদীয় চরণ-প্রান্তে প্রণাম করিয়া রাক্ষস-বিনাশোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে পুষ্যা নক্ষত্রেই রামচন্দ্রের শুভযাত্রা হইল। (এদিকে) বৃদ্ধরাজ, পুত্রশোক-সন্তপ্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। (তখন) রঘূদ্বহ রামচন্দ্র, ভক্তিভরাবনত হইয়া, (তৎক্ষণাৎ) সুমন্ত্রনেত্র রথে আরোহণ করিয়া অনুজ ও পত্নীর সহিত পুর হইতে নির্গত হইলেন। পৌরবাসীগণ, তদ্বিরহে কাতর-ভাবাপন্ন হইয়া তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর মহামতি সীতা-পতি, তাহাদিগকে পুরপ্রবেশে আদেশ করিয়া শৃঙ্গবের পুরে আগমনপূর্ব্বক রথ সহিত সুমন্ত্রকে বিদায় প্রদান করিলেন। (এবং) সেই স্থানে ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত জটা-বল্কল ধারণ করিয়া সীতাসহিত তরণী-সহযোগে জাহ্নবীর পর পারে উত্তীর্ণ হইয়া চিত্রকূটস্থ ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন।

হে মুনে! (এ দিকে) রাজা দশরথ, সুমন্ত্র সারথির মুখহইতে দাশরথি, রামচন্দ্রের বন-প্রবেশ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনায়াসে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন। সে সময়ে, ভরত মাতুলালয়ে অবস্থিত ছিলেন, পিতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণে মাতুলালয় হইতে গৃহে প্রতিগমনপূর্ব্বক জননীকে বারংবার ভর্ৎসনা করিয়া মৃতপিতার ঔর্দ্ধদে-

হিক বিধি যথাবিধি সমাহিত করিলেন। তদনন্তর, অনুজ ও অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যে আনয়নার্থ বিস্তর যত্নও অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র, দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য পুর পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং প্রশান্ত ভরতকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিয়া নিবিড় দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। (তখন) ভরত, (উপায় না দেখিয়া) জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে গৃহ নিবৃত্ত হই-লেন এবং পৌরবর্গের সহিত দুই সহোদরে নন্দীগ্রামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (তখন) তাঁহার রাজ-ভোগ-বাসনা অন্তর্হিত হইল, ভূমি-শায়ী ও জটাধারী হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের ধ্যান ধারণপূর্ব্বক তাঁহার প্রীতমনে পুরমধ্যে প্রত্যাগমনকাল প্রতীক্ষা করিয়া কাল-ক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহামতে! এ দিকে রামচন্দ্র, চণ্ডরূপী বিরাধ নামক নিশাচরকে নিপাতিত করিয়া রাক্ষসদিগকে ধ্বংশ করিবার জন্য কিয়ৎকাল দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটিতে পর্ণ-শালা বিরচন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কোন সময়ে কামরূপিণী রাবণ-ভগিনী শূর্পণখা রাক্ষসী, স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া রামচন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল। হে মুনিপুঙ্গব! বিচক্ষণ লক্ষ্মণ, ভ্রাতার (রামের) শাসনানু-সারে তাহাকে মায়াবিনী নিশাচরী জানিতে পারিয়া খড়্গ দ্বারা তদীয় নাসা কর্ণ ছেদ করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর

রোদন করিতে করিতে যে খানে ভ্রাতা খরদূষণ অবস্থিত আছে, ভীমরূপিণী ক্রূরা রাক্ষসী সেই খানে উপস্থিত হইয়া (সহোদরকে) সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইল। শূর্পণখা কহিতে লাগিল, দণ্ডকারণ্যে শ্যামবর্ণ দুর্ব্বাদলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র অনুজের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার এক রমণীরত্ন সমভিব্যাহারে আছে। সেই সুন্দরী যেরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী; সেরূপ রূপ-লাবণ্যবতী রমণী স্বর্গ, মর্ত্ত, বা পাতালে কেহ কখন দেখে নাই; সাক্ষাৎ করা দূরে থাকুক, কখন কাহার শ্রুতিগোচরও হয় নাই। আমি তোমার জন্য সেই স্ত্রীরত্নগ্রহণে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার অনুজ আমার নাসা কর্ণচ্ছেদ করিয়াছে; এক্ষণে আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম।

ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, ভগিনীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্য-পরিবৃত হইয়া খর-দূষণ, কানন-মধ্যে যেখানে রঘুনন্দন বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র, সমাগত নিশাচরদিগকে শরসমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিহত করিলেন। হে মহামতে! (তদ্দর্শনে) শূর্পণখা শোকবিহ্বল হইয়া লঙ্কা প্রতিগমন পূর্ব্বক রাবণকে যথা বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। দশানন, ভগিনীমুখে সীতার অপরূপ রূপ-মাধুরী শ্রবণ করিয়া কালদর্পে দর্পিত হইয়া সীতা-হরণে কৃত-সংকল্প হইল। এবং তাড়কানন্দন মারীচ নিশাচরকে সমভিব্যাহারে লইয়া পঞ্চবটীতে উপনীত হইল। নিশাচর

মারীচ, শ্রীরামহস্তে মৃত্যু নিশ্চিত অবধারিত করিয়া স্বর্ণমৃগরূপধারণ করত দূরবর্ত্তী প্রদেশে রামচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইল। যৎকালে রামচন্দ্র, তাহার প্রতি বাণক্ষেপ করিলেন, অমনি রামশরে বিদ্ধ হইয়া সেই রাক্ষস, হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ধরণীতলে পতিত হইল। জনকাত্মজা জানকী, সেই শব্দ রামচন্দ্রের অনুমান করিয়া তাঁহার উদ্দেশে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিলেন। এই অবকাশে দশানন সমাগমন পুরঃসর বলপূর্ব্বক দেবীর অন্য মূর্ত্তিস্বরূপিণী সীতাকে হরণ করিয়া প্রস্থান করিল। সে সময়ে সাক্ষাৎ সুরেশ্বরী সীতাদেবী তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্ব-প্রার্থনাপূরণে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া, তদনুষ্ঠানে সমর্থ হন নাই। (এ দিকে) রাবণ, যে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, সে সময়ে পক্ষিবর জটায়ু সীতার উদ্ধার-বাসনায় দুরাত্মা দশাননের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত করিল। রাক্ষসপুঙ্গব বলপ্রভাবে পক্ষিপুঙ্গবের পক্ষচ্ছেদ করিয়া সীতাসমভিব্যাহারে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল। (এবং) সুরম্য অশোক কাননে সেই সীতাকে সংস্থাপন করিলেও, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রভাশালিনী সীতার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই।

হে মহামতে! যে সীতা সৌভাগ্যসময়ে শুভ প্রদান ও দুঃসময়ে অমঙ্গল দান করিয়া থাকেন, সেই ভগবতী সীতা এইরূপে লঙ্কাপুরে অশোক কাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। (এদিকে) স্থিতি-সংহারকারিণী সত্য সনাতনী ভগবতী জানকীরূপে লঙ্কা প্রবেশ করিলে, লঙ্কে-

শ্বরের জয়প্রদায়িনী লঙ্কেশ্বরী স্বয়ং লঙ্কা হইতে অন্তর্হিত হইতে মনঃসংযোগ করিলেন।

——00——

ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতান্বেষণ ও লঙ্কাদাহন।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, (এদিকে) রামচন্দ্র মারীচকে নিহত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত পঞ্চবটীর পর্ণ-শালায় উপস্থিত হইয়া জানকীর সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারিয়া সেই বিপিনে সীতার অনুসন্ধান করত রোদন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। (পরে অকস্মাৎ) সেখানে ছিন্নপক্ষ এক পক্ষিপ্রবর দৃষ্টি ও তাহাকে সীতাপহারী বোধ করিয়া, হনন করিবার নিমিত্ত তৎসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন; এবং সত্য-পরাক্রম রামচন্দ্র, তাহাকে পিতৃসুহৃৎ জানিতে পারিয়া, আশু শরসন্ধান প্রতিসংহার করিলেন। পক্ষরাজি, রামচন্দ্রের পুরোভাগে রাক্ষসরাজ জানকী অপহরণ করিয়াছে বলিয়া, কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ লোকে প্রয়াণ করিল। হে মহামতে! রামচন্দ্র, তাহাকে কাননের একদেশে দাহ করিয়া কবন্ধনিপাতপূর্ব্বক ঋষ্যমুগ পর্ব্বতে প্রয়াণ করিলেন। সেইখানে হনুমান্ প্রভৃতি বলবান্ অমাত্য-চতুষ্টয়-পরিবেষ্টিত হইয়া বালি ভয়ে ভীতান্তঃকরণে সুগ্রীব

অবস্থিতি আছেন; মহাত্মা সুগ্রীবের সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সময়ে ভীম-বিক্রম অতি বলবান্ বালিরাজকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে তদ্রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

হে মুনিসত্তম! তদনন্তর প্রভু রামচন্দ্র, মাল্যবান্ পর্ব্বতে বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়া মহাবলবতী বানর-সেনা আনয়ন পূর্ব্বক সীতান্বেষণার্থ মর্ত্ত্যলোকে দূত প্রেরণ করিলেন। বানরগণ সীতান্বেষণ বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল। মহাবলপরাক্রান্ত হনূমান্ ও অঙ্গদাদি বানরসৈন্যগণ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। জাম্বুবান্ প্রভৃতি বীর্য্যবান্ বানরগণ সম্পাতির মুখে সীতানুসন্ধান অবগত হইয়া সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার জন্য পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। অনন্তর, ঋক্ষাধিপতি জাম্বুবানের বচনক্রমে বিক্রমকেশরী কেশরী-নন্দন, শতযোজনবিস্তৃত দুর্লঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়া সায়ং সময়ে লঙ্কাপুরী উপনীত ও নিশাকালে পুরপ্রবিষ্ট হইল। মারুতি (২) সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত (সেখানে) অন্বেষণ করিয়া শুভাননা সীতাকে অশোক কাননে দেখিতে পাইল। অনন্তর সে সময়ে যেমন মনে মনে কোনপ্রকার অসাধ্য সাধন করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন, অমনি পুরাকালে দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মৃতি-পথে উদিত হইল; (এবং) দেবী লঙ্কেশ্বরীর দিব্য মন্দির সন্দর্শনার্থে সমৎসুক হইয়া বৃক্ষাগ্রে উপবেশন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চারণ করিল। (অক-

(২) বায়ুপুত্র হনুমান।

স্মাৎ) ঐশান কোণে মণিমাণিক্য-বিমণ্ডিত বিশুদ্ধ স্বর্ণ-শোধিত সিংহধ্বজ-চিহ্নিত সুন্দর মন্দির সন্দর্শন করিয়া পবননন্দন, তাহাই দেবীর মন্দির বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদনন্তর মন্দির-দ্বার-সমীপে গমন করিয়াই যোগিনী-গণের সহিত ঈশানীকে কখন নৃত্য, কখন হাস্য করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। (তখন) পবনাত্মজ, কৃতাঞ্জলিপুটে অবিচলিত ভক্তি সহকারে ত্রিজগন্নন্দিনী মহাদেবীকে প্রণতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে বিশ্বেশ্বরি! দেবি! তুমি প্রসন্ন হও। আমি শ্রীরামচন্দ্রের অনুচর, লক্ষ্মীস্বরূপিণী জানকীর অন্বেষণার্থ লঙ্কাপুরে উপস্থিত হইয়াছি। তুমিই দুরাত্মা রাক্ষসেন্দ্র রাবণ-বিনাশার্থ নারায়ণকে নর লোকে প্রেরণ করিয়াছ; আমি সাক্ষাৎ শিব হইলেও সেই কারণে বানরকলেবর ধারণ করিয়া এই স্থলে উপস্থিত হইয়াছি। হে শিবে! তোমার আদেশ প্রতিপালন ও রাম-কার্য্য-সাধনার্থ বানরদেহই আমার আশ্রয় হইয়াছে। হে সুরেশ্বরি! তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের নিকটে স্বীকার করিয়াছ, যে আমি লঙ্কাপুরে প্রবেশ-মাত্রেই তুমি ত্বদভিরক্ষিতা (৩) পুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিবে। অতএব এক্ষণে এই (পাপ) পুরী পরিহার কর এবং রাক্ষসরাজকে নিহত করিয়া চরাচর বিশ্বের স্থিতি সম্পাদন করিতে থাক। দেবী তদ্বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে বানরবর! সীতার অবমাননা হেতু আমি (রাবণের প্রতি) রুষ্ট হইয়াছি; এবং পূর্ব্ব হইতেই

(৩) লঙ্কাপুরী।

লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়াছি। অদ্যাপি কেবল তোমারই বচনাপেক্ষায় রাবণ-ভবনে অবস্থান করিতেছি। হে কপি-কুঞ্জর! আমি তোমার বচনানুসারে রাক্ষসপুরী পরিত্যাগ করিতেছি। ভগবতী লঙ্কেশ্বরী এই কথা বলিয়া তাহারই সাক্ষাতে লঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন।

তদনন্তর মহাবীর মারুতি ক্রোধসংমূর্চ্ছিত হইয়া অশোক বৃক্ষসমেত সকল নিবিড় কানন চূর্ণীকৃত করিলেন। দশানন তদ্বিবরণ অবগত হইয়া বহুসংখ্যক রাক্ষসের সহিত অক্ষয়কুমারনামক কুমারকে পাঠাইয়া দিল। বলবান্ হনূমান্‌সংগ্রামে বলপূর্ব্বক উৎপাটিত পাদপ দ্বারা তাড়না করত কুমারের প্রাণ সংহার করিলে, প্রতাপশালী মেঘনাদ আগমন করিয়া তাহাকে নাগপাশে বদ্ধ করত দশানন-সমীপে উপনীত করিল। রাবণ রোষাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া তাহাকে (হনূমান্‌কে) ছেদন করিতে উদ্যত হইল (দেখিয়া) মন্ত্রবিৎ বিভীষণ তাহা নিবারণ করিল। তদনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ, তাহার রূপের বৈরূপ্য-সাধনার্থ তদীয় লাঙ্গুল বসনাবৃত করিয়া পাবকসংযোগে তাহা প্রদীপ্ত করিল। (তখন) পবনপুত্র অগ্নিসংযোগে লঙ্কা দগ্ধ করিয়া পুনঃসাগরোত্তীর্ণ হইয়া অঙ্গদাদি বানরসৈন্য যেখানে অবস্থান করিতেছে, সেইখানে উপনীত হইল। তদনন্তর, জাম্বুবান্ প্রভৃতি সেনাপতির সহিত সম্মিলিত হইয়া মধুবন উপভোগ-পূর্ব্বক রামসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

হে মুনিপ্রবর! রামচন্দ্র দূর হইতে তাহাকে দর্শন

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত হনূমান্! তুমি কি জানকীকে সন্দর্শন করিয়াছ? রামবাক্যে, রামানুচর লঙ্কাপুরের তদ্বৃত্তান্ত শ্রীরামের গোচর করিল। হে মহামতে! যেপ্রকারে সীতাসন্দর্শন সঙ্ঘটন হইয়াছে, যেপ্রকারে লঙ্কাপুরী দগ্ধ হইয়াছে, যেপ্রকারে লঙ্কেশ্বরী লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, ও জানকী যেরূপ বলিয়া দিয়াছেন, তত্তাবতই বিস্তারিতরূপে রামচন্দ্রের নিকটে বর্ণন করিল। তদনন্তর রাঘব, সকল বানরসৈন্যে পরিবৃত হইয়া রাক্ষসেন্দ্র-রাবণ বিনাশ জন্য শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথিতে যাত্রা করিলেন। হে মুনে! (যখন) রামচন্দ্র কপিসৈন্যসমভিব্যাহারে সিন্ধুতীরে উপনীত হইলেন, (সে সময়) রাক্ষসাধিপতি রাবণ অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া সুমন্ত্রণা-অবধারণার্থ উপবিষ্ট হইল। তখন সকল-সচিব শ্রেষ্ঠ মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বিভীষণ দশাননকে সংগ্রাম হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিমুখ হইতে নিষেধ করিয়া সীতাপ্রত্যর্পণজন্য বারংবার শ্রীরামের বলবীর্য্যের কথা বলিতে লাগিল।

হে মুনে! দশগ্রীব তদ্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদপ্রহার করিল। সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী বিভীষণ, (তাহাতে) ক্রোধভরে মন্ত্রিচতুষ্টয়ের সহিত রামচন্দ্রসন্নিধানে উপস্থিত হইল।

——00——

চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

—00—

শ্রীরামের নাগপাশে বন্ধন ও রাবণের সহিত যুদ্ধারম্ভ।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, মহাবাহু রামচন্দ্র শরণাপন্ন বিভীষণকে (ধর্ম্ম-পরায়ণ) অবগত হইয়া তাহার সহিত সৌহৃদ্যসংস্থাপনপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যে তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বলবিক্রমসম্পন্ন বানরাধিপতিকে সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব কহিতে লাগিল, হে ভগবন্! তুমি চিন্তা করিও না। ধরাধর উৎপাটন করিয়া মহাসিন্ধুর উপরি ভাগে সেতু রচনাপূর্ব্বক সমুদ্র শোষণ করিব; এবং ক্রমে তাহার পরপারে উত্তীর্ণ হইব। সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র সুহৃদের সেই সুখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন; এবং জলনিধিও স্বয়ং নিদারুণ বন্ধন স্বীকার করিল। তদনন্তর সুগ্রীবের বচনানুসারে শমননন্দন নল পর্ব্বতপুঞ্জ উৎপাটনপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতু বন্ধন করিল। হে মুনিশার্দ্দূল! শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আরম্ভ হইয়া এই প্রকারে বানরর্ষভ নল কর্ত্তৃক সর্ব্বলোকের সুদুষ্কর সেতু বিরচিত হইলে, বলবান্ দশানন শ্রবণ করিয়া ভয়ে মোহ প্রাপ্ত হইল; ও তাহারং শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। হে মহামতে! মহাবাহু রামচন্দ্র কোটিলক্ষ বানর সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া লক্ষ্মণসমভিব্যাহারে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে

লঙ্কাপুরী উপনীত হইলেন। ভীমপরাক্রম বানরগণ লঙ্কার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিল। কি জল, কি স্থল, কি বৃক্ষ শ্রেণী, কি গৃহমধ্য, কি চত্বর, কি পুরদ্বার, কি কানন, কি উপবন, সর্ব্বত্রই বানর সৈন্য সমাকীর্ণ হইল। হে মহামুনে! (তখন) লঙ্কাপুরের কোন স্থানই বানরশূন্য ছিল না। তদনন্তর ভগবান্ সংগ্রামকরণাভিলাষী হইয়া বিজয়-লাভার্থ ভগবতীর অর্চ্চনার উদ্দেশে অন্তঃকরণে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (কারণ) জগদারাধ্য দেবীর আরাধনা ভিন্ন শত্রু (দশানন) জয় করা কাহার সাধ্য! প্রসন্নময়ী প্রসন্না হইলে সামান্য ব্যক্তিও (দুর্ব্বল) ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হইয়া দারুণ সংগ্রামকে তৃণতুল্য বোধ করিয়া থাকে। (এক্ষণে) কিরূপেই বা অকালে সুরেশ্বরীর অর্চ্চনা করি। সম্প্রতি দক্ষিণায়নে (১) জগন্মাতা নিদ্রিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। (সুতরাং) চিন্তাতুর হইয়া সত্যসনাতন নারায়ণ, পিতৃরূপিণী সনাতনীর উপাসনার্থ স্থিরনিশ্চয় হইলেন।

(তখন জানিতে পারিলেন) সেই দেবী মহামায়া এই পক্ষে এখন নিদ্রিত আছেন সত্য, কিন্তু অপর পক্ষ (২) প্রবৃত্ত হইয়াছে। বিশেষ অদ্য প্রতিপৎ তিথির সঞ্চার হইয়াছে। অতএব, জয়প্রদায়িনী পিতৃরূপিণী সত্যসনাতনীকে অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচরে তাঁহাকে আনিতে না পারি, তাবৎ প্রতিদিন পার্ব্বণ বিধি দ্বারা

(১) ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে সূর্য্য দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করেন। দক্ষিণায়ণে শীতাংশের সঞ্চার হয়।

(২) কৃষ্ণপক্ষ।

বিধিমতে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া বিপক্ষ বিজয়ের জন্য সংগ্রাম যাত্রা করিব না। অন্তঃকরণে এই প্রকার অবধারণ করিয়া অতি গৌরবের সহিত লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, হে তাত! অদ্য অপরাহ্ন কালে আমি পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ (৩) সমাধা করিয়া তদবসানে রাক্ষসাধিপতির (রাবণের) সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিব। সকল বানরগণ, রামবচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিল। হে বিধানজ্ঞ দেব! তুমি যথাবিধি পিতৃপুরুষদিগকে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে পরিতুষ্ট ও পূজা দ্বারা জগৎ-পূজ্যা দেবীকে প্রীত করিয়া সমরে শুভাগমন কর। তদনন্তর, শুভকাল সম্প্রাপ্ত হইলে, সত্যপরাক্রম রাম, মনো মধ্যে দেবীর ধ্যান ও আরাধনা সমাপন করিয়া পার্ব্বণ সমাধান করিলেন। (তাঁহার) সেই দিনেই নিশাচর সৈন্যের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। দিবাকরকে পশ্চিম দিক্ আক্রমণ করিয়া উদয় হইতে দেখিয়া রাবণের সৈন্যদিগের সহিত রাবণারির যুদ্ধোদ্যম হইল। (বলিতে কি,) সে প্রকার যুদ্ধ ঘটনা কেহ কখন কোন স্থানে দেখা দূরে থাকুক, শ্রবণও, করে নাই। দশানন, অক্ষৌহিণী (৪) সেনা সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গবলান্বিত (৫) মহাবীর অকম্পনকে প্রেরণ (যুদ্ধার্থ) করিল। প্রথম দিনের যুদ্ধে রামচন্দ্র তাহাকে পরাভূত করিল এবং বীরকেশরী কেশরীনন্দন কোপান্বিত হইয়া তাহাকে (অচিরাৎ) শমনসদনে প্রেরণ করিল।

(৩) পিতৃ পুরুষ দিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে পবিত্রাত্মা হওয়া যায়

(৪) ২১৮৭০ রথ, ২১৮৭০ গজ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতি।

(৫) অশ্ব, রথ, গজ ও পদাতি।

এই প্রকারে প্রতিদিন রামচন্দ্র, শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া পরমেশ্বরীর প্রীতি সাধন করত নিশাচরদিগকে পাতিত করিতে লাগিলেন। অকম্পন নিহত হইলে, দশাননের আদেশবশে দুর্দ্ধর্ষ ধূম্রাক্ষ সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া ভীষণ প্রকার যুদ্ধারম্ভ করিল। রাঘব, দ্বিতীয় দিবসে তাহাকে রণে নিহত করিলেন। এই প্রকারে দারুণ সংগ্রামে বলবান্ রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইলে পর, রাক্ষসেন্দ্রের মাতুল প্রহস্ত যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইল। নিশাকালেই রণদুর্ম্মদ প্রহস্তের সহিত রাঘবের যুদ্ধারম্ভ হইল। তাহার সুদারুণ রণ-নৈপুণ্য দেখিয়া সুরাসুর, নর ও দানবদিগের হৃদয়ে ভয়োদ্রেক হইল। তাহার ঘোরতর গভীর নিনাদে দেবগণ কম্পমান হইয়া সংগ্রামসন্দর্শনাভিলাষী হইলেও তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিলেন। বিপুল বলবীর্য্যশালী নিশাচর এই প্রকারে যুদ্ধ করিয়া মহামতি রামের হস্তে নিশার শেষ প্রহরে নিপতিত হইল। দশানন, তাহার নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। (তখন) প্রতাপবান্ মেঘনাদ, খিদ্যমান দশাননকে পরিসান্ত্বনা করিয়া অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়া গগণপ্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক নিশাকালে যুদ্ধারম্ভ করিয়া তীক্ষ্ণাস্ত্র নাগপাশ দ্বারা রাম লক্ষ্মণ উভয়কে বদ্ধ করিল। (কেবল ইহা নহে) বলবান্ রাবণ-নন্দন, মায়ায় মোহিত করিয়া সমস্ত বানর ও ভল্লুক দিগকেও বদ্ধ করিয়া ফেলিল।

তখন বিভীষণ, আগমন করিয়া রঘুনন্দনকে সেই রাত্রেই রাক্ষস মায়া অবগত করাইল। তদনন্তর, বিভীষণের ভক্তিপ্রভাবে প্রীত ও মায়াবীদিগের মায়া অবগত হইয়া ভগবান্ মহাভয়-নিবারিণী ভবানীকে স্মরণ করিলেন। স্মৃতিমাত্রেই গরুড় আসিয়া রামচন্দ্রের, লক্ষ্মণ ও যাবতীয় বানর সৈন্যের অতি ঘোর পাশ নাগপাশ মোচন করিয়া দিল। প্রভাত কালে দশানন এতদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বয়ং আগমন করিয়া সর্ব্বলোকের ভয়ঙ্কর সুদারুণ সংগ্রামারম্ভ করিল। কালান্তক যমের ন্যায় রাবণের বিকট মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভয়ে মোহিত হইয়া বানর সৈন্য প্রকম্পিত হইল। মহাত্মা রামচন্দ্রের সহিত রাবণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ক্ষণমধ্যে দশকোটী সৈন্য বিনষ্ট হইয়া গেল। (তখন) রাজীবলোচন ক্রুদ্ধ হইয়া শরজালে রাবণকে আছন্ন করিলেন। কোটি কোটি বানর সকলও গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া দুর্বৃত্ত দশাননের রথোপরি প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা শালপিয়াল প্রভৃতি পাদপশ্রেণী উৎপাটন পূর্ব্বক তন্নিক্ষেপণ দ্বারা মহাচলের ন্যায় নিশাচরকে তাড়িত করিতে লাগিল। হনুমান ও অঙ্গদাদি দুর্জ্জয় কপীন্দ্র-বৃন্দ, এক কালে শত সহস্র গিরিবর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। (সুতরাং) রথীদিগের অগ্রগণ্য হইয়াও রাবণ, যুদ্ধস্থলে বিরথ হইল। (তখন) দিবা- ও নিশাকরের শোভাপহারী প্রবল পরাক্রান্ত রাবণারি (দুই সহোদর) হাস্য করিতে লাগিলেন; (এবং) বেগে ধনুর্ধারণ করিয়া যমদণ্ড সদৃশ শররাশি বর্ষণপুর্ব্বক রণ-

দুর্ম্মদ দশাননকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। হে মুনে! (সে সময়ে) কপিগণের কিল কিল শব্দে, ধনুকের টঙ্কার নাদে, রাক্ষসদিগের ঘোর হুঙ্কারে, রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে, মাতঙ্গগণের বৃংহনে ও হয় দিগের হেষারবে সকল প্রাণী-গণ অকালে প্রলয় উপস্থিত বলিয়া অবধারণ করিতে লাগিল। (তখন) দুর্বৃত্ত দশানন, প্রক্ষিপ্ত বাণ ও প্রকাণ্ড পর্ব্বত সমুহে আচ্ছাদিত হইয়া ভীতান্তঃকরণে ত্বর সংগ্রাম-স্থল পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত বিক্ষত শরীরে পুনর্ব্বার পুর-মধ্যে প্রবেশ করিল।

একচত্বারিংশ তমোধ্যায়।

রাবণ বধার্থ ব্রহ্মার সহিত রামের পরামর্শ।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। এই প্রকারে রাক্ষসেশ্বর রাবণ সংগ্রামে পরাভুত হইয়া বলবান্ কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধার্থে জাগরিত করিল। দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণ পঞ্চকোটী লক্ষ রাক্ষস সমভিব্যাহারে সমর-সজ্জা করিতে লাগিল। হে মহা-মতে! এই সময়ে দেবতাগণ, শঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পুর্ব্বক এই কথা কহিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্মন্! ত্রিলোকনাথ ভগবান্ নারায়ণ জগৎরক্ষণ বাসনায় স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদের প্রার্থনানুসারে নরদেহ-ধারী রামের সহ নিশাচর দিগের তুমুল সংগ্রাম সমুপ-

স্থিত। এক্ষণে পৌলস্ত্য-তনয় রাবণের কনিষ্ঠ (১) সহোদর ভীম পরাক্রম মায়াবী কুম্ভকর্ণ প্রচুর শৌর্য্য-সমন্বিত পঞ্চ-কোটী লক্ষ রাক্ষসী সেনা সমভিব্যাহারে রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিয়াছে। যে বীর কুম্ভকর্ণের নাম শ্রবণে চরাচর বিশ্ব সংসার কম্পিত হইয়া থাকে, সেই মহাবীর স্বয়ং সমাগত হইয়াছে। হে ত্রিজগৎপতে দেব! তুমি এক্ষণে রাঘবের জয়লাভার্থ বৃহৎ স্বস্ত্যয়ন কর এবং ধরণীকে রক্ষা করিতে থাক।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনিসত্তম! দেবতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মনে মনে চিন্তা করিয়া যেখানে রামচন্দ্র অবস্থিত আছেন, সেইখানে উপনীত হইলেন। হে মহামতে! অন্যান্য দেবগণও রাঘবের জয়াভিলাষী হইয়া রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। রাঘবও দেবতাগণের অন্তকসদৃশ মহাবলবান্ কুম্ভকর্ণকে যুদ্ধস্থানে উপস্থিত দেখিয়া বিভীষণ ও বানরদিগের সঙ্গে অনুজ-মধ্যস্থ হইয়া সর্ব্বলোকেশ্বর বুদ্ধিমান্ প্রভু মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। (অকস্মাৎ) অব্যয় পুরুষ ভগবান্, সকল দেবতাদিগের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মাকে উপনীত দেখিয়া বলিতে লাগিলেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমি কি প্রকারে সংগ্রামবিজয়ী মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ প্রমুখ রাক্ষসদিগকে বিজিত ও বিনষ্ট করি? বলিতে কি, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের আবির্ভাব হইতেছে।

আমি, জগৎ পাবন কারণার্থ অবতাররূপে অবতীর্ণ

(১)। মধ্যম।

হইয়া যুদ্ধে রাবণের যেপ্রকার বাহুবলের প্রভাব জানিতে পারিয়াছি; ত্রিভুবন মধ্যে কখন কাহার সেপ্রকার বীরত্ব দেখি নাই।

সম্প্রতি, শুনিলাম সেই দুর্ব্বৃত্ত দশাননের সহোদর মহাবলপরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ পঞ্চকোটী লক্ষ রাক্ষসী-সেনা সঙ্গে করিয়া সংগ্রাম করণার্থ উপস্থিত হইয়াছে। (এবং) সেই দুষ্টও সহোদরের সাহায্যনিবন্ধন আমারই সহিত যুদ্ধারম্ভ করিবেক, শুনিতেছি। আমি, সুহৃদ্ বিভীষণের মুখ হইতে তাহার বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কিত হইয়াছি, এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামে তাহাকে পরাস্ত করিতে পারি, তদুপায় অবধারণ কর!

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ ব্রহ্মা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক এইপ্রকারে কথিত হইয়া সকল দেবতা-দিগের সাক্ষাতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগি-লেন, হে কমলাপতে! তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই; হে জগন্নাথ! তথাপি সংগ্রাম বিজয়ার্থ আমাকে যেপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর।

যে দেবী ত্রৈলোক্যের জননী, যিনি প্রথমাবধি ব্রহ্ম-রূপিণী, সেই মহাভয় নিবারিণী কাত্যায়ণীই তোমার আরাধনীয়া। তিনি স্বয়ং অপরাজিতা হইয়াও সর্ব্ব-লোকের জয় প্রদান করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো! শঙ্কটতারিণী সেই তারিণীর শরণাপন্ন হও। হে শত্রু-সূদন! তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে সংগ্রামে রাবণাদি মহাবলবান্ নিশাচরদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইবে না।

যাঁহার নামমাত্র স্মরণ করিয়া শম্ভু উৎকট হলাহল বিষ পান করিয়া মৃত্যুকে পরাজয় করত ত্রিলোকমধ্যে মৃত্যুঞ্জয় নামে খ্যাত হইয়াছেন ; হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তাঁহাকে প্রীত করিয়া লঙ্কাসমর বিজয়ী হও। দুর্বৃত্তদিগের দলন জন্য এই একমাত্র উপায় দেখিতেছি। (কারণ) সেই সর্ব্বাণীই দুষ্টদলের প্রমর্দ্দিনী এবং সাধুগণের জয়দায়িনী ; অতএব, এক্ষণে তুমি তাঁহাকে স্মরণ ও অর্চ্চনা কর। তাহা হইলে সংগ্রামে তোমার জয়লাভ ও জগতের রক্ষাসাধন হইবেক।

রাবণের চণ্ডিকার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, অতএব হে প্রভো! এক্ষণে দেবীর সানুগ্রহদৃষ্টি ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে? হে রঘূত্তম! সেই জগজ্জননী, আমি এবং দেব দেব মহেশ্বর সন্নিধানে তোমাকে পূর্ব্বকালে যাহা বলিয়াছিলেন হে মধুসূদন! তুমি তাহার সকলই অবগত আছ ; তথাপি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন জয়-কারণ-মন্ত্রণা অবশ্যই অবগত করাইব।

——00——

দ্বিচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা মহাত্মা রামচন্দ্রকে সংক্ষেপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন হে ভগবন্! এই দুর্বৃত্ত দশাননের বধসাধনার্থ যে সময়ে আমি তোমাকে নররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করি, সে সময়ে তুমি দেবীকে ইহার রক্ষাকারিণী অবগত হইয়া তাঁহার প্রার্থনার জন্য কৈলাসধামে গমন করিয়াছিলে। তখন আমি এবং মহেশ্বর মিলিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত-বধসাধনোদ্দেশে দেবীর দয়ার আবির্ভাব জন্য সেস্থলে উপস্থিত ছিলাম। তুমি সে সময়ে বারংবার দেবীকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলে যে, হে শিবে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমি, রাবণ বধ করিবার জন্য মানুষরূপে অবতীর্ণ হইতে যাই। দেবতাগণ, বিশেষতঃ ব্রহ্মা আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তুমি, সেই দুর্ব্বৃত্তের সহায় হইয়া তাঁহাকে নিত্য জয়প্রদান করিয়া থাক এবং তোমার প্রতি তাহারও অচলা ভক্তি বিরাজমান আছে। অতএব কি প্রকারে সংগ্রামে প্রচুর শৌর্য্যশালী দশাননকে বিনষ্ট করি! হে রাম! তুমি, এই প্রকারে অন্যান্য বিস্তর বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই দেবী সে সময়ে তোমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতে তাহা শ্রবণ কর।

দেবী বলিয়াছিলেন, হে নারায়ণ! তুমি সংগ্রাম-কালে সর্ব্বদা আমার শরণ গ্রহণ করিবে। (তাহা হইলে) যে সময়ে লঙ্কেশ, লক্ষ্মীশ মানবমূর্ত্তি তোমার সহিত যুদ্ধারম্ভ করিবে, সে সময়ে তাহার ক্ষিপ্ত সুদারুণ শর সকল তোমার কলেবর ভেদ করিতে সমর্থ হইবে না এবং তাহার প্রচণ্ড পরাক্রম দর্শনে তোমার অন্তঃকরণে কোন প্রকার আশঙ্কাও উপস্থিত হইবেক না, তুমি, অকালে লঙ্কাপুরে আমার বিধিবৎ অর্চ্চনা করিয়া মদীয় অনুগ্রহবলে বীর্য্যবান্ দশাননকে সংগ্রামে নিপাতিত করিবে। ব্রহ্মা বলিলেন, হে রামচন্দ্র! তুমি রাবণবিজয়ে অভিলাষী ও কৃতনিশ্চয় হইয়াছ; অতএব এ সময়ে জয়দায়িনী দেবীর শরণাপন্ন হইয়া সংগ্রামানুষ্ঠান কর। মুনিপ্রধান তোমার দীক্ষাগুরু বশিষ্ঠদেব তোমাকে যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সেই গুরুদত্ত দিব্যমন্ত্র স্মরণ কর এবং সংগ্রামে রাক্ষসেন্দ্রকে বন্ধুবর্গের সহিত নিপাতিত কর। হে রঘুনন্দন! এক্ষণে মহাদেবীর পূজা-করণার্থ যত্নবান্ হও; (নিশ্চয় জানিও) তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন কখনই তুমি সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না শুক্লপক্ষ সমাগত দেখিয়া লঙ্কেশ্বর যদি সুরেশ্বরীর পূজা করে, তাহা হইলেও তাহার নিশ্চয়ই মৃত্যু সংঘটন হইবেক। অতএব হে রাঘব! তুমি রাক্ষসবংশ-ধ্বংশ-করণার্থ সত্বর মহামায়ার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হও। অনন্তর ব্রহ্মার বচন শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, তদ্বাক্য লোকদিগের উপদেশ দিবার জন্য ইহা জানিয়াও তাঁহাকে এই কথা বলিতে

লাগিলেন ; হে ব্রহ্মন্! সেই দেবী পরাৎপরা ; এবং তিনি ভক্তের জয়প্রদায়িনী, যে ব্যক্তি জয় কামনা করিয়া তাঁহাকে স্মরণ ও তাঁহার অর্চ্চনা করে, তাহার জয়লাভ করাগ্রস্থিত। কিন্তু এক্ষণে সেই দেবীর অর্চ্চনাবিধির সুসময় নহে। সম্প্রতি সেই সত্যসনাতনী ত্রিদশেশ্বরী নিদ্রিতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। হে পিতামহ! বিশেষতঃ এক্ষণে কৃষ্ণপক্ষের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব কি প্রকারে নিদ্রিতা মহাদেবীর অর্চ্চনা করি। ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, হে রাঘব! আমি সংগ্রামে তোমার বিজয়লাভোদ্দেশে সেই নিদ্রাচ্ছন্ন অচৈতন্য দেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিব। তাহা হইলে রাক্ষসেন্দ্র দশাননের বধ-সাধন সম্পন্ন হইবেক। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে অকালেও মহামায়ার অর্চ্চনা করিব, এবং তাহা হইলেই দুর্জয় শত্রুকে অনায়াসে জয় করিবার জন্য তোমাকে চিন্তিত হইতে হইবেক না। ব্রহ্মার বচনাবসানে ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আপনার পুত্র বশিষ্ঠদেব আমার কুলগুরু, আপনি তাঁহার পিতা সুতরাং পরম গুরু, অতএব আপনি চণ্ডিকার প্রীতিসাধনার্থ পূজোপবিষ্ট হইলে, আমাকে জয়লাভের জন্য ভাবিতে হয় না এবং তাহা হইলেই আমি যুদ্ধগমনে উৎসাহান্বিত হইতে পারি ; কিন্তু অন্তঃকরণে এই আশঙ্কার আবির্ভাব হইতেছে, যে যদি দশানন কর্ত্তৃক জয়লাভার্থ সংপূজিত হইয়া পার্ব্বতী প্রীতিলাভ করত তাহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন, তাহা হইলে উগ্রবিক্রম রাক্ষসেশ্বরকে

সংগ্রামে কি প্রকারে পাতিত করিতে পারি, বলুন। ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! ভগবতী আদেশ করিয়াছেন, যে তোমার হস্তেই সেই দুরাচারের মৃত্যু নিশ্চিত সংঘটিত হইবেক। যদি তোমার আরাধনায় প্রীতি হইয়াও সর্ব্বানী তাহাকে মনোমত বর প্রদান করেন, তথাপি তোমার জয়লাভ ঘটিবেক। সেই পাপাচার যে সময়ে পতিব্রতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে দেবীর অন্য মূর্ত্তি অবগত না হইয়া রমণ-বাসনায় লোভপ্রযুক্ত বলাধীন হইয়া হরণ করিয়াছে, সেই সময়েই বিবেকবিহীন সেই দুরাত্মার উপর কৌষিকীর কোপসঞ্চার হইয়াছে, তিনি এক্ষণে বিপত্তিরূপে তদীয় পুরমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। যেখানে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বিরাজমান, যেখানে প্রশান্ত অন্তঃকরণ, সেই খানে শ্রী ও কান্তি অবস্থান করে; যেখানে তদ্বিপরীত অর্থাৎ অধর্ম্মের আবির্ভাব, সেখানে শান্তমূর্ত্তিধারিণী শিবা উগ্র অর্থাৎ বিপত্তিদায়িকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মকে অতিক্রম করে, শিবশক্তি তাহার দর্পশক্তি নষ্ট করিয়া থাকেন।

হে রঘুবংশাবতংস! আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর, আমি এ বিষয়ের একটী প্রাচীন ইতিহাস তোমার নিকটে বর্ণনা করি। ইহা মহাদেবী মদীয় পুরোভাগে বর্ণন করিয়াছিলেন্। পূর্ব্বে আমারও পঞ্চাননসদৃশ আর পঞ্চ বদন ছিল। হে রঘুনন্দন! আমি এক সময়ে রোষাবেশে অহংকৃতি নিবন্ধন মহাদেবকে কঠোর বাক্যপ্রয়োগ করি-

য়াছিলাম, তাহাতে রোষারক্তনয়নে পঞ্চানন অকস্মাৎ আমার পঞ্চম শিরশ্ছিন্ন করিলেন। তদনন্তর আমি চতুর্ব্বদন ধারণ করিয়া এক দিন ভগবান্ নারায়ণ সমভিব্যাহারে সুরেশ্বরী সন্নিধানে তদীয় পুরে প্রবেশ করিলাম। মহারুদ্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মহাদুর্গার সমীপদেশে উপস্থিত হইলাম এবং উপস্থিত হইয়াই ত্রিলোকের নমস্যা দেবীকে নমস্কার করিয়া শম্ভুর সাক্ষাতে ত্রিদশেশ্বরীর নিকটে মদীয় শিরশ্ছেদের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলাম এবং কহিলাম, হে ত্রিলোকপালনি জননি! আমি ত্বদীয় অনুগ্রহদর্পে বিরাজ করিয়া থাকি, কিন্তু এই শম্ভু সুরসভা মধ্যে আমাকে নিগ্রহ করিয়া আমার পঞ্চম শিরশ্ছিন্ন করিয়াছেন, হে ত্রিলোকবন্দিতে জগজ্জননি! আমি এমন কি, গুরুতর দোষে লিপ্ত হইয়াছি, যে শিব আমাকে শূন্যশিরঃ করেন।

অনন্তর আমার এইপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুল্লবদনা জগদম্বিকা আমাকে এই কথা বলিলেন, হে বৎস! জীবগণের কৃত কর্ম্ম সকল শুভাশুভসূচকমাত্র। কেবল আমিই জীবদিগের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকি। আমি ব্যতিরেকে অন্যের কোন প্রকার ফল বিধানের অধিকার নাই। যে যে প্রকার শুভ বা অশুভ কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে তদনুযায়ী ফলভাগী হইয়া থাকে, এ বিষয়ের অন্যথা ভাব দৃষ্ট হয় না। যাহার যেরূপ সুকৃতি সে সেইপ্রকার ফললাভ করিয়া থাকে।

দুষ্ক্রিয়াশালী কখনই সুফললাভের এবং সুকৃতিবান্ ব্যক্তি কখনই কষ্টভোগের অধিকারী হয় না। তুমি, আত্মকন্যা সন্ধ্যাকে সন্দর্শন করিয়া কামে বিমুগ্ধমনা হইয়া মনে মনে যেরূপ অভিপ্রায় করিয়াছিলে, তদনুযায়ী ফলও লাভ করিয়াছ। হে বিধে! শিবের ক্রোধ এ বিষয়ের নিমিত্ত মাত্র। বাস্তবিক, তোমার কর্ম্মের পক্ষে এই সুনিশ্চিত ফল। যে ব্যক্তি আপনার কন্যাকে দেখিয়া অন্তঃকরণে কামচিন্তা করে, তাহার শিরশ্ছিন্ন হইয়া থাকে। অতএব, তোমার শিরশ্ছেদন বিষয়ে শিবের কিছুমাত্র দোষ সংলক্ষিত হইতেছে না। সাক্ষাৎ কর্ম্মের ফলবিধাত্রী অধিষ্ঠাত্রী আমা কর্ত্তৃক এই প্রকার সংঘটিত হইয়াছে। আমি, ত্রিজগৎ মধ্যে একমাত্র নিয়ন্ত্রী, জগৎ আমার নিয়মাধীন, ইহার অন্য নিয়ন্তা কেহই নাই। হে ব্রহ্মন্! অগ্নিই তোমার পঞ্চম বদন; তাহাতে হোম করিলে সুরগণ তৃপ্তিপূর্ব্বক হব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

তদনন্তর সুরসত্তম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে মিলিত ও ভক্তিভরাবনত হইয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া জগদ্ধাত্রীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে মাতঃ! হরি, হর ও ব্রহ্মা পুরুষ-দেহধৃক্ আমরা সকলেই তোমার শরীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; পুনর্ব্বার আবার তদীয় কলেবরে লয় প্রাপ্ত হইব, কিন্তু তুমি জন্ম-মৃত্যু-বিবর্জ্জিতা অর্থাৎ তোমার জন্ম ও মৃত্যু নাই। আমরা তোমার অতি আশ্চর্য্য প্রকার প্রাচীন মহিমার কণামাত্রও অবগত নহি। অতএব কি প্রকারে

তোমার সন্তোষ সাধন করি! হে জগদ্ধাত্রি দেবি! এক্ষণে এই প্রার্থনা, যে তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। মহাদেব বলিতে লাগিলেন, হে সুরেশ্বরি। তোমার পাদ-পদ্ম-রেণুর কিয়দংশমাত্র লাভে আপনাকে পবিত্র করিবার জন্য গঙ্গাকে ত্রিলোকপাবনী জানিয়া আত্মশিরে সন্নিবেশিত করিয়াছি, চরম সময়ে যাঁহার পাদপদ্মরেণু জীবকুলের নিস্তারের পথ ও যাঁহার মহিমা অনন্য-সাধারণী, তাঁহাকে কি প্রকারে প্রীত করি বলুন! এক্ষণে প্রার্থনা,—হে ত্রিজগদ্ধাত্রি! অম্বিকে! তুমি জগৎরক্ষা ও আমাদিকে পালন কর। হে দেবি! হৃদয়মধ্যে তোমারই চরণপঙ্কজ ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক লোকের ভয়প্রদ কালকূট পান করিয়া স্বকীয় দর্পপ্রভাবে মৃত্যুকে পরাজয় করিয়াছি এবং বিষপান করিয়াও নব-নীরদের ন্যায় দ্যুতিধারণ করিয়া অদ্যাপি প্রফুল্লমনে বিরাজ করিতেছি; হে সুরেশি! এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, হে অম্বিকে! যে সমুদ্রে ভুজগেশ্বরের শিরোপরি শয়ন করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া মনের আনন্দে সুষুপ্তিসুখ সম্ভোগ করিয়া থাকি, যখন সেই দুস্তর সমুদ্রই তোমার, তখন সামান্য জন কিরূপে তোমার সন্তোষ-সাধন করিবে। এক্ষণে প্রার্থনা, স্বকীয় গুণপ্রভাবে আমাদিগকে পালন কর। তুমি সূক্ষ্ম প্রকৃতি, পরাৎপর হইতে প্রধান, বিশ্বের অদ্বিতীয় হেতু; হে শিবে! তোমাকে শক্তিপ্রভাবে কেহই জানিতে পারে না এবং কিরূপেই বা তোমা হইতে অখিল সংসার সৃষ্ট হইতেছে, তাহাও অবগত হওয়া অন্যের সাধ্য নহে। হে দেবি! তুমি

ত্রিজগতের জননী, আমরা তোমার সন্তান, হে করুণারস-প্রস্রবিনি! কাতরভাবাপন্ন আমাদিগের প্রতি কৃপাবিতরণ করিয়া পালন করিতে থাক এবং প্রসন্ন হও। ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি তোমার রূপ, গুণ ও শীল সম্যক্ অবগত নহি, অপর লোকে যেরূপ শ্রুতি দ্বারা তোমার স্তোত্র অবগত আছে; আমিও সেই প্রকার তোমার কথঞ্চিৎ স্তোত্র অবগত আছি এবং তাহা বহু যুগযুগান্তেও কোটী বদনদ্বারা বলিতে সমর্থ নহি; হে জগদ্ধাত্রি! তুমি নিজ সদ্গুণ প্রভাবে আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাক; প্রার্থনা, এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

হে রঘুনন্দন! ব্রহ্মাদি প্রধান পুরুষত্রয় এই প্রকারে ভক্তিপূর্ব্বক ভক্তবৎসলা দেবীকে বিবিধ স্তুতি বাক্য দ্বারা স্তব ও প্রণাম করিয়া তাঁহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাম! দেবী আমার নিকটে তোমাকে যাহা বলিয়াছিলেন শ্রবণ করিয়াছ, (এক্ষণে) তথাপি বলিতেছি, সেই দুষ্টাত্মা রাক্ষসাধিপ দেবী কর্তৃক সংরক্ষিত হইলেও সমরে তিনি তাহাকে কখনই রক্ষা করিবেন না।

হে রঘূত্তম! চারুরূপিণী জনকনন্দিনী মন্দোদরী গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইনি দশাননের ক্ষেত্রজা কন্যা। যে সময়ে লঙ্কেশ্বর, কামার্ত্ত হইয়া লোভপ্রযুক্ত তাঁহাকে রমণে কৃতসংকল্প হইয়া লঙ্কাপুরীতে সমানয়ন করিয়াছে। রাজলক্ষ্মী তখনই তিরোহিত হইয়াছেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই ভুবনেশ্বরী ভবানীই ধার্ম্মিকদিগের জয়প্রদায়িনী এবং অধার্ম্মিকদিগের অন্তকারিণী। অতএব ভক্তিপরায়ণ

হইয়া তুমি সত্য সত্যই তাঁহার অর্চ্চনা কর। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলে ত্বৎসদৃশ জ্ঞানবান্ আর লক্ষ্য হয় না। অতএব হে শত্রুসূদন মধুসূদন! শঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক বিবিধ উপচারে জগদর্চ্চনীয়ার অর্চ্চনা করিয়া সমরে শত্রু বিনাশ কর। তুমি অকালে বিধানানুসারে দেবীর অর্চ্চনা করিলে সংগ্রামে নিশ্চয়ই বিপক্ষ বিজয় করিতে পারিবে। চিন্তিত হইবার আবশ্যকতা নাই। যেখানে ধর্ম্ম বিরাজমান আছেন, সেখানে দেবী সংপূজিত হইয়া জয় দান করিয়া থাকেন এবং যেখানে অধর্ম্মের আবির্ভাব, শিবা সেই খানেই বিপত্তি-রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। তুমি শুদ্ধান্তঃকরণ, সত্যব্রত, বিশেষ জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, আবার ন্যায়পথে পদার্পণ করিয়াছ; অতএব নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ ঘটিবেক। সেই দুরাত্মা পূর্ব্বে যা কিছু শুভ কর্ম্ম সংসাধন করিয়াছিল, তাহার ফল ভোগ হইয়াছে, কিছুই অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে যে প্রকার দুষ্ক্রিয়া করিয়াছে, তাহার ফল সমুপস্থিত। সেই কারণেই তোমার শরজালে আবদ্ধ হইয়া রণ ভূমিতে পাতিত হইবে। হে রামচন্দ্র! এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তি-ভরে দেবীর পূজা সমাধা করিলেই লঙ্কেশকে বিনাশ করিবে, এ বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবেক না।

———০০———

ত্রিচত্বারিংশতমোধ্যায়।

রামচন্দ্রের নিকটে ব্রহ্মার মহাদেবীর রূপ
ও স্থিতিস্থান কথন।

ব্যাসদেব কহিতে লাগিলেন, প্রসন্নাত্মা প্রসন্ন-মতি রামচন্দ্র ব্রহ্মার মুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সেই ভগবতী বিজয়দায়িনী এবং আমিও বিজয়ার্থী হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব; কিন্তু এক্ষণে সেই মহাদুর্গা মাহেশ্বরী কোন্ স্থানে অবস্থিত আছেন? এবং তাঁহার রূপই কি প্রকার? আমার নিকটে তাহা বর্ণন কর। ব্রহ্মা কহিতে লাগিলেন, হে রাঘব! তুমি যখন স্বয়ং অবগত হইয়াও জিজ্ঞাসা করিতেছ, তখন বলিতেছি আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। এরূপ পবিত্র কথা যাহার মুখ হইতে নির্গত হয় এবং যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, তাহারও পুণ্যোপচয় হইয়া থাকে। সেই সত্য-সনাতনী, সর্ব্ব-শরীর-সম্পন্না হইয়াও বিশেষরূপে পীঠস্থানে অবস্থান করেন। তিনি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এবং তদ্বহিঃপ্রদেশে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, হিমাচল, কৈলাসশিখর, এবং শিবসন্নিধানে শিবানী যে মূর্ত্তিতে বিরাজ করেন, সেই মূর্ত্তিই পৌরাণিক-সম্মত। ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃপ্রদেশে ভগবতী যে মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া থাকেন, সেই নিত্যানন্দদায়িনী গোপনীয়া দুর্গামূর্ত্তি তান্ত্রিকদিগের অভিমত। বাস্তবিক, তাঁহার স্থিতিস্থান

কোন্ ব্যক্তি বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে? তথাপি অবহিত চিত্তে আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর।

হে রাম! ভূতল, পাতাল ও স্বর্গ প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। তাহার ঊর্দ্ধভাগে বহুদূরে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃপ্রদেশে সুরম্য ব্রহ্মলোক অবস্থিত আছে। ব্রহ্মলোক হইতে বহুদূরে নিরাময় শিব লোক যোজনমাত্র বিস্তৃত আছে। সেখানে প্রমথগণের সহিত পরিবৃত হইয়া প্রমথেশ্বর নিরন্তর প্রমোদভোগ করিয়া থাকেন। নিয়তকালই তাঁহার অনির্ব্বচনীয় উৎসব হইয়া থাকে। শিবলোকে যে সকল শিবভক্ত বসতি করে, তাহারা করুণানিধি দেবাদিদেবের প্রসাদবলে হৃষ্টমনে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহার দক্ষিণভাগে বৈকুণ্ঠপুরীর অবস্থান। বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠপতি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কমলা-কান্তের কমলাসহ বিহার-সুখের সহিত আপনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নানাপ্রকার রত্ন-জাল দ্বারা বিচিত্রিত বনমালী সেখানে নিত্যকাল বিরাজ করিয়া থাকেন। যে সকল দেব, দানব, বা মানব বিষ্ণু-ভক্তি-পরায়ণ, তাহারা ভগবদনুগ্রহে সালোক্য পদবী-লাভ এবং নিত্যকাল প্রমুদিতান্তঃকরণে তথায় বিচরণ করিতে থাকে। সেখানে পতগাধিপতি বৈষ্ণব চূড়ামণি গরুড় পুরদ্বারে প্রহরীরূপে নিযুক্ত আছেন। শিবলোকের বামভাগে মনোহর বিচিত্রমণিমাণিক্য-বিমণ্ডিত গিরিলোক বর্ত্তমান আছে। তথায় বৈদিকী-মূর্ত্তি ভগবতী বিরাজিতা আছেন। অতসীকুসুমের ন্যায়

তাঁহার অঙ্গকান্তি, দশবাহু, তিনি সিংহপৃষ্ঠে সমুপবিষ্টা। ষোড়শদ্বার-সংযুক্ত সুশোভিত রম্যমন্দিরে তাঁহার অবস্থান। সেই মন্দির বিচিত্র রত্নবিভূষিত পতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত। দেবতা ও মুনীন্দ্রবৃন্দ সতত স্তুতিবাক্যে তাঁহার স্তব করিতেছেন। অগণ্য চেটিকা ও ভৈরবীগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলে, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সমাগত হইয়া জগজ্জননীর অর্চ্চনা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠের বামভাগে গোলোকপুরী বিরাজিত আছে। সেখানে জ্যোতির্ম্ময়ী পবিত্র মূর্ত্তি রাধিকার সহিত রাধিকাপতি বিহার করিয়া থাকেন। সেই গোলোকধামের চতুর্দ্দিক্ বিচিত্র রত্নরাজি বিভূষিত, এবং দেবদ্রুম-সমাকীর্ণ; ব্রহ্মর্ষিগণ বেদধ্বনি দ্বারা তাহার চতুর্দ্দিক্ নিনাদিত করিয়া থাকেন। পুরমধ্যে রত্নময় মন্দিরে স্বয়ং ভগবান্ হরি দ্বিভুজধারী হইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রেয়সীসহ প্রেমালাপ করিয়া থাকেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তাহার ঊর্দ্ধে পঞ্চাশত কোটী যোজন যেস্থান আছে, সেই খানে মহাদেবী গোপন ভাবে অবস্থিতি করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রেরও তাহা বোধ গম্য নহে। যিনি বেদ, আগম, স্মৃতিশাস্ত্র, বেদান্ত ও বিবিধ প্রকার দর্শনমধ্যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন, যিনি বহুবিধ প্রমাণদ্বারা ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছেন, সেই ভগবতী মুর্ত্তিমতী হইয়া সেখানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। তিনি বিশ্বাত্মিকা, নিরুপদ্রবা, সূক্ষ্মা ও সংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ। হে রাম! যদিও তিনি নিত্যা হইয়াও বিহার-মানসে

দেহ ধারণ করিয়া বিশ্বের আশ্রয় স্থান হইয়াছেন, তথাপি তিনি সত্যসনাতনী ও পরমা শক্তি। সেই সত্যসনাতনী শিবানীর পাদপদ্মের নখদ্যুতি প্রাপ্ত হইবার জন্য অখিল লোকে কঠোর তপস্যারম্ভ করিয়া থাকে। আগম, নিগম প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলও তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকে। মুমুক্ষু যোগীগণ তাঁহাকে নিরাকার ব্রহ্ম জানিয়াও সতত তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন। তাঁহার অংশ হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, শ্রুতিতে এরূপ বর্ণিত আছে। গঙ্গা যে প্রকার জলময়ী হইয়া সমুদ্রস্রোতে ভিন্নমূর্ত্তিতে মিশ্রিত হয়, সেইপ্রকার ব্রহ্মের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রিমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। সেই আদ্যাশক্তি, বিশ্বসংসার সৃষ্টি, বিশ্বসংসার পালন ও বিশ্বসংসার সংহার করিয়া থাকেন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অন্যকারণ আর কেহই নাই। যেপ্রকার আকৃতি মহত্ত্বাদির হেতুভূত, সেইপ্রকার বিশ্বসংসারের সৃষ্টি বিষয়ে সেই ঈশ্বরীর একমাত্র প্রাধান্য আছে। হে রঘুনন্দন! অজ্ঞান-মতি সামান্য জীবগণ, মহামোহের অধীন হইয়া সকলের মূলকারণ অতি দুরবগাহনীয়া সেই সর্ব্বাণীকে জানিতে না পারিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনের একমাত্র কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকে। বিমূঢ়মতি ব্যক্তিরা যেপ্রকার কুম্ভকারকে পরিত্যাগ করিয়া কুণ্ড অর্থাৎ চক্রকেই ঘটত্বের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেইপ্রকার সামান্যজ্ঞান-বিশিষ্ট জীব সৃষ্টিবিষয়ের

প্রধানত্ববিষয়ে শিবশক্তির শক্তি অতিক্রম করিয়া কল্পনা করিয়া থাকে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! দুর্জ্জয় মায়াপ্রভাবে মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের এই প্রকারই ধারণা হইয়া থাকে। বাস্তবিক, সেই সর্ব্বাণী জগতের আধারভূতা এবং সকলের রক্ষাকারিণী। তিনি মোহবন্ধনে জীবের বন্ধন করিয়া থাকেন এবং উপাসনায় প্রীত হইয়া জীবের ভবপাশ মুক্ত করিয়া তাহাকে মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই বটপত্রময়ী হইয়া মহাসাগরে ভাসমান নারায়ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্য স্বরূপিণী; বাস্তবিক, এই জগৎ তাঁহার অভাবে শূন্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সুযন্ত্র যেরূপ যন্ত্রীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি স্বকীয় ইচ্ছাক্রমে লীলাপরবশ হইয়া বিরূপাক্ষের সহ বিহার করিয়া থাকেন। তিনি, ইচ্ছা হইলে মূর্ত্তিধারণ করিয়া স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। ভক্তেরা দুর্গ অর্থাৎ বিপদে পতিত হইলে তিনিই নিস্তার করিয়া থাকেন, সেই কারণে দুর্গতিনাশিনী দুর্গা নামে তিনি অভিহিত হইয়া থাকেন। (অন্য কথা কি বলিব) অতি মন্দভাগ্য ব্যক্তিও তাঁহার নামাক্ষর স্মরণ করিলে সৌভাগ্যলাভ করিয়া থাকে। এই কারণেই বেদবাদিগণ তাঁহাকে মন্দভাগ্যের পরিত্রাণ-কারিণী বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। হে রঘুনন্দন! সেই দেবী প্রধান বিদ্যা; তিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনিই বিপক্ষ পক্ষের ক্ষয়কারিণী। হে বৎস! এক্ষণে তুমি আমার নিকট হইতে সেই মহাদেবীর স্থিতিস্থানের বিষয় শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! সুধা

সাগর পরিবেষ্টিত রত্নদ্বীপ সংসারের মধ্যে সুরম্য স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত আছে। ঐ স্থানের চতুর্দ্দিক্ উজ্জ্বল, স্বর্ণরাজিবিমণ্ডিত এবং কল্পপাদপ-সমাকীর্ণ। সেখানে বসন্তকাল নিয়ত অবস্থান করে, অন্য ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব নাই। সেখানে ত্রিপথ-গামিনী সুস্বাদসলিল পূর্ণা স্রোতঃস্বতী প্রবাহিত আছে। সেখানে মধুরস্বরসম্পন্ন মণিমাণিক্যসন্নিভ পক্ষিগণ নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকে। দেবাংশসম্ভূত পুণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ সতত বেদোক্ত মন্ত্রে কালোচিত রাগসহকারে মধুরধ্বনিতে দেবীগুণ গান করত প্রফুল্লমনে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। দক্ষিণদিক্ হইতে সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া জীবের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। যে সকল ভবানীভক্ত সেই স্থলে অবস্থান করিয়া থাকেন, তাঁহারা তদীয় অনুগ্রহবলে সালোক্য পদ অধিকার করিয়া আনন্দ অন্তঃকরণে ভৈরবের ন্যায় কালহরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সকলেরই আবাসস্থান সুচারুরত্নরাজি দ্বারা সুশোভিত; তাহার তোরণ সকল রত্নজালে অলঙ্কৃত। যেখানে গীত, বাদ্য ও নৃত্য দ্বারা জগদম্বিকার উপাসনা ও প্রীতি হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রমুদিত মনে সেইখানে নিয়ত বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা সতত সানন্দমনে নৃত্য, গীত ও বাদ্য করিয়া থাকেন। হে রঘূদ্বহ! ভগবতীর নগর অতি চমৎকার এবং তাহা বাক্যের অতীত। দেবীর পুরপ্রদেশ রত্নময় প্রাকার-বেষ্টিত তোরণে সুশোভিত, তাহাও আবার চন্দ্রকান্ত কৌস্তুভাদি মণিমালাবিভূষিত। চতুর্দ্দিকের চতু-

র্দ্ধার ভৈরব সমূহে পরিরক্ষিত। তাহাদের বিচিত্র রত্ন দণ্ড, অমোঘ শূল এবং বিশাল লোচন! দণ্ডধারিণী ভৈরবীগণ দ্বারপালনে নিযুক্ত হইয়া গান ও বাদ্য করিতেছে। সেই পুরের চতুর্দ্দিকে বিবিধ বিচিত্র পতাকা সকল সন্নিবেশিত হইয়া দোধূয়মান হইতেছে। তাহার মধ্যভাগে বিচিত্র বহুবিধ চত্বর সকল বিরাজিত আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে হর্ম্ম্যমালাবিমণ্ডিত এবং তাহাতে অসংখ্য দ্বার রক্ষক রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। দেবীর অন্তঃপুরের দ্বারদেশে গণাধিপতি গজানন দ্বাররক্ষক স্বরূপে উপবিষ্ট আছেন। (সেখানে) ষড়ানন দেবীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ভ্রাতার সহিত ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছেন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণ এবং কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সকল অবস্থিত রহিয়াছে। হে মহাবাহো রামচন্দ্র! (অন্যকথা কি বলিব) কোটী কোটী মুরলিধারী নারায়ণ ও কোটী কোটী পিনাক্‌ধারী পশুপতি যে সেখানে অপেক্ষা করিতেছেন তাহা বলিবার নহে। সেই সুরম্য অন্তঃপুর-মধ্যে বিচিত্র মণিমণ্ডপে সেই মহাদেবী সমুপবিষ্টা আছেন। সেই মণিমণ্ডপের চতুর্দ্দিক্‌ মৌক্তিক দ্বারা সমুদ্ভাসিত এবং প্রদীপ্ত রত্নময় স্তম্ভসংযুক্ত তোরণে সুশোভিত। রত্নপ্রদীপ এবং পুজোপচার দ্বারা দিঙ্মণ্ডল সুপ্রসন্ন। তন্মধ্যে বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় প্রভাশালী সুরম্য সিংহাসনোপরি তিনি শোভা পাইতেছেন্। তপ্তকাঞ্চন এবং দীপ্তিমান্ সহস্র রশ্মির ন্থায় তাঁহার অঙ্গপ্রভা। তাঁহার বদন সুপ্রসন্ন এবং শরৎকালের নিশানাথের ন্থায় দিব্যকান্তিবিশিষ্ট। তিনি ভাস্বর

সুবর্ণ সহিত স্যমন্তক মণিসহস্র ও বিপুল কৌস্তুভমণিবিমণ্ডিত হইয়া কিরীটিনী হইয়াছেন। মহামণি-মাণিক্য-সমূহ বিরচিত হারাবলীদ্বারা তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সুশোভিত হইয়াছে। তাঁহার দশনপংক্তি সুচারু, হাস্য অতিশয় রুচির এবং লোচন অতিশয় আনন্দজনক। বিচিত্র কর্ণালঙ্কার ও নাসিকাভরণে তিনি সবিশেষ অলঙ্কৃত রহিয়াছেন। তাঁহার মুখাম্বুজ শশাঙ্ক-কলার সহিত মিশ্রিত হইয়া সবিশেষ দ্যুতিমান্ হইয়াছে। তাঁহার চতুর্ভুজ রত্নময় বিবিধ ভূষণে সবিশেষ বিভূষিত। তিনি মহাসিংহের পৃষ্ঠোপরি সমাসীন হইয়া সুশোভিত রহিয়াছেন। তাঁহার রক্তবসন পরিধান, নিতম্বদেশে শব্দায়মান কাঞ্চী, তিনি নাতিদীর্ঘা ও নাতিখর্ব্বা অর্থাৎ মধ্যমাকৃতি, তাঁহার সুচারু পাদপদ্ম ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র কর্ত্তৃক সংবন্দিত। মহাব্রহ্ম, মহেশ্বর ও মহাবিষ্ণু অগ্রগামী হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ ও বামভাগে জয়া বিজয়া পরিচারিণী দ্বয় অবস্থিত থাকিয়া সুরম্য ব্যজনী দ্বারা ব্যজন করিতেছে। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে বিচিত্র কমলধারিণী কমলা বিরাজিত থাকিয়া অগুরুগন্ধাদি সংপ্রদান করিতেছেন। বামপার্শ্বে বীণাধারিণী বাণী, বীণাদ্বারা দেবীর বেদ ও আগমের সহিত সুসংঙ্গত গুণগ্রাম গান করিতেছেন। অপরাজিতা প্রভৃতি যোগিনীগণ পবিত্র রত্নময় পাত্রে সুধা গ্রহণপূর্ব্বক প্রিয় কামনা-সাধনোদ্দেশে গমন করিতেছে। নারদাদি মুনীন্দ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক গদ্‌গদ্‌বাক্যে বেদগোপিত দেবীচরিত্র

কীর্ত্তন করিতেছেন। নন্দিনী প্রভৃতি অনুচরীগণ তাম্বুল সহিত রত্নসঞ্চিত তাম্বুলাধার গ্রহণ পুরঃসর দণ্ডায়মান আছেন।

হে রাম! এই প্রকারে কত কোটী কোটী দেবতা, ব্রহ্মাণ্ড ও জীব সঙ্ঘ সেখানে যে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। হে প্রভো! দেবীর সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের বিষয় আমি চতুর্বদনে কি প্রকারে বর্ণন করিব, বল! যদি আমার কোটী বদন হইত, এবং শ্রুতি সকল আমার বাক্যের অনুসারিণী হইত, তাহা হইলে বোধহয় সহস্র বর্ষেও বলিতে পারিতাম কি না, সন্দেহ। বেদাংশসম্ভবা গায়ত্রী, ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ও ব্রহ্মাণ্ড-বাসী পবিত্র জীবগণ দেবীদর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার পুরের বহিঃপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহারা ভক্তি-পূর্ব্বক অর্চ্চনা দ্বারা দুর্গাপরায়ণ, তাঁহাদের পক্ষে দেবীর সাক্ষাৎকার দুঃসাধ্য নহে সত্য, কিন্তু অন্যের সাক্ষাৎ-কার লাভ করা আয়ত্তীভূত নহে। যাঁহার চিত্ত তাঁহা-তেই আশক্ত তিনি তাঁহার পক্ষে সুলভ। তাঁহার নিকটে (ভক্তের) আধিপত্য বা বর্ণ-বিচার নাই।

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার নিকটে দেবীর যে মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ করিলাম, ইহা তান্ত্রিকী মূর্ত্তি। তুমি, যে রূপ দেবীর আবাস স্থলের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহা তোমার নিকটে বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে যে মূর্ত্তি পৌরাণিকদিগের অভিমত, সেই দশভুজার মৃণ্ময়ী সিংহবাহিনী মূর্ত্তি রচনা করিয়া সংগ্রামে তোমার জয়

লাভের জন্য মহাদেবীর অর্চ্চনা করিব। আমি, নবমীতে কল্পারম্ভ করিয়া অচৈতন্য দেবীর চৈতন্য সম্পাদন করিব। হে রাম! আমি তোমাকর্ত্তৃক বৃত হইয়া বিল্লবৃক্ষে মহাভয়-নিবারিণী অভয়ার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইব এবং অদ্য হইতে এই কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগে যে কাল পর্য্যন্ত দুরাচার নিপাতিত না হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতে থাকিব। তুমি শুচি ও সমাহিত হইয়া দেবীর স্তবস্তুতি দ্বারা প্রীতি-সাধন করিয়া রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর। তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ ঘটিবেক।

হে রাঘব! দেবী প্রবোধিত হইলে, তুমি সংগ্রামাবসরে স্বয়ং গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে আরাধনা করিবে।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা নারায়ণকে এই কথা বলিয়া দেবীর সংবোধনোদ্দেশে সমুদ্রের উত্তর তীরস্থ বিল্লবৃক্ষসন্নিধানে ত্রিদশ-সমূহ-সমভি-ব্যাহারে উপনীত হইলেন। (তখন) রামচন্দ্র, কৃতাঞ্জলি হইয়া উত্তরাভিমুখে উপবেশন পূর্ব্বক সংগ্রামে জয়লাভের জন্য জয়দায়িনী নিস্তারিণীর স্তব করিতে লাগিলেন।

———00———

চতুশ্চত্বারিংশত্তমোধ্যায় ।

শ্রীরাম কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব ।

নমস্তে ত্রিজগদ্বন্দ্যে সংগ্রামে জয়দায়িনী ।
প্রসীদ বিজয়ং দেহি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে ॥ ১ ॥
সর্ব্বশক্তিময়ে দুষ্ট-শক্তি মর্দ্দন-কারিণি ।
দুষ্টজৃম্ভিণি সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ২ ॥
ত্বমেকা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতা ।
দুষ্টহন্ত্রী চ সংগ্রামে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৩ ॥
খট্টাঙ্গাসিকরে মুণ্ডমালাদ্যোতিত বিগ্রহে ।
অসুরাসৃক্প্রিয়ে নিত্যং জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৪ ॥
রণপ্রিয়ে রক্তভক্ষে মাংসভক্ষণ-কারিণি ।
প্রপন্নার্ত্তিহরে যুদ্ধে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৫ ॥
সিংহবাহিনি গৌরাঙ্গি প্রসন্নমুখপঙ্কজে ।
ত্রিশূলধারিণি রণে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৬ ॥
ত্বৎপাদপঙ্কজাদন্যন্নমে হস্তি শরণং শিবে ।
বিনাশয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তে ॥ ৭ ॥
অচিন্ত্য-বিক্রমে চিত্ররূপ-সৌন্দর্য্যশালিনি ।
অচিন্ত্যচরিতে চিন্ত্যে জয়ং দেহি নমোস্তুতে ॥ ৮ ॥
যে ত্বাং স্মরন্তি দুর্গেষু দেবীং দুর্গার্ত্তিহারিণীং ।
নাবসীদন্তিংতে দুর্গে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ৯ ॥
মহিষাসৃক্প্রিয়ে সংখ্যে মহিষাসুর-মর্দ্দিনি ।
শরণ্যে গিরিকন্যে মে জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ১০ ॥

প্রচণ্ডবদনে চণ্ডি চণ্ডাসুর-বিমর্দ্দিনি।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি শত্রূন্ জহি নমোস্তুতে ॥ ১১ ॥
রক্তাক্ষি রক্তদশনে রক্ত-চর্চ্চিত-গাত্রকে।
রক্তবীজ-নিহন্ত্রী ত্বং জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ১২ ॥
নিশুম্ভ-শুম্ভ-সংহন্ত্রী বিশ্বকর্ত্রী সুরেশ্বরী।
জহি শত্রূন্ রণে নিত্যং জয়ং দেহি নমোস্তুতে ॥ ১৩ ॥
তবৈবৈতৎ জগৎ সর্ব্বং ত্বং পালয়সি সর্ব্বদা।
রক্ষ বিশ্ব মিদং মাত র্হত্বৈতান্ দুষ্টচেতসঃ ॥ ১৪ ॥
ত্বং হি সর্ব্বগতা শক্তি দুষ্ট-মর্দ্দন-কারিণি।
প্রসীদ জগতাং মাত র্জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ১৫ ॥
দুর্বৃত্তবৃন্দ-দলিনি সদ্বৃত্ত-পরিপালিনি।
নিপাতয় রণে শত্রূন্ জয়ং দেহি নমোঽস্তুতে ॥ ১৬ ॥
কাত্যায়নি জগন্মাতঃ প্রপন্নার্ত্তিহরে শিবে।
সংগ্রামে বিজয়ং দেহি ভয়েভ্যঃ পাহি সর্ব্বদা ॥ ১৭ ॥

হে মুনিসত্তম! রামচন্দ্র এই প্রকার স্তব করিতেছেন এমত সময়ে হে মহাবল পরাক্রম রঘুশার্দ্দুল! তুমি ভয়ের আশঙ্কা করিওনা। আমি বিল্ববৃক্ষে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংবোধিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে শত্রুকুল-ক্ষয়কারী অভীষ্ট বর প্রদান করিব, তুমি অচিরকাল মধ্যেই সমুদয় নিশাচর দিগকে নিপাতিত করিয়া লঙ্কাসমর বিজয়ী হইবে; এই প্রকার আকাশবাণী সমুত্থিত হইল। রামচন্দ্র, সেই আকাশসম্ভব বাক্য আকর্ণন করিয়া নিঃসন্দিগ্ধান্তঃকরণে আপনার জয়লক্ষ্মী করাগ্রবর্ত্তিনী বলিয়া অবধারণ করিলেন।

এ দিকে অবসর পাইয়া প্রবল পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ রণ-

দুর্জ্জয় নিশাচর দিগের সহিত রণক্ষেত্রে উপনীত হইল। তাহার উৎকট নিনাদে অরণ্যানী, ভূধর ও কানন সকল প্রকম্পিত হইল। ধরণী বিচলিত ও সরিৎপতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রথ, অশ্ব ও কুঞ্জর দিগের সুভীম শব্দে পৃথ্বীতল, সমীরণ সহকারে লতিকার ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। বানর সৈন্যগণ; রণক্ষেত্র হইতে দিগ্ দিগন্তরে ভয়ভীতান্তঃকরণে পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্র তীক্ষ্ণাস্ত্রধারী মহাবল কুম্ভকর্ণের রণনৈপুণ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া তাহাকে রণভূমিতে আহ্বান করিলেন এবং দেবীর চরণে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া বামহস্তে প্রচণ্ড কোদণ্ড ধারণ করিলেন। (এদিকে) কুম্ভকর্ণও করাঘাতে ও প্রচণ্ড পদাঘাতে বানর দিগকে মর্দ্দন ও ভক্ষণ করিতে করিতে রাম-সন্নিধানে উপনীত হইল এবং সম্মুখে দুর্ব্বাদলের ন্যায় প্রভাশালী, শ্যামবর্ণ, উদ্যতাস্ত্র, রাক্ষস কুলের কৃতান্ত স্বরূপ, সমর-সহিষ্ণু, নীল পদ্মের ন্যায় বিশাল লোচন, কমললোচনকে অনুজের সহিত বিরাজমান দেখিয়া মহাপ্রলয় সময়ে জলদ যেরূপ সুঘোর নিনাদ করিতে থাকে, তাহার ন্যায় উৎকট নিনাদ করিতে লাগিল। রামচন্দ্রও তদ্দারুণ নিনাদ শ্রবণে ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষোভ দায়ক মহানাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পরস্পরের জিগীষা-নিবন্ধন উভয়ের ক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা সুরাসুরের ভয়দায়ক তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। (এ দিকে) সংগ্রামে যাহারা জয়কামনা করিয়া থাকে, এ প্রকার রাক্ষস ও বানর-দিগের পরস্পর ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

পঞ্চচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

দেবীর পূজারম্ভ।

অনন্তর ভগবান্ হংসবাহন, বিল্ববৃক্ষে ভক্তিভাবাবনত হইয়া দেবী পূজারম্ভ পূর্ব্বক রাঘবজয়বাসনায় জগদম্বিকার চৈতন্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন এবং বারংবার নিম্ন লিখিত দেবী সূক্ত ও বেদোক্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা মহাদেবীর চরণে প্রণাম পুরঃসর অকালে তাঁহার অর্চ্চনানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

ও রুদ্রভির্বসুভিশ্চরাম্যহং আদিতৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহংমিত্রা বরুণোভাবিভর্ম্যহ মিন্দ্রাগ্নি মহমশ্বিনৌভাঃ॥
অহং সোম মহৈনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমতপুষণমহং দদামি।
দ্রবিণং হবিষ্যতে সুপ্রাচ্যে যে যজমানায় সুন্নতে॥
অহং বাষ্ট্রী সংগমনী বসুনাঞ্চি ত্বিধাতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তস্মে দেবীব্যদধুঃ অহংপুর ত্রাভূরিস্বাত্রীং ভূরি বেশয়ন্তীং॥
ময়াসোন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রীণাতি য ইদং শ্রৃণোত্যুক্তং।
অমন্তরোষন্ত উপান্ত শ্রুতিশ্রুত অধমন্ত বদামি॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণ তমৃষিং তং সুমেধাঃ॥
অহং রুদ্রায়ৈ ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শবরেহ সুরাট্।
অহং জ্বলনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবীমাৰিবেশ॥
অম্বরেপি তবমূর্দ্ধা স্বয়ামি পত্যাং তাসমুদ্রে
তাঃ সমুদ্রে, ততোধিতিষ্ঠে র্ভবনানি বিশ্বেতামুসুস্ত্যাং॥

ধর্ম্মনোপস্পৃশামি অহমিব বাতইব প্রবারম্যারভমান
পরোদিবা পবতৃণা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সংবভুব ॥
ওঁ নমো বিদনায়ৈ ভূর্ভুবঃ স্ব পরমহঃ
কালায়ৈ পরমানন্দসন্দোহস্বরূপায়ৈ লোকত্রয়ামিরভি
মিরাপসারক পরম জ্যোতিরূপায়ৈ অসদভিলাসতিক্ত-
রসদূষিত দোষাপসারণ পরমামৃতরসরসায়নী মৃতরূপায়ৈ
মূর্ত্তিমাপ্ত ক্রোটী চন্দ্রবদনায়ৈ তে দুর্গে দেবি।

সর্ব্ববেদোস্তবে নারায়ণি তেজঃ-
শরীরে পরমাত্মন প্রসীদ তে নমোনমঃ ॥

হূংকাররূপি প্রণবস্বরূপে দ্রীং-
রূপিণি অম্বিকে ভগবত্যস্ম ত্রিগুণপ্রসূতে নমোনমঃ।
স্ফেং স্ফোং স্বাহারূপিণি বিমলমুখি চন্দ্রমুখি কোলাহল-
মুখি সর্ব্বে প্রসীদ জানে দেবী মীদৃশীং
ত্বাং মহেশীং স্থানে স্বাগতং ভবনে ঽস্মিন্ শক্রস্ত্বং।
মিত্ররূপাচ দুর্গ দুর্গম্যাত্বং যোগিনামন্তরেঽপি ॥

এই প্রকার বেদোক্ত বিধানে যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া বিধি, মহাদেবীর স্তব আরম্ভ করিলেন। হে দেবি! তুমি এক হইয়াও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনেক হইয়াছ, তুমি, সূক্ষ্মরূপা, তোমার বিকারভাব নাই। তুমিই কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছ। আমি ব্রহ্মা, ভগবান্ বিষ্ণু, দেবাধিদ্দেব মহাদেব, বা অপর দেবেন্দ্রবৃন্দ সকলই তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তোমার স্তবস্তুতি বর্ণনে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারে? তুমি স্বধা, তুমি স্বাহা, তুমি বষট্‌কার, তুমি ওঁকাররূপাত্মিকা

এবং তুমিই লজ্জাদির বীজ স্বরূপিণী। তুমি স্ত্রীদেহ-ধারিণী, তুমি পুরুষ বিগ্রহ ও তুমি সর্ব্বরূপধৃক্; আমি নমস্কার পূর্ব্বক তোমার বোধন করিতেছি, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি দেবর্ষি ও দেবতাদিগের কাল স্বরূপিণী। তুমি মাস, ঋতু ও অয়ন। তুমি স্বধা রূপে কব্য ভক্ষণ কর এবং স্বাহা রূপে যজ্ঞীয় হবি আহরণ করিয়া থাক। তুমি শুক্লপক্ষে পূজনীয় দেবতা এবং কৃষ্ণপক্ষে পূজনীয় পিত্রাদি, তুমি নিষ্প্রপঞ্চ: অতএব তোমাকে নমস্কার পূর্ব্বক বোধন করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

তুমি, উচ্চকে নীচ এবং নীচকে উচ্চ করিতে পার। তুমি চন্দ্রকে সূর্য্যশক্তি প্রদানে সমর্থ। তুমি অকালেও শক্তিরূপিণী অতএব নমস্কার পূর্ব্বক বোধন করিতেছি, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন। হে মুনিপ্রবর! এই প্রকার দেবীসূক্ত স্তোত্র দ্বারা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মময়ী সংস্তুতা হইয়া বোধন লাভ করিলেন। লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, দেবীর চৈতন্যাবস্থা দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবতাদিগের সহিত মনোবাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হে সুরোত্তমে! দেবি! সর্ব্বভূতের হিত ও রাক্ষসবংশ-ধ্বংশ-করণার্থে সুদারুণ সংগ্রামে সুরদ্বেষী দশাননকে পুত্র পৌত্রাদির সহিত নিধন ও রাঘবের জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া আমরা তোমাকে সংবোধিত করিয়াছি। যে কাল পর্য্যন্ত রিপুকুল উন্মূলিত না হইবে, তাবৎ রামের মনস্কাম পূরণে যত্নবান্ হইয়া তোমার অর্চ্চনা করিতে থাকিব। হে দেবি!

যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে দিনে দিনে অতি বিপুল রক্ষকুল নির্ম্মূল কর।

ব্রহ্মার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, সেই পরমাশক্তি কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মন্! অদ্যকার সংগ্রামে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ সৈনিক সমূহের সহিত কুম্ভকর্ণ নিহত হইবে; (কেবল তাহা নহে) এই নবমী তিথি আরম্ভ করিয়া শুক্ল নবমী পর্য্যন্ত দিনে দিনে নিশাচরগণ রণভূমিশায়ী হইতে থাকিবে। অমাবস্যা নিশিতে ভীমনাদ মেঘনাদ নিহত হইলে দশানন, দুঃখসন্তপ্তচিত্তে যুদ্ধবাসনায় সমরাজিরে রামচন্দ্রের নিকটে উপনীত হইবে। দেবান্তক প্রভৃতি বীর্য্যবান্ নিশাচরগণ নিপাতিত হইলে, লোককণ্টক রাবণ, রামের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিবেক।

সে যুদ্ধের কথা কি বলিব, সেরূপ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম কেহ কখন দেখা দূরে থাকুক্, শ্রবণও করেন নাই। এইরূপে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি আরম্ভ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকিবেক। হে সুরগণ! সেই সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত আমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করিয়া যথাবিধি আমার অর্চ্চনা করিবে। নানাবিধ উপচার, বলিদান ও বেদ-পুরাণ-সম্মত স্তোত্রদ্বারা ভক্তি ভাবে আমার স্তব করিবে। সপ্তমী তিথিতে যথাবিধি পত্রিকা প্রবেশ হইলে, মহাত্মা রাঘবের জয়ার্থিনী হইয়া আমি গৃহপ্রবেশ করিব। অষ্টমী তিথিতে মাংস শোণিত ও বিপুল উপচারে আমার অর্চ্চনা করিবে। সেই দিনে সন্ধিক্ষণে অর্চ্চিত হইলে, আমি সংগ্রামে বিপক্ষের শিরশ্ছিন্ন

করিয়া থাকি। তোমরা দুরাত্মা দশাননের শিরশ্ছেদন জন্য বারংবার সম্মিলনে আমার অর্চ্চনা ও বিপক্ষ বধ-বাসনায় শত্রুবলি প্রদান করিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নবমীতে অর্চ্চিত হইলে অপরাহ্ণ সময়ে দুর্জ্জয় দশাননকে নিহত করিব। দশমীর প্রাতঃকালে তোমরা মহোৎসব পূর্ব্বক আমার মূর্ত্তি বিমল স্রোতোজলে বিসর্জ্জন করিবে। এই নিয়মে পঞ্চদশদিনে আমার অর্চ্চনা করিলে তোমরা লোককণ্টক রাবণ বধ করিয়া নিষ্কণ্টক হইতে ও পরম সুখ ভোগ করিতে পারিবে।

——oo——

ষট্‌চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়।

দেবী কহিতে লাগিলেন, তোমরা আমার প্রীতি সাধনোদ্দেশে যে রূপ অর্চ্চনা করিলে, ত্রৈলোক্য-বাসী সকলে আমাকে প্রতি বৎসর এই প্রকার অর্চ্চনা করিবে। হে সুরসমূহ! কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথিতে আর্দ্রা নক্ষত্রে বিল্ব-বৃক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক যথাশক্তি শুক্লনবমী পর্য্যন্ত ত্রিলোকমধ্যে যাহারা আমার অর্চ্চনা করিবে, আমি তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মনোরথ পূর্ণ-করণে যত্নবতী হইব। (অন্য কথা কি বলিব) শত্রুলোকে তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিবেক না এবং কখন তাহাদিগকে বন্ধু বিয়োগ যাতনা ভোগ করিতে হইবেক না। আমার প্রসাদবলে তাহাদের

দুঃখানুভব বা দারিদ্র্যক্লেশ্তা ভোগ করিতে হয় না। হে সুরোত্তমসকল! আমার অনুগ্রহ নিবন্ধন তাহাদের ইহ-কালের অভীষ্ট ফল ও পরকালের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। দিনে দিনে তাহাদের পুত্র, আয়ু, ধন ও ধান্যাদি সৌভাগ্য-চিহ্ন উপচীয়মান হইয়া থাকে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার আরাধনা করে, লক্ষ্মী তাহার নিকটে অচলা হইয়া অবস্থান করেন। তাহাদের ব্যাধি আক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। পীড়াদায়ক গ্রহগণ, তাহাদের পীড়া দান করিতে পারে না ও অপমৃত্যু তাহাদিগকে কদাচ আক্রমণ করিতে পারেনা। রাজা, বা দস্যুদিগের হইতে তাহাদের কোন আশঙ্কা নাই। (অন্য কথা কি বলিব) সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু হইতে তাহাদের প্রতি কোন প্রকার হিংসার সম্ভাবনা নাই। শত্রুগণ, ভয়ভীত হইয়া তাহাদের শরণা-পন্ন হয়। যুদ্ধকালে নিশ্চয়ই তাহাদের বিজয়লাভ হইয়া থাকে। তাহাদের কোন প্রকার দুষ্কৃতি থাকে না। কোন প্রকার আপদ-জাল তাহাদিগকে বদ্ধ করিতে পারে না। আমার অনুগ্রহে ভক্তগণ, ইহলোকে পরম সুখ ভোগ করিয়া অন্তে গৌরী লোকে অবস্থান করিয়া থাকে। যাহারা, প্রতি বৎসর আমার অর্চ্চনা করে, অশ্বমেধাদি কোটী-যজ্ঞ সম্পাদন করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহারাও তৎসদৃশ-ফল লাভ করিয়া থাকে।

স্বর্গ, মর্ত্ত্য, বা পাতালমধ্যে যাহারা মোহ বা দ্বেষাধীন হইয়া আমার অর্চ্চনা না করিবে, আমি তাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাদের মনোভীষ্টসাধনের প্রতিবন্ধকতাচরণ

করিব। যে সকল ব্যক্তি, সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক আমার উপাসনা করিবেক, বলি বা সামিষান্ন প্রদান তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। নিরামিষান্ন, নৈবেদ্য, বেদাঙ্গসম্ভূত স্তোত্র, জপ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজন দ্বারা অর্চ্চনাই সাত্ত্বিক সম্মত। হিংসাবিবর্জ্জিত হইয়া সুসমাহিতচিত্তে আমার প্রসন্নতাসাধনই তাহাদের উদ্দেশ্য। যাহারা রজঃগুণের অধীন, পরমসমাদরে ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিপ্রদান, সামিষান্ন, স্তোত্র, জপ, যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজন তাহাদের পূজার অঙ্গ। যাহারা শত্রুনাশ বাসনা করে, ধনধান্যবিবর্দ্ধনে যাহাদের অভিলাষ, সংগ্রামে জয়লাভ যাহাদের কামনা, পুত্র দারাদি ঐহিক সুখে যাহাদের আকিঞ্চন, এবং পরকালে পরমসুখভোগ ও পরমপদ অধিকার করাই যাহাদের অভিপ্রায়, তাহারা রাজসিক উপচারে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। আমার যে অর্চ্চনা তমঃগুণের অধীনা, তাহা পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দরপ্রকার নহে। এই কারণেই বিজ্ঞানশালী ব্যক্তিরা সে প্রণালীতে আমার অর্চ্চনা করে না। তোমরা রামচন্দ্রের জয়লাভ এবং রিপুদলের উন্মূলন ইচ্ছা করিয়াছ, অতএব, হে সুরগণ! শুক্লনবমী পর্য্যন্ত ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান দ্বারা প্রতিদিন আমার প্রীত্যর্থে অর্চ্চনা করিতে থাক। এরূপে আমার অর্চ্চনা অনুষ্ঠিত হইলে,—লোককণ্টক মহাবীর রাবণকে নিশ্চয়ই রণভূমিতে পাতিত করিব। নবমী দিনে বলিপ্রদান করিলে আমার বিশেষরূপ প্রীতিসাধন করা হয়, অতএব যাহারা আমার সন্তোষ সাধনোদ্দেশে অর্চ্চনা করে, নবমী তিথিতে

বলিদান করা তাহাদের বিধেয় ও তাহা আমার স্পৃহনীয়। এই ত্রিলোকমধ্যে ভক্তিবাধ্য হইয়াই হউক, বা অভক্তির পাত্র হইয়াই হউক, জ্ঞানতই হউক, বা অজ্ঞানতই হউক, যাহারা আমার অর্চ্চনা করে, বলিপ্রদান তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং তাহাতে আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। হে সুরগণ! প্রতিদিন অর্চ্চনাসময়ে বলিপ্রদান করাই সুসঙ্গত। যদি সামর্থ্যবিহীন হয়, তাহাহইলে মহা নবমী তিথিতে বলিপ্রদান অবশ্য দেয় ও তাহা আমার রুচিতে উপাদেয়। যে হেতুক মহানবমীতে বলিদান করিলে লোকে মহাযজ্ঞের ফলভাগী হইয়া থাকে। ত্রৈলোক্যবাসী,—যাহারা অপত্যসুখভোগে বঞ্চিত, তাহারা পুত্রকামনায় মহাষ্টমী তিথিতে উপবাস করিবেক। এরূপ উপবাস অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই অপুত্রক সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রলাভ করিতে পারে। যাঁহারা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সে সকল অপত্যবানের পক্ষে উপবাসবিধি বিধেয় নহে। মহাষ্টমীতে উপবাস ও মহানবমীতে বলিপ্রদানে অশ্বমেধাদি যাগ হইতেও মহত্তর ফললাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাদি দেবগণ, জগদীশ্বরীর নিকট হইতে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে নবমীদিনপর্য্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ বিধানানুসারে জয়লাভোদ্দেশে বলি প্রদান দ্বারা সেই জগদর্চ্চনীয়ার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

—00—

সপ্তচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, (এদিকে) সুরলোকে ইন্দ্রাদি সুরগণ ও মর্ত্ত্যলোকে পরমেশ্বর, মহাদেবী মাহেশ্বরীর পূজার্থ মহোৎসব করিতে লাগিলেন। (ও দিকে) রামচন্দ্রও নিশীথসময়ে রাবণানুজ ভীমপরাক্রম কুম্ভকর্ণ নিশাচরকে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতিথিতেই নিপাতিত করিলেন। দুর্জ্জয় কপীন্দ্রবৃন্দ ভীষণমূর্ত্তি লক্ষকোটী নিশাচরকে নিহত করিল। রাক্ষসেরাও লক্ষকোটী বানর সৈন্য বিনষ্ট করিল। রণস্থলে শোণিত মিশ্রিত তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইয়া ঘোর নদী বিরচিত হইল। সেই শোণিতসলিলে অসংখ্য মৃতদেহের মুণ্ডমালা ভাসিতে লাগিল। রণদুর্জ্জয় দশানন, রণে ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বারংবার বিলাপ করত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে অনর্গল অশ্রুজল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

তদনন্তর বীর্য্যবান্ ভীমকায় অতিকায় তাঁহাকে পরিসান্ত্বিত ও সমাশ্বাসিত করিয়া কৃষ্ণাদশমীতে রণযাত্রা করিল। রামচন্দ্র সমরে প্রচণ্ড কুম্ভকর্ণকে নিধন করিয়া যেখানে বিরিঞ্চি, মহাদেবীর মহদর্চ্চনা করিতেছেন, সেই স্থানে উপনীত হইলেন এবং মহাত্মা জগৎপতি ব্রহ্মাকে প্রণতিপূর্ব্বক রঘুপতি সংগ্রামে রাবণানুজের নিধন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন। ভগবানের বচনানুসারে, ব্রহ্মাও দেবী-কথিত পূজাবিধান ও দিনে দিনে শত্রুবিনাশোপায়

তাঁহাকে জানাইলেন। তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, বানর সেনা দ্বারা নানাবিধ পূজোপহার সংগ্রহ করিয়া দশমীর প্রাতঃকালে ভক্তিপূর্ব্বক বিপুল বলিপ্রদান দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সেই মহাদেবীর চরণে প্রণামপূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধগমনে গমন করিলেন। (ও দিকে) রণদুর্জ্জয় অতিকায় ধরণীতল প্রকম্পিত ও রথনেমি দ্বারা রণভূমি বিমর্দ্দিত করিয়া বিপুল সেনা সমভিব্যাহারে রণক্ষেত্রে উপনীত হইল। সেই সময়ে দুরাত্মা রাক্ষসদিগের, বানরদিগের সহিত ভয়প্রদ মহৎ যুদ্ধারম্ভ হইল। বানরগণ, গদা, পরিঘ, বৃক্ষ ও পাষাণ দ্বারা শত সহস্র রাক্ষসদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। রাক্ষসগণও বিবিধ শস্ত্রাস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে নিপাতিত করিল।

তদনন্তর ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক রাম লক্ষ্মণ দুই সহোদরে সংগ্রামে দুর্জ্জয় রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিলেন এবং দুরাচার নিশাচরের সহিত তুমুল লোমহর্ষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন।

প্রহস্ত প্রমুখ যে সকল মহাবীর রণক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত বানরেন্দ্রদিগের সুদারুণ সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইল। তাহাদের যুদ্ধ যে প্রকার হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। দিবারাত্র বিশ্রাম না হইয়া তাহা দেবতা, যক্ষ, ও কিন্নরদিগেরও অদৃষ্ট ও ভয়াবহ হইয়া চলিতে লাগিল। কখন গগণমার্গে, কখন মর্ত্তলোকে, কখন বা গদা, পরিঘ, তোমর, ত্রিশূল, পট্টিশ, প্রভৃতি মহাস্ত্র প্রক্ষেপ দ্বারা সুদারুণ সংগ্রামানল প্রজ্জ্বলিত হইতে

লাগিল। (তখন) দিবাসময়ে রাত্রি, ও নিশীথ সময়ে দিন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মেঘশূন্য গগণ হইতে বৃষ্টিধারা নিপতিত ও তুমুল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিল। সমরক্ষেত্রে শত শত অশনিপাত হইতে লাগিল। এইরূপে দিবসত্রয় ব্যাপিয়া অদ্ভুত প্রকার যুদ্ধ কার্য্য চলিয়াছিল।

তদনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ চতুর্থ দিবসে ত্রয়োদশী নিশিতে মহাস্ত্র বিক্ষেপ পূর্ব্বক মহাবাহু অতিকায়কে বিনষ্ট করি-লেন। অন্যান্য রাক্ষসগণ, রাঘব হস্তে নিহত হইল। কেহ কেহ বা বানরদিগের হস্তে ধরাশায়ী হইল। অবশিষ্টেরা হনুমান্ ও অঙ্গদাদি কপীন্দ্র সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিহত হইল। কেহ কেহ বা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সংগ্রামস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। বানরগণ, তদ্দর্শনে হর্ষনির্ভরমানসে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল।

রামচন্দ্র, জয়লাভে প্রফুল্ল হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক অনুজকে পরমাদরে আলিঙ্গন ও তদীয় শিরঃ আঘ্রাণ পূর্ব্বক প্রহৃষ্টান্তঃকরণে ব্রহ্মা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং বিল্ববৃক্ষ-বাসিনী সুরেশ্বরীকে প্রভাত সময়ে অর্চ্চনা করিয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে আগমন করিলেন।

এ দিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ, প্রিয়পুত্রের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে তনয় মেঘনাদকে পুর রক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং রণ প্রয়াণ করিলেন। সে সময়ে রাক্ষস ও বানর সৈন্যের কৃতান্ত-ভীতিবর্দ্ধন ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

প্রথমেই রাম লক্ষ্মণের সহিত মহাবীর রাবণের যুদ্ধারম্ভ হয়। প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র সমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক যাহারা রণ নৈপুণ্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিল, তাহাদেরও হৃদয় কন্দর উদ্বেলিত করিল। দুরাচার নিশাচর, সম্মুখে বিভীষণকে বিরাজমান দেখিয়া করে যমদণ্ড সদৃশ অমোঘ শক্তি ধারণ করিল। লক্ষ্মণ, সম্মুখবর্ত্তী থাকিয়াও জাজ্জ্বল্যমান সেই শক্তিকে বিভীষণ-জীবননাশোদ্যতা জানিয়া তদীয় জীবন রক্ষণে সবিশেষ যত্নবান্ হইলেন। দশানন, তদ্দর্শনে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া সেই শক্তি পরিত্যাগ ও মহাবল লক্ষ্মণকে তদ্দ্বারা বিদ্ধ করিল। অগত্যা, সুধন্বা লক্ষ্মণকে শক্তি প্রভাবে প্রপীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইতে হইল। তদনন্তর লক্ষ্মণকে লঙ্কাপুরে গ্রহণ বাসনায় লঙ্কাধিপ যেমন বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিল, অমনি বীর্য্যবান্ পবননন্দন, তাহার প্রশস্ত বক্ষঃপ্রদেশে সুদৃঢ় মুষ্টি প্রহার করিল। প্রবল প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া রাক্ষসরাজ, রুধির বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করিল।

পরে, কিয়ৎক্ষণের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া বেগে ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক মারুতি নিপাতাভিলাষে অগ্রসর হইল। রামচন্দ্র, মারুতের অন্তক সদৃশ দুর্জ্জয় দশাননকে সম্বোধন করিয়া করে বিশাল শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, রে রাক্ষসরাজ! যদি রণ পরিহার পূর্ব্বক পলায়ন না কর, তবে নিশ্চয়ই অদ্য তোমাকে নিপাতিত করিব। এই কথা

বলিয়া শরাসনে শর সন্ধান করিলেন (ও দিকে) রাবণও রণ ভয়ে ভীত হইয়া পুরমধ্যে প্রস্থান করিল।

ভীমপরাক্রম ইন্দ্রজিৎ, খিদ্যমান জনককে আশ্বাসজনক বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া স্বয়ং রণ যাত্রা করিল। মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত তাহার ভয়াবহ সুঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল দেখিয়া সর্ব্বলোকে কম্পিত হইল। বিচক্ষণ লক্ষ্মণ, অমাবস্যার নিশিতে অমোঘ অস্ত্রক্ষেপণে সেই দেবতুর্দ্ধর্ষ মেঘনাদকে নিপাতিত করিলেন।

তদনন্তর (পুত্রের নিধন সংবাদ শ্রবণে) দশানন, বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দেবান্তক প্রভৃতি রাক্ষসী সেনা সঙ্গে লইয়া স্বয়ং পুনর্ব্বার সংগ্রামে আগমন করিল। প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া নবমী তিথি পর্য্যন্ত রাম রাবণের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতে লাগিল। সে সংগ্রাম অতুল্য, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্ব-প্রাণী-ভয়ঙ্কর। সেই সংগ্রামে ষষ্ঠী পর্য্যন্ত প্রত্যহই রাক্ষসশ্রেষ্ঠের বিপুল সৈন্য-ক্ষয় হইতে লাগিল।

(এ দিকে) লোক-পিতামহ ব্রহ্মা, সেই ষষ্ঠী তিথিতে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও সায়ং সময়ে অধিবাস সমাধা করিয়া পরদিনে পুরমধ্যে পত্রিকা প্রবেশ পূর্ব্বক সপ্তমী পূজারম্ভ করিলেন। সেই পত্রীপ্রবেশ রাত্রিতেই সর্ব্ব-সংহার-কারিণী শক্তি, রাবণ বধার্থে শ্রীরাম চন্দ্রের ধনু-রুপরি আবির্ভূতা হইলেন। তদনন্তর জগৎপতি, প্রাতঃ-কালে কালিকার অর্চ্চনা করিয়া মহাষ্টমীবিহিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক বিবিধ উপচার তাঁহার

শ্রীচরণে সমর্পিত হইল। (এইরূপে) সন্নিকর্ষে মহেশ্বরী, পূজায় প্রীত হইয়া রামচন্দ্রের শরে অধিষ্ঠান হইলেন এবং সমরাজিরে সমরচতুর দশস্কন্ধের দশ শিরশ্ছিন্ন করিতে উদ্যতা হইলেন। যে সময়ে রাবণারি, পরনারীহারী রাবণের প্রাণ হরণ জন্য বাণ নিক্ষেপ করেন, সে সময়ে দশস্কন্ধ ভয়ভীত হইয়া ভগবতীর স্মরণ করিতে লাগিল। এবং ছেদমাত্রেই পুনর্ব্বার অতি চমৎকার তাহার মস্ত কোৎপত্তি হইল সত্য, কিন্তু রামের দুর্জ্জয় শরাঘাতে ব্যথিত হইলেও তাহার প্রাণত্যাগ হইল না। নবমী দিনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে সংগ্রাম অতীব ভয়াবহ; যদিও দ্যুলোক হইতে দেবতারা দর্শন করিতে ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তঃকরণের স্থিরতা হয় নাই।

(এ দিকে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা মহানবমী তিথিতে নানাবিধ বলিদান, সুরম্য সুগন্ধ ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য প্রদান দ্বারা মহাশক্তির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। ভক্তিপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও সুসম্পন্ন হইল।

তদনন্তর, দেবী ভগবতী, যিনি স্বয়ং আরাধিত হইলে মুক্তিদান করিয়া থাকেন, যিনি বিদ্যা, তিনিই, অবিদ্যা রূপে দশানন সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন, সুতরাং, মোহামায়ার মায়াধীন হইয়া রাবণ তাঁহাকে স্মরণ বা তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে পারে নাই। হে মুনিশার্দ্দূল! মায়া প্রভাবে অমর্ষবশপ্রাপ্ত হইয়া দুরাচার নিশাচর রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ব্রহ্মাস্ত্রসমূহ

নিক্ষেপ দ্বারা আপনার ভক্তি প্রকাশ করিল এবং রাঘবও তদস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণদুর্জ্জয় রাক্ষসকে রণভূমিতে তাড়না করিলেন। এই প্রকারে উভয়কে প্রহার করিতে করিতে পরস্পর-জিগীষা-নিবন্ধন অমর্ষবশপ্রাপ্ত হইয়া উভয়েরই সমীপে মধ্যদিন প্রকাশমান হইল। অনন্তর অপরাহ্ণ সময়ে রামচন্দ্র, জগদীশ্বরীকে প্রণাম করিয়া দুর্বৃত্ত নিশাচর নিধন জন্য দেবীর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাও দেবীর চরণে বারংবার নমস্কার জানাইয়া রামের মানস পূরণে অনুরোধ জানাইলেন।

অনন্তর (কর্ত্তব্য কর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া) দেবী স্বয়ং অমোঘ উত্তম অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রাক্ষসেন্দ্রের বিনাশীভূত সেই অস্ত্র জ্বলন্ত কালাগ্নির ন্যায়, তেজঃপুঞ্জ রূপে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ব্রহ্মা, প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই অস্ত্র রাবণ বধোদ্দেশে রাবণারিকরে সত্বর সমর্পণ করিলেন। রঘুনন্দন সে সময়ে তদস্ত্র লাভে পুলকিত ও আনন্দবিহ্বল হইলেন এবং সর্ব্বশক্তিময়, বায়ুর ন্যায় বেগগামী, কালান্তক তুল্য, তেজঃ-প্রভাবে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশিত, তদস্ত্র অবলোকন করিয়া দেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাক্ষণে রাবণের প্রতি সেই প্রচণ্ড কোদণ্ড নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্রের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ শর সেই দুরাচারের হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তদীয় প্রাণবায়ু হরণ পূর্ব্বক স্ববেগে ধরাতল গর্ভে প্রবিষ্ট হইল। যাঁহারা রামরাবণের সুদারুণ সংগ্রাম স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, তাঁহারা

দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের সাক্ষাতেই লোককণ্টক রাবণ সুন্দর স্যন্দন হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তাহার পতনে পৃথিবী প্রকম্পিত, সমুদ্র আন্দোলিত, সর্ব্ব-প্রাণী বিত্রাসিত, রাক্ষসগণ বিমর্ষিত ও বানর সৈন্য সবিশেষ হর্ষিত হইয়া হর্ষাতিশয্যসূচক জয়ধ্বনি প্রকাশ করিতে লাগিল। ত্রৈলোক্যবাসী জীব মাত্রেই, আনন্দ সলিলে অঙ্গ অবগাহন করিল। যেখানে ভয়ানক সংগ্রাম চলিতে ছিল, তথায় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনুজ বিভীষণ, ভ্রাতৃশোকে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া ক্ষুণ্ণমনে রোদন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অনাথবন্ধু রামচন্দ্র, বন্ধু বিভীষণকে বিধিমতে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র অশোকারণ্য হইতে সীতাকে আনয়ন করত হর্ষসমাকুলমানসে অনুজ সমভিব্যাহারে অনুচর কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানে ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংবোধিত ও সংপূজিত হইয়া আছেন, সেই খানে উপনীত হইলেন।

——00——

অষ্টচত্বারিংশত্তমোহধ্যায়।

রাবণবিনাশান্তে জানকীর উদ্ধার।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, তদনন্তর শ্রীরাম অবিচলিত ভক্তিযোগ সহকারে ভক্তিভাজনীয়া মহাদেবীকে দণ্ডের ন্যায় ধরণীতে পতিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক প্রফুল্লমনে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহামুনে! অন্যান্য দেবেন্দ্রবৃন্দ সেখানে উপনীত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারিণী মহাদেবীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। জগদম্বিকা তাঁহাদের ভক্তিভাবানুযায়ী স্তোত্র ও বিপুল বলি দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। (অন্য কথা কি বলিব) স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও রসাতলবাসী সকলেই সেই উৎসবে উৎফুল্ল হইয়াছিল। বানরগণ, হর্ষবিকসিতচিত্তে নৃত্য ও মনোহর সঙ্গীত করিতে লাগিল। রামচন্দ্র, দেবীর প্রসাদবলে মহামহোৎসাহে নবমী নিশি অতিবাহিত করিলেন। দশমীর প্রাতঃকালে পিতামহ ব্রহ্মা, জলধিগর্ভে দেবী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। যখন রামচন্দ্র, স্বকীয় আলয়ে প্রস্থান করেন, সে সময়ে সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিলেন। বানর ও রাক্ষস সৈন্য তৎপশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কোটী কোটী ভল্লুক ও ত্রিদশসমূহ তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন। মহেশ্বরীচরণে প্রণাম করিয়া শুভ যাত্রা সমাহিত হইল।

হে মুনিবর! এই প্রকারে পরম পুরুষ ভগবান্ রাম-

চন্দ্র, শরৎকালে যথাবিধি শারদীয় পূজা সমাধা করিলেন। দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, মনুজ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগদিগেরও তিনি বন্দনীয়া। এ সংসারে ত্বৎসদৃশী সমারাধ্যা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। মোহাধীন হইয়া যে ব্যক্তি তাঁহার চরণ সেবা না করে, সে যে পাপাত্মা, তাহার আর সংশয় নাই। তাহার কোন স্থানে গতি নাই। অন্য কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি তাহাকে স্পর্শ বা তাহার সহিত সংলাপ করে, সেও নিরতিশয় দুরাচার বলিয়া গণ্য হয়। শাক্ত, কি সৌর, কি বিষ্ণুপাসক, সকলেরই শরৎকালে শারদীয়ার পূজাবিধি করাই বিধেয়। কি মৎস্য মাংসাদি, কি ছাগ মেষাদি, কি অন্যান্য উপচারাদি, সর্ব্বোপায়ে পরমেশ্বরীর প্রীতিসাধন করাই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ দেবীর প্রীতিবর্দ্ধনার্থ পশুঘাত করা সুসঙ্গত ও শাস্ত্রসম্মত। শৈব, বৈষ্ণব, বা সৌর, কোন ব্যক্তিই বিদ্বেষ বুদ্ধির অধীন হইয়া মহাদেবীর মহদর্চনা করিতে নিবৃত্ত থাকিবেক না। যে ব্যক্তি, মোহনিবন্ধন বা আলস্য পরবশ হইয়া দেবীকে অতিক্রম করিয়া অন্যের উপাসনা করে, অর্থাৎ দেবীর উপাসনা না করে, তাহারা পশু দেহে সংসারে প্রকাশিত হয়। নিস্তারিণী, তাহাদের নিস্তারের জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া পরম সমাদরে তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এই কারণেই দেবীভক্তিপরায়ণ জনগণ বলি প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা পরমেশ্বরীর প্রতি প্রীতিমান্ এবং প্রতি বৎসর অর্চ্চনাকালে উপহার দ্বারা প্রীত করিয়া থাকেন, তাঁহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া দেবেন্দ্রের পুরো

ভাগ অধিকার করিয়া থাকেন। বাহুল্যের প্রয়োজন কি, এই ত্রিলোক-মধ্যে ভগবতীর পূজনে যেরূপ ফল ও পুণ্যোপচয় হইয়া থাকে, তাহা বলিবার নহে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক দেবীকর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাপাতকনাশন মাহাত্ম্য-সূচক অনুত্তম রামায়ণ শ্রবণ করে, সে অন্তকালে ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্র বৃন্দেরও দুর্লভ পদবী অধিকার করিয়া থাকে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্ হরি যে প্রকারে মানুষ দেহ ধারণ করিয়া অবনীতে আবির্ভূত ও বিপক্ষ বিজয় বাসনায় মহেশ্বরীর অর্চ্চনা দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিয়া স্বয়ং পূর্ণকাম হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে; এক্ষণে আমার নিকট হইতে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়? বল।

——oo——

ঊনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

কালীর কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণের বিষয়।

জৈমিনি বেদব্যাসকে কহিতে লাগিলেন, হে তপো-নিধান তত্ত্বজ্ঞ! আমি তোমার মুখারবিন্দ হইতে ক্ষরিত সুগুপ্ত সুশোভন দেবী-চরিত পুনর্ব্বার শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, অতএব অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন দ্বারা আমার সংশয়চ্ছেদ কর। অনেকানেক তত্ত্বজ্ঞেরা, যিনি কৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন, সেই পরাৎ-পরা কালিকাকে মহা বিদ্যা বলিয়া থাকেন।

তিনিই দেবকী জঠরে বসুদেব ঔরসে লীলাক্রমে কংশাদি দুষ্ট দলন ও ভূভার হরণ জন্য আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। হে প্রভো! কি কারণে মহেশ্বরী নারীরূপিণী হইয়াও পুরুষ দেহ ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন আমি তৎশ্রবণে সমধিক কৌতুকী হইয়াছি। জৈমিনির ব্যগ্রতা দর্শনে বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে বৎস!। অতি গোপনীয় সেই দেবীতত্ত্ব আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। সত্য সত্যই, সেই সত্যসনাতনী শম্ভুর ইচ্ছানুরোধবশবর্ত্তী হইয়া মায়া প্রভাবে মহামায়া পুরুষ দেহ ধারণ করতঃ বসুদেব ঔরসে দেবকীগর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ এবং দ্বাপরান্তে আবির্ভূত হইয়া ভূভার হরণ মানসে অসংখ্য দুর্বৃত্ত দলের মূলোৎপাটন করিয়া ছিলেন। যেরূপে শম্ভুর মানসসিদ্ধির জন্য তিনি অবনীতে কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বসুদেব ভবনে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, তদ্বৃত্তান্ত তোমার অনুরোধে আমার বলিতে আপত্তি নাই। হে বৎস! তুমি ভক্তিমান্ এবং সুধার্ম্মিক। অতএব অবহিতচিত্তে তোমার শ্রোতব্য আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

এক সময়ে কৈলাসপর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী নির্জ্জন মন্দিরমধ্যে কৈলাসেশ্বর কৈলাসেশ্বরীর সহিত বিহারব্যাপৃত থাকিয়া কৌতুকে কালাতিপাত করিতে এবং সে সময়ে পার্ব্বতীনাথ পার্ব্বতীর অসামান্য রূপলাবণ্য স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া নারীদেহ ধারণ অতিশোভনীয় বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী দেবীকে প্রিয়বাক্যে প্রীত ও করযুগল দ্বারা অশ্রুসমার্জ্জন

করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ঈশানি! তুমি কৃপা করিয়া আমার সকল প্রকার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছ, প্রায় কিছুই মানসসিদ্ধির অবশেষ দেখিতে পাই না। এক্ষণে আমার একমাত্র মনোবাঞ্ছা মনোমধ্যে সমুদিত হইয়াছে, যদি আমার প্রতি অনুগ্রহপ্রবণ হও, তাহা হইলে, হে শিবে! মদীয় মানসসিদ্ধিবিষয়ে যত্নবতী হও।

শম্ভুর অনুনয় বচনে শাম্ভবী কহিতে লাগিলেন, হে শম্ভো প্রভো! তোমার অভিপ্রায়ের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, স্বীকার করিতেছি, তোমার মনোভিলাষ পূর্ণকরণে আমি সবিশেষ যত্নবতী হইব। তদ্বাক্যে মহাদেব কহিতে লাগিলেন, হে প্রসন্নময়ি! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহাহইলে আমার অনুরোধে পুরুষদেহ ধারণ কর। আমি নারীদেহধারী হইয়া পৃথিবীতে যেসময়ে প্রাদুর্ভূত হইব, তুমি সেসময়ে আমার প্রাণবল্লভ হইবে; এবং আমিও তোমার মনোহারিণী রমণী হইব আমার এইমাত্র অভিলাষ মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। হে ভক্তজনের অভীষ্টফলপ্রদাত্রি! আমার মানস পূর্ণ কর, এই আমার সবিশেষ অনুরোধ।

মহাদেবের বচনানুসারে মহাদেবী কহিতে লাগিলেন আমার যে মূর্ত্তি নবীন জলদের ন্যায় প্রভাশালিনী, সেই ভদ্রকালী মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইয়া আমি কৃষ্ণরূপে সংসারে অবতীর্ণ হইব। তুমি স্বকীয় অংশপ্রভাবে স্ত্রীদেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীতলে প্রাদুর্ভূত হইবে। শিব কহিলেন, হে জগদ্ধাত্রি! তুমি মদীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে,

আমি ধরণীতলে নয় প্রকার মূর্ত্তিতে বিরাজিত হইব। হে শিবে! আমি, বৃকভানুনন্দিনী রাধিকা মূর্ত্তিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া তোমার প্রাণসম প্রিয়তম হইয়া তোমারই বিলাসসুখ-ভোগিনী হইব। এইপ্রকারে মর্ত্ত্যলোকে অন্য অষ্টমূর্ত্তিতে রুক্মিনী, সত্যভামা প্রভৃতি চারুলোচনা মহিষী হইয়া প্রকাশিত হইব। যে সকল ভৈরব, সতত আমার বশবর্ত্তী ও অনুগত, তাহারাও রমণীমূর্ত্তিধারিণী হইয়া তোমার অঙ্গনা-ভাবে অবতীর্ণ হইবে; তাহা হইলে, তাহাদের মানসসিদ্ধি বা সান্নিধ্যাবস্থানের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিবেক না।

দেবী কহিতে লাগিলেন, হে হর! আমিও তোমার ন্যায় বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তোমার সহিত যথোচিত অদ্ভুতপ্রকার বিহার করিতে থাকিব। যে কার্য্য কোন খানে সম্পন্ন হয় নাই, যাহা কেহ করে নাই, করা দূরে থাকুক শ্রবণও করে নাই, সেইপ্রকার বিহার সুখভোগ করিয়া উভয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকিব। লোকদিগের পাপনাশন পুণ্যপ্রদ সেই অপূর্ব্ব আনন্দ বলিবার নহে। আমার প্রিয়-সখী জয়া-বিজয়া আমার সহবাস বাসনায় শ্রীদাম সুদাম নামে পুংদেহ ধারণ করিয়া অবনীতলে আবির্ভূত হইবেন। হে মহেশ্বর! পূর্ব্বকালে ভগবান্ নারায়ণ আমার নিকটে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যে আমি পুরুষদেহে অবতার রূপে অবতীর্ণ হইলে, তিনি বলরাম নাম ধারণ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবেন ও সতত আমার প্রতি প্রীতিমান্ ও আমার প্রিয়কারী থাকিবেন। পরে বহুদিন ধরণীতে অবস্থিত থাকিয়া দেবকার্য্য সাধনপূর্ব্বক তথায়

মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুনর্ব্বার গোলোকে আগমন করিবেন।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে মুনে। মহাদেবের গাঢ়প্রণয়ের বাধ্যতাবশতঃ মহাদেবী তদ্বাক্যে সম্মত হইয়া নবঘনদ্যুতিবিশিষ্ট শ্যামরূপে ধরাধামে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কালিকার কৃষ্ণদেহ পরিগ্রহের এইপ্রধান কারণ। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে কৃষ্ণাবতারের বৃত্তান্ত আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে দেবদুর্জ্জয় দৈত্যদল, দৈত্যকুলবিঘাতিনী ভবানী ও দানবারি বিষ্ণু কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া দ্বাপরান্তে অগণ্য মহীপালরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই দুর্জ্জয় রাজন্যদিগের মধ্যে কংশ ও দুর্য্যোধনাদি নানাদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ সবিশেষ বাহুবলদৃপ্ত হইয়াছিল। তাহাদের ভার সহনে অসমর্থ হইয়া অবনী ত্রিদশসমূহ সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি, গোরূপধারিণী দুঃখভারাক্রান্ত ধরণীর এবম্বিধ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে জননি! তোমার এরূপ দৈন্যদশার কারণ কি? এবং কি কারণেই বা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছ। ধরণী, তদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! (পূর্ব্বকালীন) সংগ্রামে যে সমস্ত সুরদ্বেষী দানব নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তাহারা দুষ্টমতি ক্ষত্রিয় হইয়া পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আমি তাহাদের পাপভার আর বহন করিতে পারিতেছি না। সুতরাং অনুপায় দেখিয়া আপনার নিকটে উপনীত হইয়াছি। হে কমলাসন! এক্ষণে তাহার সমুচিত উপায় বিহিত করুন্।

অনন্তর ব্রহ্মা, ধরণীর কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে সমাশ্বাসিত করতঃ স্বয়ং দেবেন্দ্রবৃন্দ সঙ্গে করিয়া কৈলাসাভিমুখে গমন করিলেন। এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া জগদ্ধাত্রীকে দর্শন করতঃ পুনঃ পুনঃ তদীয় চরণোপান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে জগদম্বিকে! তুমি এবং বিষ্ণু, সংগ্রামে যে অসুরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলে, তাহারা এক্ষণে দুর্দ্দান্ত ক্ষত্রিয়রূপে আবির্ভূত হইয়া ক্ষিতিতল চঞ্চলিত ও সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া অবনী-ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছেন। অতএব, আপনি তাহা-দের বধোপায় কল্পনা করুন। হে জননি! তুমি মায়া-প্রভাবে অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত কর। তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তাহাদের মৃত্যু সংঘটন হইবেক।

দেবী কহিতে লাগিলেন, হে বিধে! আমি সংগ্রামে স্ত্রীরূপধারিণী হইয়া কখনই তাহাদের সহিত সংগ্রামারম্ভ করিব না। কারণ, স্ত্রীস্বরূপিণী আমাকে তাহারা ভক্তি-পূর্ব্বক ভজনা করিয়া থাকে। কিন্তু আমার ভদ্রকালী নামে যে অপরমূর্ত্তি আছে, আমি তাহাতেই নবঘনবর্ণ-বিশিষ্ট কৃষ্ণনামে বসুদেব গৃহে পুরুষমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইব। দেবকীজঠরে আমার জন্মগ্রহণ হইবেক। আমি শান্তমূর্ত্তি, বনমালাবিরাজিত, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, বীর, প্রফুল্ল-মুখকমল ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইব। আত্মতত্ত্ব গোপ-নার্থ অঙ্গে বিষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিব। আমার সর্ব্বাঙ্গ

সুন্দর ও শ্যামবর্ণ হইবেক। করে শঙ্খ, চক্র ও গদাপদ্ম বিরাজিত থাকিবেক। আমি, মায়া প্রভাবে মহামায়ী হইয়া দুষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের দলন করিতে থাকিব। কংশাদি ক্ষত্রিয়কুলচুড়ামণি বীরগণ আমার হস্তে বিনষ্ট হইবেক। ভগবান্ বিষ্ণুও নিজাংশ হইতে পাণ্ডুনন্দন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন নামে প্রকাশিত হইবেন। স্বয়ং ধর্ম্ম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির নামে সমাখ্যাত হইবেন। পবনও স্বকীয় অংশ হইতে বলবান্ ভীষণমূর্ত্তি ভীমসেন নামে প্রাদুর্ভূত হইবেন। অশ্বিনী কুমার হইতে ভীমপরাক্রম বীর মাদ্রীপুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই সকল পাণ্ডু নন্দনেরা সতত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ ও সত্যবিক্রমী হইবেন। মদংশসম্ভুতা কৃষ্ণা, তাঁহাদের সুন্দরী গেহিনী হইবেন। তাঁহাকে অসামান্যরূপলাবণ্য-বিভূষিতা দেখিয়া দুর্য্যোধন ঈর্ষাসন্তপ্তচিত্তে ছলপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিবে। (কেবল ইহা নহে) রাজসভামধ্যে অন্তঃপুরবাসিনী পুরনারীকে অবমাননা ও পাণ্ডবদিগকেও ক্লেশজনক, শরীরীমাত্রেরই দুঃখদায়ক অজ্ঞাতবাসাদি দুঃখ প্রদান করিবে। আমি, সেসময়ে অসহায় পাণ্ডবদিগকে সাহায্য প্রদান করিয়া সংগ্রামের মহদনুষ্ঠান করিব। (তখন) দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, শকুনির মতাবলম্বী হইয়া সংগ্রামের সমুদ্যোগ করিবে। তাহাতে কুরুপাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া অসংখ্য নৃপতিবর্গ নানাদিক দেশ হইতে যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইবে। পরস্পরের জিঘাংসু সংগ্রামাভিলাষীদিগকে মায়াজাল বিস্তারপূর্ব্বক সেই রণক্ষেত্রে নিপাতিত

করিব। আমার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দুষ্টমতি ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেক। সুদারুণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামে ক্ষিতি ক্ষত্রিয় শূন্য প্রায় হইবেক, কেবল মাত্র যাহারা যুদ্ধকার্য্যে অসমর্থ, এরূপ বালক ও বৃদ্ধেরা তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবেক। সেই ভৈরব সংগ্রামে কেবল ধর্ম্মপরায়ণ মদ্ভক্ত পাণ্ডু ভ্রাতারা জীবিত থাকিবে।

হে ব্রহ্মন্! এই প্রকারে কুরুক্ষেত্রের অদ্ভুত সংগ্রামে দুষ্ট ক্ষত্রিয়দিগকে নির্ম্মূলিত করিব। সেই সংগ্রামে যাহারা জীবিত থাকিবে, আমি ছলক্রমে তাহাদিগকে নিহত করিব। এই প্রকারে মায়াপ্রভাবে সন্তান সন্ততি উৎপাদন ও তাহাদিগকে হনন করিয়া পৃথিবীতল নিষ্কণ্টক ও তাহাতে পরম কীর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার এস্থানে আগমন করিব। হে জগৎপতে! আমি, এই প্রকারে লোকদিগের হিতসাধন করিয়া থাকি। এক্ষণে যাহাতে ভগবান্ নারায়ণ নরমূর্ত্তিতে পাণ্ডুর ঔরসে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হন, তুমি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও।

এই প্রকারে লোকপিতামহ ব্রহ্মা দেবীকর্ত্তৃক কথিত হইয়া তদীয় চরণোপান্তে প্রণতিপূর্ব্বক সত্বর বৈকুণ্ঠাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে উপনীত হইয়া প্রজাপতি, লক্ষ্মীপতিকে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভগবানও তদ্বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইতে অঙ্গীকার করিলেন। (তখন) ব্রহ্মা, বিষ্ণুর সান্ত্বনাবাক্যে পরিসান্ত্বিত হইয় জগৎপতিকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বভবনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

পঞ্চাশত্তমোহধ্যায়।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ নারায়ণ বিধির অনুরোধে বাধ্য হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য বলরামরূপে বসুদেবভবনে আবির্ভূত হইলেন। তিনি দুই মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্য-লোকে প্রকাশিত হইলেন। অর্থাৎ এক মূর্ত্তিতে বলরামনামে সমাখ্যাত, ও অন্য মূর্ত্তিতে পাণ্ডুনন্দন বলবান্ অর্জ্জুন নামে পরিচিত হইলেন, এক্ষণে অর্জ্জুনের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে রামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবমাতা অদিতি ও প্রজাপতি কশ্যপ বহু-দিনপর্য্যন্ত ভক্তিভরে ভক্তবৎসলা ভগবতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব নিরাহারে শীতকালে জলমধ্যে ও নিদাঘ সময়ে অগ্নিমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধ্যানধারণাপূর্ব্বক বর্ষ সহস্র পর্য্যন্ত তাঁহাদের তপশ্চর্য্যা সমাহিত হয়।

পরে কালক্রমে জগদীশ্বরী কালিকা তাঁহাদের [illegible] প্রসন্না হইয়া তাঁহাদের নয়নগোচরে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদের মনো-ভিলাষ কি? তোমরা কি বর কামনা কর, বল।

তদনন্তর তাঁহারা মহাদেবীকে বারম্বার নমস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে জননি! হে সুরোত্তম! তুমি লীলা-প্রভাবে যে প্রকারে দক্ষগৃহে দাক্ষায়ণী হইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলে, সেইপ্রকারে আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ কর, এই আমাদের আন্তরিক বাসনা। আমাদের অন্য অভিলাষ নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অন্তর্যামিনী অম্বিকা কহিতে লাগিলেন, দ্বাপরযুগান্তে তোমাদের মনোরথপূরণের কোন উপায় দেখিতেছি না, যে হেতুক, শম্ভুর বাসনাবাধ্য হইয়া আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, স্ত্রীরূপে তাঁহাকে সহচরী করিয়া পুরুষরূপে আমি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রিয় সহচর হইব। আমার গলদেশে যে মুণ্ডমালা শ্রেণীবদ্ধ দেখিতেছ, ইহাই অবতার কালে বনমালা হইবেক। আমার ভীষণাকৃতি সে সময়ে সৌম্যরূপে প্রতিফলিত হইবে। তখন আমার ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ বিলুপ্ত হইয়া দ্বিনয়ন ও দ্বিভুজ ধারণ হইবেক। কালিকালাঞ্ছন লুপ্ত হইয়া বিষ্ণুচিহ্নে মদীয় শরীর চিহ্নিত ও সুশোভিত হইবেক। তখন আমি নবীন জলদের ন্যায় দিব্য কান্তি ধারণ করিব।

এই প্রকারে তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া ভগবতী তিরোহিত হইলেন; এবং তাঁহারা দেবীবাক্যে বিশ্বস্ত ও তপোনিরত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। সেই প্রজাপতি কশ্যপ, পৃথিবীতে বসুদেব নামে এবং তদীয় প্রিয় যুবতী অদিতি, দ্বিধা মূর্ত্তিতে দেবকী ও রোহিণী নামে সংসারে সমাখ্যাত হইলেন। সেই দেবকী উগ্রসেনের নন্দিনী এবং দুরাচার কংসের ভগিনী।

অনন্তর বসুদেব, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিব্যকান্তি দেবকী ও রোহিণীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। ভগিনীর প্রতি

পঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ নারায়ণ বিধির অনুরোধবাধ্য হইয়া দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য কৃষ্ণরূপে বসুদেবভবনে আবির্ভূত হইলেন। তিনি দুই মূর্ত্তিতে মর্ত্ত্যলোকে প্রকাশিত হইলেন। অর্থাৎ এক মূর্ত্তিতে কৃষ্ণনামে সমাখ্যাত, ও অন্য মূর্ত্তিতে পাণ্ডুনন্দন বলবান্ অর্জ্জুন নামে পরিচিত হইলেন। এক্ষণে ইহাঁদের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, প্রথমে রামকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবমাতা অদিতি ও প্রজাপতি কশ্যপ বহুদিনপর্য্যন্ত ভক্তিভরে ভক্তবৎসলা ভগবতীর উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তপস্যার কথা কি বলিব! নিরাহারে শীতকালে জলমধ্যে ও নিদাঘ সময়ে অগ্নিমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া ধ্যানধারণাপূর্ব্বক বর্ষ সহস্র পর্য্যন্ত তাঁহাদের তপশ্চর্য্যা সমাহিত হয়।

পরে কালক্রমে জগদীশ্বরী কালিকা, তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের নয়নগোচরে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে তোমাদের মনোভিলাষ কি? তোমরা কি বর কামনা কর, বল।

তদনন্তর তাঁহারা মহাদেবীকে বারম্বার নমস্কারপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে জননি! হে সুরোত্তমে! তুমি লীলাপ্রভাবে যে প্রকারে দক্ষগৃহে দাক্ষায়ণী হইয়া জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছিলে, সেইপ্রকারে আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ কর, এই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমাদের অন্য অভিলাষ নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অন্তর্যামিনী অম্বিকা কহিতে লাগিলেন, দ্বাপরযুগান্তে তোমাদের মনোরথপূরণের কোন উপায় দেখিতেছি না। যে হেতুক, শম্ভুর বাসনাবাধ্য হইয়া আমি প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, স্ত্রীরূপে তাঁহাকে সহচরী করিয়া পুরুষরূপে আমি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার প্রিয় সহচর হইব। আমার গলদেশে যে মুণ্ডমালা শ্রেণীবদ্ধ দেখিতেছ, ইহাই অবতার কালে বনমালা হইবেক। আমার ভীষণাকৃতি সে সময়ে সৌম্যরূপে প্রতিফলিত হইবে। তখন আমার ত্রিনয়ন ও চতুর্ভুজ বিলুপ্ত হইয়া দ্বিনয়ন ও দ্বিভুজ ধারণ হইবেক। কালিকালাঞ্ছন লুপ্ত হইয়া বিষ্ণুচিহ্নে মদীয় শরীর চিহ্নিত ও সুশোভিত হইবেক। তখন আমি, নবীন জলদের ন্যায় দিব্য কান্তি ধারণ করিব।

এই প্রকারে তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়া ভগবতী তিরোহিত হইলেন; এবং তাঁহারা দেবীবাক্যে বিশ্বস্ত ও তপনিরত হইয়া প্রহৃষ্ট মনে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। সেই প্রজাপতি কশ্যপ, পৃথিবীতে বসুদেব নামে এবং তদীয় প্রিয় যুবতী অদিতি, দ্বিধা মূর্ত্তিতে দেবকী ও রোহিণী নামে সংসারে সমাখ্যাত হইলেন। সেই দেবকী উগ্রসেনের নন্দিনী এবং দুরাচার কংশের ভগিনী।

অনন্তর বসুদেব, শরচ্চন্দ্রের ন্যায় দিব্যকান্তি দেবকী ও রোহিণীর যথাবিধি পাণিগ্রহণ করেন। ভগিনীর প্রতি

স্নেহপ্রবণ হইয়া ভ্রাতা কংশ, দেবকীর শুভবিবাহে মাঙ্গলিক মহোৎসব সমাহিত করেন। বিবাহোৎসব সমাহিত হইলে, বরকন্যা উভয়ে রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে অশরীরসমুৎপন্না এইপ্রকার আকাশবাণী সমুচ্চারিত হইল যে, ইহার অষ্টমগর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেক, হে রাজন্! তাহার হস্তে তোমার মৃত্যু অবশ্যই সংঘটন হইবেক।

দুর্ম্মতি কংশ, এপ্রকার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রোশাবেষে তৎক্ষণাৎ অসি ধারণপূর্ব্বক ভগিনীর শিরশ্ছেদনে প্রধাবিত হইল! (তখন) মহামতি বসুদেব তাহাকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আমি অঙ্গীকার করিতেছি, ইহার গর্ভে যে সমুদয় সন্তান সন্ততি সমুদ্ভূত হইবেক; জাতমাত্রেই তোমার করে সমর্পণ করিব।

(তখন) দুরাচার কংশ, বসুদেববাক্যে বিশ্বাস করিয়া কতিপয় রক্ষককে দেবকীরক্ষণে নিযুক্ত করিয়া তাহার শিরচ্ছেদবাসনা হইতে বিনিবৃত্ত হইল। (গমন সময়ে) রক্ষকদিগকে বারম্বার আদেশ করিতে লাগিল, যে, যে সময়ে দেবকী সন্তান প্রসব করিবে, তোমরা সত্বর সেসময়ে আমাকে সংবাদ প্রদান করিবে। বিশেষতঃ অষ্টমগর্ভ সমুৎপন্ন হইলে তোমরা যে সময়ে আমাকে সংবাদ প্রদান করিবে, অমনি সগর্ভা ভগিনীকে আমি কৃতান্তসদনে প্রেরণ করিব। এইপ্রকারে রক্ষকদিগকে আদেশ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত নির্ব্বিঘ্নহৃদয়ে স্বভবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(এ দিকে) রক্ষকগণ, রাজাজ্ঞানুসারে দেবকীগর্ভে যখন যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সেই সংবাদ রাজার কর্ণপথে আনয়ন করে এবং পাপাশয় কংশও জাতমাত্রেই শিশুদিগকে শিলাতলে সম্প্রহারপূর্ব্বক সংহার করিতে থাকে। এইরূপে ষষ্ঠগর্ভসম্ভূত সন্তানকে বিনাশ করিয়া সপ্তম গর্ব্ভলক্ষণ লক্ষিত হইলে, অসুররাজ রক্ষকদিগকে সবিশেষ সাবধান হইতে আদেশ করিল।

তখন জগৎপতি প্রজাপতি, সময় বিবেচনা করিয়া সমস্ত ত্রিদশদিগের সহিত মন্ত্রণা অবধারণ করত কৈলাসে কৈলাসনাথের নিকটে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দেব দেব মহাদেব ও মহাদেবীকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের চরণতলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে ত্রিলোকপালনি জননি! তুমি দেবকীগর্ভে পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরুষরূপে পৃথিবীর ভারবহন করিবে, স্বীকৃত আছ। এক্ষণে দুষ্টমতি নরপতি কংশ সেই দেবকীর সদ্যপ্রসূত শিশুসন্তানদিগকে শিলার উপরে প্রক্ষেপ করিয়া বিনাশ করিতেছে। পূর্ব্বকালে দেবকীবিবাহ সময়ে আকাশ হইতে এইপ্রকার আকাশবাণী সমুচ্চারিত হইয়াছিল, যে ব্যক্তি দেবকীর অষ্টমগর্ভে প্রসূত হইবে, সেই ব্যক্তি দুরাত্মা কংশের প্রাণঘাতী হইবেক। দুর্ব্বৃত্ত কংশ, তদ্বাক্য শ্রবণে সাতিশয় রুষ্ট হইয়া তীক্ষ্ণধার অসিপ্রহারে ভগিনীর মস্তক গ্রহণে অগ্রসর হইল। বসুদেব তখন উপায় না দেখিয়া তাহার নিকটে পত্নীর প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। সেই দুষ্ট, দেবকীর অষ্টম গর্ভপ্রকাশ পাইলে,

নিশ্চয়ই তাহার শিরশ্ছিন্ন করিব ; এইপ্রকার স্বীকার করিয়া আপাততঃ ভগিনীর শিরশ্ছেদ বাসনা হইতে বিনিবৃত্ত হইল। দুর্জ্জয় উগ্রপ্রতাপ কংশ, এইপ্রকার দেবকী গর্ভসম্ভূত ষট্ সন্তান বিনষ্ট করিয়াছে। এখন যদি তুমি তাহার সপ্তম গর্ভে প্রবিষ্ট না হও, তাহা হইলে দেবকীজঠরে তোমার জন্মগ্রহণ কিরূপে হইতে পারে ?

ব্রহ্মার বচনাবসানে ব্রহ্মময়ী কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! দৈববাণী ব্যর্থ হইবার নহে। দেবকীর অষ্টম-গর্ভে নিশ্চয়ই আমার জন্মগ্রহণ হইবেক। এক্ষণে এ বিষ-য়ের উপায় বলিতেছি, তুমি তৎসাধনে সচেষ্টিত হও। বিলম্ব করিও না, সত্বর বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথের নিকট গমন কর। ভগবান্ বিষ্ণু স্বদীয় অংশ হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইবেন, তিনি আমার জ্যেষ্ঠ হইয়া রামনামে বসুদেব-গৃহে প্রাদুর্ভূত হইবেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ আমার নিকটে এইপ্রকার প্রতিশ্রুত আছেন, অতএব এক্ষণে তুমি তাঁহাকে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার জন্য স্মরণ করিয়া দেও। তাহা হইলে, তাঁহার অংশ হইতে বসুদেব-ঔরসে জগৎপতি জগতে প্রকাশিত হইবেন। আমিও স্বকীয় অংশ দ্বারা দ্বিমূর্ত্তি ধারণ করত রোহিণী ও যশোদাগর্ভে প্রবিষ্ট হইব। পঞ্চমাস প্রাপ্ত হইলে, আমি রোহিণীগর্ভ হইতে দেবকীগর্ভে প্রবেশ করিব। সে সময়ে বিষ্ণু তাঁহার গর্ভা-শ্রয়ী থাকিবেন। তিনিও আমার ন্যায় দেবকীগর্ভ হইতে রোহিণী উদরে সমাগমন করিবেন। তাহা হইলেই অষ্টম গর্ভে অনায়াসে আমার জন্মগ্রহণ হইবেক। দুর্ব্বুদ্ধি

কংশ মোহাধীন হইয়া সেই অষ্টম গর্ভ নিরাকরণ করিতে পারিবে না। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণরূপে দেবকীজঠরে জন্মলাভ করিয়া যোগ্যকালে সৈনিকদিগের সহিত সেই দুর্ব্বৃত্তের বধসাধন করিব। যে কালপর্য্যন্ত সেই দুরাচারের প্রারব্ধ কর্ম্ম অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কোনপ্রকার সুকৃতির ক্ষীণতা প্রকাশ না হয়, (১) সে কালপর্য্যন্ত যাহা বিধেয়, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

হে প্রজাপতে! আমি লীলাপ্রভাবে এক সময়েই দেবকী গর্ভে পুরুষরূপে ও যশোদা উদরে স্ত্রীরূপে প্রকাশিত হইলে, দেবকীগর্ভসম্ভূতা মায়াপ্রভাবে পুরুষমূর্ত্তি আমাকে গোকুলে যশোদাক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার স্নেহসঞ্চিত সামগ্রী মদীয় স্ত্রীমূর্ত্তি দেবকীকক্ষে বসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবেক। তখন সেই দুর্জ্জয় অসুর, তাহার নিধনে যত্নবান্ হইবেক। (এবং) আমার সেই দিব্য মূর্ত্তি, সেই দুরাচারের সাক্ষাতেই ঘাতককে এই কথা বলিয়া দ্যুলোকপ্রয়াণ করিবেন যে, তোমার প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষীণ হইবামাত্রে গোকুল হইতে গোকুলচন্দ্র আসিয়া তোমাকে সংহার করিবেন।

দেবী প্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কমলাসন কমলাপতির নিকটে উপনীত হইলেন এবং দেবী যে প্রকার আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে তাহার যথা বদ্ব্‌ত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও স্বীকৃত হইয়া অবনীতে অবতীর্ণ হইতে চলিলেন; ভগ-

(১) পাপানুষ্ঠানে সুকৃতির নাশ ও দুষ্কৃতির সঞ্চার হইয়া লোককে কৃতকর্ম্মের ফল ভাগী করিয়া থাকে।

বতী জগদ্ধাত্রীও দুই মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভূভার হরণে যত্ন-বতী হইয়া রোহিণী ও যশোদাগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চমমাস উপস্থিত হইলে, ভগবতী রোহিণীগর্ভ হইতে দেবকীগর্ভে ভগবানের নিকটে উপনীত হইলেন। তখন বসুদেব ভয়ভীত হইয়া গোকুলে নন্দভবনে রোহিণীকে রাখিয়া আসিলেন। সেখানে রোহিণীগর্ভ হইতে সুল-ক্ষণসম্পন্ন, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, গৌরকান্তি বলরাম ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এ দিকে দেবী, দেবকীগর্ভ হইতে পরম পুরুষ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত অর্দ্ধরাত্রে তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এবং ঘনতর মেঘরবে পরিপূর্ণ। সে সময়ে রক্ষকগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সুন্দর সুষুপ্তি সুখে গাঢ়মগ্ন। সেই সদ্যজাত শিশুসন্তান, নবীন জলদের ন্যায় দিব্যকান্তি, তাঁহার অঙ্গে বনমালা বিভূষিত, শ্রীবৎস মণি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃপ্রদেশ সবিশেষ সমুদ্ভাসিত; তাঁহার নয়ন-দ্বয় মনোরম ও সমুজ্বলিত। তিনি দ্বিভুজ, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং স্বকীয় দীপ্তি প্রভাবে তিনি সবিশেষ প্রদীপ্ত।

দেবকী, সেই নবকুমারের মনোমুগ্ধকর মোহনমূর্ত্তি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া অন্তঃকরণে অবধারণ পূর্ব্বক সরোদনে এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে সুলোচন! তুমি কে? কেনই বা এই হত-ভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ? তুমি কি জান না? যে

আমার বৈরী সহোদর বর্ত্তমান্ আছেন? আমার গর্ভে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আমার ভ্রাতা কংশ তখনই বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহা কি তুমি অবগত নহ? এখনই সেই দুরাচার কংশ তোমার জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমাকে শোকহস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তোমার বধসাধন করিবেক।

তদনন্তর, সেই সদ্যোজাত শিশু, জননীর এপ্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অমৃত বচন সিঞ্চন দ্বারা দুঃখার্ত্তা জননীকে পরিসান্ত্বিত ও প্রীত করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; হে মাতঃ! তুমি ভয়ভীত হইও না। এই ত্রিলোক-মধ্যে আমার হন্তা কেহই নাই। আমার সুর, অসুর, বা নর, কাহারও হস্তে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা নাই। আমি জগতের আদিভূতা মহাবিদ্যা এবং পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের সংহারকারিণী। এক্ষণে আমি, দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি শম্ভুর আদেশ-বশে মায়াপ্রভাবে উত্তম পুরুষমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তোমাদের দুইজনের (বসুদেব ও দেবকীর) জন্মান্তরীণ তপস্যাতে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। (তখন) দেবকী কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার অমৃতায়মান বচন শ্রবণে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে অনুরোধ করি মহাদেবীর মূর্ত্তি আমাদিগকে প্রদর্শন কর। কমললোচন কৃষ্ণ, জননীর কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শববাহনা কৃষ্ণা-রূপে [২] রূপান্তরিত হইলেন। দ্বিভূজ অন্তর্হিত হইয়া চতুর্ভূজ প্রকাশিত হইল। দ্বিনেত্র লুপ্ত হইয়া ত্রিনয়না-

(২) কালীমূর্ত্তিতে।

রূপ ধারণ করিলেন। ভীষণ লোল জিহ্বা বিকাশিত হইল। তাঁহার শিরপ্রদেশ হইতে শিরোরুহসকল পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত হইল। মস্তকে দিব্য কিরীট শোভা পাইতে লাগিল। গলদেশে বিরাজিত বনমালা, মুণ্ডমালা রূপে রূপান্তরিত হইল।

(তখন) দেবকী, (বালকের) সেই ভীষণ মূর্ত্তি কালীকে দর্শন করিয়া ত্বরান্বিত হইয়া বসুদেবসন্নিধানে উপনীত হইলেন। দেবকীবাক্যে বসুদেব, তৎক্ষণাৎ সেখানে আগমন ও স্বচক্ষে সেই দিব্য মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন, হে মায়ারূপি, হে বালদেহ! আমরা বহুজন্মার্জ্জিত তপস্যাপুঞ্জদ্বারা আপনার আরাধনা করিয়াছিলাম, সেই কারণে সৌভাগ্যক্রমে তোমার অনুগ্রহে অনন্যদুর্ল্লভ এই যোগীজনস্পৃহণীয় মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, এক্ষণে সবিশেষ অনুরোধ যে, কালিকারূপ প্রদর্শন করিয়া যে রূপ আমাদের জন্ম সফল করিয়াছ, বাসনা করি, তোমার দশভূজধারিণী অন্য মূর্ত্তি আমাকে প্রদর্শন কর। বলিতে কি, প্রকাশমান কোটী শশাঙ্কের ন্যায় আভাবিশিষ্ট সেই সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন বিষয়ে আমার বিশেষ অনুরাগ আছে।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, বসুদেব অনুরোধে বাসুদেব, তৎক্ষণাৎ সেইরূপ পরিহার করিয়া দশভূজা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বসুদেব সেই অপরূপ রূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে এইপ্রকার স্তব করিতে লাগিলেন

হে জননি! তুমি অনাদি, অর্থাৎ তোমার আদি কেহই নাই। তুমি পরমা বিদ্যা; তুমি অতি সূক্ষ্মাত্মিকা। তুমি চিন্ময় এবং স্বয় পূর্ণব্রহ্ম। তোমার জনক কেহই নাই। তুমি বিশ্বসংসার পালন কর, তুমি বিশ্বের বনিতা, বিশ্বের আশ্রয়রূপা, এবং বিশ্বব্যাপিনী। হে বিশ্বেশি! তোমা ব্যতিরেকে বিশ্বসংসারে আর কেহই নাই। আমি তোমাকে নমস্কার করি। তোমা হইতে চতুরানন, পঞ্চানন ও পরমাত্মা নারায়ণ সৃষ্ট হইয়াছে। তুমি পিনাক্‌ধারী রুদ্রকে স্বয়ং ভীমরূপিণী হইয়াও ভীষণ সৃষ্টিসংহারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ। তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনে নিযুক্ত রাখিয়াছ। তুমি সকলের প্রধান এবং নিত্য বিরাজিত আছ। হে জগদ্বন্দিতে ব্রহ্মময়ি! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি সূক্ষ্ম, তুমি প্রধান প্রকৃতি; এবং নিরাকৃতি হইলেও স্থূলরূপে জগদ্ব্যাপিনী হইয়া আছ। তুমি সতত স্ত্রীরূপিণী হইলেও তোমার স্ত্রী, পুং, ও ক্লীবদেহের বিভিন্নতা নাই। এই কারণেই সংসারে তোমাকে সকলে জগতের জননী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। হে ব্রহ্মময়ি! যাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্র-গণ বিশেষ অবগত নহেন এবং যাঁহার তত্ত্ব ব্রহ্মাদিরও দুর্গম্য; অতি সামান্য বুদ্ধি আমি কিরূপে তাঁহাকে অব-গত হইতে ও তাঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হইতে পারি? হে দেবারাধ্যে, হে বিশ্বমোহিনি, হে গৌরি! হে মায়া-পুরুষরূপধারিণি! কৃষ্ণরূপি তোমাকে নমস্কার করি।

এই প্রকারে তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে দেবী দশ-

ভূজা ক্ষণকালের মধ্যে কমললোচন কৃষ্ণমূর্ত্তিতে প্রত্যক্ষ গোচর হইলেন। বসুদেব, বনমালাধারী সেই সুকুমার বালমূর্ত্তি, দর্শনে সন্দর্শন করিয়া, পুনর্ব্বার প্রাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! আমার সকল সন্তানকেই জাতমাত্রেই মহাবল দুর্জ্জয় কংশ শিলার উপরি ঊর্দ্ধ হইতে প্রক্ষেপ করিয়া সংহার করিয়া থাকে। হে জগৎপতে! যে কাল পর্য্যন্ত পুরপ্রহরীগণ, জাগরিত না হয়, তাবৎ তাহার উপায় কল্পনা কর।

কৃষ্ণস্বরূপিণী কৃষ্ণা, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দযশোদার পূর্ব্বজন্মান্তরীণ তপস্যার বিষয় স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন; হে তাত! এক্ষণে অতি দুরাত্মা মদীয় মাতুল ভয় হইতে অব্যাহতি পাইবার এই একমাত্র উপায় আছে, আমার নিকটে তাহা শ্রবণ কর।

অষ্টমী তিথি অতীত হইলে পর, আমার অন্য এক মূর্ত্তি গোকুলে যশোদা—জঠরে জন্মলাভ করিবেন। আমার মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইয়া যশোদা নিদ্রাচ্ছন্ন থাকিবেন, সুতরাং কমললোচনা গৌরাঙ্গী সেই মূর্ত্তিকে জানিতে পারিবেন না। তুমি, ত্বরান্বিত হইয়া তাঁহার নিকটে আমাকে রক্ষা করিয়া সেই মূর্ত্তি এখানে আনয়ন করিবে এবং আমার এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ঘোষণা করিবে। সেই দুষ্ট মাতুল যে সময়ে তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য শিলোপরি ঊর্দ্ধ হইতে রোষাবেশে নিক্ষেপ করিবে, সেই সময়ে সেই মূর্ত্তি দেবকার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বর্গলোকে গমন করিবেন। (এদিকে) আমি

কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থান করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন করত সেই (মাতুল) দুরাচারকে বিনষ্ট করিব।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, বসুদেব বাসুদেবের মুখ হইতে এ প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অঙ্কে আরোপণ করিয়া গোকুলাভিমুখে গমন করিলেন। সেসময়ে ভগবানের দুরবগাহ মায়ায় বিমোহিত হইয়া কেহই চৈতন্যলাভ করে নাই; সুতরাং ইহার গূঢ় অভিপ্রায় কেহই অবগত হইতে পারে নাই। গমন সময়ে বসুদেব অতি দুঃখিত হইয়া স্বকীয় দীপ্তিপ্রভাবে দীপ্তিমান্ পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন; হা বৎস! অতি পাতকী আমার গৃহে তুমি কি জন্য আবির্ভূত হইয়াছ! আমি কি করিয়া তোমাকে গোকুলে রক্ষা করিয়া আসি? এবং কিরূপেই বা তোমার বিহনে পুরপ্রবেশ করি? নিশ্চয়ই বলিতেছি, আমি গৃহে প্রতিগমন করিব না। এইপ্রকারে বহুবিধ বিলাপ করিয়া নয়নজলে নন্দনের শরীর অভিষিক্ত করত কৃষ্ণ-প্রসাদে অবলীলাক্রমে যমুনাপারে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অতর্কিতভাবে নন্দভবনে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, যশোদা এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছেন। তিনি সখীদিগের সহিত নিদ্রার কঠোর শাসনে অবস্থিতি প্রযুক্ত স্বকীয় গর্ভসম্ভূতা তনয়াকে জানিতে পারেন নাই। (সুতরাং) বসুদেব, সেইখানে নন্দনকে রক্ষা করিয়া তাঁহার কন্যারত্ন ক্রোড়ে করত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

তখন দেবী, মনোরম, তেজঃপুঞ্জ দ্বারা প্রদীপ্ত ও দশভুজ দ্বারা সুশোভিত হইয়া বসুদেবকক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বলোকের একমাত্র জননী ব্রহ্মস্বরূপিণী অবগত হইয়া বসুদেব আনন্দে পরিপূর্ণাত্ম হইলেন এবং দেবকীর নিকটে সেই কন্যা সমর্পণপূর্ব্বক রক্ষকদিগের নিকট কন্যা জন্মিয়াছেন বলিয়া, ঘোষণা করিলেন। তদ্বাক্য শ্রবণে, রক্ষকগণ সত্বরগমনে রাজসন্নিধানে নিবেদন করিল, মহারাজ! দেবকীর সপ্তম গর্ভে এক দিব্য কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাপাশয় কংশ, তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের প্রতি এই আদেশ বিধান করিলেন, যে সত্বর সেই সূতা এখানে আনয়ন কর, আমি বিবেচনা করিয়া তাহার বধ সাধন করিব।

কংশের আদেশক্রমে তাহারা সেই কন্যা আনয়নপূর্ব্বক রাজকরে সমর্পণ করিল। পাপাচার কংশ, সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্ত্যকারিণী বালিকামূর্ত্তি সেই ভগবতীকে জানিতে পারিল না। সুতরাং বামহস্তের দৃঢ়মুষ্টি দ্বারা নিধন বাসনায় গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে পাষাণের ন্যায় সুদৃঢ় বিবেচনা করিয়া পাষাণের উপরিভাগে ঊর্দ্ধ হইতে নিপাতকরণাভিলাষে নিক্ষেপ করিল।

তদনন্তর, দেবী ভগবতী আকাশমার্গে থাকিয়া স্বকীয় তেজঃপুঞ্জপ্রভাবে প্রদীপ্ত ও সিংহপৃষ্ঠোপরি আসীন হইয়া সেই পাপচেতা কংশকে এই কথা বলিলেন, রে দুরাত্মন্! আমি তোমারই উচ্ছেদ বাসনায় বসুদেব ঔরসে স্ব মা-প্রভাবে পুরুষদেহ ধারণ করিয়া স্বকীয় অংশ হইতে গোকুলে

গোপরাজ নন্দভবনে অবস্থান করিতেছি। ভগবতী এই কথা বলিয়া সেই দুর্ম্মতি দুরাশয়ের সাক্ষাতেই দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য সিংহবাহনে আরোহণ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

একপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পূতনা ও তৃণাবর্ত্ত বধ।

অনন্তর প্রভাত সময়ে গোপরাজ নন্দ, পুত্রোদ্ভব আনন্দ হেতুক মহোৎসবে মগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গাভী সহস্র সম্প্রদান করিলেন। দিব্য বসন, ও বহুল ধনসকল বিতরণ করিয়া রাজকরপ্রদানমানসে সত্বরগমনে মথুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কংশ, মন্ত্রীদিগের সহিত মন্ত্রণার্থ গোকুলে বালঘাতিনী পূতনাকে প্রেরণ করেন। পূতনাও রাজাজ্ঞানুসারে চারু রূপ ধারণ করিয়া গোকুলে প্রবেশপূর্ব্বক নন্দভবনে উপনীত হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ, তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া এ সুন্দরী ললনা কে! এবং কোথা হইতেই বা এখানে আইল, জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া তাহার নিকটে গমন করিতে লাগিল এবং মনে মনে এই তর্ক ও অনুমান করিতে লাগিল, এই রমণী কি দেবরাজ-প্রেয়সী শচী?

স্বা কামবনিতা রতি, নন্দনন্দনদর্শনার্থে এখানে সমুপাগত হইয়াছেন।

(এদিকে) শ্রীকৃষ্ণ, তাহাকে মায়াবিনী রাক্ষসী অবগত হইয়া লোচনদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে অবস্থিত থাকিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। সেই ক্রুরা নিশাচরী, সৌম্যমূর্ত্তি পর্য্যঙ্কস্থ শিশুকে, মূর্ত্তিমান্ অনলের ন্যায় অবলোকন করিয়া শান্তবাক্যে যশোদাকে বলিতে লাগিল, হে সখি! যশোদে! আমি, শতজন্মাৰ্জ্জিত তোমার ভাগ্যকে বহুফলপ্রদাতা বলিয়া মানি। যে হেতুক তোমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুকুমার তনয় লাভ হইয়াছে। আমি অদ্য শ্যাম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তোমার সন্তানকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলাম। আহা! তোমার সুন্দর সন্তান চিরজীবী হউক।

রাক্ষসী এই প্রকার স্নেহসম্বন্ধীয় সুললিত বাক্য প্রয়োগ করিয়া যশোদাকে অঙ্কে একবার সন্তান প্রদান করিতে বলিল। যশোদা তদ্বাক্য শ্রবণে তাহার ক্রোড়ে সুত সমর্পণ করিলেন। রাক্ষসীও অবসর পাইয়া সন্তানের মুখ মধ্যে বিষমিশ্রিত স্তন্য ক্ষেপ করিল।

তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ক্রুর রাক্ষসী পূতনা বলিয়া জানিতে পারিয়া ওষ্ঠদ্বারা তদীয় স্তন পেষণ পূর্ব্বক একেবারে তাহার প্রাণের সহিত পয়ঃপান করিলেন। তদনন্তর সেই রাক্ষসী, সুন্দর রূপ পরিহার পূর্ব্বক ভীমরূপ ধারণ করত "ছাড় ছাড়" এই কথা বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তখন, ভীমবদনা পূতনা, পৃথিবীকে প্রপীড়িত করিয়া গোকুল

আচ্ছন্ন করত মহাচলের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। (তদ্দর্শনে) কৃষ্ণ, তাহার বক্ষঃপ্রদেশে বিকটবদনা মুণ্ডমালাধারিণী কালী মূর্ত্তিতে বিরাজিত হইলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে সেই রাক্ষসীর রক্ত পান করিয়া পুনর্ব্বার বালদেহ ধারণ করিলেন। সকল ব্রজবাসীগণ, তাহা দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং নন্দসুতকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেন। (তখন) যশোদা, আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রকে ক্রোড়ে স্থাপন করত ঔষধিসলিলসংযোগে তাঁহার স্নানবিধি সমাধা করিয়া তদীয় মুখাম্ভোজে স্তন্য দান করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে নন্দরাজ, দুরাচার কংশকে করপ্রদান করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং স্বীয় বালকের কার্য্য অবগত হইয়া নানাবিধ উপচারে দেবীপূজা সম্পন্ন করিলেন। (এ দিকে) কংশ, পুতনানিধন শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের কার্য্যকে আপনার আসন্ন মৃত্যু বলিয়া অঙ্গীকার করিল। তদনন্তর গোকুলবিরাজী শ্রীকৃষ্ণকে অপহরণপূর্ব্বক আনয়ন করিবার জন্য মহাসুর তৃণাবর্ত্তকে প্রেরণ করিল। আদেশ প্রাপ্তিমাত্রে তৃণাবর্ত্ত গোকুলে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন প্রদেশস্থ শ্রীকৃষ্ণকে বাহুদণ্ড দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া গগণমার্গে উত্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ, তাহার অঙ্কে অবস্থান করিয়া ভীমরূপিণী কালীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। মহাজলদের ন্যায় তাঁহার উৎকট নিনাদ নিনাদিত হইতে লাগিল। ব্যাঘ্রাজিন তাঁহার কটীদেশে বিলম্বিত হইল। তাঁহার উৎকট নাদ শ্রবণে সেই অসুর চমকিত

ও মোহিত হইল, এবং শৈল, উপবন ও কাননসহ পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া ধরাপৃষ্ঠে অঙ্গ পাতন করিল। তখন কালী, তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহাকে আঘাত করিয়া তাহাকে ছিন্ন শিরা করিলেন এবং পুনর্ব্বার বালক দেহ ধারণ করিয়া তদীয় বক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন। (এ দিকে) যে সময়ে যশোদা সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, সে সময়ে মহাদ্রিসদৃশ ছিন্নশির শোণিতপ্রভ অসুরকে নিহত দেখিয়া বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং পুত্রকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে তৃণাবর্ত্তের বক্ষবিহারী শ্যামসুন্দরের সুপ্রসন্ন হাস্যমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া "বৎস! বৎস!" এই কথা বলিয়া স্নেহভরে তাঁহাকে অঙ্কে ধারণ করিলেন।

তখন নন্দ, সেই খানে উপনীত হইয়া ঘোররূপী, শোণিতাক্ত ও ভূপৃষ্ঠে পতিত অসুরকে তদবস্থ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিপাতিত করিয়াছেন বলিয়া, সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। দেবী ভগবতী এই প্রকার মায়া-প্রভাবে পুরুষ দেহ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। নন্দ যশোদার পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফল প্রদানজন্য বালভাবে গোকুলে তাঁহার বাল্য লীলা হইতে লাগিল।

এ দিকে ভগবান্ শম্ভু নিজাংশ হইতে বৃকভানু গৃহে বৃকভানুনন্দিনী রাধিকা নামে প্রাদুর্ভূত হইলেন। গোপশ্রেষ্ঠ আয়ান, তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক বিবাহ করিলেও শম্ভুর ইচ্ছানুসারে তাঁহার (আয়ানের) ক্লীবত্ব সংঘটন হইল। সেই রাধিকা প্রতিদিন কমললোচন কৃষ্ণের নিকট গমন

করিয়া প্রণয়-বশে তাঁহাকে পরম সমাদরে অঙ্কে উপবেশন করাইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। এদিকে কংশ; মহাসুর তৃণাবর্ত্ত-বিনাশবার্ত্তা শ্রবণে বিমর্ষ হইয়া নন্দনন্দন-নিপাতবাসনায় দিবানিশি চিন্তা করিতে থাকিল। ওদিকে রোহিণীনন্দন বলরাম অপ্রমেয়-অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত পরমানন্দমনে ক্রীড়া করিতে লাগিল। সুচারুমুখপঙ্কজ, কুমারের ন্যায় রূপসম্পন্ন শ্রীদাম ও বসুদামক তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। গোকুলে তাঁহাদের সহিত সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া গোকুলচন্দ্র রাধিকা সহিত রমণ করিবার জন্য বাসনা করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

জৈমিনী, বেদব্যাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে মুনে! বালক-দেহধারিণী দেবী, দেবকী-গর্ব্ভে আবির্ভূত হইয়া কি কারণে গোকুলে নন্দগোপভবনে বাস করিতে লাগিলেন? যিনি গোকুলে নন্দ গোপরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি কে? এবং যে যশোদা তাঁহার প্রেয়সী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সেই যশোদাই বা কে? তাঁহারা পূর্ব্বে এরূপ কি তপস্যা করিয়া ছিলেন, যাহাতে মহেশ্বরী তাঁহাদের গৃহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। শ্যামাই বা কি কারণে শ্যামসুন্দর বালক দেহ ধারণ করিয়াও নিজাংশ হইতে যশোদাগর্ব্ভে আশ্রয় করেন? দেবী ভগবতী জন্মগ্রহণ করিয়াই অন্যত্রে নীত হইলেন, কেন? তাঁহার জননী কেনই বা তাঁহাকে না দেখিলেন, বা তাঁহাকে জানিতে না পারিলেন? তিনি যেমনি উৎপন্ন হইলেন,

আবার কামনানুসারে তৎক্ষণাৎ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন কেন? হে বিচক্ষণ মুনে! আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন কর।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমার প্রার্থনানুরূপ সবিস্তর বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে, প্রজাপতি দক্ষ প্রাণসমা কন্যা সতীর অদর্শনে কাতর হইয়া তাঁহাকে প্রধান প্রকৃতি অবগত হইয়া অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি, কঠোর তপস্যাবলে পরাৎপরা আদ্যাশক্তিকে কন্যারূপে লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু মদীয় দুর্ভাগ্য নিবন্ধন মোহ প্রযুক্ত শিবনিন্দাকারণে আমি সেই কন্যারত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। এক্ষণে, যাহাতে সেই দেবী আমা হইতে উদ্ভূত হন তদনুরূপ তপস্যার্থ যত্নবান্ হইব। অন্তঃকরণে এই প্রকার অবধারণ করিয়া হিমালয়ের সুন্দর প্রস্থদেশে গমন পূর্ব্বক শতবর্ষ পর্য্যন্ত জগদম্বিকার আরাধনা করিলেন।

তদীয় প্রণয়ার্দ্ধহারিণী প্রসূতিও যথাভক্তি বহুদিন পর্য্যন্ত পরমেশ্বরীর প্রীতিসাধন করিয়াছিলেন। পরে, পরমেশ্বরী তাঁহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের দৃষ্টিগোচরে উপনীত হইয়া কহিলেন, তোমরা কি কামনায় তপশ্চর্য্যা করিতেছ? তোমাদের প্রার্থনা কি, বল। পরমেশ্বরীর বাক্যে প্রজাপতি কহিতে লাগিলেন, হে জননি! যদি আমাদের প্রতি তোমার কৃপা হইয়া থাকে তবে

আমাদের গৃহে তোমার উৎপত্তি হউক; এই আমাদে কামনা ও তপস্যার প্রয়োজন। প্রসূতি কহিতে লাগিলেন, হে শিবে! তোমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়া আমি প্রতি-পালন করিব, ইহাই আমার মনোঽভিলাষ।

দেবী কহিতে লাগিলেন, হে প্রজাপতে! আমি দ্বাপ-রান্তে ধরাতলে তোমা হইতে দেহধারণ করিয়া তোমারই নন্দিনী হইব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি, তোমার গৃহে কন্যারূপে আবির্ভূত হইব কিন্তু চিরস্থায়িনী হইব না। আমি, পূর্ব্বকালীন যজ্ঞারম্ভে তোমার দুষ্কর চরিত শিব-নিন্দা স্মরণ করিয়া দেবকার্য্যের ছলনায় দ্রুতবেগে দেব লোকে গমন করিব। তদনন্তর প্রসূতিকে কহিতে লাগি-লেন, হে মাতঃ! তোমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবেক ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি, অদিতি ও কশ্যপকে বর দান করিয়াছি যে দ্বাপরযুগান্তে তাঁহাদের পুত্র হইয়া তাঁহাদের গৃহে প্রাদুর্ভূত হইব। আমি নিশ্চয়ই তোমার গৃহে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়া বশিষ্ঠকে তপস্যার ফল প্রদানের জন্য লীলাক্রমে অন্তর্হিত হইব।

সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণস্বরূপিণী সেই ভগবতী এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই দক্ষ নন্দ নামে সংসারে সুপ্রথিত ও তদীয় প্রণয়িনী প্রসূতি যশোদা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই কারণেই দেবী, যশোদার গর্ভ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া জন্মমাত্রেই স্বর্গে গমন করিলেন। তিনি, দেবকী-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও মধুর বৃন্দাবনে কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

জৈমিনী কহিতে লাগিলেন, হে মহর্ষে! তুমি সংক্ষেপে কৃষ্ণরূপিণী দেবীর চরিত বর্ণন করিলে, যে প্রকারে রাধানাথ গোকুলে রাধা সমভিব্যাহারে বিহার করিয়াছিলেন, যে প্রকারে তিনি বহুবিধ পৃথিবীর ভারবাহীদিগকে রণে নিপাতিত করিয়াছিলেন, যে প্রকারে তিনি কি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কুরুক্ষেত্রে বা ছলক্রমে অন্যত্র, সকল বৃষ্ণিদিগের সহিত ভূমিভার হরণ করিয়াছিলেন; এবং যে প্রকারে তিনি শেষে পৃথ্বীকে নিরুপদ্রবা করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গ লোকে গমন করিয়াছিলেন; আমি, অনুরোধ করিতেছি, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক আমার নিকটে বর্ণন কর।

বেদব্যাস কহিতে লাগিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শৈশব সময়ে গোপবালকদিগের সহিত নির্জ্জনে বাল্যলীলা ও সময়ে ধেনুকাদি অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন। কালীয় দমন দ্বারা আপনার প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক রাধিকার সহিত রম্য বৃন্দাবনে বিহার করিতে লাগিলেন। ভৈরবীর অংশসম্ভূতা গোপিকাগণের সহিত আপনার লাবণ্য বর্দ্ধন করিয়া পুংদেহধারী কৃষ্ণ, প্রমোদ করিতে লাগিলেন।

দিবস সময়ে মধুর বৃন্দাবনে গোরক্ষণ-ছলনায় বেণু নিঃস্বন দ্বারা গোপিকাদিগের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লীলাক্রমে গোপিনীদিগের মধ্য হইতে রাধাকে প্রধান মহিষী কল্পনা করিয়া আমোদ প্রমোদ

করিতে লাগিলেন। কোন সময়ে গোপিকাগণ, বিবিধ বনপুষ্পদ্বারা মাল্য বিরচন করিয়া অতি হৃষ্টমনে কৃষ্ণাঙ্গে পরিধান করাইয়া স্থিরদৃষ্টে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের প্রদত্ত মালা অঙ্গে ধারণ করিয়া হাস্যমুখে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন এবং তাঁহাদের সুপ্রসন্ন মুখপদ্ম স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন। কখন বা দিব্য সিংহাসনের উপরি আসীন হইয়া আপনার বাম-অঙ্কে পরম সুন্দরী রাধিকাকে প্রণয়-বশে উপবেশন করাইতেন; শশীকোটীর ন্যায় তাঁহার মুখাম্ভোজ আপনার পরিধেয় বসন দ্বারা মার্জ্জন করিতেন এবং কামব্যাকুল হইয়া কখন বা তাঁহার বদনে প্রণয়-চিহ্ন-স্বরূপ চুম্বন করিতেন। যদুনন্দন, এইরূপে যমুনা তীরে, কখন বা জলমধ্যে গোপিকাদিগের সহিত কেলি করিতে লাগিলেন। (কেবল দিবসে নয়) রাত্রিকালেও কৌতুকপূর্ব্বক বেণু বাদন দ্বারা গোপিনীদিগের মনোহরণ করিয়া কাননে আনয়ন পূর্ব্বক রমণ করিতে থাকিলেন। এই প্রকারে রাধার সহিত বিহার করিয়া রাধাপতি, আনন্দে পরিপূর্ণ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি, এক সময়ে শরৎকালের নিশিযোগে বিহার বাসনায় বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। সেই বৃন্দাবন, মল্লিকা, জাতি, চম্পক প্রভৃতি কসুমসমূহে সুশোভিত। সেখানে মন্দ-মন্দ-বাহী মধুর বায়ু প্রবাহিত। মধুমত্ত মধুপগণ, মধুরস্বরে সেখানে সতত গুঞ্জন করে। কামার্ত্তান্তঃকরণ কোকিল ও ক্রৌঞ্চদল সেখানে কূজন

করিয়া থাকে। সেই রম্য বিপিনে মনোহর সরোবর সকল বিরাজিত আছে। সেই সরোবরসকল, কহ্লার কুমুদ ও পঙ্কজ প্রভৃতি জলপুষ্পে সমাকীর্ণ।

এতাদৃশ শোভন সময়ে অতি নির্ম্মল শশাঙ্ক গগণে উদিত হইলেন। বিশ্ব সংসার তদ্দর্শনে হাস্য করিতে লাগিল এবং কামিনীগণের অন্তঃকরণ শিথিল হইয়া পড়িল (২)। এই প্রকার অরণ্যের নিরতিশয় শোভা সন্দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বেণু বাদন করিতে লাগিলেন। অমনি, সেই শব্দে সুন্দরী গোপনারীগণ, সেই খানে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য কর্ষিতচিত্ত গোপবালাগণ, তখন গৃহকর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

গোপিনীগণের মধ্যে পরমাসুন্দরী রাধিকা সকলের অগ্রে উপনীত হইলেন। তিনি সাক্ষাৎ শম্ভু হইলেও মায়া প্রভাবে আত্মতত্ত্ব গোপন রাখিয়াছেন। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ, তাহাদিগের সকলকে উপস্থিত দেখিয়া মহাবিহারের উদ্যোগ করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি পৃথক্ দেহ ধারণ করিয়া সকল গোপিগণকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক রতিপতিকে পরাস্ত করিয়া পরম কৌতুকে রতিক্রিয়া করিতে লাগিলেন। নবীন জলদের ন্যায় দিব্যমূর্ত্তি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, অষ্ট মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেন। সকল মূর্ত্তিতেই হাস্য, আনন্দ ও কামের লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইতে থাকিল।

রাধিকা তদ্দর্শনে ক্ষণমধ্যে অষ্টমূর্ত্তিতে প্রকাশিত

২। চন্দ্রদর্শনে বিরহিণীগণের চিত্তচাঞ্চল্য হইয়া থাকে।

হইলেন। সকল মূর্ত্তিতেই সহস্র চন্দ্রের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকিল এবং সকল মূর্ত্তিই কামে বিহ্বল হইলেন। এইপ্রকার অষ্ঠমূর্ত্তি রাধিকার সহিত অষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়া ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন এবং অন্তরীক্ষে থাকিয়া রাসকেলি করিতে লাগিলেন। ছলপ্রভাবে অন্য গোপীনী-গণকে পরিত্যাগ করিলেন।

কমলেক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ, স্বকীয় বাহুদ্বারা রাধিকার বাহু, স্বকীয় মুখ দ্বারা রাধিকার মুখ ও কর দ্বারা অন্যবিধ স্থরত ব্যপারে বিনিমন হইলেন। কৌতুকান্বিত হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রেয়সীর পরিধেয় বসন হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরমানন্দ মনে পূর্ণব্রহ্ম, লীলাবাধ্য হইয়া বহু-ক্ষণ পর্য্যন্ত রমণ করিতে লাগিলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। ভেরী, মৃদঙ্গ, ও তুমুল তূর্য্যনিনাদ নিনাদিত হইতে থাকিল। (এদিকে) রাধা-কৃষ্ণ, এইপ্রকারে গগণে বিহার করিতে থাকিলেন। ও দিকে গোপীনীগণ; সেই রম্য কাননে তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের বিলাপ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকার সহিত পুনর্ব্বার সেই কাননে তাহাদের প্রত্যক্ষ গোচরে আবির্ভূত হইলেন। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের মনোভিলাষ পূরণে যত্নবান্ হইয়া নিজমাহাত্মানুসারে অনেক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ, কাননে কৃষ্ণের ক্রীড়া দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং অন্তরীক্ষ হইতে হর্ষব্যঞ্জক পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে বহুদিবসেই শশাঙ্ক শোভমানা রজনীতে গোপীকাদের সহিত কাননে রাসক্রীড়া করিতেন। শক্তিরূপিণী শ্যামা, স্বয়ং কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া রাধিকারূপিণী শম্ভুর সহিত বস্ত্রাপহরণ প্রভৃতি অন্য প্রকার অনেক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বাল্যকালাবধি কৃষ্ণের অমানুষী লীলা দর্শণ করিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ কোন কোন সময়ে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতেন, আবার পরক্ষণে তাঁহার মায়াতে মোহিত হইয়া কৃষ্ণরূপিণী দেবীকে পুত্র বাৎসল্যেই প্রতিপালন করিতেন। কৃষ্ণপ্রাণা রাধিকাও ভুবনমোহন কৃষ্ণের অসামান্য রূপলাবণ্যের বশীভূত হইয়া গুরুগঞ্জনা ও লোকলজ্জা এবং ভয় প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; আর নিরন্তর কৃষ্ণেরই রূপলাবণ্য বর্ণনা করিয়া মনোমত কৃষ্ণের সহিত সুরতরঙ্গে বিহার করিতেন। অনন্তর এক দিবস রাখালগণ সঙ্গে রামকৃষ্ণ গোচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে বৃষভ নামক এক মহাসুর, রামকৃষ্ণের প্রাণ সংহার কামনায় গোকুলে হঠাৎ উপস্থিত হইল। সেই রজত পর্ব্বতাকার মহাসুরের ভীষণ বদন দর্শণ করিয়া গো এবং গোবৎস প্রভৃতি পশুগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগেন্দ্র ভয়ে মৃগগণ যেমন প্রাণপণে পলায়ণ করে, সেই দুরাত্মা অসুরের ভয়ে গোকুলবাসীগণ দিক্ বিদিক্ ধাবন করিতে লাগিল।

গোকুলবাসী সকলকে বিশৃঙ্খল ভাবে প্রাণভয়ে পলায়িত দেখিয়া কৃষ্ণ সেই অসুরের প্রতি ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া বৃষভাসুর ততোধিক রোষপরবশ হইয়া

ক্ষুরাগ্র দ্বারায় ধরণীকে খণ্ড বিখণ্ড করত মেঘনিস্বন গভীর গর্জ্জন করিতে থাকিল; তদ্দর্শণে ভূভারহারি কৃষ্ণ, বীরবিক্রমে লম্ফ প্রদান করিয়া সেই বৃষভের শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতেই তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া, কৃষকেরা যেমন তৃণমুষ্টির অবঘাত করে, সেই প্রকারে সেই দুরাত্মাকে শ্রীকৃষ্ণও ভূমিপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। দুরন্ত আঘাতে সেই দুরাত্মা বিকলাঙ্গ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া বিস্ফারিত ও ঘূর্ণিত নয়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ভয়ভীত রাখালগণ তদ্দর্শণে বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ভয়মুক্ত হইয়া সকলেই হৃষ্টচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিল।

ইতি ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

কংস নারদ সংবাদ।

একদা মুনিসত্তম নারদ, ত্রিতন্ত্রী বীণাতে তান সংযোগে হরি গুণানুকীর্ত্তণ করিতে করিতে বিমানপথে কংস মহারাজের সভাস্থলীতে উপস্থিত হইলেন, সেই সর্ব্ব সুহৃত সাধুতম মহর্ষিকে দর্শন করিয়া কংস রাজা রাজসিংহাসন হইতে সত্বরে অবতরণ করিয়া অভ্যর্থণা করিলেন। ভৃত্যা-

নিত রত্নরঞ্জিত আসন আপনি হস্তদ্বারা লইয়া মুনিবরকে বসাইলেন ; অনন্তর দণ্ডের ন্যায় অষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। কংসরাজের স্বাগত জিজ্ঞাসায়, নারদ উত্তরদান করিয়া বলিলেন নরনাথ! তোমার সহিত গূঢ় কথা কহিতে হইবে। সেই বাক্য শ্রবণে কংসরাজা চমকিত হইয়া মুনিবরকে অগ্রে অগ্রে লইয়া মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রগৃহ মধ্যে উভয়েই যথাযোগ্য আসনে আসীন হইয়া, মহর্ষি নারদ গুপ্ত বৃত্তান্ত সকল দুষ্টমতি কংসকে বলিতে লাগিলেন।

নারদ কহিলেন, মহারাজ! তোমার হিতার্থে গুহ্যতম কথা সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাকে নন্দনন্দন কৃষ্ণ বলিয়া শুনিতেছ, যিনি সম্প্রতি গোকুলে বাস করিতেছেন, যিনি কমল নয়ন, যিনি নবনীরদ শ্যামসুন্দর, এবং যাঁহাকে সখাগণ স্বাভিমত গ্রথিত বন্য পুষ্পের মালাতে বিভূষিত করিয়া স্থিরনয়নে অবলোকন করে, তিনিই দেবকীর অষ্টম গর্ব্ভের সন্তান ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আর যিনি ভীমপরাক্রম রাম, তিনি রোহিণীর গর্ব্ভ সম্ভব সন্তান, তিনিই দেবকীর সপ্তম গর্ব্ভজাত, কেহই না জানিতে পারে এবম্প্রকারে অত্যন্ত গোপন করিয়া এই দুইটী সন্তানকে বসুদেব নন্দের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সুকুমার মহাবাহুদ্বয়ই তোমার তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি মহাসুর সকলকে বিনষ্ট করিয়াছেন। পূর্ব্বে যে কন্যা তোমার হস্ত হইতে অন্তরীক্ষ পথে প্রস্থান করেন, তিনিই নন্দরাজের তনয়া, কেবল তোমাকে প্রতারিত করিবার নিমিত্তে বসুদেব

কর্ত্তৃক সমানিতা হইয়াছিল। নারদ মুখে নিগূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া দুরাসয় কংস ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। এবং তৎক্ষণাৎ চর্ম্মকোষ হইতে শানিত খড়্গ নিষ্কাসিত করিয়া বসুদেবের সহিত দেবকীকে ছেদন করিতে সমুদ্যত হইল। সেই সময় ঋষিসত্তম নারদই পুনর্ব্বার বহুবিধ প্রবোধ বাক্যে সেই কোপান্বিত কংসরাজাকে কতক শান্ত করিয়া ঐ স্ত্রী বধাদি কার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। অনন্তর ঋষিসত্তম নিজাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। কংস মহীপাল তদবধি সোৎকণ্ঠ হৃদয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। একদা তিনি মন্ত্রীগণের সহিত স্থিরমন্ত্র হইয়া অক্রূরকে ডাকাইয়া বলিলেন, হে ধীমন্! তুমি একবার গোকুলে গমন কর। বসুদেবনন্দন রামকৃষ্ণ, গোপবালকের ছলে গোপরাজ নন্দের গৃহে বাস করিতেছে, সেই বাল্যবীরদ্বয়কে সত্বরেই মথুরা-পুরে আনয়ন করিবে। আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ক্ষণমাত্রও বিলম্বকরিবে না। মল্ল যুদ্ধে বিশারদ চানূর মুষ্টিক প্রভৃতি মল্ল সকল অবশ্যই সেই কুমার বীরদ্বয়কে মল্ল যুদ্ধে সংহার করিতে পারিবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন জৈমিনে! শ্রবণ কর। বৈষ্ণবাগ্র-গণ্য অক্রূর মহাশয়, দুরাত্মা কংসের ঐ প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সত্বরে রথারোহণপূর্ব্বক বিচিত্রপুরী গোকুলের অভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। নিয়মিতকালে নন্দালয়ের অনতিদুরে উপস্থিত হইয়া রথবেগ নিবৃত্ত হইলে, অক্রূর ক্ষিতিতলে অবরোহণ করিলেন। সারথিকে মথুরাভিমুখে রথ সংস্থাপনের অনুমতি করিয়া রামকৃষ্ণের দর্শন লালষায়

অক্রূর আনন্দমনে পদব্রজেই সেই ব্রজরাজ পথে গমন করিতে লাগিলেন, এবং গমনকালে এক একবার মনে করিতে লাগিলেন, আমি দুরাত্মা কংসের দূত, পাপিষ্ঠের প্রেরিত ব্যক্তিকে বৃন্দাবন বিহারি হরি কি দর্শণ দিয়া কৃতার্থ করিবেন। বোধ হয় করিবেন না? আবার ভাবিতে লাগিলেন, কেনই বা করিবেন না? তিনি তো অন্তর্যামী সকল ব্যক্তিরই অন্তর্গত ভাব তাঁহার দৃষ্টিপথে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, অতএব আমার মনোবৃত্তি কদাচই কৃষ্ণের অবিদিত নহে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে অক্রূর গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ভক্ত বৎসল কৃষ্ণ, ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিতে বলদেবকে বলিলেন, দাদা! চল আমরা জননীর নিকট হইতে গোষ্ঠ বিহারের সজ্জা করিয়া আসি। এই বলিয়া উভয়েই সত্বর জননীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। মৃদু মধুর হাস্য করিতে করিতে কৃষ্ণ বলিলেন, জননি! আমরা আজ গোচারণে গমন করিবনা, কিন্তু গৃহাঙ্গনেই সেই মত ক্রীড়া করিব। আমাদিকে গোষ্ঠবিহারের সজ্জা করিয়া দাও। কৃষ্ণের সুমধুর বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া যশোদা ও রোহিণী উভয়ে সমধিক সন্তুষ্ট হইলেন; অন্যান্য দিবস যেরূপ সজ্জিত করিতেন, সে দিবস আপনারা দেখিতে পাইব, এই বিবেচনা করিয়া অধিকতর যত্ন সহকারে রামকৃষ্ণকে সমধিক সুসজ্জীভূত করিলেন। রামকৃষ্ণের রূপ সহজেই ত্রিলোক রঞ্জন, তদুপরি আবার বিবিধ রত্নাভরণ অলকাবলীতে বিভূষিত বদনমণ্ডল, মস্তকে মণিরঞ্জিত বিচিত্রচূড়া, রামের নীল বসন ও কৃষ্ণের পীত বসন, কটিতটে

বিচিত্র ধড়া ও তদুপরি কিঙ্কিনীজাল, চরণে রতনময় নূপুর হায়! কি অপূর্ব্ব শোভা, অন্তরীক্ষে উপস্থিত অমরগণ সেই শোভা দর্শন করিয়া স্বীয় স্বীয় জন্মের সফলতা এবং কতই কৃতার্থতা স্বীকার করিতে লাগিলেন। যশোদা রোহিণীকে সাধুবাদ প্রদান করিয়া তাঁহাদের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণকে যদিও সর্ব্বদা দেখিতেন, তথাপি সে সময়ে সুসজ্জীভূত দেখিয়া যশোদা রোহিণী আনন্দে অধীরা ও মুগ্ধ প্রায় হইলেন। এই সময়েই রামকৃষ্ণ বহিরাঙ্গনে আসিয়া যে স্থানে নব নব গোবৎস সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, স্বীয় স্বীয় বৎসকে নিরীক্ষণ করত ধেনু সকল চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছে, তন্মধ্যেই উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন ভ্রাত! ঐ দেখ জননীদ্বয় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আসিয়া মধ্যম দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। পুত্র বাৎসল্যে বাধিত হইয়া আমাদের রূপ হইতে অক্ষি-যুগলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যেও যাইতে পারেন না; আবার কোন অপরিচিত জনসমাগমের শঙ্কাতে বহিরঙ্গনেও আসিতে পারেন না। অতএব আসুন, বিপিন বিহারের ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিরূপ দেখাইয়া জননীদ্বয়ের জন্ম সফল করা যাউক; এই বলিয়া উভয়ে পরিমিলিত হইয়া ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান হইলেন। এই সময়ে অক্রূর আসিয়া নন্দের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই, রামকৃষ্ণের ঐরূপ রূপ দর্শন করিয়া প্রথমত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, মনে করিতে লাগিলেন হায়! একি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি? জন্মাবধি এমন রূপ কখনই দর্শন করি নাই একি মনু-

য্যই নাকি? বিবিধ রাগরঞ্জিত বিচিত্র পুত্তলিকা, ঈষৎ ঈষৎ দোলায়িতভাব দর্শন করিয়া মনে করিলেন যে, এই রামকৃষ্ণ ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। নতুবা প্রাকৃত দেহের ঈদৃশরূপ ঘটনা কখনই হয় না। এই ভাবিয়া দ্রুতপদে গমন করত রামকৃষ্ণের চরণাগ্র ভূমিতে প্রনতভাবে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে রামকৃষ্ণ ঈষৎ লজ্জিত ভাবে সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কেগো আপনি? কেনই বা এ প্রকারে প্রণত হইলেন? গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, সেই ভক্তচূড়ামণি অক্রূরের হস্ত ধারণ করিয়া প্রেমসম্ভাষণে ক্ষিতিতল হইতে উত্থিত করিলেন। অক্রূর গাত্রোত্থান করিয়া নিজাগমনের কারণ এবং কংসের মন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অক্রূরের নিবেদন।

অক্রূর বলিলেন দয়াময়! আপনাদের দুই জনকে মধুপুরী লইয়া যাইতে দুষ্টাত্মা কংস আমাকে প্রেরণ করিয়াছে। মন্ত্রীদের সহিত সেই দুষ্টমতি পরামর্শ করিরাছে যে, তোমাদের দুইজনকে মল্লযুদ্ধ দ্বারা নিপাত করিবে। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তোমরা বিশ্বাধার, তোমাদিগে জয় করে এমন কেহই নাই। কেবল (দুরাচার কংস প্রভৃতি ভূভার হরণের নিমিত্তে) নিজ লীলাক্রমে পুংদেহ ধারণ করিয়া মায়াময় মনুষ্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া নন্দের এবং যশোদার ভাগ্যাতিশয় বশত তাঁহাদের পূর্ব্ব জন্মীয় তপস্যার সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিবার জন্য পুত্রছল অবলম্বন

করিয়া কংস দুরাশয়ের এতদিন অজ্ঞাত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিশোর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, এবং কংসেরও বিদিত হইয়াছেন, তবে আর কালবিলম্বের প্রয়োজনকি? মধুপুরী গমন করিয়া দুরাচার কংস প্রভৃতির বিনাশ করুন। আমিও আপনাদের অনুগ্রহে প্রভুকার্য্য সমাধা করিয়া সেই দুর্বৃত্তের নিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করি।

রামকৃষ্ণের মথুরা গমনোদ্যোগ।

বেদব্যাস বলিলেন, জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। অক্রূর কর্ত্তৃক ঐ প্রকার অভিহিত হইয়া স্বকীয় মাতা পিতা যে বসুদেব দেবকী তাঁহাদের যন্ত্রণা মনে করিয়া রামকৃষ্ণ ক্ষণকাল যেন বিহ্বলচেতারন্যায় হইলেন তাঁহাদের প্রেমাশ্রুজলে হৃদয়বেশ সবিশেষ অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। আবার গোপবৃন্দকে গোপন করিবার নিমিত্তে তৎক্ষণ মাত্রেই সম্বরণ করিলেন। গোপরাজকে বলিলেন পিতঃ! কংসমহীপতি আমাদের দুই ভ্রাতাকে তাঁহার সভাতে লইয়া যাইতে রথ প্রেরণ করিয়াছেন, কল্য প্রভাতে স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া রাজদর্শন করিতে গমনের অভিলাষ হইতেছে; অতএব স্বজন সকলকে অনুমতি করুন কতগুলি উপঢৌকন দধি ঘৃত ছেনক নবনীত প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। এই কথা শুনিয়া গোপরাজের হৃৎপিণ্ড একবার কম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কি জন্য কম্পিত হইল তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না, মনে করিলেন ইহাতো আমার পরম আহ্লাদের বিষয় আমার অপূর্ব্ব

পুত্রনিধি এই রামকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইব; তথায় সভ্যগণ আমার তনয়দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া যখন সন্তুষ্ট হইবেন, তখন আমার কতই সৌভাগ্য ও আনন্দ পরিবর্দ্ধিত জ্ঞান হইবে। গোপশ্রেষ্ঠ নন্দ, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া উপনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপবৃন্দকে ঐ আনন্দসূচক সংবাদ প্রদান করিলেন, এবং তথায় রাজসমীপে উপঢৌকন প্রদানার্থ ভৃত্যগণকে দধি ও ঘৃতাদি আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে নন্দপত্নী যশোদা, সদ্যোজাত ঘৃত ও নবনীত লইয়া কৃষ্ণাগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, এই সময়ে নন্দরাজ তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপরাজ! আমার কৃষ্ণ কোথায়? তাহাতে নন্দরাজ অমনি চমকিত হইয়া ভ্রুভঙ্গী করত উত্তর করিলেন, অনেকক্ষণ হইল আমি রাম কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করি নাই, এজন্য অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের তথ্যানুসন্ধান করিতে তোমার নিকট আসিয়াছি। এই বলিয়া স্বকীয় কটিদেশে হস্তার্পণ করত চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। নন্দের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী কহিলেন, গোপনাথ! রাম কৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া এইমাত্র এখানে ক্রীড়া কৌতুক করিতে ছিল; তবে তাহারা কোথায় গেল?—বোধ হয় অন্য কোথাও (বাহিরে) না গিয়া থাকিবে? গোপগোপিনীর এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এই কালে [illegible]

হইতে বহির্গত হইয়া সহাস্যবদনা রোহিণী তথায় উপস্থিত হওত যশোমতীর সেই বাক্যের পোষকতা করিলেন। অতঃপর রোহিণী ও যশোদা কিঞ্চিৎ অবহিতকর্ণা হইয়া অস্পাস্প নূপুরধ্বনি শ্রবণ করত রাম কৃষ্ণের আগমন জানিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষান্তর হইতে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর গোপপ্রধান নন্দসমীপে উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে নন্দরাজ আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ মনে তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর পিতৃদর্শনে প্রফুল্লমনা কৃষ্ণ, বেগভরে দুই হস্তে পিতার গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া বক্ষঃস্থলে পড়িলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ গম্ভীরস্বভাব বলদেব, ধীরে ধীরে পিতৃপার্শ্বে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন গোপরাজ অমনি বাৎসল্যরসে আর্দ্র হইয়া দুই হস্ত বিস্তার করত বলদেবের কটি ধারণ পূর্ব্বক সস্নেহে মুখ চুম্বন করিয়া নিজ উরূপরি উপবেশন করাইলেন। পরে যশোদা ও রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, শুভে! অতঃপর তোমরা একটী সংবাদ শ্রবণ কর। অদ্য মথুরাধিপতি কংসরাজের নিকট হইতে রথ লইয়া রাম কৃষ্ণকে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রধান পাত্র অক্রূর এখানে আসিয়াছেন; অতএব কল্য প্রভাতে আমি সমস্ত গোপবৃন্দে পরিবৃত হওত রাম কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মধুপুরী গমন করিব। মহারাজ কংসের রাজসম্মানরক্ষার্থ উপঢৌকন প্রদান-জন্য ভৃত্যগণকে অদ্য প্রচুর পরি-

মার্গে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতাদির আহরণ ও গ্রহণের আদেশ করিয়াছি।

নন্দরাজের এতাদৃশ নিষ্ঠুর বচন আকর্ণন করিয়া যশোদার চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল, তিনি ক্ষণ কাল অবাক্ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, এবং রোহিণী, ভীত ও রোষ-পরবশ হইয়া হস্ত প্রসারণ করত নন্দের ক্রোড়-দেশ হইতে সত্বর রামকে নিজাঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীর ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে যশোদা মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, যদিও পতি পরম পূজনীয় ও সেব্য, যদিও তাঁহার আজ্ঞায় অনাদর প্রদর্শন করা নিতান্ত অন্যায় ও পাপজনক; তথাপি তিনি নিরপরাধে দস্যুর ন্যায় দৌরাত্ম্য করিয়া প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, কেনইবা আমি নিস্তব্ধ থাকিব? এই রাম কৃষ্ণই আমার জীবন, সুতরাং ইহাদের সহিত ক্ষণকাল বিযুক্ত হইলে আমার প্রাণ প্রয়াণ হইবে। আমি ইহাদিগের মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ ব্যতিরেকে জীবন্মৃত জ্ঞান করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সাহসে নির্ভর করত কোপবশে, ঈষৎ কষায়িত সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, গোপনাথ! আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকারিণী ও অধিনী বলিয়া এতদ্রূপে আমার প্রাণ বিনাশ করাই ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কি শ্রেয়ঃ? হে স্বামিন্! আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনি কদাচ আর ও কথার উত্থা-পন বা প্রস্তাব করিবেন না; তাহা হইলে আজ্ঞা প্রতি-পালন করা দূরে থাকুক, কেবল লোক-বিগর্হিত কার্য্যই

আমা হইতে সংঘটিত হইবেক। আর অধিক কি কহিব, আমি ব্যাকুলহৃদয় হইয়া আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে গোচারণ, তাহাতেও সকল দিবস উহাদিগকে পাঠাইতে সম্মত হইতে পারি না। আর ইহাও জানিবেন, যে আমার প্রাণাধিক রাম কৃষ্ণ, শ্রীদামাদি রাখাল-শিশুগণেরও প্রিয়তম সখা; সুতরাং গোচারণার্থে গোষ্ঠে গমনকালে তাহারা যখন আমার নিকটে আসিয়া কহে, হে মাতঃ যশোমতি! তোমাদের রাম কৃষ্ণকে আমাদের সহিত গোচারণে প্রেরণ কর, আমরা আজ দূর বনে গমন না করিয়া পুরীর সন্নিকটস্থ কাননপ্রদেশে ক্রীড়া ও গোচারণ করিব। তখন আমি তাহাদের বাক্যানুসারে এক এক দিন উহাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত মনঃসংযত করত পাগলিনীর ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। অতএব যখন এত সন্নিহিত প্রদেশে প্রেরণ করিয়াও সুস্থ এবং স্থির থাকিতে পারি নাই, তখন আপনি কি রূপে তাহাদিগকে বহু যোজনবিস্তৃত পথ সেই মধুপুরী লইয়া যাইবেন। এই রূপ বলিতে বলিতেই রাণীর নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল, এবং তিনি কৃষ্ণকে নন্দগোপ হইতে গ্রহণ করিবার অভিলাষে হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিলেন, তখন গোপেশ্বর আস্তে ব্যস্তে নিজাঙ্ক হইতে নন্দনকে যশোদার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

কিয়ৎপরিমাণে যশোমতীর সুস্থভাব অবলোকন

করিয়া উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় গোপপতি নন্দ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, যশোদে! গোপাল যে তোমার প্রাণ-পুত্তলিকা, নয়নের মণি, কণ্ঠের ভূষণ ও অঞ্চলের নিধি, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তবে যে কারণে আমি ঐরূপ কথা কহিলাম, তাহার আমূলক বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাত্মা অক্রুর এখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমার রাম কৃষ্ণের সহিত যে কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা আমি অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অনন্যমনা হওয়াতে কিছুই শ্রবণ করি নাই। পরন্তু কিয়ৎকাল পরে প্রাণাধিক রামকৃষ্ণ আমার নিকট ত্রস্তভাবে উপস্থিত হইয়া গদগদ স্বরে ও বিনীতভাবে কহিল, হে পিতঃ! মধুপুরী হইতে মহাত্মা অক্রুর, মহারাজ কংশের আদেশক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত রথ ও নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, আমরা তথাকার সেই রাজগৃহে আহূত হইয়াছি। অতএব আপনি শীঘ্র স্বজনগণে পরিবৃত হওত রাজসম্মান প্রদানার্থ দধি দুগ্ধাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া কল্য প্রভাতেই সেই আহূত স্থানের উদ্দেশে গমনোদ্যোগ করুন। হে যশোদে! কুমারেরা আহ্লাদসহকারে এই কথা কহিলে, আমি স্নেহবশে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ আমিও সঙ্গে গমন করিব বলিয়া উহাদের অদর্শনজনিত দুঃখের ভাবই আমার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। অপিচ, কুমারেরা রাজসভায় পরিচিত ও সম্মানিত

হইবে এই বিবেচনায় মনের উল্লাসে তখন বিহ্বল হইয়াছিলাম, সুতরাং পুনর্ব্বার ভাল মন্দ কিছুই চিন্তা করিতে পারি নাই। কিশোর রাম কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনে তোমার যে কি পর্য্যন্ত অসহ্য অন্তর্ব্বেদনা উপস্থিত হইবে, তাহা মনে করিয়া এখন আমারও মর্ম্মান্তিক পীড়া বোধ হইতেছে। অতএব শুভে! আমি উহাতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলাম। এখন তুমি তোমার গোপালকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা কর, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর গোপিনী যশোদা, কৃষ্ণের চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে? আমরা তোমা বিহনে কি রূপে জীবন ধারণ করিব? বৎস! তুমি আমার অন্ধের নয়ন, বৃদ্ধের অবলম্বন, রোগীর ঔষধ, নির্ধনের ধন ও মৃত ব্যক্তির জীবন স্বরূপ। তোমা ব্যতিরেকে সংসার অসার ও অন্ধকার বোধ করিব, এবং তিলার্দ্ধও সুস্থহৃদয়ে থাকিতে পারিব না। অতএব তুমি এখন অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, জননি! আপনি আমাকে আর ঐ রূপ নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। আমার একান্ত অভিলাষ যে, আমি পিতৃদেবের সহিত স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গমন করত মহারাজ কংশের সহিত পরিচিত হই। অতএব তাহাতে আপনার কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। আপনি আমাকে অবাধে তথায় যাইতে অনু-মতি করুন; নতুবা আমি আর আপনাকে জননী বলিয়া

সম্বোধন করিব না, এবং আপনার প্রদত্ত ক্ষীর সর ও নবনীতাদি কিছুই গ্রহণ করিব না, এই বলিয়া বাল-সুলভ (বাল্যোচিত) চপল কোপ প্রকাশ করত যশোদার ক্রোড়দেশ হইতে বেগে ভূম্যবলুণ্ঠিত (ভূপতিত) হইয়া রোদন ও তাঁহার অঞ্চলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বাল্যচপলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ-রাণী, কৃষ্ণের রোরুদ্যমান ও বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া দশ দিক্ শূন্য বোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার সান্ত্বনা করিবার জন্য অঙ্কে ধারণ কবিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করত নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে গমনে নিবৃত্তমনন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্তু কৃষ্ণ যেন অবাধ্য শিশুর ন্যায় কিছুতেই সে কথা শুনিলেন না। বরং জননীর অঙ্কে থাকিয়া স্মিতবদনে কহিলেন, মাতঃ! তুমি যেমন আমাকে মধুপুরী যাইতে অনুমতি দিলে না, তেমনি আমি আর তোমার স্তনপান করিব না, এই বলিয়া নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল আর্দ্র করিতে লাগি-লেন। তখন স্নেহপ্রবণ যশোদা, কুমারের ঐকান্তিক বাসনা দর্শনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। আকুলহৃদয়া যশোদার এতাদৃশ অপত্য-স্নেহ সন্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেবতারা সকলে চমৎকৃত হইয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, অহো! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মায়াতে বিমোহিত হইয়া আছে, তিনি যে এই সামান্য গোপরমণী যশোদাকে মুগ্ধ করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অতঃপর পুত্র-বিয়োগভীতা যশোদা, রোরুদ্যমানা, সমদুঃখিনী রোহিণীর নিকট হইতে বলদেবকে নিজাঙ্কে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করত সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস বলভদ্র! এখন বিদেশ গমনে তোমার কি অভিমত হয়, তাহা প্রকাশ কর। তখন জননীর এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া রাম সুললিত ও গম্ভীরস্বরে কৃষ্ণের মতেরই পোষকতা করিলেন, এবং কহিলেন মাতঃ! কিছু দিনের নিমিত্ত আমাদের দূর-দেশ গমন জন্য আপনারা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। প্রবল অরাতি কর্ত্তৃক আমাদের জীবনের কোন আশঙ্কা করিবেন না, কারণ আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা ত্রিভুবনের অজেয়। অতএব চিন্তা দূর করুন, আপনাদের ভীত হইবার কোন কারণই এখন দেখি না। এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করত বলরাম কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাম ও কৃষ্ণের বাক্যানুসারে যদিও যশোদা অনেক আশ্বস্তা হইয়াছিলেন; তথাপি পুত্রের অদর্শন-জনিত দুঃখ অদূরবর্ত্তি জানিয়া শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ভাবি দুঃখের আশঙ্কায় স্বভাবতঃই পূর্ব্বে অনেক প্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শন হয়। কৃষ্ণমাতা যশোদাও সেজন্য মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে চকিত ও পুলকিত হইলেন ও এবং এতাদৃশ অবস্থার কারণ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং সন্দিগ্ধমনা হইয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস বলভদ্র! তোমরা অদ্যইত মধু-

পুরী হইতে প্রত্যাগমন করিবে? তখন কৃষ্ণ অমনি তাহাতে প্রত্যুত্তর করিলেন, জননি! তাহাও কি কখন সম্ভব হইতে পারে? আমাদের প্রত্যাগমনে তিন দিবসমাত্র বিলম্ব হইবে। এই দিবসত্রয় অতীত হই-লেই আপনি আমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, সে জন্য আপনি আর উদ্বিগ্ন হইবেন না। দেখুন, এই জগতীতলে সর্ব্বত্রই গমনাগমন দ্বারা আপন সন্তান সন্ততিরা সাহসী, পরাক্রমী ও সুবিখ্যাত হয়, ইহা সকল পিতা মাতারই অভিপ্রেত, এবং তাহাতেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করেন। অতএব মাতঃ! এই সকল জানিয়া শুনিয়াও আপনি কি নিমিত্ত এত আকুল হইতেছেন?

অনন্তর যশোদা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া হইলেও ঈষৎ অবজ্ঞা-সূচক হাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু বাছা! যদি তুমি আমার ন্যায় কাহারও জননী হইতে, তাহা হইলে পুত্রের অদর্শনজনিত দুঃখও অনুভব করিতে পারিতে। বৎস! আমি অপত্যকামনায় ব্রতধারী হওত বহু ক্লেশে শঙ্কর শঙ্করীর আরাধনা করিয়া পুত্ররূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বাছা! তুমি আমার কণ্ঠহারের নীলকান্ত মণি ও গৃহের সর্ব্বস্বধন। তোমা ব্যতিরেকে আমি জগতের সকল ধনসম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। সংসার যতই কেন সুখময় হউক না,

আমি তোমা ব্যতিরেকে তাহা অসার ও ক্লেশকর বোধ করি। তোমা অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ধনসম্পত্তি আমার ধন বলিয়াই বিবেচনা হয় না, এবং আমি তোমা ব্যতিরেকে সে ধন সম্পত্তির লালসা বা আকিঞ্চন করি না। আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভিক্ষোপজীবী অতিথিগণের ন্যায় দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করত অবলীলাক্রমে দিন যাপন দ্বারা পরম সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তোমার তিলমাত্রও অদর্শন আমার নিতান্তই অসহ্য হইয়া থাকে। পলকমাত্র তোমাকে না দেখিতে পাইয়া যখন জগৎ শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হয়, তখন (এই) দিবসত্রয় তোমা ব্যতিরেকে কি আমি সচেতন থাকিতে পারিব? যাহা হউক, মধুপুরী গমনে তোমার ঐকান্তিক বাসনা জানিয়া আর তাহার বিপরীতে কোন কথাই কহিব না বটে, কিন্তু বৎস! তথাকার সেই বিচিত্র নগরীর সৌন্দর্য্য দর্শনে ও নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া যেন এই দুঃখিনী জননীকে বিস্মৃত হইয়া থাকিও না, এখন আমার কেবল এইমাত্র অনুরোধ। এই বলিয়া নন্দরাণী সজলনয়নে নিরস্ত হইলেন। পরে রাম উত্থান করিলে কৃষ্ণ, সত্বর যশোদার সুকোমল অঙ্কে উপবেশন করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, মাতঃ! আমাকে নবনীত দাও, এই বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত হস্ত বিস্তার করিলেন। তখন যশোদা পরমানন্দে পার্শ্বস্থ পাত্র হইতে ক্ষীর সর ও নবনীত লইয়া অতি যত্ন ও আদর-

পূর্ব্বক কুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন। নন্দনন্দন কৃষ্ণ তখন অঞ্জলিপূর্ণ খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া সবেগে উত্থান করিলেন, এবং যেন বালচপলতাবশতঃ পরমানন্দে ইতস্ততঃ গমন করত কতক ভক্ষণ ও কতকবা ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া অপচয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আনন্দমনা যশোদা রোহিণীকে কহিলেন, ভগিনি! আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামকেত উদরপূর্ণ করিয়া নবনীত দিয়াছ? রোহিণী, ইঙ্গিত সহকারে হাঁ বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করত যশোদাকে সঙ্কেতবাক্যে আরও কিছু প্রদান করিতে বলিলেন। তখন যশোদা তাহা বুঝিতে পারিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে রামকে নিকটে ডাকিলেন, এবং নানা প্রকারে আদর করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিত স্বকীয় ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া অতি যত্নের সহিত ক্ষীর সর ও নবনীত প্রদান করিতে লাগিলে, রামও জননী যশোদার ক্রোড়ে থাকিয়া আনন্দমনে দুই হস্তে উহা গ্রহণ করত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর (ভোজনান্তে) কৃষ্ণ, রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতঃপর কোন্ কোন্ রাখাল শিশু আমাদিগের সহিত মধুপুরী গমন করিতে বাসনা করে? চল, এখন আমরা তাহারই তথ্যানুসন্ধানে গমন করি, এই বলিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলে, রাম কহিলেন, কৃষ্ণ! আইস, আমরা দুই ভ্রাতায় দুই পথে গমন করি, তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে সমস্ত রাখাল-বালকগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া উভয়ে শ্রীদামাদি

গোপ-কিশোরগণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তখন গোপিনী—প্রধানা যশোদা ও রোহিণী উভয়ে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃতা হইলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন না করাতে সে দিবস বালকেরা কেহই আর গোচারণে গমন করে নাই, সকলেই নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থিত ছিল। এই সময়ে কৃষ্ণ সহসা বংশীধ্বনি করাতে শিশুগণ সকলেই উহা কৃষ্ণের বংশীস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিল; এবং ত্রস্ত ও আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব জননীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মাতঃ! রাখালরাজ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ক্ষণকালও থাকিতে পারিনা; ঐ তাঁহার বংশীর ধ্বনি শোনা যাইতেছে—আমরা চলিলাম। এই বলিয়া কেহ সত্বর প্রস্থান করিল। কেহ বা বেশ ভূষা করিতে আরম্ভ করিল। জননীকর্ত্তৃক চূড়া ধড়াদি দ্বারা কাহারও বা বেশ ভূষা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা অস্থির হইয়া গৃহ হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় গমন করিতে লাগিল। এই রূপে রাখাল-বালকেরা অনেকেই কৃষ্ণের নিকট সত্বর উপনীত হইল। অন্যদিকে বলরাম স্বকীয় শৃঙ্গ বেণুর রব করিলে, সেই নিনাদ শ্রবণে অপর শিশুগণ আহ্বান জানিয়া ঐরূপে শব্দানুসারে একে একে সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয় দল পরিমিলিত হইয়া ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। মনোমত ক্রীড়া করিতে করিতে পরিক্লান্ত হইয়া

পড়িলে, সকলেই রামকৃষ্ণকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া তথায় উপবেশন করিল। অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, হে সহচরবৃন্দ! অদ্য রজনী প্রভাতা হইলে আমরা ভ্রাতৃদ্বয়ে মধুপুরী প্রস্থান করিব; পিতা নন্দ ও পিতৃব্য উপনন্দ প্রভৃতি অনেকেই আমাদের সমভিব্যাহারে গমন করিবেন। অতএব হে সখাগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমাদিগের সঙ্গে তথায় গমন করিতে সমুৎসুক হইয়া থাক, তবে রাত্রিশেষে ব্রজরাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিবে।

রাখাল বালকেরা কৃষ্ণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া প্রায় সকলেই তাঁহাদের সহিত তথায় যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল; তৎশ্রবণে অপর কতকগুলিন নিতান্ত শিশু তাহারাও পরমাহ্লাদ সহকারে ঐ রূপ মত প্রকাশ করত কৃষ্ণের আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যবদনে ও সুমধুর সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, হে রাখাল-শিশুগণ! তোমরা নিতান্ত শিশু ও দুগ্ধপোষ্য, জননীর স্তনপান ব্যতিরেকে বোধ হয় তোমাদের ক্লেশ হওয়া সম্ভব, অতএব তোমরা এখন তথায় গমনে নিবৃত্তমনা হও; এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। অতঃপর শিশুগণ তাঁহার বাক্যানুসারে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণের অদর্শনে তাহারা কিরূপে ব্রজপুরে বিচরণ করিবে এই চিন্তায় তাহাদের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। অন্তর্যামী কৃষ্ণ তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া,

ভক্তের বাসনা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন যে, ত্বৎপ্রভাবে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রেই কৃষ্ণদর্শন করিতে লাগিল, এবং তাহাতে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া মনের সুখে ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। তাহাদের আর কিছুমাত্রও দুঃখ রহিল না। অনন্তর রাম কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করত সকলকে স্ব স্ব জননীর নিকট যাইতে অনুমতি করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন শ্রীদামাদি গোপ-বালকসকল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ যেমন আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব ও প্রিয়তম সখা, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপিকাগণেরও ততোধিক প্রিয়তম; অতএব তিনি, তাঁহাদের সহিত অদ্য অবশ্যই সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সকলেই তখন নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিল।

এদিকে দিবাকর ক্রমে ক্রমে স্বকীয় খরতর কিরণ-জাল আকুঞ্চিত করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। এই সময়ে চিন্তামণি কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অদ্য শ্রীরাধিকার সহিত একবার সাক্ষাৎ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাকালে কি রূপেই বা তথায় গমন করি? আমার মথুরাগমনবৃত্তান্ত বোধ হয় তিনি এত ক্ষণ অবগত হইয়াছেন, অথবা অবিলম্বেই হইতে পারেন। যাহা হউক, এই সম্বাদ শ্রবণে তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত

হইবে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমি জগৎকে মোহিত করি বলিয়া লোকে আমাকেই জগন্মোহন কহিয়া থাকে, কিন্তু তিনি আবার আমারই মনোমোহিনী; অতএব মদ্বিরহব্যাকুলা সেই বৃকভানু-রাজ-দুহিতাকে যে আশ্বাসিত করি, এখন আমার আর এতাদৃশ কোন বাক্যই নাই; সুতরাং এই অত্যল্পকালমাত্র দর্শন দিয়া সেই বিয়োগভীতা শ্রীমতীর ভাবি বিরহানলকে প্রজ্বলিত করত সদ্যই কেন তাঁহার সুস্থির ও প্রেমময় চিত্তকে দগ্ধ করিব? অতএব তাঁহাকে উদ্দেশেই আলিঙ্গন ও তাঁহার সহবাসসুখ অনুভব করি, যেহেতু তদ্ব্যতীত এখন আর আমার জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই। কৃষ্ণ, বিরসবদনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবা-প্রজ্বলিত দীপশিখার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার উজ্জ্বল নীলকান্তি যেন জ্যোতি বিহীন—মলিন-প্রায় হইয়া গেল। অনন্তর গৃহে প্রবেশ করত ক্ষণ-প্রভার ন্যায় একবার মাত্র জননীকে দর্শন দিয়াই অমনি বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে যশোদা মনে মনে চিন্তা করিলেন, বুঝি গোপাল আজ ক্রীড়া-ক্লান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া তিনিও আর অধিক কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

অতঃপর কৃষ্ণ, শ্রীমতীর বিরহ চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি যদিও কষ্টক্রমে স্বেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, তথাপি শয্যা পর্য্যন্ত গমন করিতে অসমর্থ হইয়া অথর্ব্বের ন্যায় ভুমি শয্যাতেই শয়ন করি-

লেন। ক্রমে চিন্তানলে তাঁহার চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিলে, তিনি কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করত তথায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকস্থ চূড়া ও হস্তস্থ বংশী শিথিল হইয়া ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। প্রস্রবণের ন্যায় নয়ন জল গণ্ডস্থল বহিয়া পতিত হইলে, মেদিনী সিক্ত হইয়া উঠিল; এবং তাহাতে বোধ হইল যেন, পৃথিবীও স্বয়ং তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ঐ রোদনের সহিত যোগ দিতেছেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ এইরূপে কিয়ৎকাল ভূতলশায়ী হইয়া ধূলি-ধূষরিত-শরীরে চিন্তা করিতে করিতে সহসা মনে করিলেন, এ কি! আমি শ্রীরাধিকার চিন্তায় এমনি আকুল হইয়া বাতুলপ্রায় এখানে কি করিতেছি? এত সেই শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যের অলক্ষিত স্থল নিকুঞ্জ-কানন নহে যে, স্বেচ্ছাসুখে যে রূপ অবস্থাতেই কেন হউক না, অনায়াসেই অবস্থান করিতে পারি, যে তাহা কেহই দেখিতেও পাইবে না। এখানে গুরুজনের আগ-মন সম্পূর্ণ সম্ভবকর, তাঁহারা যদি কোনরূপে আমার এই অবস্থা দর্শন করেন, তবে কি মনে করিবেন, অথবা যদি এরূপ অবস্থার কারণও কোনপ্রকারে অবগত হন, তবেত আমাকে তাঁহারা নিতান্তই অপদার্থ জ্ঞান করিবেন, এবং কত কৌশল উদ্ভাবনাদ্বারা একবার যে চিরমানিনী শ্রীরাধিকার কলঙ্কমোচন করিয়াছি, তাঁহাকে আবার আমারই কার্য্যদোষে কি চিরকাল কলঙ্কিনী হইয়া থাকিতে হইবে? যাহা হউক, এখানে আর এ রূপ

অবস্থায় ক্ষণকালও থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই রূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করত চিন্তা ও বিরহানলে একান্ত দগ্ধচিত্ত হইলেও লোকলজ্জাভয়ে বাহ্যে সে সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ অপ্রকাশ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ বেশ ভূষা করিয়া ভূমি হইতে সেই বংশী গ্রহণ করত মোহপ্রাপ্ত মানবের ন্যায় বংশীর প্রতি কহিতে লাগিলেন বংশি! তুমি কি আর তোমার সেই মিষ্ট সপ্তস্বর সংযোগে সেই প্রেমময়ী রাধা নাম গান করিবে না? মানময়ী মানাসনে উপবেশন করিলে, তদ্দৃষ্টে যখন আমি ম্রিয়মাণ হইতাম, তখন যে তুমিই আমাকে নানারাগ সহযোগে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধস্বরূপ সেই রাধা নাম শুনাইয়া সুস্থ করিতে; এখন কি আর সেরূপ করিবে না? যে সহবাস-সুখ আমার সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়, তুমি কি আর ভূয়োভূয়ঃ সেই রাসেশ্বরী রাধিকার নাম উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করিবে না? এই বলিয়া, সেই বংশী ও চূড়া ধড়াদি তথাকার পালঙ্কোপরি নিঃক্ষেপ করত, পূর্ণচন্দ্রাননা শ্রীরাধিকার প্রেমমুখ চিন্তা করিতে করিতে আপনিও তথায় শয়ন করিলেন।

বিশাখার শ্রীমতীর নিকট গমন।

এ দিকে শ্রীমতী রাধা, গতযামিনীর কুঞ্জবিহারের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, যদিও গত

রাত্রির ফুলশয্যা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, যদিও পুষ্পাভরণগুলিন অতি চমৎকার সৌগন্ধ্যযুক্ত ও নয়ন-মন-প্রীতিকর হইয়াছিল, তথাপি তাহা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের সেই পরমসুন্দর নব-নীরদ-শ্যামল-দেহের কোনমতেই উপযুক্ত হয় নাই; অতএব অদ্য সেই অনঙ্গবিজয়ী শ্যামসুন্দরের উপযুক্ত, এক পুষ্পহার আমি গ্রন্থন করিব। এইরূপে বিলাসিনী রাধা যখন একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন চিত্রা নাম্নী তাঁহার এক সহচরী ধীরগমনে তথায় উপস্থিত হইলে, রাধিকা তাহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, সখি চিত্রে! আমিও এইমাত্র তোমায় আহ্বান করিব মনে করিতেছিলাম, আর অমনি তুমিও এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইলে; যদি সকল সময়েই এইরূপ মনোমত ঘটনা সংঘটন হয়, তবে আর চিন্তা কি? তখন চিত্রা কহিল, হে রাজনন্দিনি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ অজ্ঞানান্ধকার দূর করত যোগদৃষ্টিদ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন; ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরও যিনি দুর্লভ, সেই ভগবান্ কৃষ্ণও তোমার শ্রীচরণপ্রার্থী হইয়া নিরন্তর তোমায় চিন্তা করেন—তোমার রূপ ও প্রেম ধ্যান করেন, তাহাতে আমি তোমার দাসীমাত্র, কেবল বোধ হয়, পূর্ব্ব পুণ্যফলে নিরন্তর তোমার শ্রীচরণ সেবা করিতেছি—তোমার চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইয়া আছি। অতএব আমি এখন সহসা ঐ শ্রীচরণপ্রান্তে আসাতে তোমার আর কি অভীষ্ট পূর্ণ হইল? তখন শ্রীমতী কহিলেন হে সহচরি! আমি অদ্য বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও সেবা

করিতে মানস করিয়াছি, এই সময়ে তাহার আয়োজন করা অত্যাবশ্যক; এজন্য তোমাকে আহ্বান করিবার চিন্তা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে তুমি আপনিই সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে। এই নিমিত্তই ঈদৃশ কথা কহিলাম। যাহা হউক, এখন তুমি সত্বর ললিতা ও চম্পকলতা প্রভৃতি সখীগণকে লইয়া আমার সেই তমালকুঞ্জে গমন কর, পরে আমি সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সবিশেষ কথা সেই স্থানেই প্রকাশ করিব। গতরাত্রির সঙ্কেতানুসারে যদিও যথাসময়ে তাহারা তথায় সমুপস্থিত হইবে, তথাপি চল আমরা অগ্রেই গমন করি। নতুবা হয়ত সময়াভাবে আমাদের উপহার সামগ্রীর আহরণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে,—আমরা কখন বা পুষ্প সকল চয়ন করিব, কখনইবা সেই চয়িতপ্রসূন লইয়া হৃদয়বল্লভ মদনমোহন শ্যামের উপযুক্ত মালা গ্রথিত করিব, আর কখনই বা তাঁহার বিশ্রামোচিত কুসুমশয্যা প্রস্তুত করিব? অতএব সখি! চল আমরা শীঘ্র তথায় গমন করি। মৃদুহাস্যবদনা শ্রীমতী পুলকপূর্ণনয়নে, (যাহাতে পার্শ্বগৃহস্থিত ননন্দ কুটিলা সকল কথা শুনিতে পায়, এইরূপ ভাবে) সহচরীর প্রতি তখন আরও কহিতে লাগিলেন যে, চিত্রে! আমার ইষ্টপূজার নিমিত্ত সজ্জিত পুষ্পপাত্র ও ব্যবহারমত উপহার—প্রদানার্থ দধি, দুগ্ধ ও ছেনকাদি লইয়া যাইতে যেন বিস্মৃত হইও না; এই বলিয়া বিরত হইলেন। অতঃপর সখী, আদেশানুযায়ি সমস্ত পূজোপহার তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলে, রাজবালা রাধি-

কাও তাহার সহিত কুটিলার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে তিনি আবার উহাকে শুনাইয়া সখীর প্রতি কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি এইমাত্র কহিলে যে, বেলা এখনও অধিক আছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে, অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে করিতেই দিবাকরও অস্তমিত হইবেন; সুতরাং তখনই আমাকে সায়ং সন্ধ্যা ও আহ্নিক পূজাদি করিতে হইবেক, এই বলিতে বলিতেই তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর কুঞ্জে গমনার্থ গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া পথি-মধ্যে শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার সখীকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, দেখ সখি! এবার ননন্দ্ কুটিলা আর আমার বিষয় লইয়া কোপন-স্বভাব আয়ানের নিকট কিছুই অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং করিলেও তিনি তাহা আর শুনি-বেন না। কারণ, পূর্ব্বে ঐ দুষ্টার বাক্যানুসারে আয়ান যখন সন্দিগ্ধমনা হইয়া আমার দোষানুসন্ধান করিতে আইসেন, তখন প্রাণপতি কৃষ্ণের কৌশলে তিনি "পুনঃ পুনঃ তাহার বিপরীত-ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হওত গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হন, এবং পরিশেষে আমার প্রতি আর সন্দেহ না করিয়া বরং উহাদিগকেই মিথ্যাঅভিযোগকারী ও অসত্যবাদী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং আর উহার কোন প্রকার অভিযোগই আমার কৃষ্ণসহবাসের প্রতিকুলাচরণ করিতে পারিবে না; আমি অবলীলাক্রমে যখনই মনে হইবে তখনই সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন ও পূজা করিতে পারিব। যাহা হউক, কৃষ্ণ যে আমাকে

আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহ করেন, তৎপ্রতি আমার আর কোন সন্দেহই নাই, তাঁহার ঐ রূপ প্রণয়ভাব যে কেবল বাহ্যিক ও মৌখিক, তাহা নহে। কারণ, আমি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কলঙ্কমোচন করত সর্ব্বদা আমার সঙ্গলাভে নিমিত্ত এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার এক প্রধান পরিচয় স্থল। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ে যথানির্দ্দিষ্ট সেই তমালকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, চিত্রা, চম্পকলতা ও ললিতাপ্রভৃতি সখীগণ পুষ্প সকল অবচয়ন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে শ্রীমতী হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত কুসুমরাশি চয়ন করিতে করিতে কহিলেন সখি! গত যামিনীর কুসুম-কাণ্ড মনে করিয়া দেখ, সকলই অতি উৎকৃষ্ট ও পরি-পাটী হইয়াছিল, কিন্তু পুষ্পমালা সেরূপ মনোমত হয় নাই। এই হেতু অদ্য আমি স্বয়ং সেই শ্যামসুন্দরের বথোচিত এক মালা গ্রন্থন করিব। অতএব তোমরা কুঞ্জ-কুটীরের ফুলশয্যাদি প্রস্তুত করিতে থাক, আমি এই অব-কাশে ঐ উপকুঞ্জের নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া একমনে মালা গাঁথিতে নিযুক্ত হই; এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অমনি সখিগণ, তথায় পরিপুর্ণ পুষ্পপাত্র লইয়া রাখিয়া আসিলে, রাধিকা স্বয়ং একমনে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে মালা গাথিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, পক্ষী সকল, স্ব স্ব আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল, দিবাপেক্ষা সংসার

কিয়ৎপরিমাণে কোলাহলশূন্য হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিশাচরগণের আনন্দের ক্রম-উদ্রেক হইতে লাগিল, এই সময় হৃদয়প্রফুল্লকর চন্দ্রমা অম্বর-প্রদেশে উদিত হইয়া প্রকৃতিকে যেন অপূর্ব্ব এক সুন্দর বসনে সুসজ্জীভূত করিলেন যে, ক্রমে তমো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকতর শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুলায়স্থ কোকিলাদি বিহঙ্গগণ মধ্যে মধ্যে কুজনধ্বনি সহকারে বনভূমিকে যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। নিশাগমন জানিয়া মধুপানোন্মত্ত অলিদল ঝঙ্কার করত যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিল। নাথসমাগমে প্রফুল্লমনা কুমুদিনী মন্দ মন্দ বায়ুভরে দোদুল্যমান হওত সরোবরাসনে বসিয়া চঞ্চলহাস্যে হাসিতে লাগিলেন যে, তদ্দৃষ্টে গৌরবিণী কমলিনী অমনি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া বিষণ্নবদনে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রাধিকা কুঞ্জকানন হইতে প্রকৃতির এইরূপ সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শন করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! অধুনা আমার কি সুখসচ্ছন্দতাতে দিনযাপন হইতেছে, কান্তসহবাসে আসিবার জন্য আর আমার লোকলাঞ্ছনা ও গুরুগঞ্জনার কোনই আশঙ্কা নাই—এখন অকুতোভয়ে স্বেচ্ছাসুখে তাঁহার চরণারবিন্দ দর্শন করিতে পারি। যাহা হউক, সেই চিরসখাকে দর্শন করিলে, কলঙ্ক বা লোকলাঞ্ছনার আর কিছুই ভয় থাকে না। অহো! সেই কৃষ্ণপ্রেমসুধা যে ব্যক্তি একবার পান করে, সে কি বিমলানন্দই না অনুভব করে, জগৎসংসার তাহার অতি সামান্য বলিয়া জ্ঞান

হয়; সুতরাং এবম্প্রকার সুহৃতের সহবাসে আর কুল-ভয়ের সম্ভাবনা কি?

এই রূপে রাজবালা শ্রীরাধিকা একমনে নানা প্রকার চিন্তা করিয়তছেন, এমন সময়ে ললিতা ও চম্পকলতা তথায় উপস্থিত হইলে দেবী তাহাদিগকে সেই কুঞ্জকুটির যথামত সুসজ্জীভূত হইয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে তাহারা কহিল, দেবি! অদ্য যেরূপ কুঞ্জকুটীর সুসজ্জীভূত ও পুষ্পশয্যা পরিপাটী হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ চমৎকার ও মনোহারি হয় নাই। তখন কিশোরী, স্বগ্রথিত মালা প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, সখি! দেখ দেখি এই বনমালা অতিসুন্দর হই-য়াছে কিনা? তাহাতে তাহারা সেই সুচিক্কণ গ্রন্থি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আহা! সহজেই যে ভুবনমোহনকে দর্শন করিলে, অনঙ্গবাণে শরীর মন অবশ হইয়া থাকে, তাঁহার অঙ্গে শ্রীরাধাগ্রথিত এই বনমালা দোদুল্যমান দেখিলে, কোন্ রমণী ঈদৃশ কন্দর্প-বিনিন্দিত সুরসিক নায়কের প্রেমাভিলাষিণী হওত কুল, মান, শীলে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারই উপাসনায় কালক্ষেপ করিতে বাসনা না করে? এই রূপ চিন্তা করত তাহারা শ্রীমতীকে কহিলেন, দেবি! এ মালা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই কমললোচন কৃষ্ণের সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত বলিয়া আমাদের স্থির নিশ্চয় হইতেছে। অতঃপর, চল, এখন একবার কুঞ্জকুটীরের শোভা সন্দর্শন করিবে। আর এদিকে বনমালীও আগতপ্রায়, তিনি প্রথমে তথায় উপ-

স্থিত হইয়া তোমাঁকে না দেখিতে পাইলে অত্যন্তই কাতর ও উদ্বিগ্নমনা হইবেন, বিশেষতঃ সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তুমিই এখানকার পরম সৌন্দর্য্য—তোমা ব্যতীত এখনকার সকলই অন্ধকার ও অপ্রীতিকর। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় সেই স্থানে চল। এই রূপ বলিতে বলিতে উভয়েই কুঞ্জবনে গমন করিলেন, এবং তথাকার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক মোহিতাও মদনবাণে অধীরা রাধিকা সখীকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, সখি! বুঝি সেই মদনমোহন এতক্ষণ প্রায় এই নিকুঞ্জবনের প্রান্তভাগ অবধি আসিয়া থাকিবেন, অতএব তোমরা অগ্রে গমন করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এখানে আনয়ন কর, আমি এই অবকাশে অবশিষ্ট মালা কয়েকটী গ্রন্থন করিয়া লই। অতঃ পর এক সখী ব্যতীত সকলেই তথায় গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করত পথিমধ্যে তাহারা, অপর কতক-গুলিন সখীপরিবেষ্টিতা বিষণ্ণবদনা প্রধানা সখী বৃন্দাকে দেখিতে পাইয়া তথায় অমনি দণ্ডায়মান হইল। এই সময়ে বৃন্দা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া কুঞ্জের ও শ্রীমতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করত সশোকান্তরে সকলকে কহিতে লাগিল, সখি! এতদিনের পর বুঝি আমাদের সকল সুখই বিনষ্ট হইল, হতবিধি বুঝি আমাদের প্রতি বাম হইলেন। শুনিতেছি, গোপিকাবল্লভ হরি কল্য প্রভাতেই মধুপুরী গমন করি-বেন। হায়! ভগবান্ আমাদের প্রতি নিতান্তই বিমুখ দেখিতেছি। এই বলিয়া তথায় স্থিরভাবে উপবেশন করিল। অপরাপর সখীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়াই চমকিত

পুত্রনিধি এই রামকৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইব; তথায় সভ্যগণ আমার তনয়দ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া যখন সন্তুষ্ট হইবেন, তখন আমার কতই সৌভাগ্য ও আনন্দ পরিবর্দ্ধিত জ্ঞান হইবে। গোপশ্রেষ্ঠ নন্দ, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া উপনন্দ প্রভৃতি প্রধান প্রধান গোপবৃন্দকে ঐ আনন্দসূচক সংবাদ প্রদান করিলেন, এবং তথায় রাজসমীপে উপঢৌকন প্রদানার্থ ভৃত্যগণকে দধি ও ঘৃতাদির আয়োজন করিতে আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে নন্দপত্নী যশোদা, সদ্যোজাত ঘৃত ও নবনীত লইয়া কৃষ্ণাগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, এই সময়ে নন্দরায় তথায় উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপরাজ! আমার কৃষ্ণ কোথায়? তাহাতে নন্দরাজ অমনি চমকিত হইয়া ভ্রূভঙ্গী করত উত্তর করিলেন, অনেকক্ষণ হইল আমি রাম কৃষ্ণকে ক্রোড়ে করি নাই, এজন্য অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের তথ্যানুসন্ধান করিতে তোমার নিকট আসিয়াছি। এই বলিয়া স্বকীয় কটিদেশে হস্তার্পণ করত চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। নন্দের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী কহিলেন, গোপনাথ! রাম কৃষ্ণ উভয়ে মিলিত হইয়া এইমাত্র এখানে ক্রীড়া কৌতুক করিতেছিল; তবে তাহারা কোথায় গেল?—বোধ হয় অন্য কোথাও (বাহিরে) না গিয়া থাকিবে? গোপগোপীদের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এই কালে অঙ্গন

হইতে বহির্গত হইয়া সহাস্যবদনা রোহিণী তথায় উপস্থিত হওত যশোমতীর সেই বাক্যের পোষকতা করিলেন। অতঃপর রোহিণী ও যশোদা কিঞ্চিৎ অবহিতকর্ণা হইয়া অল্পাল্প নূপুরধ্বনী শ্রবণকরত রাম কৃষ্ণের আগমন জানিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষান্তর হইতে তাঁহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া সত্বর গোপপ্রধান নন্দসমীপে উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে নন্দরায় আশ্বস্ত হইয়া আনন্দ মনে তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর পিতৃদর্শনে প্রফুল্লমনা কৃষ্ণ বেগভরে ভাগ্ হস্তে পিতার গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া বক্ষস্থলে পড়িলেন। বয়ঃজ্যেষ্ঠ গম্ভীরস্বভাব বলদেব, ধীরে ধীরে পিতৃপার্শ্বে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার গাত্রে গাত্র সংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন গোপরাজ অমনি বাৎসল্যরসে আদ্র হইয়া দুই হস্ত বিস্তার করত বলদেবের কটি ধারণ পূর্ব্বক সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়া নিজ উরূপরি উপবেশন করাইলেন। পরে যশোদা ও রোহিণীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, শুভে! অতঃপর তোমরা একটী সংবাদ শ্রবণ কর। অদ্য মথুরাধিপতি কংসরায়ের নিকট হইতে রথ লইয়া রাম কৃষ্ণকে তথায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রধান পাত্র অক্রূর এখানে আসিয়াছেন; অতএব কল্য প্রভাতে আমি সমস্ত গোপবৃন্দে পরিবৃত হওত রাম কৃষ্ণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মধুপুরী গমন করিব। মহারাজ কংসের রাজসম্মান রক্ষার্থ উপঢৌকন প্রদানজন্য ভৃত্যগণকে অদ্য প্রচুর পরি-

মানে দধি দুগ্ধ ও ঘৃতাদির আহরণ ও আয়োজনের আদেশ করিয়াছি।

নন্দরাজের এতাদৃশ নিষ্ঠুর বচন আকর্ণন করিয়া যশোদার চেতনা বিলুপ্তপ্রায় হইল, তিনি ক্ষণ কাল অবাক্ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন, এবং রোহিণী, ভীত ও রোষ পরবশ হইয়া হস্ত প্রসারণ করত নন্দের ক্রোড়-দেশ হইতে সত্বর রামকে নিজাঙ্কে গ্রহণ করিলেন। রোহিণীর ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে যশোদা মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে, যদিও পতি পরম পূজনীয় ও সেব্য, যদিও তাঁহার আজ্ঞায় অনাদর প্রদর্শন করা নিতান্ত অন্যায় ও পাপজনক; তথাপি তিনি নিরপরাধে দস্যুর ন্যায় দৌরাত্ম্য করিয়া প্রাণ নাশ করিতে উদ্যত হইলে, কেনই বা আমি নিস্তব্ধ থাকিব? এই রাম কৃষ্ণই আমার জীবন, সুতরাং ইহাদের সহিত ক্ষণকাল বিযুক্ত হইলে আমার প্রাণ প্রয়াণ হইবে। আমি ইহাদিগের মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ ব্যতিরেকে জীবন্মৃত জ্ঞান করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি সাহসে নির্ভর করত কোপবশে, ঈষৎ কষায়িত সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, গোপনাথ! আমি আপনার নিতান্ত আজ্ঞাকারিণী ও অধিনী বলিয়া এতদ্রূপে আমার প্রাণ বিনাশ করাই ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কি শ্রেয়ঃ? হে স্বামিন্! আমি বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, আপনি কদাচ আর ও কথার উত্থা-পন বা প্রস্তাব করিবেন না; তাহা হইলে আজ্ঞা প্রতি-পালন করা দূরে থাকুক, কেবল লোক বিগর্হিত কার্য্যই

আমা হইতে সংঘটিত হইবেক। আর অধিক কি কহিব, আমি বৈকুল্যহৃদয় হইয়া আপনাদের অবশ্য কর্ত্তব্য যে গোচারণ, তাহাতেও সকল দিবস উহাদিকে পাঠাইতে সম্মত হইতে পারি না। আর ইহাও জানিবেন যে আমার প্রাণাধিক রাম কৃষ্ণ, ছিদামাদি রাখাল-শিশুগণেরও প্রিয়তম সখা; সুতরাং গোচারণার্থে গোষ্ঠে গমন-কালে তাহারা যখন আমার নিকট আসিয়া কহে, হে মাতঃ যশোমতি! তোমাদের রাম কৃষ্ণকে আমাদের সহিত গোচারণে প্রেরণ কর, আমরা আজ দূরবনে গমন না করিয়া পুরীর সন্নিকটস্থ কাননপ্রদেশে ক্রীড়া ও গোচারণ করিব। তখন আমি তাহাদের বাক্যা-নুসারে এক এক দিন উহাদিগকে প্রেরণ করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত মনঃসংযত করত পাগলিনীর ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি। অতএব যখন এত সন্নিহিত প্রদেশে প্রেরণ করিয়াও সুস্থ এবং স্থির থাকিতে পারি না, তখন আপনি কি রূপে তাহা দিগকে বহু যোজনবিস্তৃত পথ সেই মধুপুরী লইয়া যাইবেন। এই রূপ বলিতে বলিতেই রাণীর নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল, এবং তিনি কৃষ্ণকে নন্দগোপ হইতে গ্রহণ করিবার অভিলাষে হস্ত প্রসারিত করিয়া রহি-লেন, তখন গোপেশ্বর আস্তে ব্যস্তে নিজাঙ্ক হইতে নন্দ-নকে যশোদার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন।

কিয়ৎপরিমাণে যশোমতীর সুস্থভাব অবলোকন

ক্করিয়া উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় গোপপতি নন্দ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, যশোদে! গোপাল যে তোমার প্রাণ পুত্তলিকা, নয়নের মণি, কণ্ঠের ভূষণ ও অঞ্চলের নিধি, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তবে যেকারণে আমি ঐরূপ কথা কহিলাম, তাহার আমূলক বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। মহাত্মা অক্রূর এখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আমার রাম কৃষ্ণের সহিত যে কি রূপ কথোপকথন করিয়াছিল, তাহা আমি অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অনন্যমনা হওয়াতে কিছুই শ্রবণ করি নাই। পরন্তু কিয়ৎকাল পরে প্রাণাধিক রাম কৃষ্ণ আমার নিকট ত্রস্তভাবে উপস্থিত হইয়া গদগদ স্বরে ও বিনীতভাবে কহিল, হে পিতঃ! মধুপুরী হইতে মহাত্মা অক্রূর, মহারাজ কংসের আদেশক্রমে আমাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত রথ ও নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন, আমরা তথাকার সেই রাজগৃহে আহূত হইয়াছি। অতএব আপনি শীঘ্র স্বজনগণে পরিবৃত হওত রাজসম্মান প্রদানার্থ দধি দুগ্ধাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া কল্য প্রভাতেই সেই আহূত স্থানের উদ্দেশে গমনোদ্যোগ করুন। হে যশোদে! কুমারেরা আহ্লাদসহকারে এই কথা বলিলে, আমি স্নেহবশে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলাম; বিশেষতঃ আমিও সংহতি গমন করিব বলিয়া উহাদের অদর্শনজনিত দুঃখের ভাবই আমার মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। অপিচ, কুমারেরা রাজসভায় পরিচিত ও সম্মানিত

হইবে এই বিবেচনায় মনের উল্লাসে তখন বিহ্বল হইয়াছিলাম, সুতরাং পূর্ব্বাপর ভাল মন্দ কিছুই চিন্তা করিতে পারি নাই। কিশোর রাম কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনে তোমার যে কি পর্য্যন্ত অসহ্য অন্তর্বেদনা উপস্থিত হইবে, তাহা মনে করিয়া এখন আমারও মর্ম্মান্তিক পীড়া বোধ হইতেছে। অতএব শুভে! আমি উহাতে প্রতি-নিবৃত্ত হইলাম। এখন তুমি তোমার গোপালকে প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা কর, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

অনন্তর গোপীনী যশোদা, কৃষ্ণের চিবুকে হস্তার্পণ করিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস কৃষ্ণ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবে? আমরা তোমা বিহনে কি রূপে জীবন ধারণ করিব? বৎস! তুমি আমার অন্ধের নয়ন, বৃদ্ধের অবলম্বন—(যষ্টী) রোগীর ঔষধ, নির্ধনের ধন ও মৃত ব্যক্তির জীবন স্বরূপ। তোমা বিহীনে সংসার অসার ও অন্ধকার বোধ করিব, এবং তিলার্দ্ধও সুস্থহৃদয়ে থাকিতে পারিব না। অতএব তুমি এখন অন্য কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, জননি! আপনি আমাকে আর ঐ রূপ নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। আমার একান্ত অভিলাষ যে, আমি পিতৃদেবের সহিত স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় গমন করত মহারাজ কংসের সহিত পরিচিত হই। অতএব তাহাতে আপনার কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই। আপনি আমাকে অবাধে তথায় যাইতে অনু-মতি করুন; নতুবা আমি আর আপনাকে জননী বলিয়া

সম্বোধন করিব না, এবং আপনার প্রদত্ত ক্ষীর সর ও নবনীতাদি কিছুই গ্রহণ করিব না, এই বলিয়া বাল-সুলভ (বাল্যোচিত) চপল কোপ প্রকাশ করত যশোদার ক্রোড়দেশ হইতে বেগে ভূম্যবলুণ্ঠিত (ভূপতিত) হইয়া রোদন ও তাঁহার অঞ্চলদেশ ধারণ পূর্ব্বক নানা প্রকার বাল্যচপলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন নন্দ-রাণী, কৃষ্ণের রোরুদ্যমান ও বিষন্নবদন নিরীক্ষণ করিয়া দশদিক শূন্য বোধ করিলেন, এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার শান্ত্বনা করিবার জন্য অঙ্কে ধারণ করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ ও পুনঃ পুঁনঃ মুখচুম্বন করত নানা প্রকার প্রবোধ-বাক্যে গমনে নিবৃত্তমনন করিতে সচেষ্ট হইলেন। পরন্তু কৃষ্ণ যেন অবাধ্য শিশুর ন্যায় কিছুতেই সে কথা শুনিলেন না। বরং জননীর অঙ্কে থাকিয়া স্মিতবদনে কহিলেন, মাতঃ! তুমি যেমন আমাকে মধুপূরী যাইতে অনুমতি দিলে না, তেমনি আমি আর তোমার স্তনপান করিব না, এই বলিয়া নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল আদ্র করিতে লাগি-লেন। তখন স্নেহপ্রবণ যশোদা, কুমারের ঐকান্তিক বাসনা দর্শণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অগত্যা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। আকুলহৃদয়া যশোদার এতাদৃশ অপত্য-স্নেহ সন্দর্শনে অন্তরীক্ষস্থ দেবতারা সকলে চমৎকৃত হইয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, অহো! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার মায়াতে বিমোহিত হইয়া আছে, তিনি যে এই সামান্য গোপরমণী যশোদাকে মুগ্ধ করি-বেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি?

অতঃপর পুত্র-বিয়োগভীতা যশোদা, রোরুদ্যমানা, সমদুঃখিনী রোহিণীর নিকট হইতে বলদেবকে নিজাঙ্কে ধারণ করিয়া মুখচুম্বন করত সাদর ও সস্নেহ সম্ভাষণে কহিলেন, বৎস বলভদ্র! এখন বিদেশ গমনে তোমার কি অভিমত হয়, তাহা প্রকাশ কর। তখন জননীর এতাদৃশ বচন আকর্ণন করিয়া রাম সুললিত ও গম্ভীরস্বরে কৃষ্ণের মতেরই পোষকতা করিলেন, এবং কহিলেন মাতঃ! কিছুদিনের নিমিত্ত আমাদের দূরদেশ গমনজন্য আপনারা ভীত বা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। প্রবল অরাতি কর্ত্তৃক আমাদের জীবনের কোন আশঙ্কা করিবেন না, কারণ আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা ত্রিভুবনের অজেয়। অতএব চিন্তা দূর করুণ, আপনাদের ভীত হইবার কোন কারণই এখন দেখি না। এই বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দান করত বলরাম কৃষ্ণের সহিত সম্মিলিত হইলেন। রাম ও কৃষ্ণের বাক্যানুসারে যদিও যশোদা অনেক আশ্বস্তা হইয়াছিলেন; তথাপি পুত্রের অদর্শন-জনিত দুঃখ অদূরবর্ত্তি জানিয়া শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। ভাবী দুঃখের আশঙ্কায় স্বভাবতই পূর্ব্বে অনেক প্রকার দুর্নিমিত্ত দর্শন হয়। কৃষ্ণমাতা যশোদাও সেজন্য মধ্যে মধ্যে নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিতেন। তিনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিত ও রোমাঞ্চিত গাত্রা হইলেও এতাদৃশ অবস্থার কারণ কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না; সুতরাং সন্দিগ্ধমনা হইয়া রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস বলভদ্র! তোমরা অদ্যইত মধু-

পূরী হইতে প্রত্যাগমন করিবে? তখন কৃষ্ণ অমনি তাহাতে প্রত্যুত্তর করিলেন, জননি! তাহাও কি কখন সম্ভব হইতে পারে? আমাদের প্রত্যাগমনে ত্রিন দিবসমাত্র বিলম্ব হইবে। এই দিবসত্রয় অতীত হইলেই অপনি আমাদিগকে পুনর্ব্বার দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, সে জন্য আপনি আর উদ্বিগ্ন হইবেন না। দেখুন এই জগতীতলে সর্ব্বত্রই গমনাগমন দ্বারা আপন সন্তান সন্ততীরা সাহসী, পরাক্রমী ও সুবিখ্যাত হয়, ইহা সকল পিতা মাতারই অভিপ্রেত, এবং তাহাতেই তাঁহারা আপনাদিগকে সুখী বিবেচনা করেন। অতএব মাতঃ! এই সকল জানিয়া শুনিয়াও আপনি কি নিমিত্ত এত আকুল হইতেছেন?

অনন্তর যশোদা কৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়া হইলেও ঈষৎ অবজ্ঞা সূচক হাস্য সহকারে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে সে সকলই সত্য বটে, কিন্তু বাছা! যদি তুমি আমার ন্যায় কাহারও জননী হইতে, তাহা হইলে পুত্রের অদর্শনজনিত দুঃখও অনুভব করিতে পারিতে। বৎস! আমি অপত্যকামনায় ব্রতধারী হওত বহু ক্লেশে শঙ্কর শঙ্করীর আরাধনা করিয়া পুত্ররূপে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। বাছা! তুমি আমার কণ্ঠহারের নীলকান্ত মণি ও গৃহের সর্ব্বস্বধন। তোমা ব্যতিরেকে আমি জগতের সকল ধনসম্পত্তি অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। সংসার যতই কেন সুখময় হউক না,

আমি তোমা ব্যতিরেকে তাহা অসার ও ক্লেশকর বোধ করি। তোমা অপেক্ষা ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ ধনসম্পত্তি আমার ধন বলিয়াই বিবেচনা হয় না, এবং আমি তোমা ব্যতিরেকে সে ধন সম্পত্তির লালসা বা আকিঞ্চন করি না। আমি তোমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভিক্ষোপজীবী অতিথগণের ন্যায় দ্বারে দ্বারে যাচ্ঞা করত অবলীলাক্রমে দিন যাপন দ্বারা পরম সুখ ও আনন্দ অনুভব করিতে পারি, কিন্তু তোমার তিলমাত্র অদর্শন আমার নিতান্তই অসহ্য হইয়া থাকে। পলকমাত্র তোমাকে না দেখিতে পাইয়া যখন জগৎ শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হয়, তখন (এই) দিবসত্রয় তোমা ব্যতিরেকে কি আমি সচেতন থাকিতে পারিব? যাহা হউক, মধুপূরী গমনে তোমার ঐকান্তিক বাসনা জানিয়া আর তাহার বিপরীতে কোন কথাই কহিব না বটে, কিন্তু বৎস! তথাকার সেই বিচিত্র নগরীর সৌন্দর্য্য দর্শনে ও নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলোভিত হইয়া যেন এই দুঃখিনী জননীকে বিস্মৃত হইয়া থাকিও না, এখন আমার কেবল এইমাত্র অনুরোধ। এই বলিয়া নন্দরাণী সজলনয়নে নিরস্ত হইলেন। পরে রাম উত্থান করিলে কৃষ্ণ, সত্বর যশোদার সুকোমল অঙ্কে উপবেশন করিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, মাতঃ! আমাকে নবনীত দাও, এই বলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করত হস্ত বিস্তার করিলেন। তখন যশোদা পরমানন্দে পার্শ্বস্থ পাত্র হইতে ক্ষীর সর ও নবনী লইয়া অতি যত্ন ও আদর

পূর্ব্বক কুমারের হস্তে অর্পণ করিলেন। নন্দনন্দন কৃষ্ণ তখন অঞ্জলিপূর্ণ খাদ্য প্রাপ্ত হইয়া সবেগে উত্থান করিলেন, এবং যেন বালচপলতাবশতঃ পরমানন্দে ইতস্তত গমন করত কতক ভক্ষণ ও কতক বা ভূমে নিক্ষিপ্ত করিয়া অপচয় করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আনন্দমনা যশোদা রোহিণীকে কহিলেন, ভগ্নি! আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামকেত উদরপূর্ণ করিয়া নবনীত দিয়াছ? রোহিণী, ইঙ্গীত সহকারে হাঁ বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করত যশোদাকে সঙ্কেতবাক্যে আরও কিছু প্রদান করিতে বলিলেন। তখন যশোদা তাহা বুঝিতে পারিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে রামকে নিকটে ডাকিলেন, এবং নানা প্রকারে আদর করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করত স্বকীয় ক্রোড়দেশে উপবেশন করাইয়া অতি যত্নের সহিত ক্ষীর, সর ও নবনীত প্রদান করিতে লাগিলে, রামও জননী-যশোদার ক্রোড়ে থাকিয়া আনন্দমনে দুই হস্তে উহা গ্রহণ করত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর (ভোজনান্তে) কৃষ্ণ, রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতঃপর কোন্ কোন্ রাখাল-শিশু আমাদিগের সহিত মধুপূরী গমন করিতে বাসনা করে, চল এখন আমরা তাহারই তথ্যানুসন্ধানে গমন করি, এই বলিয়া প্রস্থানোন্মুখ হইলে, রাম্ কহিলেন, কৃষ্ণ! আইস আমরা দুই ভ্রাতায় দুই পথে গমন করি, তাহা হইলে অল্পকালেরমধ্যে সমস্ত রাখাল-বালকগণের সহিত ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ হইবে। এই বলিয়া উভয়ে শ্রীদামাদি

গোপ-কিশোরগণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তখন গোপপ্রধানা যশোদা ও রোহিণী উভয়ে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃতা হইলেন।

এদিকে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠে গমন না করাতে সে দিবস বালকেরা কেহই আর গোচারণে গমন করে নাই, সকলেই নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থিত ছিল। এই সময়ে কৃষ্ণ সহসা বংশীধ্বনী করাতে শিশুগণ সকলেই উহা কৃষ্ণের বংশীস্বর বলিয়া বুঝিতে পারিল; এবং ত্রস্ত ও আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব জননীদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, মাতঃ! রাখালরাজ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আর নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে ক্ষণকালও থাকিতে পারিনা; ঐ তাঁহার বংশীর ধ্বনী শোনা যাইতেছে— আমরা চলিলাম। এই বলিয়া কেহ সত্বর প্রস্থান করিল। কেহ বা বেশ ভূষা করিতে আরম্ভ করিল। জননীকর্ত্তৃক চূড়া ধড়াদি দ্বারা কাহারও বা বেশ ভূষা সমাপ্ত হইতে না হইতেই তাহারা অস্থির হইয়া গৃহ-হইতে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া তথায় গমন করিতে লাগিল। এই রূপে রাখাল-বালকেরা অনেকেই কৃষ্ণের নিকট সত্বর উপনীতহইল। অন্যদিকে বলরাম স্বকীয় শৃঙ্গ-বেনুর রব করিলে, সেই নিনাদ শ্রবণে অপর শিশুগণ আহ্বান জানিয়া ঐ রূপে শব্দানুসারে একে একে সকলেই তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর উভয়দল পরিমিলিত হইয়া ক্ষণকাল ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। মনোমত ক্রীড়া করিতে করিতে আক্লান্ত হইয়া

পড়িলে, সকলেই রামকৃষ্ণকে চক্রাকারে পরিবেষ্টন করিয়া তথায় উপবেশন করিল। অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, হে সহচরবৃন্দ! অদ্য রজনী প্রভাতা হইলে আমরা ভ্রাতৃদ্বয়ে মধুপুরী প্রস্থান করিব; পিতানন্দ ও পিতৃব্য উপনন্দ প্রভৃতি অনেকেই আমাদের সমভিব্যাহারে গমন করিবেন। অতএব হে সখাগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেহ আমাদিগের সঙ্গে তথায় গমন করিতে সমুৎসুক হইয়া থাক, তবে রাত্রিশেষে ব্রজরাজপ্রাসাদে সমাগত হইয়া তথায় উপস্থিত থাকিবে।

রাখাল বালকেরা কৃষ্ণের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া প্রায় সকলেই তাঁহাদের সহিত তথায় যাইবার বাসনা প্রকাশ করিল; তৎশ্রবণে অপর কতকগুলিন নিতান্ত শিশু তাহারাও পরমাহ্লাদ সহকারে ঐরূপ মত প্রকাশ করত কৃষ্ণের আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া তথায় দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া সহাস্যবদনে ও সুমধুর সম্বোধনে কহিতে লাগিলেন, হে রাখাল-শিশুগণ! তোমরা নিতান্ত শিশু ও দুগ্ধপোষ্য, জননীর স্তনপান ব্যতিরেকে বোধ হয় তোমাদের ক্লেশ হওয়া সম্ভব, অতএব তোমরা এখন তথায় গমনে নিবৃত্তমনা হও; এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। অতঃপর শিশুগণ তাঁহার বাক্যানুসারে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু কৃষ্ণের অদর্শনে তাহারা কিরূপে ব্রজপুরে বিচরণ করিবে। এই চিন্তায় তাহাদের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। অন্ত-র্যামী-কৃষ্ণ তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া,

ভক্তের বাসনা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিলেন যে, তৎপ্রভাবে তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রেই কৃষ্ণদর্শন করিতে লাগিল, এবং তাহাতে অপার আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া মনের সুখে ক্রীড়া কৌতুক করিতে লাগিল। তাহাদের আর কিছুমাত্রও দুঃখ রহিল না। অনন্তর রাম কৃষ্ণ গাত্রোত্থান করত সকলকে স্ব স্ব জননীর নিকট যাইতে অনুমতি করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করিলেন। তখন ছিদামাদি গোপ-বালকসকল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, কৃষ্ণ যেমন আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব ও প্রিয়তম সখা, শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপিনীগণেরও ততোধিক প্রিয়তম; অতএব তিনি, তাঁহাদের সহিত অদ্য অবশ্যই সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সকলেই তখন নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করিল।

এদিকে দিবাকর ক্রমে ক্রমে স্বকীয় খরতর কিরণ-জাল আকুঞ্চিত করিয়া অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। এই সময়ে চিন্তামণি কৃষ্ণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অদ্য শ্রীরাধিকার সহিত একবার সাক্ষাৎ করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু এরূপ ঘটনাকালে কি রূপেই বা তথায় গমন করি? আমার মথুরাগমনবৃত্তান্ত বোধ হয় তিনি এতক্ষণ অবগত হইয়াছেন, অথবা অবিলম্বেই হইতে পারেন। যাহাহউক, এই সংম্বাদ শ্রবণে তাঁহার যে কি পর্য্যন্ত মনোবেদনা উপস্থিত

হইবে, তাহা অনির্ব্বচনীয়। আমি জগৎকে মোহিত করি বলিয়া লোকে আমাকেই জগমোহন কহিয়া থাকে, কিন্তু তিনি আবার আমারই মনোমোহিনী; অতএব মদ্বিরহব্যাকুলা সেই বৃকভানু-রাজ-দুহিতাকে যে আশ্বাসিত করি, এখন আমার আর এতাদৃশ কোন বাক্যই নাই; সুতরাং এই অত্যল্পকালমাত্র দর্শন দিয়া সেই বিয়োগভীতা শ্রীমতীর ভাবী বিরহানলকে প্রজ্জলিত করত সদ্যই কেন তাঁহার সুস্থির ও প্রেমময়ী চিত্তকে দগ্ধ করিব? অতএব তাঁহাকে উদ্দেশেই আলিঙ্গন ও তাঁহার সহবাসসুখ অনুভব করি, যেহেতু তদ্ব্যতীত এখন আর আমার জীবন ধারণের উপায়ান্তর নাই। কৃষ্ণ, বিরসবদনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দিবা-প্রজ্জলিত দীপশীখার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার উজ্জল নীলকান্তি যেন জ্যোতি বিহীন—মলিন-প্রায় হইয়া গেল। অনন্তর গৃহে প্রবেশ করত ক্ষণ-প্রভার ন্যায় একবার জননীকে দর্শন দিয়াই অমনি বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন। তদ্দৃষ্টে যশোদা মনে মনে চিন্তা করিলেন, বুঝি গোপাল আজ ক্রীড়া-ক্লান্ত হইয়া থাকিবে, এই ভাবিয়া তিনিও আর অধিক কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

অতঃপর কৃষ্ণ, শ্রীমতির বিরহ চিন্তায় একান্ত আকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি যদিও কষ্টসৃষ্টে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, তথাপি শয্যা পর্য্যন্ত গমন করিতে অসমর্থ হইয়া অথর্ব্বের ন্যায় ভূমী শয্যাতেই শয়ন করি-

লেন। ক্রমে চিন্তানলে তাঁহার চিত্ত দহন হইতে লাগিলে, তিনি কেবল পার্শ্বপরিবর্ত্তন করত তথায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকস্থ চূড়া ও হস্তস্থ বংশী শিথিল হইয়া ক্রমে ক্রমে ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেল। প্রশ্রবণের ন্যায় নয়ন জল গণ্ডস্থল বহিয়া পতিত হইলে মেদিনী শিক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাতে বোধ হইল যেন, পৃথিবীও স্বয়ং তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ঐ রোদনের সহিত যোগ দিতেছেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ এইরূপে কিয়ৎকাল ভূতলশায়ী হইয়া ধূলী-ধুষরিত-শরীরে চিন্তা করিতে করিতে সহসা মনে করিলেন, এ কি! আমি শ্রীরাধিকার চিন্তায় এমনি আকুল হইয়া বাতুলপ্রায় এখানে কি করিতেছি? এত সেই শ্রীরাধা ব্যতীত অন্যের অলক্ষিত স্থল নিকুঞ্জ-কানন নহে যে, স্বেচ্ছাসুখে যে রূপ অবস্থাতেই কেন হউক না অনায়াসেই অবস্থান করিতে পারি, যে তাহা কেহই দেখিতে ও পাইবে না, এখানে গুরুজনের আগমন সম্পূর্ণ সম্ভবকর, তাঁহারা যদি কোনরূপে আমার এই অবস্থা দর্শন করেন, তবে কি মনে করিবেন, অথবা যদি এরূপ অবস্থার কারণও কোনপ্রকারে অবগত হন, তবেত আমাকে তাঁহারা নিতান্তই অপদার্থ জ্ঞান করিবেন, এবং কত কৌশল উদ্ভাবনাদ্বারা একবার যে চিরমানিনী শ্রীরাধিকার কলঙ্কমোচন করিয়াছি, তাঁহাকে আবার আমারই কার্য্যদোষে কি চিরকলঙ্কিনী হইয়া থাকিতে হইবে? যাহা হউক, এখানে আর এ রূপ

অবস্থায় ক্ষণকালও থাকা কর্ত্তব্য নহে। এই রূপ চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করত চিন্তা ও বিরহানলে একান্ত দগ্ধচিত্ত হইলেও লোকলজ্জাভয়ে বাহ্যে সে সমস্ত ভাব সম্পূর্ণ অপ্রকাশ রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমীতল হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ পূর্ব্ববৎ বেশ ভূষা করিয়া ভূমী হইতে সেই বংশী গ্রহণকরত মোহপ্রাপ্ত মানবের ন্যায় বংশীর প্রতি কহিতে লাগিলেন বংশি! তুমি কি আর তোমার সেই মিষ্ট সপ্তস্বর সংযোগে সেই প্রেমময়ী রাধা নাম গান করিবে না? মানময়ী মানাসনে উপবেশন করিলে, তদ্দৃষ্টে যখন আমি ম্রিয়মান হইতাম, তখন যে তুমিই আমাকে নানারাগ সহযোগে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধস্বরূপ সেই রাধা নাম শুনাইয়া সুস্থ করিতে; এখন কি আর সেরূপ করিবে না? যে সহবাস-সুখ আমার সর্ব্বদাই প্রার্থনীয়, তুমি কি আর ভুয়ো ভুয়ঃ সেই রাসেশ্বরী রাধিকার নাম উচ্চৈস্বরে গান করিয়া আকাশ পরিপূর্ণ করিবে না? এই বলিয়া, সেই বংশী ও চূড়া ধড়াদি তথাকার পালঙ্কোপরি নিক্ষেপ করত, পূর্ণচন্দ্রাননা শ্রীরাধিকার প্রেমমুখ চিন্তা করিতে করিতে আপনিও তথায় শয়ন করিলেন।

বিশাখার শ্রীমতীর নিকট গমন।

এ দিকে শ্রীমতী রাধা, গতযামিনীর কুঞ্জবিহারের কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন যে, যদিও গত

রাত্রের ফুলশয্যা অতি পরিপাটী হইয়াছিল, যদিও পুষ্পাভরণগুলিন অতি চমকার সৌগন্ধযুক্ত ও নয়ন-মন প্রীতিকর হইয়াছিল, তথাপি তাহা প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের সেই পরম-সুন্দর নব-নীরদ-শ্যামল-দেহের কোনমতেই উপযুক্ত হয় নাই; অতএব অদ্য সেই অনঙ্গবিজয়ী শ্যামসুন্দরের উপযুক্ত, এক পুষ্পহার আমি গ্রন্থন করিব। এইরূপে বিলাসী রাই যখন একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন চিত্রা নাম্নী তাঁহার এক সহচরী ধীরগমনে তথায় উপস্থিত হইলে, রাধিকা তাহাকে দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, সখি চিত্রে! আমিও এইমাত্র তোমায় আহ্বান করিব মনে করিতেছিলাম, আর অমনি তুমিও এখানে আসিয়া সমুপস্থিত হইলে; যদি সকল সময়েই এইরূপ মনোমত ঘটনা সংঘটন হয়, তবে আর চিন্তা কি? তখন চিত্রা কহিল, হে রাজনন্দিনি! তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রগণ অজ্ঞানান্ধকার দূরকরত যোগদৃষ্টি-দ্বারা যাঁহাকে দর্শন করেন; ধ্যান, ধারণা ও সমাধিরও যিনি দুর্ল্লভ, সেই ভগবান্ কৃষ্ণও তোমার শ্রীচরণপ্রার্থী হইয়া নিরন্তর তোমায় চিন্তা করেন—তোমার রূপ ও প্রেম ধ্যান করেন, তাহাতে আমি তোমার দাসীমাত্র, কেবল বোধ হয় পূর্ব্ব পুণ্যফলে নিরন্তর তোমার শ্রীচরণ সেবা করিতেছি—তোমার চরণছায়ায় আশ্রয় লইয়া আছি। অতএব আমি এখন সহসা ঐ শ্রীচরণপ্রান্তে আসাতে তোমার আর কি অভীষ্ট পূর্ণ হইল? তখন শ্রীমতী কহিলেন, হে সহচরি! আমি অদ্য বিশেষরূপে শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও সেবা

করিতে মানস করিয়াছি, এই সময়ে তাহার আয়োজন করা অত্যাবশ্যক; এজন্য তোমাকে আহ্বান করিবার চিন্তা করিতে ছিলাম, এমন সময়ে তুমি আপনিই সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে। এই নিমিত্তই ঈদৃশ কথা কহিলাম। যাহা হউক, এখন তুমি সত্বর ললিতা ও চম্পকলতা প্রভৃতি সখীগণকে লইয়া আমার সেই তমালকুঞ্জে গমন কর, পরে আমি সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সবিশেষ কথা সেই স্থানেই প্রকাশ করিব। গতরাত্রের সঙ্কেতানুসারে যদিও যথাসময়ে তাহারা তথায় সমুপস্থিত হইবে, তথাপি চল আমরা অগ্রেই গমন করি। নতুবা হয়ত সময়াভাবে আমাদের উপহার সামগ্রীর আহরণে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে,—আমরা কখনই বা পুষ্প সকল চয়ণ করিব, কখনই বা সেই চয়িতপ্রসূন লইয়া হৃদয়বল্লভ মদনমোহন শ্যামের উপযুক্ত মালা গ্রথিত করিব, আর কখনই বা তাঁহার বিশ্রামোচিত কুসুমশয্যা প্রস্তুত করিব? অতএব সখি! চল আমরা শীঘ্র তথায় গমন করি। মৃদুহাস্যবদনা শ্রীমতী পুলকপূর্ণ নয়নে, (যাহাতে পার্শ্বগৃহস্থিত ননন্দৃ কুটীলা সকল কথা শুনিতে পায়, এই রূপ ভাবে) সহচরীর প্রতি তখন আরও কহিতে লাগিলেন যে, চিত্রে! আমার ইষ্টপূজার নিমিত্ত সজ্জিত পুষ্পপাত্র ও ব্যবহারমত উপহার প্রদানার্থ দধি, দুগ্ধ ও ছেনকাদি লইয়া যাইতে যেন বিস্মৃত হইও না; এই বলিয়া বিরত হইলেন। অতঃপর সখী, আদেশানুযায়ী সমস্ত পূজোপহার তথা হইতে সংগ্রহ করিয়া লইলে, রাজবালা রাধি-

কাও তাহার সহিত কুটীলার সম্মুখ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে তিনি আবার উহাকে শুনাইয়া সখীর প্রতি কহিতে লাগিলেন, সখি! তুমি এইমাত্র কহিলে যে, বেলা এখনও অধিক আছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে, অভীষ্ট প্রদেশে গমন করিতে করিতেই দিবাকরও অস্তমিত হইবেন; সুতরাং তখনই আমাকে সায়ং সন্ধ্যা ও আহ্নিক পূজাদি করিতে হইবেক, এই বলিতে বলিতেই তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর কুঞ্জে গমনার্থ গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া পথি-মধ্যে শ্রীরাধিকা পুনর্ব্বার সখীকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, দেখ সখি! এবার ননন্দ কুটীলা আর আমার বিষয় লইয়া কোপন-স্বভাব আয়ানের নিকট কিছুই অভিযোগ করিতে পারিবে না, এবং করিলেও তিনি তাহা আর শুনিবেন না। কারণ পূর্ব্বে ঐ দুষ্টার বাক্যানুসারে আয়ান যখন সন্দিগ্ধমনা হইয়া আমার দোষানুসন্ধান করিতে আইসেন, তখন প্রাণপতি কৃষ্ণের কৌশলে তিনি পুনঃ পুনঃ তাহার বিপরীত-ভাব দেখিয়া অপ্রতিভ হওত গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হন, এবং পরিশেষে আমার প্রতি আর সন্দেহ না করিয়া বরং উহাদিগকেই মিথ্যাঅভিযোগকারী ও অসত্যবাদী বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন; সুতরাং আর উহার কোন প্রকার অভিযোগই আমার কৃষ্ণসহবাসের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিবে না; আমি অবলীলাক্রমে যখনই মনে হইবে তখনই সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন ও পূজা করিতে পারিব। যাহা হউক, কৃষ্ণ যে আমাকে

আন্তরিক প্রীতি ও স্নেহ করেন, তৎপ্রতি আমার আর কোনই সন্দেহ নাই, তাঁহার ঐরূপ প্রণয়ভাব যে কেবল বাহ্যিক ও মৌখিক, তাহা নহে। কারণ আমি তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি যে প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কলঙ্কমোচন করত সর্ব্বদা আমার সঙ্গলাভের নিমিত্ত এতদূর সুরাহা করিয়াছিলেন, ইহাই তাহার এক প্রধান পরিচয় স্থল। এইরূপ বলিতে বলিতে উভয়ে যথানির্দ্দিষ্ট সেই তমালকুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিলেন, চিত্রা, চম্পকলতা ও ললিতা প্রভৃতি সখীগণ পুষ্প সকল অবচয়ন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে শ্রীমতী হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত কুসুমরাশী চয়ন করিতে করিতে কহিলেন সখি! গত যামিনীর কুসুম-কাণ্ড মনে করিয়া দেখ, সকলই অতি উৎকৃষ্ট ও পরি-পাটী হইয়াছিল, কিন্তু পুষ্পমালা সেরূপ মনোমত হয় নাই। এই হেতু অদ্য আমি স্বয়ং সেই শ্যামসুন্দরের কণ্ঠোচিত এক মালা গ্রন্থন করিব। অতএব তোমরা কুঞ্জ-কুটীরের ফুলশয্যাদি প্রস্তুত করিতে থাক, আমি এই অব-কাশে ঐ উপকুঞ্জের নির্জ্জন প্রদেশে গমন করিয়া একমনে মালা গাথিতে নিযুক্ত হই; এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অমনি সখিগণ, তথায় পরিপূর্ণ পুষ্পসাজী লইয়া রাখিয়া আসিলে, রাধিকা স্বয়ং একমনে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে মালা গাথিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল সমুপস্থিত হইল, পক্ষীসকল, স্ব স্ব আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইল, দিবাপেক্ষা সংসার

কিয়ৎপরিমাণে কোলাহল শূন্য হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিশাচরগণের আনন্দের ক্রম-উদ্রেক হইতে লাগিল, এই সময় হৃদয়প্রফুল্লকর চন্দ্রমা অম্বর-প্রদেশে উদিত হইয়া প্রকৃতিকে যেন অপূর্ব্ব এক সুন্দর বসনে সুসজ্জিভূত করিলেন যে, ক্রমে তমো বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধিকতর শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কুলায়স্থ কোকিলাদি বিহঙ্গমগণ মধ্যে মধ্যে কুজন ধ্বনী সহকারে বনভূমিকে যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। নিশাগমন জানিয়া মধুপানোন্মত্ত অলিদল ঝঙ্কার করত যে যাহার স্থানে প্রস্থান করিল, নাথ সমাগমে প্রফুল্লমনা কুমোদিনী মন্দ মন্দ বাউভরে দোদুল্যমান হওত সরোবরাসনে বসিয়া চঞ্চলহাস্যে হাসিতে লাগিলেন যে, তদ্দৃষ্টে গরবিনী কমলিনী অমনি ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া বিষণ্ণ-বদনে চক্ষুমুদ্রিত করিলেন। রাধিকা কুঞ্জকানন হইতে প্রকৃতির এইরূপ সৌন্দর্য্যাতিশয় সন্দর্শন করত মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! অধুনা আমার কি সুখসচ্ছন্দ-তাতে দিনযাপন হইতেছে, কান্তসহবাসে আসিবার জন্য আর আমার লোকলাঞ্ছনা ও গুরুগঞ্জনার কোনই আশঙ্কা নাই—এখন অকুতোভয়ে স্বেচ্ছাসুখে তাঁহার চরণার-বিন্দ দর্শন করিতে পারি। যাহা হউক, সেই চিরসখাকে দর্শন করিলে, কলঙ্ক বা লোকলাঞ্ছনার আর কিছুই ভয় থাকে না। অহো! সেই কৃষ্ণপ্রেমসুধা যে ব্যক্তি একবার পান করে, সে কি বিমলানন্দই না অনুভব করে, জগৎসংসার তাহার অতিসামান্য বলিয়া জ্ঞান

হয়; সুতরাং এবম্প্রকার সুহৃতের সহবাসে আর কুল-ভয় কি?

এই রূপে রাজবালা শ্রীরাধিকা একমনে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ললিতা ও চম্পকলতা তথায় উপস্থিত হইলে দেবী তাহাদিগকে সেই কুঞ্জকুটীর যথামত সুসজ্জিভূত হইয়াছে কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে তাহারা কহিল, দেবি! অদ্য যেরূপ কুঞ্জকুটীর সুসজ্জিত ও পুষ্পশয্যা পরিপাটী হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনই সেরূপ চমৎকারিণী ও মনোহারিণী হয় নাই। তখন কিশোরী, স্বগ্রথিত মালা প্রদর্শন করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, সখি! দেখ দেখি এই বনমালা অতি সুন্দর হই-য়াছে কিনা? তাহাতে তাহারা সেই সুচিকণ গ্রন্থি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! সহজেই যে ভুবনমোহনকে দর্শন করিলে, অনঙ্গবাণে শরীর মন অবশ হইয়া থাকে, তাঁহার অঙ্গে শ্রীরাধাগ্রথিত এই বনমালা দোদুল্যমান দেখিলে, কোন্ রমণী ঈদৃশ কন্দর্প-বিনিন্দিত সুরসিক নায়কের প্রেমাভিলাষিনী হওত কুল, মান, শীলে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারই উপাসনায় কালক্ষেপ করিতে বাসনা না করে? এই রূপ চিন্তাকরত তাহারা শ্রীমতীকে কহিলেন, দেবি! এ মালা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে? ইহা সেই কমললোচন কৃষ্ণের সম্পূর্ণ রূপে উপযুক্ত বলিয়া আমাদের স্থির নিশ্চয় হইতেছে। অতঃপর চল, এখন একবার কুঞ্জকুটীরের শোভা সন্দর্শন করিবে। আর এদিকে বনমালীও আগতপ্রায়, তিনি প্রথমে তথায় উপ-

স্থিত হইয়া তোমাকে না দেখিতে পাইলে অত্যন্তই কাতর ও উদ্বিগ্নমনা হইবেন, বিশেষতঃ সমস্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে তুমিই এখানকার পরম সৌন্দর্য্য—তোমা ব্যতীত এখনকার সকলই অন্ধকার ও অপ্রীতিকর। অতএব আর বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় সেই স্থানে চল। এই রূপ বলিতে বলিতে উভয়েই কুঞ্জবনে গমন করিলেন, এবং তথাকার অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন পূর্ব্বক মোহিত ও মদনবাণে অধৈর্য্য রাধিকা সখীকে সম্বোধন করত কহিতে লাগিলেন, সখি! বুঝি সেই মদনমোহন এতক্ষণ প্রায় এই নিকুঞ্জবনের প্রান্তভাগ অবধি আসিয়া থাকিবেন, অতএব তোমরা অগ্রগমন করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এখানে আনয়ন কর, আমি এই অবকাশে অবশিষ্ট মালা কয়েকটী গ্রন্থন করিয়া লই। অতঃপর এক সখী ব্যতীত সকলেই তথায় গমন করিল।

কিয়দ্দূর গমন করত পথিমধ্যে তাহারা, অপর কতকগুলিন সখী পরিবেষ্টিত বিষণ্ণবদনা প্রধানা সখী বৃন্দাকে দেখিতে পাইয়া তথায় অমনি দণ্ডায়মান হইল। এই সময়ে বৃন্দা তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া কুঞ্জের ও শ্রীমতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করত সশোকান্তরে সকলকে কহিতে লাগিল, সখি! এতদিনের পর বুঝি আমাদের সকল সুখই বিনষ্ট হইল, হতবিধি বুঝি আমাদের প্রতি বাম হইলেন। শুনিতেছি গোপিকা বল্লভহরি কল্য প্রভাতেই মধুপুরী গমন করিবেন। হায়! ভগবান্ আমাদের প্রতি নিতান্তই বৈমুখ দেখিতেছি। এই বলিয়া তথায় স্থিরভাবে উপবেশন করিল। অপরাপর সখীগণ এই কথা শ্রবণ করিয়াই চমকিত

ও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিল। কিয়ৎকাল বিবেচনার পর চম্পকলতা কহিল, দূতি! হয়ত শ্রুত কথা সত্য না হইতেও পারে? কারণ জনরব সকল সময়েই যথার্থ হয় না। তখন বৃন্দা পুনর্ব্বার কহিল, সখি! আমাদের কি এমন পুণ্যফল যে, এরূপ জনরব মিথ্যা হইবে? বিশেষতঃ ইহাও জানিবে যে, অশুভ কথা প্রায় মিথ্যা হয় না। যাহাহউক, সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত রিসখা সখীকে সংগোপনে প্রেরণ করিয়াছি; সে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়াই হউক, অথবা প্রকাশ্যভাবে কোন কৌশল উদ্ভাবনা করিয়াই হউক, অবশ্যই যথার্থ সংবাদ আনিয়া দিবে। পরন্তু আমি তাহার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থির থাকিতে না পারিয়া মনে মনে যুক্তি করিলাম যে, কৃষ্ণ, যদিও সমস্ত ব্রজবাসীগণের জীবনসর্ব্বস্ব ইহা সত্য বটে, তথাপি আমরা যে তাঁহার নিমিত্ত কুল, শীল, ও মানে জলাঞ্জলি দিয়াছি,—লোকলাঞ্ছনা ও গুরুগঞ্জনার ভয় একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন দাসী হওত, সেই চরণেই সমস্ত বিক্রয় করিয়াছি। অতএব আমাদের সর্ব্ব বিনিময়কর্ত্তা সেই ভবসাগরকাণ্ডারী হরি, কি আমাদিগকে অকূলপাথারে নিক্ষেপ করিবেন? ইহাও কি কখন সম্ভব হইতে পারে? তিনি কি আমাদিগকে তাঁহার প্রেম-নিগড়ে দৃঢ়তর রূপে চিরবদ্ধ জানিয়াও তাঁহার কঠিন বিচ্ছেদবাণে তাহা কর্ত্তণ করিবেন? বৃন্দার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রায় সখীগণ সকলেই একেবারে শোকাতুরা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কেহ কহিল, বৃন্দে! তুমি আর ঐরূপ অশনি-

সদৃশ (কৃষ্ণবিচ্ছেদের) বাক্য মুখে আনিও না। আর যদিও আমাদের প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ মধুপুরী গমন করেন, তবে সে কেবল অত্যল্প কালের নিমিত্ত মাত্র। যেহেতু সেই গোপীকাবল্লভ হরি, ইহাও বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, তিনি ভিন্ন আমরা আর কাহাকে ও জানিনা, তবে আমাদিগকে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরের ন্যায় কেনইবা চিরদিনের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন?— কখনই যাইবেন না। তখন বৃন্দা কহিল, সখি! তোমরা যাহাই কেন বলনা, কিন্তু সেই বিষম অনর্থকর কৃষ্ণবিচ্ছেদযন্ত্রনা সম্মুখে আগতপ্রায় জানিয়া আমাকে অত্যন্ত কাতর ও বিহ্বল করিয়াছে।

অতঃপর (তাহাতে) কোন কোন সখী, অবিশ্বাস করিয়া অবজ্ঞা সূচক হাস্যে উপহাস করিতে লাগিল। কেহ কেহ ম্লানমুখী হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিল, কেহবা উহাকে পরিহাস বিবেচনায় উপেক্ষা করিতে লাগিল। এই রূপে কিয়ৎকাল গতহইলে বৃন্দা, সখীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল, সখি! ভাল, এখন ও কথা থাকুক চল কুঞ্জে কিশোরী কি করিতেছেন, অগ্রে তাহাই একবার দেখি, আর তাঁহার রাত্রবাসের কুসুমশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে কি না? তাহারও অনুসন্ধান করি। তখন সখীরা কহিল, বৃন্দে! আজ ফুলশয্যা অতি পরিপাটী হইয়াছে। গত যামিনী যে পুষ্পহার আমরা শ্যামসুন্দরের গলে অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা ততদূর চিত্তবিনোদক হয় নাই বলিয়া, আজ আমাদের বিনোদিনী রাই স্বহস্তে সেই বিনোদকণ্ঠ সজ্জিত করি

বার মানসে স্বয়ং মালা গাঁথিয়াছেন। অতএব তাহা যদি দেখিবার বাসনা থাকে তবে, শীঘ্র তথায় গমন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃন্দার নয়নযুগল অধিকতর ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, এবং সে স্বকীয় অঞ্চলবসনে সেই নয়নজল মার্জ্জনা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে কহিতে লাগিল, অহো সখি! তোমাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে যেন, সেই হারই আজ আমাদের প্রাণ সংহারক হইবে। হায়! হত বিধে! তোমার মনে কি এই ছিল? আমাদিগকে একবার এমন অমূল্য ধনের অধিকারী করিয়া পরিপূর্ণ সম্ভোগ হইতে না হইতেই আবার তাহাই অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে? এই বলিয়া সকলেই অল্পে অল্পে তথা হইতে তমালকুঞ্জে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে বিসখা, কৃষ্ণগমন বৃত্তান্ত যথার্থই অবগত হওত, বিচ্ছেদবাণে নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িল, এবং বাণবিদ্ধ হরিণীর ন্যায় যেন দিগ্বিদিক বোধ শূন্যা হইল। অনন্তর ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই কুঞ্জবনে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে শ্রীরাধিকাকে দেখিতে পাইল; এবং ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটে আসিয়া দেখিল যে, তিনি একমনে সহাস্যবদনে কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে কুসুম হার গ্রন্থন করিতেছেন। এই সময়ে সে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, অহো! দেখিতেছি ইনি আপন মনেই বসিয়া পরম সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন। সম্মুখে যে কি কালস্বরূপ বিচ্ছেদবাণ আসিতেছে, তাহার কিছুই অবগত নহেন। অতএব আমি এমন সময়ে কেমন

করিয়াই বা সে নিদারুণ সংবাদ প্রদান করিব? পরক্ষণে আবার অমনি চিন্তা করিল যে, সে কথা ইহাঁর নিকট অবশ্য শীঘ্রই প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কারণ, ইনি আমাদের সকলের মুখ্যা, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও কৃষ্ণের মনমোহিনী। অনুমান হয় যে, শ্রবণমাত্রেই ইনি কোন কৌশল উদ্ভাবনা দ্বারা সেই ব্রজনাথের মথুরাগমনে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিতে পারেন। যাহা হউক, সম্প্রতি এ শেল-সম কঠিন বাক্য কিরূপেই বা তাঁহার গোচর করিব? হা বিধাতঃ! এইজন্যই কি আমার বিষখা নাম হইয়াছিল? আর এতদিনে বুঝি বা তাহা সার্থকও হয়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্মুখাগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাধিকা তখন তাহাকে সম্মুখে আগতা দেখিয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সখি! তুমি বুঝি এইমাত্র এখানে আসিতেছ? তবে বল দেখি আমার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণ কোথায়? তিনি কি এই কুঞ্জে আসিয়াছেন? অথবা তাঁহার আসিবার আর বিলম্ব কি? এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, বিসখা বিষণ্ণ বদনে মৌনভাবে থাকিয়া কিছুই উত্তর প্রদান করিল না। তাহার অস্বাভাবিক ভাব দর্শনে রাধিকা চঞ্চল ও চমকিত চিত্ত হইয়া কহিলেন, বিসখে! তুমি কি আমাকে পরিহাস করিতেছ? এই কি তোমার পরিহাসের প্রকৃত সময়?

শ্রীরাধিকা এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে সখীগণ-পরিবেষ্টিত প্রধানা বৃন্দা, ম্লানবদনে তথায় প্রবেশ করিল। রাধিকা, সকলের বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষাৎ পুষ্পহার পরিহার করত বৃন্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃন্দে! তোমাদিগকেও যে আবার বিষণ্ণ দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? যথার্থ বল? তোমরা কি পুনর্ব্বার গুরুজন কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছ? অথবা সেই প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের আগমনবিলম্ব দেখিয়া এত বিমর্ষযুক্ত হইয়াছ? তাহা শীঘ্র বল। তোমাদের এরূপ ভাব-ভঙ্গী দর্শনে আমার মনে নানান সংশয়ের উদয় হইতেছে। আমি উহার কারণ জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। অতএব আর কালবিলম্ব করিয়া আমার চিত্তকে অসুস্থ করিও না। ত্বরায় সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন কর।

অনন্তর সখীরা সকলে শ্রীমতীকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলে, বৃন্দা কহিতে লাগিল, হে শ্রীমতি! তুমি সমস্ত রমণীকুলের শ্রেষ্ঠা, কুলকামিণীগণের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে সকল গুণই তোমাতে একাধারে বর্ত্তমান। তোমার মহিমা কে বলিতে পারে? এই জগতীতলে তুমিই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। স্বয়ং কৃষ্ণই তোমাকে কেবল অবগত আছেন। আর আমিও তোমার পদসেবীকা, তোমার প্রসাদে আমিও তোমায় কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি। তুমি পরমাসুন্দরী ও ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্যের একমাত্র আধার ও অতিশয় বুদ্ধিমতী। অতএব এখন যে বিষম অনর্থকরী বাক্য আমি তোমাকে কহিব, যদি সামান্য রমণীগণের ন্যায় তাহাতে নিতান্ত অসহিষ্ণু না হইয়া বরং কোন উপায় উদ্ভাবনাদ্বারা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা

কর, তবেই সকল প্রকারে মঙ্গল দেখিতেছি; নতুবা অনিষ্টাপাতের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কারণ তাহা হইলে আমাদের সকলকেই কিছুকালের নিমিত্ত ঘোরতর দুঃখ-হ্রদে নিপতিত হইতে হইবে। শ্রীমতী, বৃন্দার এই সকল কথা আকর্ণন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বৃন্দার এইপ্রকার বাক্যে আমার স্থিরনিশ্চয় হইতেছে যেন সে আমার কান্ত সম্বন্ধীয় কোন অমঙ্গলের কথাই কহিবে। কিন্তু অনুমানে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, এ অমঙ্গল তাঁহার দৈহিক নহে। বিশেষতঃ যিনি সমস্ত মঙ্গলেরই মঙ্গল, তাঁহার আবার শারীরিক অমঙ্গল কি,অতএব বোধ হয় তিনি অদ্য এই বিলাসকাননে আগমন করিবেন না, তাহাই শুনিয়া সকলেই এতাধিক শোকযুক্ত হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, সবিশেষ অবগত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ স্থির করত তিনি কিয়ৎপরিমাণে ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, বৃন্দে! যাহা বলিতে হয় ত্বরায় প্রকাশ করিয়া আমার মনের উদ্বেগ দূর এবং বাসনা পরিপূর্ণ কর। আমি নিশ্চয়ই ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছি, তোমাদের আর তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই। তখন বৃন্দা যেন কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্তা হইয়া কহিতে লাগিল, হে কিশোরি! অদ্য অপরাহ্নে আমি শ্যামা প্রভৃতি কতিপয় সহচরীকে সমভিব্যাহারে লইয়া এই স্থানে আসিতে ছিলাম, পথিমধ্যে দুইজন অপরিচিত কামিনীর নিকট শুনিলাম যে, কল্য প্রভাতেই নন্দনন্দন হরি মধুপুরী গমন করিবেন। কিন্তু আমি তাহাদি-

গকে, (কেন যাইবেন ? কবে আসিবেন ? প্রভৃতি) সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা আর তাহার কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। তখন উদ্বিগ্নমনা হইয়া সবিশেষ তথ্য জানিবার নিমিত্ত বিসখাকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাকে আরও এই কথা বলিয়া দিলাম যে, সখি! তুমি ব্রজনাথের প্রতিবেসিনী, সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করিয়া থাক; অতএব তুমি এখন কোনছলে একবার তথায় গমন করত কোন কৌশলদ্বারা ঐ ব্যাপারের সমস্ত সত্যাসত অবিকল জানিয়া আইস। অতঃপর আমি পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাহার আঁষা (আসা) পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। কিন্তু ঐ ভাবে আর অধিককাল ধৈর্য্যধারণ করত স্থির হইয়া থাকিতে অশক্য হইলাম। কারণ তখন ইহাও বিবেচনা করিলাম যে, যদি গোপীনাথ কল্য সত্যসত্যই এই ব্রজপুরী অন্ধকার করিয়া মধুপুরী যাত্রা করেন, তবে অদ্য অবশ্যই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও গমনার্থ বিদায় লইতে শীঘ্র শীঘ্রই এই কেলিকাননে আগমন করিবেন,— পরন্তু এখানে তিনি আসেন নাই। আবার এদিকে যখন বিসখাকে বিষণ্নবদনে বসিয়া থাকিতে দেখিতেছি, তখন জনরব যে মিথ্যা ইহাত আর প্রত্যয় হয় না। যাহা হউক, সখি বিসখে! তুমি কি জানিয়া আসিলে? তাহা শীঘ্রই যথাযথ বর্ণনা কর। দেখ অপ্রিয় কথা যদিও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হয় না ইহা সত্যবটে, তথাপি প্রকাশ না করিলেও চলে না, আর "সত্য" যে, তাহা কোনন্না কোনরূপে এবং কখনওনা কখন প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব

আর কালবিলম্ব বা কোন কথা অপলাপ না করিয়া যাহা জানিয়াছ অবিলম্বে আদ্যোপান্ত সকল কথাই ব্যক্ত কর। সখি! দেখ, অশনিপাত শুনিতে কি ভয়ঙ্কর? কিন্তু পতন হইলে আর কোন ভয় থাকে না। অতএব আমাদের অদৃষ্টানুযায়ী যাহা হয় হইবে, এখন পরিজ্ঞাত বিষয় আমাদের গোচর কর।

এইরূপে বৃন্দার বাক্য শুনিতে শুনিতে শ্রীরাধিকার বদন-কমল শুষ্কপ্রায় হইয়া আসিল। তাঁহার মুখশশী জীমূতাবৃত শশধরের ন্যায় নিষ্প্রভ ও মলিন হইতে লাগিল। এতক্ষণ যে পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখমণ্ডল সমস্ত বনভূমীকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, এখন তাহা সামান্য দীপালোক সাপেক্ষ হইয়া পড়িল— রাহুগ্রস্ত কলাধরের ন্যায় যেন পূর্ব্বচিহ্নও আর দেখা গেল না। অনন্তর তিনি এক সখীর গাত্র অবলম্বন করিয়া বিসখার প্রতি কহিতে লাগিলেন, বিসখে! অতঃপর তুমি অকুতোভয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। আমার নিমিত্ত শঙ্কিত হইও না। আর তুমি এরূপও মনে করিও না যে, আমি ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমার যেরূপ কঠিন প্রাণ, তাহাতে কি সেই শ্যামসুন্দরের বিচ্ছেদ-বাক্যবাণ আমায় সংহার করিতে পারে? না ধর্ম্মরাজ আমার প্রতি এমনিই প্রসন্ন, যে কৃষ্ণবিরহে আমি ব্যথিত ও শোক সন্তপ্ত হইলে, তিনি উহা হইতে আমার তাপিত প্রাণকে শীতল করিবার ও নিষ্কৃতি দিবার নিমিত্ত আমায় আলিঙ্গন সহকারে গ্রহণ করিবেন? সখি! কদাচ সে চিন্তাকে মনে স্থান দান

করিও না। তবে কেবল তোমাদিগকে বিনীতভাবে এই কথা কহিতেছি যে, সেই গুণমণি কৃষ্ণের অশেষ গুণ-মালা হৃদি-কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি—তাঁহার প্রেমময় নটবর মুর্ত্তি হৃদয়পদ্মে স্থাপন করিয়াছি। বিরহ চিন্তায় কেবল তাহারা যদি অনাথা ভাবিয়া বলপূর্ব্বক যাতনা দেয়, তবে, তখন আমাকে ম্রিয়মান হওত ধূলিধূষরিত শরীরে ধরাশায়ী হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু তৎকালে আমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া তোমরা যেন শোক মোহে অভিভূত হওত সৎকারার্থে (প্রেতক্রিয়ার্থ) আমাকে চিতায় নিক্ষেপ করিও না। তখন যেন আমার এ কথাটী তোমা-দের স্মৃতিপথে জাগরুক হয়। এইরূপ বলিতে বলিতে বাষ্পনীরে তাঁহার নয়নদ্বয় পরিপূর্ণ হইল। তদ্দৃষ্টে অপরাপর সখীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন রাধিকা স্বকীয় নয়নজল সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রবোধ ও উত্তেজিত বাক্যে সকলকে আশ্বস্তা করি-লেন।

বিসখা সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লগিল, হে ব্রজসুন্দরিগণ! অতঃপর আমি যাহা কিছু জানিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। ললিতার মুখে সেই জনরবের কথা শ্রবণ করিয়া আমি সত্বর গোপরাজগৃহে প্রবেশ করিলাম, এবং পূর্ব্ববৎ ধীরে ধীরে পূরমধ্যে যশোদার নিকট উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম তাঁহারা সকলেই গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন, কিন্তু সকলেরই বিষণ্ণ ভাব। রাণী, স্বয়ং দধী দুগ্ধাদির প্রচুররূপ আয়োজন করিতেছেন। অক্রূর

ইহাদ্বারা আমি জ্ঞাতব্য বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর প্রথানুযায়ী রাণীর সম্মুখে গমন করত তাঁহাকে বন্দনা করিয়া ধীরে ধীরে তৎ পার্শ্বে উবেশন করিলাম। তিনিও আমাকে পূর্ব্ববৎ স্নেহপূর্ণ-নয়নে সম্ভাষণ ও আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে আমি সুযোগক্রমে নানা কথার প্রসঙ্গে তাঁহাকে ঐ দধি দুগ্ধাদির প্রচুর পরিমাণে আয়োজনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন। বৎসে! তুমি কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে, অদ্য রাত্রি প্রভাতা হইলে আমার জীবনসর্ব্বস্ব গোপাল, স্বগণে পরিবৃত হইয়া দিবসত্রয়ের নিমিত্ত মধুপুরী গমন করিবে। মথুরা হইতে কংস রাজা নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন, এবং সেই নিমন্ত্রণ পত্র ও রথ লইয়া অক্রুর নামে এক ব্যক্তি এখানে আগমন করিয়াছেন; তিনিই সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবেন। আর সেই কংস রাজাকে উপহার দিবার নিমিত্ত এই সকল পয়োরাশীর আয়োজন করিতেছি।

অনন্তর সজলনয়নে আরও কহিলেন, বিসখে! গোপালকে মধুপুরী যাইতে দিতে আমার একান্ত অনিচ্ছা। কারণ যাহাকে কক্ষান্তরে প্রেরণ করিয়াও স্থির থাকিতে পারিনা—গোচরণে প্রেরণ করিয়া যাহার প্রত্যাগমন কালপর্য্যন্ত পাগলিনীপ্রায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকি, তাহাকে দূরদেশে প্রেরণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? অহো! গোপাল আমার বৃদ্ধের যষ্টী, অন্ধের নয়ন, দুর্ব্বলের বল, ও নির্ধনের ধন। আমি এই দিবসত্রয়

তাহার অদর্শনে কেমন করিয়া দিনযাপন করিব, এই ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। তবে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নন্দ, উপনন্দ এবং সুনন্দ প্রভৃতি প্রধানগণের বাক্যে আমি অগত্যা রাম কৃষ্ণকে গমন করিতে দিতেছি, তাঁহাদের সকলেরই এই অভিলাষ যে উহারা রাজসভায় গমন করত পরিচিত ও সম্মানিত হয়। যেহেতু তাহাতে সমস্ত গোপকুলের গৌরব অধিক বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু বৎসে! আমার চিত্ত পাপপ্রবণ ও আমি অত্যন্ত ভীরু স্বভাব। ঐ সকল কুলগৌরবের আনন্দেও আমার আনন্দ হয় না। নিরন্তর কেবল রাম কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেই আমার সদানন্দ বোধ হয়। জগতের সকল সুখ, সম্মান ও ঐশ্বর্য্য হইতে আমি কেবল উহাদিগকেই ভাল বাসিয়া থাকি। যাহাহউক, আমি সকলের অভিপ্রায়ানুসারে, বিশেষতঃ রাম কৃষ্ণের ঐকান্তিক আগ্রহাতিশয় দর্শনে গমনে আর কোনই আপত্তি উত্থাপন করিলাম না। আমি প্রথমে বিস্তর শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেও গোপাল যখন আমার গলদেশে তাহার কোমল ভুজলতা পরিবেষ্টন করিয়া দিবসত্রয়ের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ বিদায় প্রর্থনা করিল, তখন আমি তাহার সেই ললিত গদগদ স্বর শ্রবণে মোহিত হইয়া তাহাতেই সম্মতি প্রদান করিয়াছি। বিসখে! যদিও রাম কৃষ্ণের মধুপূরী গমনে সকলে বংশের গৌরব বৃদ্ধি জানিয়া পরমানন্দিত হইয়াছে, কিন্তু জানি না, আমার মন কেন তদ্বিপরীতে বিচরণ করিতেছে? —কেন এত উচাটন হইতেছে? এখন আমি নিরন্তর কেবল

দুর্নিমিত্ত দর্শন করিতেছি, না জানি আমার অদৃষ্টে কি দুর্ঘটনাই সংঘটন হয়। এই বলিয়া নিরস্ত হওত অশ্রু মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে আমাকে আরও কহিলেন, বিসখে! আমার গোপাল তোমাকেও যথেষ্ট স্নেহ করিয়া থাকে, এবং তোমরাও তাহাকে ভাল বাসিয়া থাক। আমার গোপাল কর্ত্তৃক অনেক উপদ্রবও তোমরা সহ্য করিয়া থাক। এই হেতু আমার অনুরোধে তোমরা যদি কিছু প্রবোধ দান করিয়া গমনে নিবৃত্ত করিতে পার, তবে আমি তোমার নিকট চির বিক্রীত হইয়া থাকি। তখন আমি তাঁহাকে কহিলাম, মাতঃ! গোপাল এখন পূর্ব্বের ন্যায় নিতান্ত শিশু নাই যে, তাহাকে আর মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া রাখিব, এখন সে এমনি বাচাল হইয়াছে, যে আমাদিগকেও তদ্দারায় বশীভূত করে। অতএব এমন সময়ে আমরা আর কি করিব? তবে আনার অনুরোধে সাধ্যমতে চেষ্টার কোন ক্রুটী করিব না। এই বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে, গোপাল কোথায়? জিজ্ঞাসা করাতে তিনি, অঙ্গুলী সঙ্কেতে পার্শ্বস্থ গৃহ আমাকে দেখাইয়া দিলেন। তখন আমি তথা হইতে সেই গৃহ দ্বারে উপনীত হইয়া কৃষ্ণের তৎকালীন অবস্থা সকল দর্শন করিলাম। এই বলিয়া বিসখা কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণন করিলেন। অতঃপর কহিলেন, হে গোপীনিগণ! আমি কৃষ্ণকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তদ্দৃষ্টে তিনি আত্মভাব গোপন করত সহাস্য বদনে আমাকে নিজ

পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, তখন আমিও সুযোগ পাইয়া নানা কথার প্রসঙ্গে মধুপুরী গমনের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে নিশ্চয়ই তথায় যাইবেন, এই ভাব প্রকাশ করিলেন। আর যে তিনি এখানে আসিবেন না এ কথাও তোমাদিগকে বিজ্ঞাপন করিতে আদেশ করিলেন। এই বলিয়া বিসখা নিরু- ত্তর হওত দণ্ডায়মান রহিল।

বিসখার নিকট হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল সকলেই নিরুত্তর থাকিলে, জনৈক সখী বৃন্দাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, বৃন্দে? যদি সত্যই আমাদের গোপীনাথ ব্রজবালাগণকে অনাথিনী করিয়া মধুপুরে গমন করেন, তবে আর এ কুসুমশয্যা ও পুষ্পমালায় প্রয়োজন কি? অনুমতি কর, আমি এখনি ইহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করত নয়নান্তর করি। কারণ যাহার নিমিত্ত এই আয়োজন, তাঁহার বিরহে এ সকল লইয়া আমাদের আর কি প্রয়োজন? বরং এ সল সম্মুখে দর্শন করিলে বিরহানল দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত হয়। তখন বিরহব্যাকুলা বৃন্দা ও অপরাপর সখী সমবেতে ঐ মতেরই পোষকতা করিল। কিন্তু শ্রীমতী তৎকালে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, গোপীগণ! তোমরা আর কিছুকাল নিরস্ত থাক, দেখ ব্রজনাথ এখনও এই ব্রজধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশান্তর গমন করেন নাই—তিনি এখনও এখানে আছেন। সুতরাং অনেক আশাও আছে,—এই আশাদ্বারা লোকে জীবিত থাকে। আর দেখ, তাঁর বিরহবাণে এই সকল অনাথা কুলরমণীগণ যে একেবারেই মৃতপ্রায় থাকিবে,—

এই নিকুঞ্জ বনের শিখীদল নিজনিজ সুচিত্রিত দীর্ঘপুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিয়া—কোকিলগণ কুজনধ্বনী করিয়া—এবং ভৃঙ্গসকল নানাবিধ সুগন্ধী পুষ্প হইতে সুমিষ্ট মধুপানে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে ঝঙ্কার করত আমাদিগের সেই মৃত শরীরে খড়্গাঘাত করিয়া অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিবে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। অতএব এই সকল কারণ চিন্তা করত তিনি একবারও এখানে আসিলে আসিতে পারেন। সুতরাং ঐ হার ও শয্যা এখন দূরে নিক্ষেপ করা বিধেয় নহে। যাহা হউক, সখি! আর কিছু কাল অপেক্ষা কর তবে সকলই বুঝিতে পারিব। কিন্তু যদি আজ সেই বিপিনবিহারী কৃষ্ণ আমাদিগকে অনাথিনী করিয়া চলিয়া যান, তবে না জানি, তাহাতে আমাদের কি দুর্দ্দশাই ঘটিবে। পরন্তু তাহাতে আমরাই সকলে সেই বিরহানলে দগ্ধ হইয়া মরিব। তাহাতে আর তাঁহার কি ক্ষতি হইবে? আমাদের বিরহে তাঁহাকে কিছু আকুল হইতে হইবে না।

অনন্তর এক সখী কহিল, হে শুভগে! আপনি অমন কথা আর মুখেও আনিবেন না। কৃষ্ণ যে আপনার বিরহে কাতর হইবেন না, ইহাত আমাদের প্রত্যয় হয় না। কারণ আপনি যখনই অভিমানিনী হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, তখনই তিনি আপনার শ্রীচরণ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া সে মান ভঞ্জন করিয়াছেন। অতএব আর ঐরূপ চিন্তাকে মনেও স্থান দান করিবেন না। তখন বৃন্দা গোপিনীগণের প্রতি কহিতে লাগিল, হে সখিগণ!

তোমরাত সে দিবসের সেই রাধাকুণ্ডের কাণ্ড সকলেই অবগত আছ? সে দিবস যখন কিশোরী মানভরে অবগুণ্ঠনাবতী থাকিয়া কোনমতেই সেই গোপীবল্লভের সহিত প্রণয়ালাপ করিলেন না, তখন তিনি বহুতর আয়াসে তাঁহার মান ভঞ্জন করিতে প্রয়াস পাইয়া অকৃতকার্য্য হওত রোদন করিতে করিতে বৃন্দাবন (নামক বন) হইতে বহির্গত হইয়া যান। সেই সময়ে আমরা শ্রীমতীকে বিনয় পূর্ব্বক অনেক মিষ্ট বাক্যে সেই মান পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি একান্তই তাহাতে কর্ণ-পাতও করিলেন না। পরে শ্রীমতী স্বয়ং তাঁহার বিচ্ছেদে আকুলা হইয়াছিলেন; এবং তখন নিজক্লেশ নিবারণ করিবার নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিয়া তাঁহার অন্বে-ষণ ও তদ্বিরহে অসহ্য হইয়া রোদন করত আমাকে কৃষ্ণা-ন্বেষণে নিযুক্ত করেন। পরিশেষে আমি তাঁহাকে ও তোমাদিগকে তদ্বিরহে কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া সেই বিরহাতুর নটবর শ্যামের উদ্দেশে গমন করিলাম।

অনন্তর কুঞ্জ উপকুঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমন করিয়া কোথাও তাঁহার দর্শন পাইলাম না। পরিশেষে রাধাকুণ্ডের অদূরে থাকিয়া, "হা রাধে! আমায় পরিত্যাগ করিলে— আমার সহিত বাক্যালাপ করিলে না, আমাকে বৃন্দাবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে" প্রভৃতি বাক্যে হা হতোস্মি করিয়া কে যেন বিলাপ করিতেছে শুনিতে পাইলাম। আমি সেই স্বর শ্রবণে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কাহা-কেও দেখিতে পাইলাম না। অতঃপর দেখিলাম কুঞ্জের সমী-

পবর্ত্তি হইয়া তাহার তটে ধূলী ধূষরিত কে যেন শয়ন করিয়া আছে—কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। অবশেষে তথায় কৃষ্ণের চূড়া ও বংশী নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিলাম। সেই কালে শ্রীদাম ও মধুমঙ্গল নামে তাঁহার সখাদ্বয়, কমলপত্র ও তমালদল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। অনন্তর মধুমঙ্গল প্রথমে উচৈঃস্বরে কৃষ্ণকে হে সখে! হে সখে! বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল। তৎকালে আমি তথাকার এক বৃক্ষের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। মধুমঙ্গল ঐ প্রকারে হে সখে! হে কৃষ্ণ! বলিয়া বারম্বার উচৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে, শ্রীদাম কহিল, সখা মধুমঙ্গল! এখন ঐ রূপ সম্বোধনে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্য সম্পাদন করা অতি দুরূহ। যাহা হউক, এই বার আমি একবার চেষ্টা করি। হে ব্রজাঙ্গনাগণ! শ্রীদাম এই কথা বলিয়া, হে রাধাকান্ত! হে রাধাবল্লভ! হে রাসরসিক রাধানাথ!—রাধাবিনোদ!—রাধাগোবিন্দ! প্রভৃতি বাক্যে আহ্বান করিলে, তাঁহার কর্ত্তৃক চৈতন্যোদয় হইল। তখন উহারা উভয়ে আনন্দিত হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথমতঃ তাহারা তথায় কুবলয় পত্র বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণকে শয়ন করাইল। অনন্তর সেই রাধাকুণ্ডের জল লইয়া প্রোক্ষণ করত সেই তমাল বৃন্তে বীজন করিতে লাগিল। এই রূপে কিছু কাল সেবা করাতে এবং তথাকার সেই জলকণা প্রবাহিত শীতল সমীরণ সেবনে তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদিগকে কহিলেন, সখে! আমাকে

এই সরিৎ হইতে একটী কমলিনী প্রদান কর। অনন্তর তাহারা সেইরূপ করিলে, কৃষ্ণ একটী কমল তাহাদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করত স্বকীয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে কমলিনি! তুমি আমার সেই হৃদ্বিলাসী কমলিনীর নাম ধারণ করিয়াছ, এই হেতু তোমা হইতে উপস্থিত বিকারে শান্তি লাভ করিব বলিয়া তোমাকে নিজ বক্ষে ধারণ করিলাম। কিন্তু তোমা হইতে সেই পীড়ার কিছুমাত্র উপসম হইল না। আমার সেই কমলিনীর বিরহ-তাপ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিলে না। এই বলিয়া বহুতর বিলাপ করত পুনর্ব্বার মোহ প্রাপ্ত হইলেন। হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমি তৎকালে এই সকল ব্যাপার অবলোকন পূর্ব্বক বিচ্ছেদ বিকার যে কি দারুণ ও ভয়ঙ্কর, তাহা বুঝিতে পারিলাম। হে গোপী-নিগণ! তৎকালে সেই শ্যামসুন্দরের যেরূপ ভাব ও দশা হইয়াছিল, আহা! তাহার আর কি কহিব? যদি শ্যামের নয়নকমল স্বভাবতই বক্র না হইত, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভাবান্তর কালে আমি তাঁহাকে কদাচই চিনিতে পারিতাম না। ক্ষুধিত ব্যক্তির অন্ন যেরূপ উপকারী, তৃষ্ণাতুরের, পানীয় শীতল জল যেরূপ উপসমক, বিরহ-দগ্ধ সুরসিক নাগরের, রমণীই সেইরূপ অব্যর্থ মহৌষধি। মনে মনে ঐরূপ চিন্তা করিয়া, আমি তাঁহার ওষধি স্বরূপ তথায় প্রকাশিত হইলাম। যাহা হউক, হে কমলিনি শ্রীরাধিকা! কৃষ্ণ যে তোমার বিরহযন্ত্রণা অনুভব করিবেন না, ইহা কোনমতেই আমার প্রত্যয় হয় না।

অতঃপর শ্রীমতী কহিতে লাগিলেন, বৃন্দে! আমি যে আজ অনেক আশায় ও বহুতর আয়াসে এই বিনোদমালা স্বহস্তে গ্রথিত করিয়াছি, অহো! আমি তাহা সেই শ্যামের গলে অর্পণ করিতে পারিলাম না—তাহা আমার ব্যর্থ হইল। অতএব এখন সকলে এই মালা ও কুসুম শয্যা লইয়া চল, অগ্রে উহাদিগকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করত পশ্চাৎ আমরাও উহার গর্ভে প্রবেশ করি। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ মুর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সখীগণ, হাহাকার স্বরে রোদন করিতে লাগিল। বৃন্দা তখন, অশ্রুজল সম্বরণ করত তাঁহার মুখমণ্ডলে শীতল জল সেচন করিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল। কেহ বা রোদন জলে আর্দ্রবসন হইয়া তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা শোকাবেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া কহিতে লাগিল, চল সখি! আমরা এই হার ও শয্যা লইয়া নয়নান্তরাল করিয়া রাখি; যেহেতু ইহা দ্বারা আমাদের কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অধিতর বোধ হয়। কেহ বা সেই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া সেই হার ও শয্যা কোন উপকুঞ্জে লুক্কায়িত করিল। এই সময়ে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হওয়াতে শ্রীরাধিকা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীরাধিকার উক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের পথ অবরোধ করিতে যাত্রা।

শ্রীমতী পুষ্পমালা ও কুসুম শয্যা তথায় না দেখিতে পাইয়া, সখীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,

সখিগণ! দেখিতেছি যে, তোমরা সেই কুসুমহার এখান হইতে অন্তরিত করিয়াছ,—তাহা কর; কিন্তু সেই যে কৃষ্ণ-গুণ-হার, যাহা অবিনশ্বর রূপে আমার হৃদয় কণ্ঠে শোভা পাইতেছে, তাহাত আর উন্মোচন করিতে পারিবে না। সেই হার যে এখন অধিকতর কষ্টদায়ক হইলেও তাহার কি প্রতীকার করিবে? দেখ সামান্য বন্যপুষ্প হার যাবৎ শুষ্ক না হয়, তাবৎ লোকে আদর ও যত্ন পূর্ব্বক তাহা ধারণ করে; কিন্তু এত আর সেরূপ নয়। পাছে কোন দুর্বৃত্ত দেখিতে পাইয়া ঐ পরমোৎকৃষ্ট রমণীয় কৃষ্ণ-গুণ-হার বলপূর্ব্বক আমাদের কণ্ঠ হইতে কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে আমরা পূর্ব্বেই উহাকে হৃদয়মধ্যে অতি যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু এখন তাহাই এই সামান্য কুসুম-হার অপেক্ষায় শত গুণে ক্লেশকর হইয়া উঠিতেছে। অহো ব্রজাঙ্গনাগণ! আমাদের কি দুরদৃষ্ট? আমরা ঈদৃশ পরমধনে বঞ্চিত হইতেছি। হা বিধাতঃ! তুমি কেন আমাদিগকে চির পরাধীনী-কুল-কামিনী করিয়া সৃজন করত এই রূপে নিগড়াবদ্ধ করিলে? তাহা না হইলে এমন সময়ে ত অনায়াসেই প্রাণনাথের সহিত মধুপূরী গমন করিতাম। আহা! সখিগণ! যখন আমরা কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী বলিয়া আখ্যাতা হইয়াছিলাম, তখন আমরা কুল-বন্ধন হইতে এক প্রকার মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু সখা কৃষ্ণ আবার কত যত্নে কত কৌশলে আমাদের সেই কলঙ্ক মোচন করিয়া আমাদের তৎকালোচিত কামনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু

এখন বিবেচনা হয় যে, সেরূপ না করিলে বড়ই মঙ্গল হইত। কারণ সেই সুচক্রী কৃষ্ণ, কলঙ্ক মোচনের ছলে আমাদিগকে কুল শীলে পুনরাবদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইবেন। ফলতঃ একমাত্র প্রবোধ, যদিও আমাদের আবদ্ধ রখিবার জন্য বর্ত্তমান উপায় বটে, কিন্তু কৃষ্ট-বিচ্ছেদ কালে আমাদের সে প্রবোধ, সে জ্ঞান, কিছুই থাকিবে না। আর ইহাও আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৃষ্ণ এক বার মথুরায় গমন করিলে আর কদাচ এস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন না। সুতরাং আমরা তাঁহার চিরবিরহে জীবিত থাকিলেও অনাথিনী হইয়া,—পাগলিনী হইয়া বিচরণ করিব। এই বলিয়া শ্রীরাধিকা তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই সময়ে সখীরাও রোদন করত তাঁহার যথামত সুশ্রুষা করিতে লাগিল।

অতঃপর বৃন্দা সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখিগণ! পূর্ব্বে আমি কৃষ্ণ বিয়োগের কথা তোমাদের নিকট প্রকাশ করাতে তোমরা তখন অনেকেই তাহাতে উপহাস করিয়াছিলে, কিন্তু এইক্ষণে স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীরাধিকা যাহা কহিতেছেন তাহার অন্যথা কদাপি হইবার নহে। তখন সখীরা সকলেই বিষণ্ন বদনে রোদন করিতে লাগিলে বৃন্দা, কিয়ৎ পরিমানে ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক সকলকেই শান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল। এই সময়ে নিশাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কমলিনী চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বৃন্দে! নিশা প্রায় অবসান হইয়া আসিল। আর এখানে বসিয়া বৃথা রোদন করিবার কি

ফল?—ইহা কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র। অতএব চল আমরা কৃষ্ণের পথ অবরোধ করিব। আমরা রাজপথে প্রবেশ করিতে করিতেই রাত্রি প্রভাতা হইবে, সেই সময় তিনিও গমন উদ্যোগ করিলে আমরা অমনি তাঁহার সম্মুখাগ্রবর্ত্তি হইয়া তাঁহার গমনে ব্যাঘাত জন্মাইব। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সখীরাও তাঁহার পশ্চাৎগামী হইল। (একে বিরহ বেদনায় অস্থির, তাহাতে আবার সমস্ত রাত্রের কষ্টে শরীর অসুস্থ; এ জন্য) শ্রীমতী যেন স্খলিত পদে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে বৃন্দা সখীগণকে কহিলেন, যে তোমরা দুই জনে দেবীর দুই পার্শ্বে থাক, নতুবা তাঁহাকে যে রূপ অবশাঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে তাঁহার ভূমে পতন হওয়া বড় অসম্ভব নহে; এবং তাহা হইলে তাঁহার কোন অঙ্গ ভগ্ন হওয়াও সম্ভব। সুতরাং সেরূপ হইলে গোকুলে আর আমরা মুখ দেখাইতে পারিব না। বৃন্দার এই কথা শ্রবণমাত্র সখীদ্বয় তাঁহার দুই পার্শ্বে নিযুক্ত হইল। তখন শ্রীমতী তাহাদের স্কন্ধে হস্তার্পণ পূর্ব্বক গজেন্দ্র গমনে অল্পে অল্পে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে বৃন্দা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল। শ্রীমতি! অতঃপর কৃপা করিয়া আমার এই কথা শ্রবণ কর যে, রাম কৃষ্ণ যখন গমন করিবেন, সেই সময়ে আমরা তাঁহার পথ অবরোধ করিব ইহা সত্য বটে; কিন্তু সেই অবরোধ গোকুলের প্রান্তভাগে গিয়া করিব, জনাকীর্ণ পথে তাহা করা হইবে না। সত্য বটে যে, তাঁহার গমনকালে ব্রজবাসী-

গণ তাঁহার সমীপবর্ত্তি থাকিবে, সুতরাং তখন নির্জ্জন পাওয়া সুকঠিন হইবে। কিন্তু ইহাও আপনি বিলক্ষণ জানিবেন যে, গমনকালে ভ্রাতৃদ্বয় প্রথমে এক রথে যাইবেন, সে রথে বোধ হয় আর কেহই না থাকিতে পারে। পশ্চাৎ নন্দাদি (অপরাপর) সকলে দধি দুগ্ধাদি উপঢৌকন সামগ্রী সকল লইয়া অপর রথে বা শকটে গমন করিবেন। অতএব আমরা সেই সুযোগে রাম কৃষ্ণকে সম্ভাষণ করিব। অনন্তর সকলে একবাক্যে তাহাই অনুমোদন করত গমন করিতে লাগিলেন।

রাম কৃষ্ণের মধুপুরী গমন।

এ দিকে রাত্রি প্রভাতা হইল, অক্রূর, সত্বর গাত্রোত্থান করত রাম কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া জাগরিত করিলেন। তখন ঐ গোলোযোগে ব্রজবাসীগণ একে একে সকলেই জাগ্রত হইল। রাম কৃষ্ণের বিয়োগ দুঃখে যশোদা ও রোহিণী সে রাত্রিতে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করেন নাই; কেবল পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াছেন, ও গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করিয়া সমস্ত বিভাবরী অতিবাহিত করিয়াছেন। এখন গাত্রোত্থান করিয়া রাম কৃষ্ণের মুখ প্রক্ষালনাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর কৃষ্ণ, রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! চল একবার বাহিরে গমন করিয়া দেখি মহাত্মা অক্রূর আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া এখন কি করিতেছেন। এই বলিয়া উভয়ে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং তথায়

উপস্থিত হওত দূর হইতে দেখিলেন যে, তিনি পবিত্র হইয়া কুশাসনে উপবেশন করিতেছেন। তদ্দৃষ্টে কৃষ্ণ আর তাঁহার নিকটে না গিয়া রামকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! দেখিতেছি অক্রূর প্রায় প্রস্তুত হইয়াছেন, অতএব আর তাঁহার নিকটে না গিয়া, চল সত্বর আমরাও প্রস্তুত হইয়া আসি। এই বলিয়া তথা হইতে উভয়েই বেশ ভুষা করিবার নিমিত্ত অন্তঃপূরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর নন্দরাজের আদেশ মতে সঙ্কেত ভেরী বাজিতে আরম্ভ হইল। সেই শব্দ শ্রবণে সকলে গমনকাল উপস্থিত জানিয়া পূর্ব্ব কথানুসারে নন্দালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম কৃষ্ণের কোন কোন গোপ সহচরেরা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই রূপে ক্রমে ক্রমে নন্দভবন জনকোলাহলে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। সুতরাং যশোদা এই সকল ব্যাপার দর্শনে, বিশেষত রাম কৃষ্ণের হাস্য বদন ও অপরাপর পরিজনবর্গের আনন্দ কোলাহলে, তাঁহার অন্তর্বেদনার ভাব আর কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বরং ভ্রাতৃদ্বয়ের গমনার্থ মঙ্গলাচরণ কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

এ দিকে মহাত্মা অক্রূর, সারথীকে রথ প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সারথী আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্রে রথ সুসজ্জীভূত করিয়া আনিল। তখন অক্রূর নন্দাদি গোপগণকে প্রিয় সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে মহাশয়গণ! আমি এই সুসজ্জীভুত দ্রুতগামী রথে রাম কৃষ্ণকে লইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হই, আপনারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটে গমন করুন। পরে মথুরায় প্রবেশ পূর্ব্বক সকলেই পরিমিলিত হইয়া

রাজসভায় গমন করিব। এই বলিয়া রাম কৃষ্ণকে রথারোহন করাইলেন। অনন্তর আপনি অশ্ববল্গা ও প্রবোধ দণ্ড গ্রহণ করত সারথী হইয়া রথ চালন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে রথ দ্রুত গমনে ব্রজপুরী প্রায় পরিত্যাগ করিল। অতঃপর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইবা মাত্র অক্রুর দূর হইতে দেখিলেন যে, তথায় কতকগুলিন বিচিত্র বসন শোভিতা বিষণ্নবদনা কুলকামিনী দণ্ডায়মান আছেন। আর তাঁহারা নিরন্তর রোদন করিতে করিতে রজঃমধ্যবর্ত্তী ঘোর ঘর্ঘর নিস্বানকারী দ্রুতগামী এই রথের দিকে এমনি ভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে, বোধ হয় তাহারা উহারই নিমিত্ত তথায় অপেক্ষা করিতেছে। যাহা হউক, এই ব্যাপার বিলোকনে অক্রূর চমৎকৃত হইয়া রথবেগ কিয়ৎপরিমানে সংযত করত রাম কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! ঐ অদূরে কতকগুলিন কুলকামিনীর ন্যায় কাহারা অপেক্ষা করিতেছে। ঐ দেখুন উহারা আবার ক্রমশঃ আমাদেরই দিকে আসিতেছে। উহাদের অবস্থা দর্শণে আমার নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে যে, উহারা চিরদিনই সুখসচ্ছন্দে বিচরণ করিত, সম্প্রতি যেম কোন প্রকার ঘোরতর বিপদে বা অভাবে নিপতিত হইতেছে। যাহাহউক, তথ্য অবগত হওয়া অত্যাবশ্যক। এই বলিয়া অক্রূর বিরত হইলে, অন্তর্যামী ভগবান সমস্ত কারণ অবগত থাকিয়াও যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাবে আশ্চর্য্য ও ভয়চকিত হইলেন। অনন্তর [illegible] সমস্ত অবগত হইয়া লজ্জা-

বশতঃ নিদ্রাদেবীকে স্মরণ করিলেন, এবং স্মরণমাত্র নিদ্রা, তস্কর সদৃশ নিঃশব্দ পদসঞ্চালনে নেত্রপথে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্বভাবত রক্তচক্ষু অধিক পরিমাণে রক্তিমাবর্ণ হইল; এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রথের উপরেই শয়ন করিলেন।

এদিকে, শ্রীরাধিকা সেই ব্রজগোপিনী সমভিব্যাহারে রথের সম্মুখীন হইয়া প্রথমতঃ অক্রূরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি কে? আপনার অঙ্গসৌষ্ঠবে ও বাহ্যিক সমস্ত ভাব ভঙ্গীতে আপনাকে পরম ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইতেছে। তবে আপনি দুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের ন্যায় আমাদের সার ও সর্ব্বস্বধন এই কৃষ্ণকে কি নিমিত্ত অপহরণ করিয়া পলায়ন করিতেছেন? আমরা সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া সেইজন্যই আপনার এই পথ অবরোধ করিলাম। আমরা জীবিত থাকিতে আপনি কদাচই কৃষ্ণকে লইয়া যাইতে পারিবেন না। হে অক্রূর! আমরা অবলা কামিনী, আমরা ঐ কৃষ্ণপদে আমাদের প্রাণ, মান, জীবন, যৌবন ও কুল শীলাদি সকলই সমর্পণ করিয়াছি। আমাদের নিজ সম্পত্তি ও বল ঐ কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। অতএব তুমি যখন সেই কৃষ্ণকেই বশীভূত করিয়াছ, তখন তোমার সহিত বিরোধের আর আমাদের কিছুমাত্রই ক্ষমতা নাই। তথাপিও আমাদিগের প্রাণসংহার না করিয়া আমাদের সম্মুখ হইতে কৃষ্ণকে কখনই লইয়া যাইতে পারিবেন না; এই আমরা আপনার গতিরোধ করিলাম। অতএব অগ্রে

আমাদের বিনাশ করিয়া পরে রাম কৃষ্ণকে যথা ইচ্ছা লইয়া প্রস্থান করুণ। এই বলিয়া সকলেই তথায় ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূপতিত হইলেন। অনন্তর গতিরোধ হওয়াতে অক্রূর আর কোনমতেই রথ চালাইতে পারিলেন না। তখন ভগবান বাসুদেব অগ্রজকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া রথ হইতে সত্বর অবতরণ করিলেন, এবং শ্রীরাধিকার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে মধুর সম্বোধনে কহিলেন, কমলিনি! একি? গাত্রোত্থান কর। তোমার এ উপযুক্ত শয্যা নহে। তুমি কুলকন্যা, সুতরাং প্রকাশ্য পথে তোমার আগমন করা অত্যন্ত অন্যায় ও লোক-সমাজ বিগর্হিত কার্য্য। (সুতরাং নিন্দনীয়) অতঃপর বিরহ ব্যথিত ব্রজ-বালাগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণে আশ্বস্তা ও হস্ত দ্বারা স্পর্ষিত হওয়াতে সমধিক বলযুক্ত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল কেহই কিছু না বলিয়া কেবল নয়ন-জল নিবারণ করিতে করিতে কৃষ্ণের চন্দ্রানন দেখিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী গোপীবল্লভ, গোপাঙ্গনাদের অন্তর্গত প্রেম সমস্তই অবগত আছেন কিন্তু, সে সময়ে তিনিও গোপ ললনাদের অপার প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ভক্তবৎসল হরির নয়নযুগল তখন ছল্ ছল্ করিতে লাগিল, এবং তিনি মনে করিলেন যে, এই গোপীকাদের মত আমার ভক্ত জগতে নিতান্তই দুর্লভ; অতএব ইহাদেরত কোন কথাই নাই। কিন্তু ইহাদের পাদসংলগ্ন ধুলারাসীর দ্বারা স্পৃষ্ট যে বৃক্ষ গুল্মাদি, তাহাদিগকেও দেবসদৃশ বা তদতীত মহত্ত্ব দান করা আবশ্যক। গোপীকাদের হৃদয়মন্দির আমি

ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে পারিবনা। তবে নশ্বর দেহে আমার অসহ্য বিরহতাপ কিঞ্চিৎকালের জন্য ইহাদিকে আপাতত সহ্য করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদিগকে পুনর্ব্বার কহিলেন, সখিগণ! তোমরা কুলবধূ, তোমাদের কুলমান রক্ষা করিবার জন্য আমি ইতপূর্ব্বে কত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছি, তাহা তোমরা বিলক্ষণ অবগত আছ। অতএব সম্প্রতি এইরূপ ভাব পরিত্যাগ করিয়া সত্বরেই স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান কর। নতুবা তোমাদের গুরুগণ আগতপ্রায়, সুতরাং এখনই সকলকে অতল লজ্জাসাগরে নিপতিত হইতে হইবে। আমি এই প্রাণেশ্বরী শ্রীমতীর গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিতেছি যে, কিছুদিন পরেই তোমাদের সহিত শ্রীমতীকে দর্শন করিব। আমার বিরহ তোমাদিগের অত্যন্তই দুঃসহ বটে, কিন্তু সম্প্রতি তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, অবধান কর। তোমরা অতি নির্জ্জন স্থানে মুদ্রিত নয়নে আমাকে চিন্তা করিলেই আমি তোমাদের হৃদয়মধ্যে উদয় হইয়া, তোমাদের বিয়োগভীত হৃদয়কে সুশীতল করিব, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই বলিতে বলিতে হরি, শ্রীমতীর গাত্র স্পৃষ্ট ধূলীরাশী কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণকরত ধড়ার অঞ্চলদ্বারা বন্ধন করিলেন। পরে সকলেরই গাত্র একএকবার স্পর্শ করিয়া মধুরবাক্যে বারম্বার বলিতে লাগিলেন, প্রিয়তমাগণ! আর বিলম্ব করিও না, সহসাই এস্থান হইতে প্রস্থান কর। কৃষ্ণের কোমল করতলের সংস্পর্শণলাভ করিয়া তাঁহারা তখন যেন

একবারে কৃতকৃতার্থ হইলেন। প্রাণসখার সমাদর বাক্যে তখন সকলেই আপ্যায়ীত হইলেন, এবং আশ্বস্তমনে বনপথ দিয়া অল্পে অল্পে গোকুলাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

গোপীকাদের সহিত প্রাণেশ্বরী রাধাকে বিদায় করত শ্রীকৃষ্ণও বিরহজর্জ্জরিত হইয়া মন্থর গতিতে রথোপরি আরোহণপূর্ব্বক অঙ্গুলীনির্দ্দেশে অক্রূরকে রথ সঞ্চালন করিতে কহিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্রেই অক্রূর পুনর্ব্বার সঙ্কেতরজ্জু ধারণ করিলে, অশ্বযুগল অমনি বঙ্কিমভাবে বেগে গমন করিতে লাগিল। নন্দাদি গোপবৃন্দ পশ্চাৎ রথে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপশ্চাৎ শকটে ভৃত্যগণ দধিদুগ্ধ ও ছেনকাদি লইয়া গমন করিতে লাগিল। কতিপয় দণ্ডমধ্যেই প্রথমতঃ রাম কৃষ্ণের রথ মধুপূরীর তোরণে উপনীত হইল। অনন্তর তাঁহারা নন্দপ্রভৃতির নিমিত্ত তথায় কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের বিলম্ব দর্শনে রামকৃষ্ণ পদব্রজে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তখন মথুরা নিবাসীগণ তাঁহাদের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একেবারেই আহ্লাদ-সাগরে নিপতিত হইল।

এদিকে লোক পরম্পরায় অত্যল্পকাল মধ্যেই মধুপুরীর প্রায় সকলেই অবগত হইল যে, বৃন্দাবন হইতে রাম কৃষ্ণ নামে অপূর্ব্ব রূপবান দুইটী বালক এখানে আসিয়াছে। প্রথমত তাঁহাদের ঐ সুমধুর নাম শ্রবণ করিয়াই তাহাদের কর্ণকুহর পবিত্র হইল। অতঃপর তাঁহাদের রূপ

দর্শনের নিমিত্ত প্রতিক্ষণেই তাহাদের সতৃষ্ণ নয়ন যেন লালায়ীত হইতে লাগিল। পুরুষগণ অনেকেই দ্রুতপদে দর্শন করিতে গমন করিল। কুলকামিনীগণ দেখিবার জন্য আকুল হইতে লাগিল। রাজপথের উভয়-পার্শ্বের অট্টালিকার উপরিভাগস্থ বাতায়ন হইতে শত শত গৃহলক্ষ্মীরা একদৃষ্টে পথ নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। এদিকে রাম কৃষ্ণ, পরস্পর পরস্পরের বেশ ভূষা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, ভাই ! এমন বেশে কি রাজসভায় গমন করা উচিত ? (এই রূপ বলিতেছেন,) এমন সময়ে দূরে এক ব্যক্তিকে আগত দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, অগ্রজ ! দেখুন দেখি, কেমন একজন অপূর্ব্ব (মনোহর) বেশে এইদিকে আসিতেছে। উহার আপাদমস্তক সুভ্র বস্ত্রদ্বারা কি চমৎকার আবৃত ও সজ্জিত হইয়াছে ? উহার নিতম্বাবধি উত্তরাঙ্গে কেমন বিবিধ রাগরঞ্জিত অঙ্গরক্ষা শোভা পাই-তেছে। উভয় পার্শ্বের উত্তরীয় বসন উড্ডীন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন উহার দুই দিকে ময়ূরদ্বয় পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আছে। আর উহার মস্তকেই বা কি মনোহর মুকুট, এতক্ষণ ছত্রাবগুণ্ঠনে উহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অনন্তর কৃষ্ণবাক্যাবশানে রাম মৃদুহাস্য মুখে কহিলেন, ভ্রাতঃ ! তোমার শ্রীঅঙ্গের উপযুক্ত কোন বসনই নাই ; অথচ এই ব্রজবেশ পরিত্যাগ করিলে গোপরাজের তাহা প্রীতি-কর হইবে না। অতএব ইহার পরিবর্ত্তনের আর কোন প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া উভয়েই গোকুল-পরিচ্ছদই পরিপাটী রূপে পরিধান করত জনৈক মালাকারের গৃহে

উপস্থিত হইলে, অত্যন্ত বিষ্ণু পরায়ণ, সেই সত্ত্বগুণাবলম্বী মালাকার সেই জন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বমূর্ত্তী রাম কৃষ্ণের রূপ দর্শনমাত্রেই ভক্তি গদ্‌গদ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। মালাকারকে ঐরূপ বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃষ্ণ কহিলেন, আমরা বৃন্দাবন হইতে কংসরাজ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া এখানে আসিয়াছি, আমাদিগের নাম রাম ও কৃষ্ণ। অতএব তুমি আমাদিগকে রাজোচিত মালা প্রদান কর। তখন মালাকার কহিল, প্রভো! কিছু পূর্ব্বেই আমি যে রাম কৃষ্ণের বিষয় শ্রুত হইয়াছি, আপনারা কি সেই ব্রজ নিবাসী রাম কৃষ্ণ? তখন বলভদ্র তাহাতে উত্তর প্রদান করিয়া কহিলেন, ভদ্র! তুমি যথার্থই অনুমান করিয়াছ। আমার নাম রাম, আর ইনি আমার অনুজ কৃষ্ণ, এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। অনন্তর মালাকর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, বসিবার নিমিত্ত উভয়কে আসন প্রদান করত উচ্চৈঃস্বরে নিজ পত্নীকে বারম্বার আহ্বান করিতে লাগিল। তখন পতির আহ্বান বাক্যে সে সত্বর সেইস্থলে উপস্থিত হইল। পত্নীকে আগতা দেখিয়া মালাকর কহিল, মালিনি! কিছুপুর্ব্বে যে রামকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলে, ভাগক্রমে এই দেখ তাঁহারা আপনারাই এখানে আগমন করত পদরেনুর দ্বারা আমাদের এই সামান্য কুটীরকে পবিত্র ও আমাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন। অনন্তর রামকৃষ্ণের নাম শ্রবণে মালিনী পুলকে পূর্ণিত হইল, এবং তাঁহাদিগকে দরিদ্রের রত্নলাভের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিল। পরে মালিনী এক তালবৃন্ত লইয়া

বীজন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, অহো বৎসগণ! তোমাদের জনক জননীর পুণ্যের পরিসীমা হয় না, কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় নিষ্ঠুরও জগতে অতি বিরল। যেহেতু এতাদৃশ অলোকসামান্য পুত্রগণকে নয়নান্তর করিয়া তাঁহারা কিরূপে নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? অনন্তর কৃষ্ণ কহিলেন, ভদ্রে! সম্প্রতি সে কথা উত্থাপনের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আশু রাজসভায় গমন করিব; অতএব সত্বর আমা-দিগকে মনোহর মালা দ্বারা সজ্জিত করিয়া দাও—আমরা প্রস্থান করি। কৃষ্ণ এইরূপ বলিবামাত্র মালাকর সত্বর তাহার কুটীরাভ্যন্তর হইতে পরমোৎকৃষ্ট পুষ্পমালা আনয়ন-পূর্ব্বক উভয়কেই মনোমতরূপে সজ্জিত করিল।

এদিকে নন্দাদি গোপবৃন্দ, মধুপুরী প্রবেশ করত রাম-কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া যৎপরোনাস্তি বিষাদিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে ছিলেন, এমন সময়ে উভয়ে তথায় কুসুমদামে সুসজ্জীভূত হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। তদ্দর্শনে গোপিরাজ নন্দ, পরমাহ্লাদিত চিত্তে যশোদা প্রদত্ত ক্ষীর, সর ও নবনীতাদি তাঁহাদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করিলেন। অনন্তর ভোজনান্তে যে যাহার রথে আরোহন করিয়া প্রস্থান করিলেন। অক্রূর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণের রথ চালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কুলকামিনীগণ রামকৃষ্ণের অলোকসামান্য রূপের কথা শ্রবণ করত স্ব স্ব সখীগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে সহচরিগণ! গৃহ কর্ম্মত চিরদিনই আছে, কিন্তু আজ সহস্র কর্ম্ম সত্ত্বেও রামকৃষ্ণকে অবশ্যই দর্শন

করিতে হইবে; তাহাতে গুরুগণ আমাদিগকে তিরস্কার ও লাঞ্ছনা প্রদান করিলেও কদাচ মননে ক্ষান্ত হইব না। সকল গঞ্জনা সহ্য করিয়াও নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে দর্শন করিব। (এইরূপ কথা হইতেছে) ইত্যবকাশে যাহারা রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও তাঁহাদের সৌন্দর্য্যাতিশয় বর্ণনা করিতে করিতে এমনি বিমোহিত ও অধীর হইয়া উঠিল যে, আর তাহারা সে কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে নিতান্ত অসক্য হইল। এইরূপে নানা কথাক্রমে সময়াতিপাত করিয়া সকলে রাম কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে তাঁহাদের মৃত্গামী রথ উহাদের সকলেরই দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল, এবং ক্রমে অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, কেহ কেহ কহিতে লাগিল, সখি! কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা শ্রুত হইয়াছিলাম যে, কৃষ্ণনামে ব্রজপুরে এক বালক আছে, ব্রজাঙ্গণাগণ তাঁহার বংশীস্বরে বিমোহিত হওত কুল, মান, শীল ও লোকলাঞ্ছনা এবং গুরুগঞ্জনাদিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ঐ শব্দেরই অনুগামিনী হইত; এবং আমরা যে সময়ে গৃহাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হই, তাহারা সেই ভীষণ তামসী রজনীতে সকল প্রকার বিভীষিকা অতিক্রম করত অবলীলাক্রমে নিবীড় ও নির্জ্জন কানন প্রদেশে গমন ও বিহার করিত—কণ্টক, কীলকাদি কিছুই মানিত না। হে সহচরিগণ! তৎকালে ব্রজসুন্দরীগণের এইরূপ লোকধর্ম্ম বিগর্হিত কদর্য্য কার্য্য শ্রবণে মনে মনে তাহাদিগকে কতই ধিক্কার প্রদান করিতাম, কিন্তু এখন বিবেচনা

হইতেছে যে, ত্রিজগতের মধ্যে তাহারাই ধন্যা, এবং তাহাদিগেরই সমধিক পুণ্যপুঞ্জ, এবং সেই নিমিত্ত তাহারা ত্রিভুবনবিমোহনকারী এই শ্যামসুন্দরের অপরূপ মনোহর রূপ নিরন্তর দর্শন করিয়াছে—উহাঁর ঐ বঙ্কিম নয়নযুগলের প্রেমকটাক্ষ অনুদিন সম্ভোগ করিয়াছে। অহো! সহজেই যাঁহার রূপ দর্শনে আত্মজ্ঞান শূন্য হইতে হয়, তাহাতে আবার তাঁহার (ঐ সুস্বর লহরী) বংশীরবে কোন্ কামিনী না অধৈর্য্য হইয়া কুলত্যাগ করত উহাঁর প্রেমসাগরে অবগাহন করিবে? অতঃপর আর একজন কহিল, ভদ্রে! আমি শুনিয়াছি যে, সেই বংশী বড় সাধারণ বংশী নহে। তদ্দারা সমস্ত পশু পক্ষীরাও বিমুগ্ধ হয়, এবং দ্রবময়ী যমুনাও নাকি স্ফীত হইয়া উদ্যানে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এইরূপে কৃষ্ণকথা—ক্রমে সকলেই একেবারে তদানুরক্তা হইয়া বিকলাঙ্গ হইল; এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, অহো! কৃষ্ণকে পলকমাত্র দর্শন করিয়া আমাদিগকেই যখন স্মরায়ুধে জর্জ্জরীভূত হইতে হইয়াছে, তখন তদ্বিরহব্যাকুলা ব্রজগোপিনীগণ যে আজ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে তাহা বলিতে পারি না। এই বলিয়া তাঁহারা শোকাবেগ কিয়ৎ পরিমাণে সম্বরণ করত স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

রামকৃষ্ণের কংসপুরী প্রবেশ।

এদিকে অক্রূর রথারূঢ় রামকৃষ্ণকে লইয়া কংসালয়ের অনতিদূরে উপস্থিত হইল। অমনি ভৃত্যগণ হইতে স্বর্ত্ত

কংসরায় সেই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক যুক্তি করত সুশিক্ষিত মত্ত-মাতঙ্গ দ্বারদেশে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে নন্দাদি সকলে একত্রিত হইলে অক্রূর, রামকৃষ্ণকে লইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবা মাত্র, নির্দ্দেশানুযায়ী সেই ভীমকায় হস্তী তাহার ভীষণ শুণ্ডদ্বারা কৃষ্ণকে পরিবেষ্টন করিল, কিন্তু তিনি অচলের ন্যায় অটল ভাবে ও নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান থাকিলেন। অহো! যে ভগবানকৃষ্ণ অনন্তরূপী, যিনি স্বকীয় বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে সুবৃহৎ গোবর্দ্ধন নামক গিরি অনায়াসে ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদ্বারা সমস্ত অসাধ্য সাধিত হয়; সামান্য এক করীকরে তাঁহার কি অনিষ্ট করিতে পারে? যাহাহউক নন্দনন্দন তখন অবলীলা ক্রমে করীশুণ্ডের বেষ্টন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া, বীর বিক্রমে মুষ্টি ও চপেটাঘাতদ্বারা তাহাকে নিপাত করত রাজপুরীমধ্যে অক্রূরসহ স্বগণে প্রবেশ করিলেন। এই সকল ব্যাপার দর্শনে ভয়ভীত নন্দ, সকলের সহিত (পারিষদ পরিবেষ্টিত, সিংহাসনোপরিশোভিত,) কংসরাজার সম্মুখে উপনীত হইয়া দধি দুগ্ধাদি উপহার সামগ্রী সকল অধিকতর সম্মানের সহিত উপঢৌকন প্রদান করিলেন। কিন্তু দুরাত্মা কংস রামকৃষ্ণের বিনাশ বাসনায় উন্মনা প্রযুক্ত সেদিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া, অমনি মল্লগণকে আহ্বান পুরঃসর রামকৃষ্ণের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি মল্লগণ বদ্ধ পরিকর হইয়া

ভীষণ গর্জ্জন করত রামকৃষ্ণের সহিত (মল্ল) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর রামের সহিত মুষ্টিকের, ও কৃষ্ণের সহিত চানুরের ঘোরতর মল্লযুদ্ধ হইতে লাগিল। বীরচতুষ্টয় বাহুমুলে রঙ্গধূলি মর্দ্দন করিয়া মধ্যে মধ্যে গভীর সিংহনাদ করত লম্ফোল্লম্ফনে ধরামণ্ডল কম্পিত করিতে লাগিল। কিয়ৎ-কাল এই রূপ ক্লেশের পর রাম, ক্রোধে অধীর হইয়া চক্ষু-রক্তবর্ণ করত সুযোগক্রমে এক ভীষণ মুষ্টাঘাতে মুষ্টিককে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তদ্দৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণ অধিকতর উৎ-সাহিত হইয়া দুর্ব্বৃত্ত চানুরাসুরের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক উৎক্ষিপ্ত করিয়া বিনাশ করিলেন। তদ্দর্শনে অপরাপর যোদ্ধা সকল ক্রোধারুণ-লোচনে তৎপ্রতি ধাবিত হইলে, তিনি একে একে ঐরূপে সকলকেই বিনাশ করিলেন।

অনন্তর দূত মুখে মল্লগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুরাত্মা কংস ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিল, এবং রামকৃষ্ণকে দেখিবার নিমিত্ত সেই রঙ্গস্থলীর মহাতুঙ্গ মঞ্চে আরোহণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত রামকৃষ্ণ ক্রোধে অধীর হইয়া সংগ্রামে জয় লাভ করত গভীর সিংহনাদ করিতে-ছেন। তাহাতে দুষ্ট দৈত্য আরও ভীত হইয়া দূতগণকে কহিতে লাগিল, ওহে দূতগণ! তোমরা এই দুর্বৃত্ত বালক-দ্বয়কে এখনই এখান হইতে দুর করিয়া দাও। আর নন্দাদি গোপবৃন্দকে সমুচিত দণ্ড প্রদান কর। তাহারা অকুতোভয়ে আমার এই প্রবল শত্রুদ্বয়কে সুখসেব্য উপভোগ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ও অদ্ভুত বীর্য্যশালী করিয়া আমার সহিত পরম

বৈরতাচরণ করিয়াছে। অতএব তাহাকে সস্ত্রীক বিনাশ করিয়া আমার সমস্ত ক্ষোভ দূর কর। অতঃপর কংসের এইরূপ প্রগল্‌ভাতিশয় নিষ্ঠুর বচন শ্রবণে ভগবান কৃষ্ণ কোপে কম্পিত হইয়া নিজ মূর্ত্তিধারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভ কারিণী ভয়ঙ্করা খড়্গহস্তা নর-মালা বিভূষণা ভীষণ কলিকা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত বামকরে সভামধ্যস্থ দৈত্যপতির কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমে নিপাতিত ও স্বকীয় তীক্ষ্ণ কৃপান দ্বারা শিরচ্ছেদন পূর্ব্বক বিনাশ করি-লেন। দুরাত্মা কংস বিনষ্ট হইবামাত্র তিনি পুনর্ব্বার বনমালা পরিশোভিত শান্ত কৃষ্ণ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অগ্রজের (রামের) সহিত পরমাহ্লাদে তথায় নৃত্য করিতে লাগি-লেন।

নন্দ প্রভৃতি গোপবৃন্দের কৃষ্ণ বিরহ।

বেদব্যাস কহিলেন হে মুনিসত্তম জৈমিনে! কৃষ্ণরূপ ধারিণী সেই পরমা দেবীর বিষয় এক্ষণে কিয়দংশ শ্রবণ করিলে, অতঃপর আরও যাহা বলিতেছি, তাহা অনন্য মনে শ্রবণ কর। হে জৈমিনে! প্রথমতঃ দুর্বৃত্ত কংসের সেইরূপ দুষ্ট ব্যবহার দর্শনে নন্দাদি ব্রজবাসীগণ সকলেই ভীত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বিনাশ করিলে, তাঁহাদের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তখন তাঁহারা প্রফুল্ল মনে বীণা, বেণু প্রভৃতি বাদ্য সহকারে সেই রঙ্গভূমিতে রামকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।—

(নিতান্ত ভূমিভার) সেই দুর্বৃত্ত কংসদৈত্য ধ্বংস হইলে, দিক সকল সুপ্রসন্ন ও অম্বর প্রদেশ নির্ম্মল হইল। অমরগণ গগণমার্গ হইতে নিরন্তর কেবল পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিয়ৎকাল পরে উৎসব সমাপন হইলে, জনক জননীর সুদৃঢ় বন্ধন হইতে নিষ্কৃতির নিমিত্ত রামকৃষ্ণ সেই কারাগারাভিমুখে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হওত মা, মা, স্বরে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের বন্ধন রজ্জু (শৃঙ্খল) ছেদন করিয়া প্রথমতঃ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিলেন, তৎপরে তাঁহাদের পাদপদ্ম যথাযোগ্য বন্দনান্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। সুদীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখাবলোকন করিয়া বসুদেব ও দৈবকীর আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না। তখন তাঁহারা নিরন্তর আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং কুমারদ্বয়কে অঙ্কে উপবেশন করাইয়া বারম্বার মস্তকাঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কংসরাজের নিধন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, অন্তঃপুরে তাহার মহিষীগণের দুঃখের আর অবধি রহিল না। তাহারা ভর্ত্তৃ শোকে বাষ্প বিগলিত লোচনে বক্ষে ও মস্তকে সবলে করাঘাত করিয়া বহুতর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। করুণানিলয় কৃষ্ণ তাহাদের রোদন নিনাদে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে শান্ত্বনা করিলেন, এবং পরিশেষে উগ্রসেনকে মথুরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

এদিকে কৃষ্ণ যদবধি বসুদেব ও দৈবকীরে জনক জননী বলিয়া সম্বোধন করেন, তদবধি নন্দরাজের মনে নানা প্রকার

সংশয় উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি এক একবার মোহ বশত সকলই স্বপ্নবৎ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পরক্ষণেই অমনি সেই ভাব অপনয়ন হইলে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! অক্রূর ব্রজপূরে গমন করিলে কৃষ্ণ যখন আমায় মথুরাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করে, তখনই আমার মনে কেমন একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে তাহার কোন কারণই অনুমান করিতে পারি নাই। পরন্তু ঈদৃশী ঘটনা দ্বারা এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই রূপ ঘটনা ঘটিবে বলিয়া স্নেহের মহীয়সী শক্তি প্রভাবে আমার মনোমধ্যে পূর্ব্বেই সেই সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল। যাহা হউক, বোধ হইতেছে যে, কোন কৌশল দ্বারা বসুদেব নিশ্চয়ই আমার রামকৃষ্ণকে অপহরণ করিবে। নতুবা সহসা কি নিমিত্তই বা আমার বিষম অন্তর্ব্বেদনা উপস্থিত হইবে? আমি যন্মাবচ্ছিন্নে কখনই এরূপ মর্ম্মান্তিক পীড়া অনুভব করি নাই। এইরূপে চিন্তাকুলিত হইয়া সাতিশয় শোক বৈকুল্যহৃদয়ে অসহিষ্ণু হওত নন্দরাজ রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘনয়ন যুগল হইতে অনর্গল বাষ্পবারী বিগলিত হইয়া গণ্ড প্রবাহিত হওত পরিধেয় বিচিত্র ও বহুমূল্য বসন আর্দ্র করিতে লাগিল।

এদিকে বসুদেব, নন্দের মনোগত অভিপ্রায় কোনমতে অবগত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন কংসরাজা রামকৃষ্ণকে এখানে আনিবার নিমিত্ত অক্রূরকে ব্রজপুরে প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তৎকালে তাহারা যে

তাঁহার ভাগিনেয় ইহা অবশ্যই প্রচার করিয়া ছিলেন। নতুবা কোন নৈকট্য সমন্ধ ব্যতীত তিনি যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, ইহাতে লোকের মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। সুতরাং তাহাহইলে গোপরাজ তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন কেন? আর পুত্রবৎসলা যশোদাই বা তাহাদিগকে এখানে কি নিমিত্ত আসিতে দিবেন? অথবা কেবল যজ্ঞ দর্শনচ্ছলে আনিতে গেলে, কেবল একমাত্র নন্দরাজ আসিয়াই সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন। তবে বলাযায় না যে, যদি গোপরাজ রামকৃষ্ণকে আমার পুত্র জানিয়াও, বাল্যকাল হইতে যেতৎ-কর্ত্তৃক তাহারা লালিত পালিত হওয়ায় স্নেহনিবন্ধন কদাচই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, এই বিবেচন করিয়া যদি এখানে আনিয়া থাকেন তবে তাহাও নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ফলে এখন তাহার বৈপরীত্যে তিনি শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ক্রন্দন করিতেছেন। যাহাহউক, এসময়ে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রিয়সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। নতুবা কৃষ্ণ বিয়োগে তিনি নিতান্তই আকুল হইবেন। এই বিবেচনা করিয়া বসুদেব নন্দরাজের নিকটে উপনীত হইলেন। এবং বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন গোপরাজ! কারাবরোধ প্রযুক্ত আমার আকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটি-য়াছে, অতএব এক্ষণে আপনি কি আমায় চিনিতে পারেন? তখন নন্দরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দর! সেকি, আপনি ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি বসুদেব। আপনাকে আমি চিনিব না? এই কথা বলিলেই বসুদেব

তাঁহাকে প্রেমমালিঙ্গন করিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে অনেক প্রিয়বাক্য দ্বারা কিঞ্চিৎ প্রীত করিয়া বলিতে লাগিলেন, সখে! আপনার গৃহে আমার পুত্রদ্বয় সুদীর্ঘকালই অবস্থিতি করিয়াছিল। তাহাদিগকে আপনি পিতৃবৎ পালনকরিয়াছেন! হে ধর্ম্মজ্ঞসখে! আপনার ধর্ম্মপত্নী যশোদা ঐকান্তিক পুত্রবাৎসল্যে আমার পুত্রকে লালন পালন করিয়াছেন। অতএব আপনারাও উহাদের জনক জননী স্বরূপ। এবং আপনি আমার বন্ধুবর বলিয়া পূর্ব্বাবধিই বিদিত আছেন। অতএব হে সখে! সম্প্রতি আমার গৃহে কুমার দ্বয়কে রাখিয়া আপনি ব্রজধামে গমন করুন। হে ব্রজপতে! আপনি পরম ধার্ম্মিক এবং দয়াবান। বন্ধু জনের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন। অতএব হে সুবিজ্ঞ সখে! আপনি অন্ততঃ আমার মঙ্গলকামনা করিয়াও এবিষয়ে শোক করিতে পারিবেন না। এবং ভবদীয়ানুরক্তা সেই পরম সাধ্বী যশোদাকেও আমার বিশেষ অনুরোধ বিজ্ঞাপন করিয়া, শান্ত্বনা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

বেদব্যাস কহিলেন, হে জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। বসুদেব কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া গোপরাজ অশ্রুপূর্ণ নয়নে কিঞ্চিৎকাল মৌনভাবে থাকিয়া বারম্বার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অবস্থা দর্শনে বোধ হইল যেন, তাঁহার প্রাণান্ত সময়ের পূর্ব্বকাল উপস্থিত হইয়াছে। তখন বসুদেব বিবেচনা করিলেন যে; নন্দরাজ পূর্ব্বে রামকৃষ্ণকে আমার

আত্মজ বলিয়া জানিতেন না; কিন্তু এক্ষণে আমাহইতে তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া এইরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা হউক, এসময়ে তিনি শোকাবেগে মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলে, তাঁহার জীবন সংশয় হইবে। নন্দ এই ভাবিয়া সত্বর তাঁহার নিকটে গমন করত বাহুপ্রসারণে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সুহৃৎ! আপনি এরূপ হইতেছেন কেন? আপনি শোকাকুলিত হইলে যে আপনার তনয়ের অমঙ্গল হইবে। আমার তনয় কি আপনার তনয় নয়? অতএব আপনি সে ক্ষোভ দূর করুন। এই কথা শ্রবণে, এবং বসুদেবের গাঢ় আলিঙ্গনে, নন্দরাজ কিয়ৎপরিমাণে শোকসম্বরণ করিলেন, এবং উভয়েই তখন সেই স্থানে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর নন্দ কহিলেন, সখে! আপনি যে পরমধার্ম্মিক পুরুষ, তাহা আমি সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু রামকৃষ্ণ যে আপনার পুত্র তাহা আমি অবগত নহি। অতএব আপনি অনুকম্পা করিয়া তাহাদের যথার্থ বৃত্তান্ত আমূলক বর্ণনা দ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন। এই কথা শ্রবণ করিয়া বসুদেব, কৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর গোপরাজ ঐ কথা শ্রবণ করিতে করিতে এক এক বার কৃষ্ণকে ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলন। সেই সময়ে কতক অংশে তাঁহার শোক ও মোহের শান্তি হইতে লাগিল। আবার তিনি এক এক বার পুত্র বাৎসল্যে উচ্ছলিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ অবিচলিত নয়নে রাম কৃষ্ণের বদনকমল নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণও গলদশ্রু নয়নে গদগদবচনে নন্দরাজাকে কহিলেন, পিতঃ! আমি কিছুকাল এই স্থানে অবস্থিতি করত অতি দুঃখভাগী আমার জনক জননী ও জ্ঞাতিবর্গ সকলকেই একবার পরিতৃপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার (ত্বরায়) আপনাকে ও স্নেহ প্রতিমা যশোদা-জননীকে দর্শন করিব। শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ বাক্য আকর্ণন করিয়া গোপরাজ অনিবার্য্য নয়ন জলে সমাসিক্ত হইতে হইতে ব্রজবাসীদিগের সহিত নিজ পুরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বসুদেব, তখন সবিনয় শান্ত্বনা বাক্যে নন্দ রাজাকে প্রবোধ দান করিতে করিতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে নন্দ মহাশয় গমন করিতে করিতে প্রাগুক্ত সমস্ত ঘটনা-কেই যেন দুঃস্বপ্নবৎ বিবেচনা করিয়া সহচরদিগকে কহি-লেন, হে গোপবৃন্দ! যেন আমি রামকৃষ্ণকে মধুপুরীতে রাখিয়া আসিলাম, এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শন করিতেছি। তোমরা কি ইহার কোন বিশেষ কারণ অবগত আছ? তোমরা কেহ কি দ্রুতপদে গমন করিয়া আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামকৃষ্ণ এখন কি করিতেছে, আমায় সেই সংবাদ আশু আনিয়া দিতে পারিবে? অথবা যদি একেবারে তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া এখানে আসিতে পার, তবে আরও ভাল হয়?

একে এদিকে কৃষ্ণবিরহে জর্জ্জরিত হইয়া গোপগণ রোদন করিতে করিতেই আসিতেছিল, তাহাতে আবার সে সময়ে নন্দের ঐ কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে

রোদন করিয়া উঠিল; এবং কেহ কেহ বলিতে লাগিল, গোপরাজ! আপনি পরম জ্ঞানী হইয়া বাতুলের মত হইলেন কেন? এই মাত্র যে আপনি রামকৃষ্ণকে মথুরায় রাখিয়া আসিলেন, আবার এখনই কি তাহা বিস্মৃত হই-লেন? আপনি এখন ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। অনন্তর গোপ-রাজ কতক শান্ত হইলেন, এবং রোদন করিতে করিতে সকলেই গোকুলে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাদিকে তদবস্থ দেখিয়া গোকুলবাসী সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পরিশেষে রামকৃষ্ণের সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্রজবাসীগণ সকলেই রোদন করিতে লাগিল। নন্দপত্নী যশোদা মণিহারা ফণীর ন্যায় পাগলিনী হইয়া বারম্বার ধুল্যবলুণ্ঠিত হওত রোদন করিতে করিতে সংজ্ঞা শূন্যা হইলেন। এই প্রকারে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, একদা শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া গোপিকাদের শোকাপনোদনের নিমিত্তে ভক্তিপরায়ণ উদ্ধবকে ব্রজধামে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব, বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া নন্দ যশোদাকে এবং শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীকাদিকেও শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত বাক্য সমুদয় নিবেদন করিয়া, তদ্বিরহ জনিত সন্তাপের অনেক লাঘব করত স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বসুদেব, মহামুনি গর্গাচার্য্যকে আনাইয়া রাম কৃষ্ণের (দ্বিজাতীর কর্তব্য) সংস্কার কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। সেই গর্গাচার্য্যই ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহাত্মা রামকৃষ্ণকে সমুদয় শাস্ত্রে এবং ধনুর্ব্বেদে সুশীক্ষিত করেন। এই প্রকারে বসুদেবতনয় রামকৃষ্ণ সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত হইয়া, জ্ঞাতি

ও বন্ধুবর্গাদিকে পরিতৃপ্ত করত মধুপূরীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি মহাভাগবত নাম মহাপুরাণে
চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

——00——

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস কহিলেন, জৈমিনে! শ্রবণ কর। এই প্রকারে শ্যামসুন্দর রূপিণী সেই ভগবতী দেবী, দুষ্টমতি কংস প্রভৃতির বিনাশদ্বারা, ভূভার অপনয়ন করত, স্বকীয় অত্যদ্ভুত লীলাদ্বারা অন্যান্য দুষ্টমতিদের প্রাণবধ করিবার প্রতীক্ষা করিয়া সেই পরম রমনীয় মধুপূরীতে অগ্রজ বলরামের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সতীনাথ শম্ভুও অষ্টধা বিভক্ত হইয়া নারী রূপে ভূতলে জন্ম গ্রহণ করত পিতৃ মন্দিরে শীত পক্ষীয় শশী কলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, কৃষ্ণ রূপিনী মহাকালীর প্রাপ্তি লালসায় কখন মানসীক, কখন বা কায়ীক ক্লেশে, তপস্যা করিতে লাগিলেন। হে জৈমিনে! এক্ষণে তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর।

জৈমিনে! ভগবান বিষ্ণুও কুন্তীর গর্ব্ভে পুরন্দর হইতে জন্ম লাভ করিয়া অর্জ্জুন নাম ধারণ করত ভ্রাতৃগণের

সহিত হস্তিনাপুরে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বিদ্যাতে বিশারদ। তাঁহার অপর ভ্রাতৃ চতুষ্টয়ও ভীম পরাক্রম ছিলেন। এই পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মের ঔরষ জাতক যুধিষ্ঠির নামে, মধ্যম পবন হইতে ভীম নামে, তৃতীয় ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুন নামে, ইনিই বিষ্ণু, আর চতুর্থ ও পঞ্চম, অশ্বিনীকুমার হইতে নকুল ও সহদেব নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই পঞ্চ ভ্রাতা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও সকলেই ধর্ম্মনিরত এবং সত্যধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। পঞ্চ পাণ্ডবেরা যৌবন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। নিয়মানুসারে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরই পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাগণকে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। ঐ পাণ্ডবগণের পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্য্যোধনাদি তদীয় পুত্রগণ, ও কর্ণ, এবং শকুনি, ইহারা উহাঁদিগের বিদ্বেষ্টা ছিলেন। মহাবলবন্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের বিশেষ দ্বেষ্টা ছিলেন, ও সর্ব্বদা তাঁহাদের নিধনেরই চেষ্টা করিতেন। তিনি কখন বিষদান, কখন অগ্নি প্রদান করিয়া উহাদের প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মবলে দুর্য্যোধনাদি দুরাত্মাগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। তথাপিও সেই ক্রুরমতি কিছুতেই নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্ষত্রীয়কুলের ক্ষয়কারী দুর্য্যোধনের নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়া উঠিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ তখন অক্রূরকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। কৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে

অক্রূর ধৃতরাষ্ট্র নিকটে গমন করিয়া কহিল, রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এই কথা বলিতে আপনার নিকট প্রেরণ করিলেন যে, আপনি নিজ সন্তানগণকে পাণ্ডবদিগের প্রতি দুষ্টাচার করিতে নিবারণ করিয়া তাহাদের প্রতি স্নেহপ্রকাশ করুন। যেহেতু বাল্যকালেই তাহাদের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে আপনিই তাহাদের সর্ব্বস্ব ও স্নেহকর্ত্তা; আপনি ভিন্ন তাঁহাদের আর কেহই নাই। অতএব আপনি স্বীয় সন্তান এবং পাণ্ডুসন্তানগণের প্রতি সমভাবে স্নেহ রাখিয়া, পরম প্রীতিসহকারে চিরকাল এই অসীম সাম্রাজ্যের উপভোগ করুন। অক্রূর কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে অক্রূর! আমিও জানিতেছি যে, পাণ্ডবদিগের প্রতি বিদ্বেষ, অবশ্যই কুলক্ষয়কর। তথাপি পুত্রবাৎসল্য প্রযুক্ত কোন প্রকারেই তাহা নিবারণ করিতে পার না।

অনন্তর বেদব্যাস কহিলেন, হে জৈমিনে! এইপ্রকারে ধৃতরাষ্ট্রের অভিমত বিশেষরূপে জানিয়া অক্রূর, মথুরায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সমস্তই নিবেদন করিলেন। কমলনয়ন কৃষ্ণ তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! দেখিতেছি, কুরুক্ষেত্রে শত শত রাজন্যগণের বিনাশ হইবে, এবং দুর্ব্বুদ্ধি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণেরাও অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অহো! দ্যূতক্রীড়াশক্ত পাপাত্মা শকুনীই সকল অনর্থের মূলকারণ। যাহা হউক, ততঃপর শ্রীকৃষ্ণ সুখবাস করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পরিকল্পিত দিব্যরূপা দ্বারকা পুরীতে যদুগণের সহিত প্রবেশ করিলেন! কিয়-

দিবস পরে বিদর্ভনগরে বিদর্ভরাজকন্যা রুক্মিনীর স্বয়ম্বর সভার উদ্যোগ হইল। বিদর্ভাধিপতি মহারাজ ভীষ্মক, দিগদিগান্তরস্থ রাজগণকে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিতে লাগিলেন; ভীষ্মক মহীপতির এক পুত্র রুক্মীনামে বিখ্যাত। সে অতিশয় ক্রূরমতি ও মহাবলবান। তাহার অভিপ্রায় যে, রুক্মিণী ভগিনীকে চেদী রাজ্যেশ্বর শিশুপালকে প্রদান করে। এই রুক্মী, সর্ব্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিদ্বেষ করিত। সেই বিদ্বেষ বশতঃ দুষ্ট পিতামাতার অবাধ্য হইয়া কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিল না। পরমাসুন্দরী রুক্মিণীর সৌন্দর্য্য সুখ্যাতি দিগ্বিদিক প্রচারিত হওয়াতে নিমন্ত্রিত মহীপালেরা ঐ অপূর্ব্বকন্যা লাভেচ্ছায় নানা দিগ্দেশ হইতে আগমন করিতে লাগিল। মহাবলবান চেদীরাজ, ভীষ্মক তনয় রুক্মীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সবিশেষ উৎসাহে মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক অভেদ্য শরাশন গ্রহণ করত সুচারু বরবেশে বিদর্ভ নগরে সমাগত হইল। ইতোমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ, নারদ প্রমুখাৎ, ঐ স্বয়ম্বর ব্যাপার অবগত হইয়া, বায়ুগামী রথে আরোহণ করত বিদর্ভ নগরে গমন করিলেন, এবং প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গকে, বিশেষতঃ যাহারা বর সজ্জায় সজ্জিত, তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন। তদনন্তর কৌলীক মঙ্গলাচার করিবার নিমিত্তে কোন কোন কুলনারী পরম কুতূহলী হইয়া কমলনয়নী রুক্মিণীকে গঙ্গা পূজার নিমিত্ত তৎপুলীনে লইয়া চলিলেন। তখন

কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। কেহ বা অবিচ্ছিন্ন জলধারার সম্পাত করিতে লাগিলেন। মৃদুমন্দ গামিনী রুক্মিণীর চলচ্চরণ হইতে সুমধুর নূপুরধ্বনি হইতে লাগিল। রুক্মিনী ঐকান্তচিত্তে কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই ধ্যান করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গমন-ভঙ্গী দর্শন করিয়া রাজহংসগণও লজ্জিত হইল। শেল, শূল, মুষল, মুদ্গার, অসিচর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণধারী রক্ষকগণে পরিবেষ্টিত পৌরনারীকুল, তন্মধ্যগামিনী হইয়া রুক্মিণী সমভিব্যাহারে ক্রমশঃ ভাগীরথীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং বিবিধ উপচারে ভক্তিমান হইয়া মকরবাহিনী গঙ্গার পূজা করিয়া প্রণতা হওত প্রার্থনা করিলেন, হে জহ্নুতনয়ে! আমার অভিলাষ এই যে শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার পানি গ্রহণ করেন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করি-লেন। হরণ করিবামাত্র পৌরগণ একেবারে হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিল, এবং ক্ষণকালমাত্রে কৃষ্ণ রুক্মিনীকে হরণ করিল, এই শব্দে সমস্ত রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইল। ঐ ঘটনা জ্ঞাতমাত্রে, বিবাহ কামনায় সমাগত যাবদীয় রাজগণ সকলেই ব্যথিতহৃদয় হইয়া ক্রোধে অধৈর্য্য হইল, এবং তাহারা তখন সকলেই স্বীয় স্বীয় সামন্তবর্গের সহিত কৃষ্ণের প্রতি অস্ত্রধারণ করিল, তখন—

"কৃষ্ণঃ সমুদ্যত বরায়ুধারিণ স্তান
বিচ্ছিন্ন ভগ্নবরকার্ম্মুক বাহনাশ্চ

লজ্জা ভরানত মুখান শিশুপাল মুখ্যান্
কৃত্বা জগাম ভবনং ত্রিদিবেনতুল্যং ।।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশুপাল প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত রাজবর্গকে উদায়ুধ দেখিয়া, রুক্মিণীকে অকাতরে রক্ষা করত তাহাদের প্রতি অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ দ্বারা সকলকে ক্ষত বিক্ষত গাত্র এবং ছিন্নাস্ত্র ও ভিন্ন বাহন করত একেবারে বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিলেন। মহাসম্ভ্রান্ত শিশুপালাদি প্রভৃতি রাজগণ কৃষ্ণের নিকটে পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইল এবং শ্রীকৃষ্ণও স্বর্গতুল্য স্বকীয় পুরী (দ্বারকাধামে) প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ যেপ্রকারে শিবাংশসম্ভূতা রুক্মিণীর পাণি গ্রহণ করিলেন, সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জাম্বুবতী প্রভৃতি আরও সপ্ত কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর বহুতর স্থানে বহুতর যুদ্ধ করিয়া অনেকানেক বীরগণকে রণক্ষেত্রে নিপাত করত দ্বারকা পূরীতে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ সকল বনিতাগণের সহিত যথেচ্ছাক্রমে আহার বিহারাদি করিতেন। ক্রমশঃ কৃষ্ণ, রাজেন্দ্রের ন্যায় দোর্দণ্ড প্রতাপান্বিত হইলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার শত শত পুত্র পৌত্র জন্ম গ্রহণ করিল। তাহারাও বীরেন্দ্র বলিয়া প্রখ্যাত হইতে লাগিল। সেই সকল পুত্র পৌত্রাদি ও আত্মীয় স্বগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ সেই বিচিত্র দ্বারকা পূরীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট নারীই কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী হইলেন। এতভিন্ন আর যত কন্যা কৃষ্ণকে পতি কামনায়

তপস্যা করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকেও নানা প্রকার কৌশল দ্বারায় বিবাহ করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণ ষোড়শ সহস্র মহিষী প্রাপ্ত হইলেন, এবং সেই সকল মহিষীর গর্ভে তাঁহার সহস্র সহস্র পুত্র জন্ম লাভ করিল। এইসময়ে কৃষ্ণের পরম সুহৃত্ পাণ্ডবগণ অতি দুর্জ্জয় অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, এবং কৃতোদ্বাহ ও প্রাপ্ত রাজ্য হইয়া যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করত মহামতি কৃষ্ণকে অতি সাদর ও সম্মানের সহিত আহ্বান পুরঃসর তাঁহাকে যজ্ঞ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে, তিনি এক রাজস্ূয় যজ্ঞের উপযুক্ত আয়োজন করিতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে আদেশ করিলেন। রাজবংশ সম্ভূত কুরুগণ পাণ্ডবগণের উপর অত্যন্ত দ্বেষ করিত, এই নিমিত্ত কুরু বংশের ধ্বংস কামনা করিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞ কার্য্যে প্রবর্ত্ত করিলেন। ভীম প্রভৃতি পাণ্ডব রাজানুজগণকে সেনাপতি করিয়া বিপুল সৈন্যবল সহায়ে দিগ্বিজয় করিতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নানা দেশবাসী নৃপতিগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মগধ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

মগধাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ, নিজ বাহুবলে বহুসংখ্যক রাজগণকে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বাবধিই তাহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছিল। সেই রাজবর্গকে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে কৃষ্ণ ভীমসেনকে লইয়া ছলক্রমে জরাসন্ধকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর কারাবরুদ্ধ রাজগণ ও অপরাপর পরাজিত সমুদয় রাজন্যগণকে লইয়া ধর্ম্মনন্দন

যুধিষ্ঠির প্রচুর ব্যয় পূর্ব্বক রাজসূয় যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরের সর্ব্বানুজ (ভ্রাতা) সহদেব, সদস্যবর্গের অর্চ্চনাতে নিযুক্ত হইলেন। ময়দানব নির্ম্মিত অতি বিচিত্র সেই যজ্ঞীয়-সভা রাজন্যগণের মুকুটমালাতে ততোধিক দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই সভায় নানাদিগ্দেশাগত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্রেরা শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। এ নিমিত্ত সমস্ত রাজগণের অগ্রেই কৃষ্ণকে পুরুষ প্রধান বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে শিশুপালের কোপানল বিষম প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল; তাহার চক্ষুদ্বয় আরক্তিম হইল, সে ওষ্ঠাধর কম্পিত করত যুধিষ্ঠির এবং তৎকৃত যজ্ঞ ও কৃষ্ণকে ভূরি ভূরি নিন্দা ও অকথ্য বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিল। সভামধ্যে সেই অবমাননাকর বাক্যসকল শ্রবণ করিয়াও কৃষ্ণ কতক্ষণ সহ্য করিলেন; পরিশেষে রোষ প্রকাশ করিয়া, পৃথিবীরভার ও পাপস্বরূপ সেই শিশুপালের শিরশ্ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাত করিলেন।

অনন্তর সেই সমারব্ধ যজ্ঞ ক্রমশ সর্ব্বাঙ্গে সম্পূর্ণ হইল। একদা যজ্ঞীয় সভায় কোন কোন ভ্রামকস্থলে দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন এবং কর্ণ পতিত হইয়া ক্ষণকাল সভাস্থলোকের উপহাসাস্পদ হওয়াতে, তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষাও উহাদের বিদ্বেষ্টা হইয়া, সাতিশয় ক্রূরমতি ধৃতরাষ্ট্র শ্যালক শকুনীর সহিত মন্ত্রণাকরত অপরিমিত তেজস্বী পার্থকে দ্যূতক্রীড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন। সেই প্রতিজ্ঞাত দ্যূতে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের নিকটে পরাজিত হইলেন। এইরূপে

কোপবশে পুনঃ পুনঃ ক্রীড়াশক্ত হইলেও তাঁহারা নিরন্তর কেবল কপটতাবলে পরাজিত হইতে লাগিলেন। এইরূপ ছলদ্বারা দুষ্টমতি দুর্য্যোধন ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবদিগের সমুদায় সাম্রাজ্যই জয় করিয়া লইল। এত করিয়াও দুরাত্মা সন্তোষ লাভ করিল না। সে পুনর্ব্বার বনবাস পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ানুরক্ত করিল। সুতরাং ক্ষত্রীয় সন্তানকে যুদ্ধে ও দ্যূতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে নাই, এই ধর্ম্মভয়ে যুধিষ্ঠির অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার পরাজিত হইলেন।

তদনন্তর পুনর্ব্বার কপট দ্যূতে প্রবর্ত্ত করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রাণ সীমন্তিনী দ্রৌপদ্রীকেও জয় করিয়া লইল। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, ঐ জয়লব্ধ রমণীরত্নকেও সামান্য ধনের ন্যায় ভাবিয়া দুঃশাসন দ্বারা তাঁহার কেশাকর্ষণ সহকারে সভা-মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক অবমাননা করিতে লাগিল। পতি-পরায়ণা পাঞ্চালী, তখন কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুরাচারের সেই দারুণ কর্ম্ম দর্শন করিয়া সভাস্থ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এই কুলাঙ্গার হইতেই ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল হইবে। এই বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ রোষ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন, এবং কোন মতে দ্রৌপদীকে শত্রু হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পাণ্ডব-দিগকে সমপর্ণ করিলেন। আর দুরাত্মা দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ সকলে ভ্রষ্টরাজ্য হইয়া প্রতিজ্ঞা সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার

অভিলাষে স্বজনগণের সহিত বনরাজ্যের নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণও মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে, ভূভার হরণের ইহাই এক মহৎ কারণ হইল। তিনি এই নিশ্চয় করিয়া তখন দ্বারকাপুরী প্রস্থান করিলেন।

ইতি শ্রীমহাভাগবত নাম মহাপুরাণে
পঞ্চ পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

---00---

ষট্পঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

পাণ্ডবদিগের বন ভ্রমণ।

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস জৈমিনে! পাণ্ডবদিগের বন ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। হে মুনিসত্তম! সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ বনে বনে কত কালই যাপন করিতে লাগিলেন। কত কত তীর্থস্থান, কত কত মুনিরাশ্রম ও কত শত দেবস্থান ভ্রমণ, দর্শন ও সেই সেই স্থানে অধিবেশন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহু কাল অতিক্রান্ত হইলে, একদা শিশিরাত্যয়ে যোনি-পীঠ স্থানে সকলে কামাখ্যা দেবীকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। যিনি ভগবতী দুর্গা, যিনি প্রত্যক্ষ ফলদায়িনী,

পূর্ব্ব কালে দেবাদিদের শম্ভু অতি কঠোর তপস্যা করিয়া যাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, পাণ্ডবেরা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ভক্তি সহকারে যথাবিধানে ভগবতীকে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে জননি!—হে বিশ্ব জননি! তোমার কৃপা কটাক্ষে আমরা হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হই। আমাদের পরম অরাতি পাপমতি কুরুদল সকল সংগ্রামে যদ্ধংহত হউক। পাণ্ডবগণ এই প্রকারে প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময়ে দেবী কাত্যায়ণী পাণ্ডবগণের প্রত্যক্ষ হইয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। হে ধর্ম্ম নন্দন! তুমি মহা প্রাজ্ঞ, ও কুরুকুলের কীর্ত্তিবর্দ্ধক, তোমাদের সাধুতা এবং ভক্তিপরতা দেখিয়া আমি এই বর দান করিতেছি যে, তোমরা প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইবে। দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে তোমরা রণশায়ী করিয়া নিশ্চই স্বরাজ্য লাভ করিবে। তোমার (সহচর) এই যে বীরবর ভ্রাতৃ চতুষ্টয় ইহারা সকলেই ভূতলে দুর্জ্জয় হইয়া সংগ্রাম ভূমিতে ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণকে সসৈন্যে নিপাত করিবে। তোমার সহায়তা করিবার নিমিত্তে আমি স্বয়ং পুং রূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবকীর গর্ব্ভে ও বসুদেব ঔরসে জন্ম লাভ করিয়াছি। দেবতাগণের প্রার্থিত হইয়া ছলক্রমে পৃথিবীর ভার হরণ করিব। আর আমার আজ্ঞাক্রমে বিষ্ণুও ভূভার হরণের নিমিত্তে তোমার তৃতীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই কৃষ্ণ রূপা আমি, বিশিষ্ট রূপে তোমাদের সাহায্য করিব। আমি অর্জ্জুনকে রথী করিয়া তাঁহার সারথী হওত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীগণকে এবং অন্যান্য দেশীয় মহাবল পরা-

ক্রান্ত ক্ষত্রীয় বীর সকলকে বিনাশ করিব। তোমার মধ্যম ভ্রাতা পবননন্দন ভীমসেন অতিশয় বলশালী; ইনি একাকীই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রকে সমরশায়ী করিবেন। তোমার সহকারী রাজবর্গও সমধিক বল প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র দুর্দ্দান্ত রাজবর্গকে কৃতান্ত কবলে নিক্ষেপ করিবে। এবম্প্রকারে ভূভারস্বরূপ দুরন্ত ক্ষত্রীয় কুলের অন্ত হইলে, তুমি স্বকীয় হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। তুমি যেরূপ শান্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ, সেইরূপ নিরুপদ্রব ও শান্তি পূর্ণ পৃথিবীর অধিপতি হইবে।

বেদব্যাস কহিলেন, হে মুনে! দেবীর নিকটে এই প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রফুল্ল হৃদয় হইয়া দেবীকে পুনর্ব্বার স্তব করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক দেবীস্তব।

নমস্তে পরমেশানি ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
সুরাসুর জগদ্বন্দ্য কামরূপ নিবাসিনী। ১ ॥
মাতঃ প্রভাবং জানন্তি ব্রহ্মাদ্যা স্ত্রিদশেশ্বরা
প্রসীদ জগতামাদ্যে কামেশ্বরি নমোস্তুতে। ২ ॥
ত্বংবীজং সর্ব্বভূতানাং ত্বংবুদ্ধিশ্চেতনাধৃতিঃ
ত্বংপ্রবোধশ্চ নিদ্রাচ কামেশ্বরি নমোস্তুতে। ৩ ॥
ত্বামারাধ্য মহেশোপি কৃতকৃত্যোতিমন্যতে
আত্মানং পরমাত্মাপি কামেশ্বরি নমোস্তুতে। ৪ ॥
দুর্ব্বৃত্ত বৃত্তসংহর্ত্রী পাপপুণ্য ফলপ্রদে
লোকানাং পাপসংহর্ত্রী কামেশ্বরি নমোস্তুতে। ৫ ॥

রিণী

। ৬ ॥

ুজে

মোস্তুতে। ৭ ॥

ন্দ্রেষতাস্তুতে

মেশ্বরি নমোস্তুতে। ৮ ॥

মাতঃ সৃষ্টিকারিণী

মেশ্বরি নমোস্তুতে ॥ ৯ ॥

র প্রার্থনা করিলেন, হে জননি! তোমার চরণাগ্রে নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম নী, হে কামরূপ নিবাসিনি! তোমাকে নমস্কার ম সুরাসুর ও জগতের বন্দনীয়। হে মাতঃ! তোমার প্রভাব আমরা কি জানিব? ব্রহ্মাদি দেবতারা তোমায় কথঞ্চিৎ জানিয়াছেন। হে ব্রহ্মাদি জগতের আদিরূপিনি!—হে কামেশ্বরি জননি! তোমায় নমস্কার করি, তুমি প্রসন্না হও। ১২। তুমি সর্ব্বভুতের বীজস্বরূপ, তুমি বুদ্ধিরূপা ও চৈতন্যময়ী, ধৃতিরূপা। তুমি নিদ্রা ও তুমি অববোধ রূপিনী, হে কামেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার করি ১৩ মহেশ্বর স্বয়ং পরমাত্মরূপী হইয়াও তোমার আরাধনা দ্বারা আপনাকে কৃতকৃত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, অতএব হে কামেশ্বরি জননি! তোমায় নমস্কার করি। ১৪। তুমি দুর্বৃত্ত জনের দৌরাত্ম্য নিবারণ কারিণী, পাপপুণ্যের যথোচিত ফলদাত্রী, তাপিত শরণাগতের ত্রিতাপ হর্ত্রী, অতএব হে কামেশ্বরি জননি! তোমায় নমস্কার করি। ১৫।

জননি! তুমি একাকী [illegible] সংহার কর্ত্তৃ, তুমিই কাই [illegible] দনা, [illegible] মনোরমা, অতএব হে কামেশ্বরি [illegible] করি।

হে জননি! তুমি প্রপন্ন জনের পীড়া বিনা[illegible] তুমি শরণাগত প্রভৃতি সর্ব্বজনেরপ্রতিই সুপ্রসন্নবদনা, হে [illegible] হে পরমে! এক্ষণে প্রসন্না হও। হে কামেশ্বরি! তোমায় নমস্কার করি। ১৭। হে জননি! যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার চরণারবিন্দকে আশ্রয় করে, সে ব্যক্তি অনেকেরই আশ্রয়স্বরূপ হয়। তুমি জগজ্জীবের আধার এই ত্রিজগৎ-মণ্ডলীর ধারণকর্ত্তৃ, অতএব হে কামেশ্বরি! তোমায় নমস্কার করি। ১৮। দেবি! তুমি বিশুদ্ধ [illegible]নময়ী, তুমি পূর্ণা, প্রকৃতি, তুমিই বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী, হে কামেশ্বরি জননি! তোমায় নমস্কর করি। ১৯।

যুধিষ্ঠিরের [illegible] প্রাপ্তি।

অনন্তর বেদব্যাস কহিলেন, সেই কামরূপ নিবাসিনী ভগবতী, যুধিষ্ঠিরের স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি অভিমত বর প্রার্থনা কর। তখন ভগবতীর আজ্ঞা প্রাপ্তে যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মাতঃ! তোমার চরণপ্রসাদে মহাদুঃখময় প্রতিজ্ঞাত এই দ্বাদশ বৎসর বনবাস প্রায় শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু জননি! এই দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, ত্রয়োদশ বৎসর যাহা আসিতেছে, সেই বৎসর আমাদিকে অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে, দ্যূত ক্রীড়াকালে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই

দুঃসংক [illegible] হইতে পারি, সেই [illegible] াগিলেন, মহারাজ! ভয় পরি- [illegible] ভ্রাতৃগণ ও পাঞ্চালীর সহিত অনায়া- [illegible] াপন করিতে পারিবে। ঐ বৎসর তুমি মৎস্য [illegible] বিরাট রাজার নগরে বাস করত প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্য লাভ করিবে। এই কথা বলিয়া সৌদামিনী যেমন দেখিতে দেখিতেই গগণমার্গে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কামরূপ নিবাসিনী ভগবতীও তেমনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাস।

বেদব্যাস কহিলেন, হে মুনিসত্তম জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। পাণ্ডবাগ্রজ যুধিষ্ঠির যখন দেখিলেন যে, দ্বাদশ বৎসর সমাপনের অত্যল্পকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখনই তিনি অতি নিভৃত স্থানে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে লইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, বিরাট নগরেই অজ্ঞাত বাস কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রণা স্থির করত একদা যুধিষ্ঠির, অতি বিনীতভাবে সহচর ঋষিগণকে ও অমাত্য বন্ধুবর্গকে বলিলেন, হে গুরুগণ! হে অমাত্যগণ! আপনারা আমাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া অনেক প্রকারেই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন। শীতাতপ, বাতবর্ষা প্রভৃতিতে বহুতর ক্লেশেও আমাদিকে পরিত্যাগ করেন নাই। আমাদের সুখ দুঃখেতেই আপনারা সুখ দুঃখ বোধ করেন; অতএব সর্ব্বক্ষণ আপনারা আমাদিগের রাজ্যসুখের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং তদ্দর্শনে আম-

রাও একান্ত সাহস করিয়া থাকি। আমরা দুষ্টাপহৃত রাজ্যকে অবশ্যই পুনর্লাভ করিতে পারিব। এক্ষণে নিবেদন এই যে, বনবাসের দ্বাদশ বৎসর প্রায় শেষ হইল, এবং অজ্ঞাত বাসের বৎসর অদূরবর্ত্তি। অতএব বনবাস পরিত্যাগ করিয়া আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব আবাসে গমন করুন।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যশ্রবণ করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত বিচ্ছেদ হইবে, এই বিবেচনায় তাঁহারা সকলেই একেবারে কাতর হইলেন। কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে রাজ্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, সকলেই আবার সাহস অবলম্বনে প্রসন্ন বদন হইলেন। কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, ধর্ম্মরাজ! তোমাদের সঙ্গত্যাগ যদিও আমাদের দুঃসহ দুঃখকর বটে, তথাপি তোমাদের দুঃখ দূর করণের প্রত্যাশা করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হৃদয়েই নিজ নিজ বাসস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া সকলেই প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিকে যথাসম্মানে বিদায় করিয়া পাণ্ডবগণও পাঞ্চালীর সহিত গহন বনে প্রবেশ করিলেন। নির্জ্জনগহনে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, নিশ্চিত পরামর্ষানুসারে সকলে ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক বিরাটনগরে গমন করিতে লাগিলেন। নগরের অনতিদূরে উপস্থিত হইয়া ধনুর্বান ও তূণাদি অস্ত্রশস্ত্র সমুদায় একত্রিত করিয়া কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র ও মলিন এবং ছিন্ন শয্যাদ্বারা বিলক্ষণরূপে পরিবেষ্ঠিত করিয়া প্রান্তর মধ্যে একটী উচ্চতর সমীবৃক্ষের শিরোদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং প্রচার করিলেন যে, এই সমীবৃক্ষে আমাদের জননীর মৃতদেহ সংস্থাপন করিলাম; আমাদিগের কুলাচারমত,

সংকারার্থ দ্রব্য সমুদয় যতদিন প্রাপ্ত না হইব, ততদিন এইরূপে থাকিবে। ইতোমধ্যে অন্য কোন ব্যক্তি ইহাকে স্পর্শ করিলে যদ্যপি তাহার জীবনের উপর কোন অনিষ্ট ঘটে, তাহাতে আমরা প্রত্যকারী নহি। এই প্রকার ঘোষণা করিয়া ছদ্মবেশধারী রাজা যুধিষ্ঠির স্বুবর্ণ চিত্রিত অক্ষ হস্তে করিয়া কামরূপ বাসিনী সেই ভগবতীকে প্রণাম করত মহানুভাব দ্বিজরূপে বিরাট নরপতির সভায় গমন করিলেন। রাজসভায় সমাগত সেই মহানুভব ব্যক্তিকে দর্শনমাত্রে বিরাট নরপতি বলিতে লাগিলেন, হে মহাশয়! আপনি কোন্স্থান হইতে ও কিহেতু এস্থানে সমাগত হইলেন? মহাশয়কে যেন সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর বলিয়া বিবেচনা হইতেছে। তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ! আমি আপনার শরণাকাঙ্ক্ষিত, আমার সর্ব্বস্বই বিনষ্ট হইয়াছে। রাজন্! সম্প্রতি আমি দুঃসহ দুঃখে নিপতিত হইয়াছি। আমি দ্যূত ক্রীড়াতে প্রবীণ ও দ্বিজ জাতীয়, এই মাত্র জানিবেন। আমি ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি-পালিত, আমার নাম কঙ্ক। মৎস্যাধিপতি, ধর্ম্মপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ সভাতে নিযুক্ত করিলেন। হে জৈমিনে! কামরূপ বাসিনী ভগবতীর প্রসাদে তাঁহাকে রাজা যুধিষ্ঠির বলিয়া কেহই জানিতে পারিল না। এই প্রকারে সেই ভীমসেনও বিরাট রাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া সমাদৃতভাবে মহারাজের পাকশালাতে নিযুক্ত হইলেন। অর্জ্জুনও নপুংসক হইয়া বৃহন্নলা নাম ধারণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলে, মৎস্যরাজ তাঁহাকে

কন্যার নৃত্যগীত শিক্ষকরূপে নৃত্যশালাতে নিযুক্ত করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যে দ্রৌপদী, তিনিও মৎস্য রাজপত্নী সুদেষ্টাকে প্রাপ্ত হইয়া সৈরিন্ধ্রী নাম ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয়দ্বয়ও অশ্বগবাদির চিকিৎসকভাবে মৎস্যরাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া অশ্বশালায় এবং গো শালায় নিযুক্ত হইলেন। সেই ত্রয়োদশবর্ষে ভগবতী দেবীর প্রসাদে ঐ জগদ্বিখ্যাত সমুদয় রাজসম্মানিত পাণ্ডবগণকে সে সময়ে কেহই চিনিতে পারিল না। দেবানুগ্রহের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দুষ্টমতি দুর্য্যোধন গুপ্তচর সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা জল, স্থল, গিরি, গুহা প্রভৃতি কোন স্থানেই অন্বেষণের ক্রুটী করিল না। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান প্রাপ্ত হইল না।

হে জৈমিনে! সেই দুঃসংকট সময়ে ভগবতীর অনুগ্রহে পাণ্ডবগণ কোন ক্লেশ ভাজন হইলেন না। সকলেই রাজপূজিত হইয়া একস্থানে সুস্থিরভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে একাদশ মাস উপস্থিত হইলে, একদা রাজমহিষী সুদেষ্টার গৃহে তাঁহার ভ্রাতা মহাবল কীচক সৈরিন্ধ্রীকে দর্শন করিল। সেই কীচকই বৃদ্ধ মৎস্যরাজের রাজ্যরক্ষা করেন, সুতরাং তাহার অনভিমতে মৎস্যরাজা কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। এক্ষণে সেই কীচক দিব্যলক্ষণযুক্তা চার্ব্বাঙ্গী সৈরিন্ধ্রীকে দর্শন করিয়া ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, ভগিনি! এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নারী কে? ইনি কি ইন্দ্রের শচী, অথবা বিষ্ণুর লক্ষ্মী? আমি এতাদৃশী

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নারী কখনই দেখি নাই। এই কথা শুনিয়া সুদেষ্টা বলিলেন, ভ্রাতঃ! এই সৈরিন্ধ্রী অকস্মাৎ আমার নিকটে সমুপাগতা হইয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে সর্ব্বাধীশ্বর যুধিষ্ঠিরের অন্তঃপুরে ছিলেন। তখন কীচক বলিল, ভগিনি! এই ভুবনমোহিনী শীঘ্রই যাহাতে আমাকে ভজনা করে, তাহাই করুন। নচেৎ আমি আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিব।

অতঃপর কীচকের বাক্য শুনিয়া রাণী চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! এবিষয়ে কিঞ্চিৎ গুহ্যকথা আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর। এই সৈরিন্ধ্রী প্রথমে যখন আমার নিকটে আসিয়া আমার এই অন্তঃপুরে অবস্থানের বাসনা প্রকাশ করিয়াছিল, তৎকালে আমি বলিয়াছিলাম, সৈরিন্ধ্রী! তুমি আমা-হইতে শত গুণে সুন্দরী, অতএব মৎস্যরাজভবনে বাস করা তোমার উপযুক্ত নয়। কারণ, যদি তোমাকে মহারাজ দর্শন করেন, তবে সর্ব্বাঙ্গ শোভনা প্রফুল্ল কমলবদনা তোমাকে দেখিয়া তিনি সর্ব্বস্ব বিনিময়ে তোমারই ভজনা করিবেন। তোমার রূপলাবন্যে বিমুগ্ধ হইয়া রাজা আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করিবেন না। তদপেক্ষা অসৌ-ভাগ্য আমার আর কি আছে? অতএব সৈরিন্ধ্রি! এস্থানে তোমার অবস্থান করা হইবেনা, তুমি স্থানান্তরে গমনকর। এই কথাশুনিয়া সৈরিন্ধ্রী আমাকে বলিয়াছিল, কল্যানি! আমি তোমার মন্দিরে যতকাল বাস করিব, ততকাল কোন পুরুষ আমার নিকটে গমন করিতে পারিবে না। পঞ্চজন

গন্ধর্ব্ব আমার পতি আছেন, তাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত, তাঁহারাই আমাকে অহর্নিশি রক্ষা করিয়া থাকেন। মহীতলে এমন কোন পুরুষ নাই যে, আমার পতিদিগকে বলবীর্য্যে পরাভব করিয়া আমাকে গ্রহণ করে। অতএব হে কল্যাণি! রাজা হইতে আপনার কোন ভয়সম্ভাবনা নাই। আপনি নির্ভয়চিত্তেই আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। এই কথা শুনিয়া আমি তাহাকে নিজ মন্দিরে রাখিয়াছি। নচেৎ স্বকীয় সম্পদ নষ্ট করিবার জন্য কেহ কি কাহাকে স্থাপন করে? অতএব ভ্রাতঃ! তুমি যদি সৈরিন্ধ্রী সুন্দরীতে অনুরক্ত হও তবে, ইহা নিশ্চয়ই জানিবে যে, পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আসিয়া তোমাকে বিনাশ করিবে। এই কথা শুনিয়া কীচক হুঙ্কার করিয়া বলিল, আমি গন্ধর্ব্বহইতে ভয় করি না। আপনাকে সত্যই বলিতেছি, তাহারা সমাগত হইলে আমি নিজ বাহুবলদ্বারা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। অতএব তুমি সৈরিন্ধ্রীকে মৃদুবাক্যে পরিতুষ্ট কর—শীঘ্রই চার্ব্বাঙ্গীকে আমার শয্যাতে প্রেরণ কর, গন্ধর্ব্ব হইতে কিছুমাত্র ভয় করিওনা। তদন্তর সুদেষ্টা সেই স্মিতমুখী সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি কীচকভবনে গমন কর। কল্যানি! তোমাকে সেই কীচক ইচ্ছা করিতেছে। অতএব মনোহর বেশধারী কীচককে তুমি ভজনা কর।

অনন্তর তদ্বাক্য আকর্ণন করিয়া কোপকষায়ীতনয়নে সৈরিন্ধ্রী বলিতে লাগিল, রাজ্ঞি! আমি পঞ্চপতি ব্যতিরেকে অন্যকোন পুরুষকে কখন মানসেও ভজনা করিনা,

এবং কখন তাহা করিবওনা। সেই পাপমতি দুষ্টাত্মা কীচক কদাচই আমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। যদি আমাকে দর্শন করিয়া সেই মন্দমতি নিতান্ত কাম-পিড়ীত হইয়া, আমাকে বলাপকর্ষণ করিতে সমুদ্যত হয় তবে, আমার গন্ধর্ব্বপতিহস্তে নিশ্চয়ই তাহার মৃত্যু হইবে।

রাণী, এই প্রকার সৈরিন্ধ্রীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কীচকনিকটে গমন করত তাহাকে কহিলেন ভ্রাতঃ! তুমি আমার অনুজ, ও সেই জন্য অত্যন্ত স্নেহ ভাজন। তুমি চির-কালই জননীর ন্যায় আমাকে বিবেচনা করিয়া থাক। এই নিমিত্তই আমি তোমার দ্বারা কথিত সেই মহালজ্জাকর বাক্যও সৈরিন্ধ্রীর নিকটে অম্লান বদনে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু সে নিতান্ত পতিপরায়ণা, কদাচই তোমাকে ভজনা করিবে না। ঐ ভামিনীর সতীত্ব দর্শনে আমিও তোমাকে নিবারণ করিতেছি। তুমি ঐরূপ কু আশা পরিত্যাগ কর।

দুর্ম্মতি কীচক মহারাণীর ঐরূপ বাক্যশ্রবণ করিয়া কিছুই প্রত্যুত্তর না দিয়া বিষণ্ণভাবে স্থানান্তরে গমন করিল, এবং সৈরিন্ধ্রীকে বলপূর্ব্বক সঙ্কর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইল। দ্রুপদ-নন্দিনী, ঐ দুষ্টমতির দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন, এবং তথাকার এক নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করিয়া মনে মনে জগদ্ধাত্রী দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। পতিব্রতা পাঞ্চালীর স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া জগদ্ধাত্রী দেবী অন্ত-রীক্ষ হইতে অলক্ষিত ভাবে বলিলেন, বৎসে পাঞ্চালি! তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও ভীতা হইওনা। আমি বর দান করিতেছি যে, তোমার পাতিব্রত্য (ধর্ম্ম) প্রভাবে অন্য যে কোন পুরুষই

কামাশক্ত হইয়া তোমার সতীত্বধর্ম্ম নাশের চেষ্টা করিবে, সে অল্পকালমধ্যেই কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইবে, কিন্তু তোমার সতীত্ব ধর্ম্ম কদাচই ব্যাহত হইবে না।

এইরূপ আকাশবাণীর দ্বারা পাঞ্চালী অভিলষিত বরলাভ করিয়া নির্ভয় হৃদয়েই মৎস্যরাজনিলয়ে কালযাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস কার্য্যানুরোধে ব্যস্ত হইয়া রুচিরাপাঙ্গী দ্রৌপদী প্রয়োজনীয় দ্রব্যান্বেষণে কীচকের আবাস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কীচক পূর্ব্বে প্রায় সে গৃহে কখনই থাকিত না। কিন্তু দৈবযোগে সে দিবস সে তথায় বিশ্রাম করিতেছিল। সেই সময়ে দুষ্ট, পরমাসুন্দরী পাঞ্চালীকে নিকটে দর্শন করিয়া দ্রুতপদে গমন করত প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় মৃদুভাবে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। তদ্দৃষ্টে দ্রৌপদী কিঞ্চিৎ বল প্রকাশ করিয়া কীচকের হস্ত হইতে আপন হস্ত বিমুক্ত করত শ্বাপদতাড়িতা হরিণীর ন্যায় বেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন কীচক কামভরে ও ক্রোধাবেশে উন্মত্ত হইয়া বিঘূর্ণিতলোচনে পাঞ্চালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সেই সময়ে দ্রৌপদী দুর্ব্বার্য্য বিপদ সময় উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এক্ষণে আমি কি করি? কোথায় যাই? এই ভাবিতে ভাবিতে অতি বিষণ্ণ বদনে মৎস্য রাজার সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই সভামধ্যে ভীমসেন উপস্থিত ছিলেন, এবং ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়া করিতেছেন। দৌপদী সেই সময়ে সেই বিশিষ্ট-জন সমাকুল সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও দুরাত্মা

প্রতিনিবৃত্ত হইল না। বরং ক্রোধভরে সেই মৎস্য নরপতির সম্মুখেই দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করিল। অনন্তর সেই মহামূর্খ কীচক নিঃশঙ্কচিত্তে সভাগৃহ হইতে বহির্গমন করিলে, তথায় অপমানিতা হইয়া দ্রৌপদী অনেক বিলাপ এবং দুর্জ্জনদমনে অক্ষম বলিয়া, মৎস্যাধিপতিকে নিন্দাকরত অশ্রুপূর্ণ রক্তিমনয়নে ভীমসেনের প্রতি অবলোকনান্তে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কাতর-নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তৎক্ষণাৎ নয়নজল প্রোঞ্ছন করিতে করিতে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে ভীমসেন ঐ ঘটনা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কোপান্বিত হইলেও যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং, কোপানল যতই প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল, ততই আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া বারম্বার অগ্রজের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর স্বভাব যুধিষ্ঠির নয়ন সঙ্কেতে তৎকালে ভীমসেনকে (শান্ত) নিষেধ করিলেন। ভীমসেন তখন শান্ত হইয়া মনে মনে কীচকের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সভা ভঙ্গের পর সকলে স্ব স্ব স্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলে, ভীমসেন অতি বিরলে সৈরিন্ধ্রীকে বলিলেন, প্রিয়তমে! সময়দোষে আমাদিগকে অনেক প্রকার দুঃখই ভোগ করিতে হইল। নতুবা আমার সাক্ষাতে কীচক তোমাকে [illegible] করিয়া এখনও জীবিত থাকিবে কেন? যাহা-হউক, তুমি কীচককে অদ্য রজনীযোগে নৃত্যশালাতে আসিবার সঙ্কেত করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ

করিবে না। তুমি ঐ সঙ্কেত করিলেই, সেই পাপাত্মাকে নৃত্যশালার মধ্যে আমি বিনাশ করিয়া তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিব। কিন্তু আমি যে তাহাকে বিনাশ করিলাম, ইহা যেন কেহই জানিতে না পারে। তুমি লোকে এই রূপ প্রকাশ করিবে যে, গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক সেই দুরাত্মা নিহত হইয়াছে। দ্রৌপদী, ভীমসেনের এই প্রকার নিশ্চয় অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীমের সুযুক্তি মতই দুরাত্মা কীচককে অভিসারের সঙ্কেত করিলেন। সেই সঙ্কেতানুসারে কীচক নিশার্দ্ধ সময়ে অতি নির্জন ও অন্ধকারময়ী নৃত্যশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, মনোমোহিণী সৈরিন্ধ্রী কি আসিয়াছ? এই বাক্য শুনিয়া যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত যে ভীমসেন তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন তিনি, দ্রৌপদীর স্বরানুকরণে যেন ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, বীরবর! তুমি সভামধ্যে আমাকে পদাঘাত করিয়াছ, সেই ব্যথা আমি এখনও অনুভব করিতেছি। অতএব এখন তুমি আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলে সেই দুঃখানল আরও প্রবল হইবে। এই নিমিত্ত তোমার নিকট গমনে আমি সাহসী হইতেছি না। অনন্তর কীচক এই কথা শুনিয়া কহিতে লাগিল, সুন্দরি! সে কথা মিথ্যা নহে, আমি অতি গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি; ইহাতে নিশ্চয় আমার অপরাধ হইয়াছে; সে জন্য আমায় ক্ষমা কর। অথবা এই আমি তৎপরিবর্ত্তে আমার মস্তক পাতিয়া দিতেছি, তুমি যত বার ইচ্ছা পদাঘাত কর। তাহাতেও কি আমি অপরাধ হইতে মুক্ত হইব না? কীচক এই বলিয়া,

সামান্য আলোকদ্বারা অল্প পরিমাণে দৃশ্যমান যে তথা-কার এক দ্বার, সেই স্থলে নতশির হইয়া রহিল। তদ্দৃষ্টে ভীম অমনি সুযোগ বিবেচনায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, উপর্য্যুপরি দুই বার পদাঘাত করিলেন। প্রথম পদাঘাতে কামমোহিত কীচকের মনে কিছু সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় পদাঘাতে তাহার সে সন্দেহ নিরাকরণ হওয়াতে সে নিশ্চয়ই জানিল যে, এ কোন মহাবলবান বীর পুরুষের পদাঘাত, তখন সে বীরবিক্রমে দণ্ডায়মান হইল। ভীমও গভীর গর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া বলিল, অরে পাপাত্মা! তুই শুনী পুত্র হইয়া যজ্ঞীয় হবি ইচ্ছা করিস? আমি এই দণ্ডেই তোকে শমনসদনে প্রেরণ করিব; এই বলিয়া নিকটস্থ হইলেন। কীচকও দন্ত কড় মড় করিয়া ভীমের সহিত মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মদমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রামে সেই নৃত্যশালা কম্পিত হইতে লাগিল। এই-রূপে প্রহরৈক কাল যুদ্ধ করিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক কীচক নিহত হইলে, ভীমসেন নৃত্যশালা হইতে বহির্গত হওত পাঞ্চালীকে সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক বিশ্রামার্থ স্ব স্থানে গমন করিলেন। সৈরিন্ধ্রীও পৌরজনগণকে জাগরিত করা-ইয়া সকলকে বলিলেন, তোমরা দেখ, আমার বোধ হই-তেছে যে, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্যশালার মধ্যে কীচক বীরকে নিহত করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া পৌরজন সকলে হা হতোস্মি করিয়া দেখিবার নিমিত্ত দ্রুতপদে গমন করিল, এবং দেখিল যে, সে কুষ্মাণ্ডাকারে সেই নৃত্যশালায় মৃত

পতিত আছে। তদ্দৃষ্টে তাহার ভ্রাতা উপকীচকগণ উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে বিকৃতাকার সেই মৃতদেহ বাহির করিল, এবং সেই রজনীমধ্যেই দাহ করিবার উদ্যোগ করিতে থাকিল। এই সময়ে তাহারা ক্ষোভে ও রোষে সৈরিন্ধ্রীকেও তাহার সহিত (সহ-মৃতা) দাহ করিতে বাসনা করিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করত সেই পুণব সমভিব্যাহারে দাহ স্থলীতে লইয়া চলিল। তখন প্রাণসংশয় বিবেচনা করিয়া সৈরিন্ধ্রী প্রাণপনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভীমসেন শয়নগৃহ হইতে প্রাণবল্লভার রোদনশব্দ বুঝিতে পারিয়া লম্ফ প্রদানে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করত এক বৃক্ষোৎপাটন করিয়া রাজবাটীর অনতিদূরগামী উপকীচদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতেই ভীমসেন একোনশত কীচককে বিনষ্ট করত সৈরিন্ধ্রীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। সৈরিন্ধ্রী বন্ধন বেদনানুভব করিতে করিতে রাজবাটী গমন করিতে লাগিলেন। এবং ভীমও অলক্ষিত ভাবে নিজ স্থানে প্রস্থান করিলেন। এই ভয়ঙ্কর ঘটনাতে বিরাট নরপতি ভীত হইয়া অতি বিনীতভাবে সৈরিন্ধ্রীকে বলিলেন, বৎসে! তুমি দেবী কি মানবী; তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না? যাহাদের বাহুবলে সদতই আমার এই রাজ্য রক্ষা হইত, তাহারা সকলেই তোমার নিমিত্ত নিহত হইল। অতএব এক্ষণে তুমি কৃপা করিয়া স্থানান্তরে গমন কর। এই কথা শুনিয়া সৈরিন্ধ্রী বলিলেন; মহারাজ! আপনি আর কিছু দিন অপেক্ষা

করুন, আমি কিছুদিনান্তে আপনাদের অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া গমন করিব। আপনি সম্প্রতি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদ্বারা আপনার আর কোন প্রকার অনিষ্ট হইবে না। সৈরিন্ধ্রীর এইপ্রকার সুমধুর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া রাজা কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। সৈরিন্ধ্রীও পূর্ব্ববৎ তথায় নির্ভয়ে অবস্থিতি করত সংপাবশিষ্ট কাল যাপনাদি করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ-বৎসর সম্পূর্ণ হইল। এদিকে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানে গুপ্ত চর সকল প্রেরণ করিয়াও কোনমতে তাহাদের সন্ধান করিতে পারিল না। অনন্তর কীচক বধ শ্রবণ করিয়া, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির সহিত পুনঃ পুন পরামর্শ দ্বারা পাণ্ডবগণের বিরাট ভবনে থাকাই অনুমান করিলেন, এবং ঐ অনুমানই যে কদাচ মিথ্যা নহে, এইরূপ বোধ করিয়া, সমূহ রথ রথী ও পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ দলে সুসজ্জীভূত হওত মৎস্য রাজার দেশে উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে দুর্য্যোধন জানিতেন যে, পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত বৎসর এখনও পরিপূর্ণ হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই পাণ্ডবেরা প্রতিজ্ঞায় পার হইয়াছেন। অতএব দুর্য্যোধন স্বগনে মৎস্য দেশে উপস্থিত হওত তদাধিপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে, বৃহন্নলা বেশী মহারথ অর্জ্জুন নিঃশঙ্কচিত্তেই কুরুদলের অগ্রে প্রকাশিত হইলেন। এবং মৎস্যরাজের প্রতিকুলাচারী কুরুদলের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, একাকীই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ

প্রভৃতি সকলকে পরাজিত ও দূরীকৃত করিলেন। অনন্তর মৎস্যাধিপতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বৃহন্নলাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বৃহন্নলা, তখন আত্ম পরিচয় সকলই প্রদান করিলেন, তৎশ্রবণে বিরাট নরপতি, সাপরাধীর ন্যায় সশঙ্কিত হইয়া তাঁহাদের সকলকেই রাজসম্মানে পূজা করিতে লাগিলেন। এবং বারম্বার আপনার অপরাধ মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডব জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশ্রয় দাতা ও সৎপরো-নাস্তি উপকারক বলিয়া পরম সন্তোষকর বাক্যে পরিতুষ্ট করত পরস্পরেই পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইসময়ে বিরাট রাজা পরমানন্দে নিজ কন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুর শুভ উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। এই শুভ ও কল্যানকর কার্য্যোপলক্ষে সকলেরই অত্যুৎকর্ষ জনক হর্ষ প্রবাহ প্রবাহিত হইল। এই প্রকারে বৈবাহিক ও মাঙ্গল্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইলে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে অবস্থান করিয়া ভারত যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঐ যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সাহার্য্যার্থে পাঞ্চাল দেশীয় যোদ্ধা সকল তথায় আগমন করিল, এবং কাশীরাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপগণও তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। সেই সকল যোদ্ধার সহিত মৎস্য দেশীয় যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া তুমুল যুদ্ধের ইচ্ছা করত পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে
ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

——00——

সপ্তপঞ্চাশত্তমোধ্যায়।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ।

বেদব্যাস কহিলেন, জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণ ভূভার হরণের ইচ্ছা করিয়া দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে যুধিষ্ঠির এবং দুর্য্যোধন উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সাহায্য প্রার্থনায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের উভয়কেই যথাযোগ্য সম্মান করত আসন প্রদান ও স্বাগত প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া মহামানি দুর্য্যোধনের হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রণাগৃহে গমন করিলেন। তাহাতেই দুর্য্যোধন বিবেচনা করিলেন যে, কৃষ্ণ আমাকেই অধিক সম্মান করিলেন। অনন্তর সেই নির্জ্জন মন্ত্রণাগৃহে গমন করিয়া কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনারা উভয়েই আমার পরমাত্মীয়, অতএব আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, আমার এই নারায়ণী সেনা সমস্ত এক ভাগ, আর কেবল একাকী আমি এক ভাগ, এই দুই ভাগের মধ্যে যে ভাগ আপনার ইচ্ছা হয়, তাহাই অপনি গ্রহণ করুন। আপনি অত্যন্ত অভিমানী, এজন্য আমি ভীত হইয়া অগ্রেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, পরে আপনার যে পরিত্যাজ্য ভাগ তাহাই যুধিষ্ঠিরকে গ্রাহ্য করাইব। এই বলিয়া নিবৃত্ত

হইলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন মনে মনে চিন্তা করিল, যে এই নারায়ণী-সেনাগণের পরাক্রম আমি সবিশেষ অবগত আছি, তাহারা অতিশয় বলবান্, তাহাদিগকে গ্রহণ করিলে আমার বল বৃদ্ধি ও নিশ্চয়ই জয় লাভ হইবে। কিন্তু একাকী কৃষ্ণকে লইয়া আমি কি করিব! সুতরাং কৃষ্ণকে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই বিবেচনা করিয়া তিনি কৃষ্ণকে কহিলেন যে, আমি সেনা ভাগ গ্রহণ করিব। কৃষ্ণও তাহাতে অমনি তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং সেনাপতিকে আনাইয়া কহিলেন, সেনাপতে! তুমি অদ্যাবধি এই মহারাজ দুর্য্যোধনের সমস্ত আজ্ঞা সম্পাদন করিবে। শ্রীকৃষ্ণ সেনাপতিকে এইরূপ আদেশ করিবা মাত্র, দুর্য্যোধন পরমানন্দে নারায়ণী সেনা সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং কৃষ্ণও তখন সাত্যকীকে লইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেই কুরুক্ষেত্রে নানাদেশ-নিবাসী ভূপাল সকল পাণ্ডবদিগের এবং কুরুদিগের সাহায্য করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তাহাতে এমন জনতা হইয়াছে যে, তাদৃশ জনতা কখন কোথায় হয়ওনা হইবেও না। সেই কুরুক্ষেত্রভূমি দিগ্‌দিগন্তরগামী অতিসুদীর্ঘ প্রান্তর; তন্মধ্যে কতকস্থানে স্নিগ্ধজলা স্রোতস্বতী প্রবাহিত হই-তেছে। সেই প্রবাহসকল প্রায়ই নিম্নমুখ এবং প্রশান্ত। কতক স্থানে পুণ্য তীর্থসকল পবিত্র ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সময়ে সময়ে সেখানে মহর্ষিসভা আহূত হইয়া বহুবিধ প্রকার ধর্ম্ম কথার আলোচনা হয়।

অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রময় সেই কুরুক্ষেত্র অতি সুবিস্তীর্ণ হইলেও তৎকালে উভয়পক্ষের হয়, হস্তী, রথ, রথী ও পদাতি প্রভৃতি চতুরঙ্গ দলে এরূপ পরিব্যাপ্ত হইল যে, তিল ধারণের স্থলও দুর্লভ হইল। সেই লোকক্ষয়কর তুমুল সংগ্রামের সমুদ্যোগ দেখিয়া মহামতি ভীষ্মদ্রোণ প্রভৃতি বীরগণ সুযোধনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ ব্যাস স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পুত্রসহিত ধৃতরাষ্ট্রকে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কালপাশে আকৃষ্ট হইয়া সুহৃদ্গণের বাক্য হেলন করিলেন; কেবল বলদর্পিত কর্ণসেনের পরামর্শানুসারে যুদ্ধ করাই স্থির নিশ্চয় করিলেন। তদনন্তর শঙ্খ, ভেরী, দুন্দুভি প্রভৃতির এবং রথনেমির শব্দে পৃথিবীকে প্রকম্পিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ অমাত্যবর্গের সহিত রণ সজ্জায় সমাগত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবদিগের মহারথী সকলেও শঙ্খ-ধ্বনি-মিশ্রিত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই বীরবরদিগের তুমুল সিংহনাদে ধরাতল ও নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে থাকিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের মন এবং তেজঃ-সমুদায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তদনন্তর ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধার্থে সমুপস্থিত ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি গুরুগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ প্রণাম করণানন্তর অনুমতি প্রার্থনায় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিলে, তাঁহারা যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির অবনতশরীরে কৃতাঞ্জলিপুটে অনুমতি গ্রহণ করিয়া স্বকীয় রথে পুনর্ব্বার উত্থিত হইলেন। তদনন্তর পাণ্ডবগণ স্বকীয় ব্যূহের

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলে রথ হইতে অবতরণ করিয়া উপস্থিত সংগ্রামে জয় লাভের নিমিত্ত জগদীশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডব কর্ত্তৃক জগদম্বিকার স্তব।

হে কাত্যায়নি! হে-দেব-বৃন্দ-বন্দিত-চরণারবিন্দে! হে বিশ্বজননি! হে বিশ্বপালনি! হে বিশ্ববিনাশকর্ত্রি! হে দেবি! হে প্রচণ্ডদলনি! হে ত্রিপুরারিপত্নি! হে পরমার্ত্তিনাশিনি! হে দুর্গে! জননি! তুমি প্রসন্না হও। মা, তুমি দুষ্ট দৈত্য-দলের নিপাতকারিণী, শিষ্ট জনের পালনকর্ত্রী, এবং দরিদ্রগণের দুঃখহন্ত্রী। হে জননি! হে অচিন্ত্যরূপিণি! এই ভবসাগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে জন ভবদীয় চরণারবিন্দ ভজনা করে, তাহাকে ভবযন্ত্রণা আর যন্ত্রিত করিতে পারে না। হে বিশ্বজননি! তোমাকে প্রণিপাত করিয়া ব্রহ্মা বিশ্বসংসার সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন ও মহাদেব সংহার করেন। তুমি নিজ-লীলা-ক্রমে সময় বিশেষে ঐ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে উৎপন্ন, সুরক্ষিত এবং বিনষ্ট কর; কিন্তু তোমার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই; অতএব হে জননি! তুমি প্রসন্ন হও। হে দুঃখ-হন্ত্রি! সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া যে তোমাকে স্মরণ করে বিপক্ষশর কদাচই তাহার মর্ম্মভেদ করেনা, হে দনু-জেন্দ্রবিনাশকর্ত্রি! যে জন তোমাকে স্মরণ করে, সেই

জন কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সায়ক বিপক্ষের উপর আপুঙ্খনিমগ্ন হইয়া প্রাণনাশক হয়। হে জননি। ঘোরতর সমরে, কি কান্তারে প্রবিষ্ট জন যদ্যপি তোমার মন্ত্রমূর্ত্তি জপ করে, বিপক্ষগণ তাহাকে কালান্তক যমোপম দর্শন করে। জননি! তুমি যাহার জয়কারিণী হও, তাহার বদনবিম্ব হইতে বেদাক্ষর তুল্য সংস্কৃত বাণী স্তুতিরূপ হইয়া নিঃসৃতা হয়। হে পরমেশ্বরি! যে জন ভয়ে ভীত হইয়া তোমার অভয়পদের একান্তরূপে আশ্রিত হয়, সে ইহলোকে ও পরলোকে নির্ভয় হয়। দুরাচার বিপক্ষসকল তাহার ভয়ে ভীত হইয়া নানাদিকে পলায়ন করে। হে জননি! পূর্ব্বকালে সুরাসুর যুদ্ধে সুরপতি বাসব তোমার নিকটে বর প্রার্থনা করিয়া অসুরবৃন্দকে বিনষ্ট করিয়াছেন। নিত্যানন্দস্বরূপ যে রামচন্দ্র তিনিও তোমার চরণ সেবা করিয়া রাক্ষসকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন। জননি! তোমার সেবা ব্যতিরেকে কোন জনই জয়শ্রী লাভ করিতে পারেন না। হে জগদেকবন্দ্যে! হে জয়দে! হে বিশ্বাশ্রয়ে! হে হরি-বিরিঞ্চি-হর-বন্দ্যে! হে মাতঃ! সেই হেতু আমরা সর্ব্বতোভাবে তোমার চরণারবিন্দ আশ্রয় করিলাম। তুমি আমাদিগকে জয়যুক্ত কর। তোমার অনুগ্রহে এই সমরাঙ্গনে আমরা যেন শত্রুসমূহ নিপাত করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতে পারি।

বেদব্যাস বলিতেছেন, হে জৈমিনে! সেই মূল প্রকৃতি ভগবতী দেবী, মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে সংস্তুতা হইয়া সুপ্রসন্না হইলেন, এবং অন্তরীক্ষ-পথে অলক্ষিত-

ভাবে থাকিয়া বরদানে উন্মুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন। হে পাণ্ডবগণ! তোমাদের স্তবে আমি পরিতুষ্টা হইয়াছি। আমার প্রসাদে তোমরা শত্রুগণকে সমরশায়ী করিয়া পুনর্ব্বার এই নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ভূমি-ভার হরণার্থ এবং তোমাদের জয় লাভের নিমিত্তই আমি বাসুদেবরূপে লীলাক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথে সারথি হইয়া বাসুদেবরূপে তোমাদিগকে রক্ষা করিব, ইহাতে সংশয় নাই। তোমরা আমার যে স্তব করিলে যে ব্যক্তি আমাকে এই রূপে স্তব করিবে সে অবশ্যই জয় লাভ করিবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, মহারথ পাণ্ডুপুত্রগণ এই প্রকার বর প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিলেন যে আমরা জয়ী হইব। তখন তাঁহাদের বদনারবিন্দসকল সবিশেষ সুপ্রসন্ন হইল। পুনর্ব্বার স্বীয় স্বীয় রথে উত্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খনিনাদ ও সিংহ নাদ করিতে লাগিলেন। মহাবলী বাসুদেবও অর্জ্জুনের রথে উপবিষ্ট হইয়া, বারম্বার তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ঘোরতর রব করিতে লাগিলেন; এই সকল শব্দে পৃথিবী কম্পান্বিতা হইতে থাকিল; এবং জগৎ সংসার ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের সেনাগণ প্রায় সকলেই বিষণ্নমনা হইল, ভীষ্ম মহাশয়, যিনি অদ্বিতীয় রথী, তিনিই দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইলেন। ভীষ্মের উপর বিদ্বেষ বশতঃ মহামতি কর্ণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ঈর্ষাপরবশ হইলেন; অযুত হস্তীর বল-ধারী কালান্তক যমসদৃশ ভীমসেন পাণ্ডুসেনার অধ্য-

কৃতা ভার গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধানল প্রবল হইয়া উঠিল। মহারথী ভীষ্ম দশদিবস যুদ্ধ করিলেন। তিনি পাণ্ডবদিগের এক অর্ব্বুদ সেনা বিনাশ করিলেন। পাণ্ডবেরা কুরুদিগের তিন অর্ব্বুদ সেনা নিপাত করিলেন। দশদিনের শেষ দিবসে অর্জ্জুনের সহায়তায় শিখণ্ডী কর্ত্তৃক ভীষ্ম আহত হইলেন; কিন্তু প্রাণত্যাগ করিলেন না। সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবীর উত্তরায়ণ সময়ের অপেক্ষা করিয়া পরিখাবেষ্টিত শরশয্যাতে শয়ন করিলেন। তদনন্তর কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ দ্রোণকে মহারথ করিয়া পঞ্চদিন তুমুল যুদ্ধ করিলেন; সেই যুদ্ধে অভিমন্যু নিপাতিত হইলেন। অধর্ম্ম যুদ্ধে অভিমন্যু বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার মুল কারণই জয়দ্রথ, ইহা জ্ঞাত হইয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। প্রতিজ্ঞাত দিনের সায়াহ্ন-সময়ে শরনিকর দ্বারা জয়দ্রথকে বিনাশ করিলেন। এই প্রকারে উভয় সেনাদলেই অসংখ্য অসংখ্য হয়, হস্তী, রথ, রথী ও পদাতি বিনষ্ট হইল। রুধিরবাহিনী নদীসকল প্রবাহিত হইতে থাকিল। পঞ্চম দিবসে পাঞ্চালরাজপুত্র কর্ত্তৃক কুরুসেনাপতি দ্রোণমহাশয় সমরাঙ্গনে ভগ্ন হইলেন। তদনন্তর কর্ণের সহিত দুই দিবস যুদ্ধ হইল; ভীমসেনের পুত্র মহাবল ঘটোৎকচ বীরবর কর্ণের হস্তে সংহার প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয় পাণ্ডব কপিধ্বজ অর্জ্জুন বীর রণদুর্ম্মদ কর্ণ বীরকে নিপাত করিলেন। আর অন্যান্য মহীপাল, যাঁহারা উভয় পক্ষে আসিয়াছিলেন, পরস্পর যুদ্ধ করিয়াই প্রায় সকল

বিনষ্ট হইলেন। তদনন্তর শল্য রাজাকে মহারাজ যুধিষ্ঠির শরসমূহ দ্বারা বিনিপাতিত করিলেন। সর্ব্বশেষে রাজা দুর্য্যোধনের সহিত ভীমের গদা যুদ্ধ হইল। সেই গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পরাজয় হইল। দুর্য্যোধনের অনুজ ও আর ঊনশত ভ্রাতাকে ভীমসেন পূর্ব্বেই বিনাশ করিয়াছেন। এই প্রকার অষ্টাদশ দিবস তাঁহাদের ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া বহু অক্ষৌহিণী সেনানিপাত হইল। সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে, অষ্টাদশ মুনিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ, আর বাসুদেব এই সকল মহাত্মা পরিমিলিত হইয়া রণনিহত রাজগণের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য-সকল সমাধা করিলেন। তদনন্তর পার্থগণ নিষ্কণ্টক সাম্রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শরশয্যাগত ভীষ্ম দেহ ত্যাগ করিলেন।

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে সপ্ত পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

——00——

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়।

লীলাসম্বরণ।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! শ্রবণ কর। কৃষ্ণরূপিণী সেই পরমেশ্বরী এইপ্রকারে ভূভার হরণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমনের ইচ্ছা করিলেন। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ধরাতলে আগমন করিয়া দ্বারকাপুরী প্রবেশ করিলেন, এবং নির্জ্জন মন্দিরে কৃষ্ণ দর্শন লাভ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত চতুর্মুখে কতই স্তুতি পাঠ করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে জগদীশ্বরি! তুমি আমাদের কর্ত্তৃক ভূভার হরণের জন্য প্রার্থিতা এবং মহাদেবের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত মায়া-পুরুষ-রূপে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। ভূমির ভারসমস্তই অবসারিত করিয়াছ, এবং মহাদেব যেরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন আমি কামিনীমণ্ডলীরূপে বহুবার তোমার সহিত বিহার করিব তাহাও পরিপূর্ণা করিয়াছ; এক্ষণে স্বস্থানে সমাগত হইয়া স্বরূপে আমাদিগকে প্রতিপালন কর। জননি! তুমি স্বরূপ ভাবে স্বস্থানে অবস্থান করিলে আমরা যতদূর সাহসিক থাকি, রূপান্তর গ্রহণ করিলে মাতৃহীন বালকের ন্যায় ততই কাতর হই; এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি যা বলিলে, তাহাই আমার ঈপ্সিত কার্য্য। অচিরকালমধ্যেই আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিব

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মাকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তদনন্তর শ্যামসুন্দররূপিণী সেই জগদীশ্বরী দ্বারকাপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বধাম গমনের ইচ্ছায় মন্ত্রী দিগকে বলিলেন, মন্ত্রিগণ! ব্রহ্মশাপে আমার যদুবংশোদ্ভব বীরনিকর প্রায়ই লোকান্তরে গমন করিয়াছে। বৃষ্ণি শূর জন কএক মাত্র অবশিষ্ট আছে, অতএব আর ঐশ্বর্য্য-ভোগেচ্ছা নাই, ধরাতলে অবস্থিতি করিতেও ইচ্ছা নাই, সত্বরেই স্বধাম প্রয়াণ করিব। এক্ষণে তোমরা হস্তিনা নগরে দূত প্রেরণ কর। মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে, আমার প্রাণসখা অর্জ্জুনকে, মাননীয় মধ্যমকে, স্নেহাধার নকুল সহদেবকে এই কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে এ স্থানে আনয়ন কর।

বেদব্যাস বলিতেছেন, কৃষ্ণের এই প্রকার আজ্ঞা-ক্রমে মন্ত্রিগণ অত্যন্ত দীনমানসে হস্তিনা নগরে ত্বরান্বিত হইয়া দূত প্রেরণ করিলেন। সেই দূত অতিশয় দ্রুতগামি রথে আরূঢ় ও অনতিবিলম্বে হস্তিনাপুরী-মধ্যে উপস্থিত হইয়া মহারাজা যুধিষ্ঠিরনিকটে যথাযোগ্য পাদাভিবন্দন করিয়া কৃষ্ণভাষিত স্বর্গারোহণ সংবাদ নিবেদন করিল। পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই যুধিষ্ঠিরনিকটে উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা এক কালে ঐ নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া হা হতোহস্মি শব্দ করিয়া উঠিলেন। ক্ষণমাত্রেই ঐ সংবাদ রাজপুরী পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। অন্তঃপুর মধ্যবর্ত্তিনী দ্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণ দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় রোদন করিতে লাগিল। তখন ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণের

অনুগমনের ইচ্ছায় পাণ্ডবগণ দ্বারকাপুরীতে যাত্রা করিলেন। দ্রৌপদী প্রভৃতি নারীগণ অনুগমন করিলেন, অন্যান্য বহু জনও কৃষ্ণান্তিকে গমন করিলেন। তাঁহারা সকলে দ্রুতগামি রথে সমারূঢ় হইয়া দ্বারকাপুরীতে উপস্থিত হইলে, সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া কৃষ্ণ সাশ্রুপূর্ণনয়নে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! হে মিত্র অর্জ্জুন! হে বৃকোদর! আপনারা আমার এই জনপদকে প্রতিপালন করিবেন ও ইহার প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। সম্প্রতি আমি পৃথিবীতল হইতে স্বর্গে গমন করিব। এই প্রকার কৃ ভাষিত শ্রবণ করিয়া সকলেই অশ্রুপূর্ণনয়ন হইল। পাণ্ডবে.. পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকেই বলিলেন, হে যাদবেন্দ্র! হে কৃষ্ণ! আমাদের মান, সম্মান, ধন ও জীবন সকলই তুমি। অতএব তোমা ব্যতিরেকে আমরা কদাচই থাকিতে পারিব না। এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহাদের সকলেরই নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুজল বিগলিত হইতে থাকিল। কৃষ্ণ তাঁহাদের নিশ্চিত অভিপ্রায় জানিলেন; পরে দ্রৌপদীকে ঈষৎ হাস্যে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৃষ্ণে! তোমার মনোভিলাষ কিপ্রকার? তখন দ্রৌপদী অশ্রুজল মার্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি আদ্যা প্রকৃতি কালিকা দেবী, আমি তোমারই অংশসম্ভূতা। এক মহাজলের অন্তর্গত যে অংশ জল, তাহার আর স্বতন্ত্র ভাব কখনই সংগত হয় না। মহাজলের যে ভাব, অংশজলেরও সেই ভাব সমুচিত হয়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, অনন্তর বলরাম সেই স্থানে সমাগত হইয়া দেখিলেন; কৃষ্ণ লীলা সম্বরণ করিতে একান্ত উদ্যত

হইতেছেন, তখন রোদন করিতে করিতে বলরাম বলিলেন, হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! তুমি যদি এই পৃথিবীকে পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় সূক্ষ্মধামে নিশ্চয়ই অবস্থান করিলে, তবে আমি এই বৃষ্ণিকুলোৎপন্নদিগকে পশ্চাৎ লইয়া যাইব, কাল-বিলম্ব করিব না। এই বৃষ্ণিকুলোৎপন্ন ক্ষত্রিয়গণ তদ্বিরহিত হইয়া নিতান্ত শোকবিকলতায় পৃথিবীতে আর অবস্থান করিতে পারিবে না। বেদব্যাস বলিতেছেন, তদনন্তর কৌষেয়বাসা সেই কমললোচন কৃষ্ণ বিপ্রগণকে বহুতর ধন বিতরণ করিয়া পুরী হইতে বিনির্গত হইলেন এবং তৎপশ্চাৎ বলরামও বৃষ্ণিগণকে সঙ্গে লইয়া নির্গত হইলেন। পাণ্ডবগণও অমাত্যবর্গ ও বনিতার সহিত তদনুগামী হইলেন। সকলে সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া জনপদস্থ-যাবতীয় ব্যক্তিও তথায় উপস্থিত হইলেন। ইতি-মধ্যেই একখানি সিংহযোজিত নানারত্নবিভূষিত রথ লইয়া নন্দী অন্তরীক্ষ-দেশে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মাও দৈত্যগণের সহিত বহুসহস্র সুসজ্জীকৃত রথ লইয়া প্রস্তুত ছিলেন। কৃষ্ণকে জলধিতীরে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সুরগণ সকলে প্রহৃষ্টচিত্তে সুমহতী পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, শত শত শঙ্খ, ঘণ্টা ও মৃদঙ্গ বাদ্য করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। এই প্রকারে মহান্ উৎসাহ উপস্থিত হইলে, কমলনয়ন কৃষ্ণ সহসা স্বকীয় কালী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই অত্যাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মুনিশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি স্তব করিতে লাগিলেন। স্তুতি গান শ্রবণ করিতে করিতে তৎক্ষণমাত্রেই দেবতাদিগের নয়ন

পথ অতীত হইয়া কৈলাসপুরীতে গমন করিলেন। দ্রৌপদী সুন্দরী সেই কালী মূর্ত্তিতেই লয়প্রাপ্তা হইলেন, তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির সমুদয় লোকের সাক্ষাতেই সমুদ্রের জল স্পর্শ করিয়া সেই শরীরেই বিচিত্র রথারোহণপূর্ব্বক স্বর্গ-মার্গে গমন করিলেন; বলরাম এবং অর্জ্জুন তাঁহারা সমুদ্র জলস্পর্শ করিয়া ঐ দেহদ্বয় পরিত্যাগ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতেই নবঘনশ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বকীয় নারায়ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গরুড় বাহনে সমাসীন হইয়া বৈকুণ্ঠাভিমুখে গমন করিতে থাকি-লেন। ভীম প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং বৃষ্ণিগণ সকলে, সমুদ্র-জল স্পর্শ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিয়া দিব্য দেহে স্বর্গগামী হইলেন। এই প্রকারে তাঁহারা স্বর্গত হইলে, রুক্মিণী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষী অষ্টজন স্বকীয় শিব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। অপর মহিষীগণ সকলেই স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই পূর্ব্বমূর্ত্তি ভৈরব দেহপ্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীদাম এবং সুদাম কৃষ্ণের স্বর্গ-গমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই ঐ ঐ দেহ পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক জয়া এবং বিজয়া মূর্ত্তিতে দেবীর নিকটে গমন করিলেন। এই প্রকারে পৃথিবীর ভারহরণের নিমিত্ত এবং শম্ভুর বাসনা পূরণ করিবার জন্য সেই পরমা দেবী শ্যাম-সুন্দর-কলেবর পুংরূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকার ছল অবলম্বনে পৃথিবীর ভার সকল হরণ ও বিবিধ প্রকার লীলা প্রকটনান্তে পুনর্ব্বার স্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বস্থানে অবস্থান করিলেন। কল্পান্তরে ঐ বিষ্ণুই মহাদেবকে

বর দান করিয়া লীলাক্রমে কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়া ভূভার হরণ করিবেন।

কৃষ্ণাবতারচরিতং জগদম্বিকায়াঃ শৃণ্বন্তি যে ভুবি পঠন্তিচ ভক্তিযুক্তাঃ। তে প্রাপ্য শৌর্য্যমতুলং পরতশ্চ দেব্যাঃ সংপ্রাপ্নুবন্তি পদবীমমরৈরলভ্যাং ॥

জগদম্বিকার কৃষ্ণাবতার চরিত্রকে যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, সেই ইহ লোকে অতুল সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া অন্তে দেবদুর্ল্লভ দেবীর পদবী প্রাপ্ত হয়।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর, মহর্ষি নারদ শিবমুখে এই সংবাদ শুনিয়া সুধাসিক্ত প্রায় পরিতৃপ্ত হইলেন এবং গদগদ ভাবে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দয়াময়! পরমা দেবীর দুই মূর্ত্তি—দুর্গা এবং কালী; তন্মধ্যে দুর্গাদেবীর স্থূল সূক্ষ্মরূপ এবং নিবাসভূমির বৃত্তান্ত আপনকার বদনারবিন্দ হইতে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে কালিকার স্থূলসূক্ষ্মরূপ এবং বিলাসভূমির

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। নারদের বাক্য শেষ হইলে, মহাদেব ঈষৎ হাস্য-মুখে বারদ্বয় সম্মতি-সূচক গ্রীবা সঞ্চালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, আমি দুর্গা দেবীর পরম স্থান তোমার নিকটে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছি, সে স্থান যক্ষ,কিন্নর, অসুর কি অমর এসকলেরও দুর্গম্য; সামান্য জনেরত কথাই নাই। কিন্তু কালিকা দেবীর যে পরম স্থান, সে দেব, মানব, যক্ষ ও কিন্নর প্রভৃতির অগম্য; ব্রহ্মাদি দেবেশ্বরগণ কষ্টে সৃষ্টে সেখানে গমন করিতে পারেন। সেই পুরী পরম রম্য ও সুষুপ্ত অর্থাৎ জনসকলের জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থা যেমন অধিকতর গুপ্ত এবং অধিকতর আশ্চর্য্যভূমি, সুষুপ্তি অবস্থা আবার তদপেক্ষা গুপ্ততম এবং অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয়; আদ্যা দেবীর পুরীও তেমনি গুপ্ততম অত্যাশ্চর্য্য দর্শনীয়। সেই পুরী চতুর্দ্দারযুক্ত; রত্নময় তোরণপ্রাকারসকল রত্নলাঞ্ছিত; চতুর্দ্দিক্ মুক্তামালাপরিসুশোভিত; বিচিত্র ধ্বজপতাকাসকল অত্যন্তসালঙ্কৃত; আরক্তনেত্র সহস্র সহস্র ভৈরব বিচিত্র খট্টাঙ্গ ধারণ করিয়া দ্বারদেশ দৃঢ়রূপে রক্ষা করিতেছেন। দেবীর আজ্ঞা ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং মহেশ্বরও সে দ্বার সমুল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। পুরীর সমমধ্যস্থলে বাসগৃহ সুরম্য নানারত্নে বিনির্ম্মিত ও সুবর্ণবেষ্টিত মণিময় একশত স্তম্ভযুক্ত; সেই মণি-মন্দিরের অভ্যন্তরে এক সুবিস্তীর্ণ রত্নসিংহাসন অযুতসিংহের মস্তকে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সেই সিংহাসনের উপরি একটি সুদীর্ঘ শব শয়ান রহিয়াছেন; সেই শবোপরি পরমেশ্বরী

মহাকালী সমবস্থিতা আছেন, সেই ব্রহ্মরূপিণী স্বেচ্ছা-ক্রমে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সম্পাদন করেন। বিজয়া প্রভৃতি চতুঃষষ্টি যোগিনী তাঁহার পরিচারিকা। তাহারা সর্ব্বদা সাবহিত হইয়া সেই দেবীর পরিচর্য্যা করিতেছে। এই দেবীর দক্ষিণভাগে সদাশিব মহাকাল রহিয়াছেন, মহাকালের সহিত মহাকালী হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণই বিহার করেন। বৎস! ভৈরবগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত এই প্রকার তাঁহার পুরী অতিশয় প্রিয়দর্শন ও অত্যাশ্চর্য্যময়। সেইপুরী ব্রহ্মাদি দেবতারও সুদুর্লভ। ইন্দ্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অনুগামী হইয়া সেই পুরীতে প্রবেশমাত্রে ব্রহ্মহত্যাজনিত ঘোরতর পাপ রাশি হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া দেবেন্দ্র পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবদেবের প্রসাদে সেই পরম দেবতা কালীকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ইন্দ্র ইহাঁরা স্বচ্ছন্দে দর্শন করিয়াছেন। হে মুনে! অন্তঃপুর বর্ণনা করিলাম। অতঃপর বহিঃপুর বর্ণনা করি-তেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। সেই অন্তঃপুরীর বহির্দেশে বিস্তীর্ণ চত্বরমধ্যে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কল্পপাদপসকল ফলপুষ্পভারে নতশাখ হইয়া রহিয়াছে। রত্নলাঞ্ছিত প্রাচীরবেষ্টিত রত্নময় তোরণাদিযুক্ত চতুর্দ্দিগে চতুর্দ্বার। প্রতিদ্বারে শত শত গণ নায়ক দ্বার রক্ষা করিতেছেন। সেই কক্ষান্তরে কামাখ্যা প্রভৃতি শত শত যোগিনী পরিচর্য্যাতে প্রস্তুত রহিয়াছে। তদ্‌বহিঃকক্ষে তদধিকবিস্তীর্ণ ভূমি, রত্নশোভিত প্রাকারযুক্ত বৃহদাকার চতুর্দ্দ্বারযুক্ত; স্থানে স্থানে বিবিধ উপবন পুষ্পকানন শোভা করিতেছে

সেই পরমাদেবীর দর্শনাভিলাষে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি ব্রহ্মা ঐ কক্ষমধ্যে ধ্যানাশক্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই কক্ষের বহির্দ্দেশও ঐপ্রকার চতুর্দ্দ্বারযুক্ত; ঐ কক্ষে কোন ব্যক্তি নাই, কেবল গণদেবতারা দ্বারদেশ রক্ষা করিতেছেন। তদ্বহিঃপ্রদেশে ঐ চতুর্দ্বারের অতিদূরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি ইন্দ্র, কোটি কোটি চন্দ্র, কোটি কোটি বরুণ, কোটি কোটি শমন, প্রভৃতি দেবরাজগণ একবার শ্রীচরণদর্শনাভিলাষে নিরন্তর ধ্যানাবলম্বী আছেন। এই প্রকার বহুবিধ দ্বারযুক্ত অতুল্য অমূল্য রত্নজালে জাজ্জ্বল্যমান সেই দেবীপুরকে দেবেশ্বরগণ প্রযত্নমানসে রক্ষা করিতেছেন। সেই সুবিস্তীর্ণ পুরীর উত্তর প্রদেশে অতিবৃহৎ পারিজাত বন; সেই বন সর্ব্বদাই প্রফুল্ল কুসুমে সমাকীর্ণ; বিচিত্র ভ্রমরমালা এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উজ্জ্বল হইয়া বসিতেছে; বসন্ত ঋতু সর্ব্বদা বিরাজমান ও মন্দ মন্দ বায়ু সর্ব্বদা বহমান; ব্রহ্মাদি দেবতাগণ নানাবিধ পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া মধুরশব্দে কালীগুণ গানে কালযাপন করিতেছেন। কালীপুরীর পূর্ব্বদিকে চারুতর এক সরোবর—তাহার চতুষ্পার্শ্ব স্বর্ণময় কমল-কহ্লার কুমুদ-রাজিবিরাজিত; বিচিত্রিত মধুপশ্রেণীযুক্ত বায়ু সঞ্চালনে মন্দ-মন্দ-সঞ্চালিত পুলিনদেশ বিবিধ পুষ্পে মনোহরশোভান্বিত; চতুর্দ্দিকে মণিময় সোপানযুক্ত তীর্থচতুষ্টয়ে সুশোভিত। বৎস নারদ! আমার যে পর্য্যন্ত বাক্‌শক্তি, তদনুরূপ সেই পুরী বর্ণনা করিলাম; ফলতঃ সে রমণীয়তা বাক্যাতীত। এই আদ্যা শক্তি

মহাবিদ্যার পুরীর যেৰূপ পরিচয় দিলাম ; তারা প্রভৃতি অপর নয় মহাবিদ্যারও এই মত পৃথক্ পৃথক্ পরমরমণীয়া পুরী আছে, সেই সকল পুরবাসিনী মহাবিদ্যাদিগের নিজ নিজ দক্ষিণপার্শ্বস্থ বিবিধাকার সদাশিব আছেন, সেই সেই সদাশিবের সহিত সেই সেই মহাবিদ্যা স্বেচ্ছানুৰূপ বিহার করিয়া থাকেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে ঊনষষ্টিতমোঽধ্যায়।

ষষ্টিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর, মহর্ষি নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব হে মহেশান! ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা কিপ্রকারে ঘটিল এবং সেই মহামতি ইন্দ্র কিৰূপে মহাকালী দর্শনের ইচ্ছাতে ব্রহ্মাদির নিকটে গমন করিলেন, আর দেবদেবের প্রসাদে ব্রহ্মাদি দেবতাও বা কি প্রকারে সর্ব্বলোক অতিক্রম করিয়া কালীপুর গমন করিলেন, এবং ভীষণাকার ভৈরবগণ-সুরক্ষিত দ্বার অতিক্রম করিয়াই বা কিৰূপেই মহাকালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং যেপ্রকারে সেই দেবীকে দর্শন করিলেন, সম্প্রতি সেই সকল কথা বিস্তার করিয়া

বলুন। তখন মহাদেব বলিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, পূর্ব্ব কালে বৃত্র নামে এক মহাবলপরাক্রান্ত অসুর ব্রহ্মার প্রদত্ত বরে উদ্রিক্ত হইয়া দেবতাগণকে পরাজয় করত স্বয়ং ইন্দ্র হইল, এবং চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, কুবের, যম, ও বরুণ এই সকলের অধিকার গ্রহণ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিলোকমধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিল, অমরেন্দ্রসকল স্বীয় স্বীয় পদচ্যুত হইয়া দুর্দ্দশা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এই সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি অত্যন্ত গুপ্তভাবে ইন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ! তুমি গুপ্তভাবে ব্রহ্মলোকে গমন কর; তিনি অসুরদিগকে কদাচই অমর বর প্রদান করিবেন না, অবশ্যই বধোপায় নির্দ্ধারিত করিয়া থাকিবেন। পুরন্দর এই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া সংগোপনে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া জানিলেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা যদি বজ্র নির্ম্মাণ হয়, আর সেই বজ্র লইয়া ইন্দ্র যদি বৃত্রাসুরের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিতে পারেন, তবেই বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইবে; নতুবা তাহার মরণ নাই। এই সুদারুণ গুহ্য সংবাদ বিধাতার নিকট প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্র অতিভয়ে কাতরভাবে দধীচি মুনির নিকটে যাত্রা করিলেন। ত্রিলোকের পরিত্রাণ হেতুক তাঁহার অস্থি ভিক্ষা করিবেন, অভিলাষ করিয়া, দধীচি মুনির অগ্রে উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনে! আপনকার আশ্রমের কুশল? দধীচি মুনি ইন্দ্রকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করত আসন প্রদান করিলেন এবং সমাদর পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন,

দেবরাজ! তবে কিজন্য এই দীনভবনে আগমন, জ্ঞাপন করুন। তখন ইন্দ্র বলিলেন, মহর্ষে! আমাদের অবস্থা আপনার অগোচর কিছুই নাই, সম্প্রতি বৃত্র নামক একজন মহাসুর তপোবলে ব্রহ্মার বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উদ্রিক্ত হইয়াছে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি স্বর্গীয় লোকপালগণকে পরাজয় করিয়া স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছে। তাহার ভয়ে আমরা সমস্ত অমরগণ স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মর্ত্ত্যলোকে পরিভ্রমণ করিতেছি। মুনিবর অন্য কথা আর কি বলিব, আমরা এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি যে, আমাদিকে কেহ যজ্ঞভাগও দেয় না, আর পূজাও করিতে পারে না। মহর্ষে! আপনি যদি কৃপা করিয়া এই দেবতাগণকে নিস্তার করেন তবেই দেববৃন্দের মঙ্গল, এই দুঃখার্ণবনিমগ্নদিগের পক্ষে আপনি ব্যতীত আর নিষ্কৃতির উপায় কিছুই নাই। তখন দধীচি বলিতে লাগিলেন, দেবরাজ! যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিবে সে সমস্তই আমি বিজ্ঞান চক্ষুর্দ্বারা জানিতেছি, এক্ষণে আমি কি করিলে তোমাদের উপকার হয় বল? তখন ইন্দ্র বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমি কি প্রকারেই বা বলিব, বলিতে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইতেছে। আপনি যদি আজ্ঞা করিলেন তবে যে জন্য আপনকার নিকট উপস্থিত হইলাম, বলি। হে মহর্ষে! বিধাতা সেই দুরাত্মার মৃত্যুবিধান আর কিছুতেই করেন নাই, কেবল আপনকার অস্থিনির্ম্মিত বজ্রের দ্বারা আমার হস্তেই তাহার মৃত্যু হইবে এই গুহ্য কথা চতুর্ম্মুখের

মুখ হইতেই শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার বিবেচনানুসারে যাহা যোগ্য হয়, তাহাই বিধান করুন। এই কথা বলিয়া ইন্দ্র নতশিরা হইলে দধীচি মুনি ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহাঁকে বিমুখ করা কর্ত্তব্য, কি দেহত্যাগ করা কর্ত্তব্য। পরে দ্বৈধমনা হইয়া কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া দেহত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, এই নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রকে বলিলেন দেবরাজ! আমার অস্থির দ্বারা যদি লোকপালগণ স্বাধিকার প্রাপ্ত হন, এবং অমরবৃন্দও যদি সেই অসুরেন্দ্র হইতে নিস্তার লাভ করেন, তবে দেহত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে যোগাবলম্বন করিয়া এই দেহকে পরিত্যাগ করিব। কারণ, যে দেহধারীর দেহ দ্বারা পরের সুখ বা পরের উপকার হয়, তাহার দেহই ধন্য ও সফল, যে হেতুক দেহ অনিত্য—অবশ্যই এক দিন না এক দিন বিনষ্ট হইবে। কিন্তু ধর্ম্ম নিত্য, সেই হেতুক এই দেহকে অবশ্যই আমি পরিত্যাগ করিব। এই কথা বলিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী মহাতপা সেই মুনিবর যোগাবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের সম্মুখে দেহ ত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র সবিস্ময় হইলেন, এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিতে লাগিলেন, ধিক্! ধিক্! বিষয়াভিলাষী ব্যক্তিদিগকে শত শত ধিক্! এইরূপ আক্ষেপ করিয়া বিষণ্নমানসে ইন্দ্র কিছুকাল সেই স্থানে থাকিলেন। অনন্তর সেই মুনিবরের অস্থিপুঞ্জ যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া অতি নির্জন স্থানে সেই অস্থি দ্বারা বিবিধ প্রকার অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্র সকল সুনির্ম্মিত হইলে, অমর-

রাজ স্বসৈন্যপরিবৃত হইয়া অমোঘ ধনুর্ব্বাণ সংগ্রহ করত দুর্জ্জয় দেবারি সেই বৃত্রাসুরকে যুদ্ধস্থলে আহ্বান করিলেন। তদনন্তর সুরাসুর দলে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। শত শত হয়,হস্তী, রথ, পদাতিসকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রুধিরবাহিণী স্রোতস্বতী বহিতে লাগিল। তখন অন্য অস্ত্রের অবধ্য নিশ্চয় করিয়া, ইন্দ্র প্রথমতঃ বৃত্রাসুরকে সেই অস্থিময় বাণ প্রহার করিলেন। অনন্তর সেই অস্থিময় বজ্র প্রহার করিলে তাহাতেই মহাসুর মৃতকল্প হইল। তদন্তর অস্থিময় চক্রাঘাত দ্বারা দেবদ্বেষী দুরাত্মা মহাসুর প্রাণ ত্যাগ করিল। হে মহামুনে! এই প্রকারে সেই বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহারের নিমিত্ত ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ ঘটিয়াছিল। ইন্দ্র জগন্মাতা কালীকে যে প্রকারে দর্শন করিয়া ছিলেন, সম্প্রতি বলিব শ্রবণ কর।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

একষষ্টিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, সেই সমরদুর্জ্জয় মহাবলপরাক্রান্ত বৃত্রাসুরকে ইন্দ্র সম্মুখ সংগ্রামে বিনষ্ট করিয়া ঐরাবতপৃষ্ঠে সুখোপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মর্ষিগণের স্তুতি পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে মহোৎসবে সমুৎসুক হইয়া দেবগণের

সহিত স্বকীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর লোকপালগণ নিজ নিজ অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় সুস্থভাবাপন্ন হইলে একদা সুরপতি ইন্দ্র রাজসভামধ্যে সভাস্থিত দেব প্রধান ও দেবর্ষিপ্রধান সকলকে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাক্যে অবনতভাবে বলিতে লাগিলেন, সভ্যগণ! আপনারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, মহামুনি দধীচি আমার বাক্যানুসারে তাঁহার অস্থি প্রদান করিবার নিমিত্ত যোগাবলম্বনে দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি মার্গে গমন করিয়াছেন। সেই হেতুক আমার ব্রহ্মহত্যা পাপ উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আমি কি প্রকারে তাহা হইতে মুক্ত হই; সম্প্রতি কি উপায় করি, আপনারা বলুন। তখন ঋষিরা বলিতে লাগিলেন, হে বৃত্রসূদন! সেই মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্ত ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে সংসার ত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব সম্পূর্ণ ব্রহ্মহত্যা আপনার ঘটে না। তবে হৃদয় শঙ্কাকলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা বটে। তাহাতে মহাপাপনাশক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই আপনি সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবেন। ঋষিদিগের বাক্য শুনিয়া মহামতি বৃহস্পতি তথাস্তু বলিয়া মত প্রদান করিলেন, দেবতা সকলেও তথাস্তু বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই দেবেন্দ্র অনেক শান্তমনা হইয়া সে দিন সভা ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। তদনন্তর সুরপতি যথাবিধিবিধানে বহু সদ্ব্যয় পূর্ব্বক অশ্বমেধ সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর মহর্ষি

নারদ যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রসভায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক রত্ন সিংহাসন প্রদান করিয়া বসাইলে, নারদ সেই দেব সভার মধ্যস্থিত দেবেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! তুমি ব্রহ্মহত্যা অপনোদনার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছ; কিন্তু তোমার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ ক্ষয় হয় না। তখন ইন্দ্র বলিলেন দেবর্ষে! আমি এই পাপ বিনাশের নিমিত্তেই মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করিলাম। তথাপি যদি পাপ ক্ষয় না হয়, তবে এখন কি উপায় করি বলুন। ইন্দ্রকে কাতর দেখিয়া নারদ বলিলেন, দেবরাজ! তোমার গুরু মহামনা গৌতমের নিকটে গমন করিয়া স্বকীয় দুঃখ আবেদন করিবে, তিনি উপায় কহিয়া দিবেন। সেই গৌতম সর্ব্বার্থবেত্তা। দেবরাজ! সারসংগ্রহ তোমার সাক্ষাতে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। গুরুবাক্যই পরম শাস্ত্র এবং গুরুই পরম তপস্যা। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা অবশ্যই হইবে, কদাচই অন্যথা হইবে না। গুরুর আজ্ঞাই যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা সর্ব্ব শাস্ত্রেই কহিয়াছেন। অতএব তাঁহার আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিয়া অবশ্যই তুমি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।

বেদব্যাস কহিলেন, এই কথা বলিয়া সেই যাদৃচ্ছিক মুনি প্রস্থানকরিলেন। তদনন্তর ইন্দ্র ত্বরান্বিত হইয়া গৌতম মুনির আশ্রমে গমন করিলেন। তাঁহার আশ্রমনিকটে উপস্থিত হইয়া সেই মহাত্মা গৌতমকে দর্শন করিলেন,—যেন মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত। মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা দেদীপ্যমান। ব্রহ্মতত্ত্বে মনোনিধান করিয়া

ধ্যানস্থিত আছেন। এই প্রকার গুরুকে দর্শন করিয়া সুরপতি যেন সাক্ষাৎ মহাদেবকেই দর্শন করিলেন। তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। গাত্রোত্থান করিয়া সমাধিভঙ্গের সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকিলেন। কিছুকাল পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে পর গৌতম দেখিলেন যে, দেবরাজ পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। তখন গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! কুশল বল। ইন্দ্র বলিলেন প্রভো! আপনার দর্শনেই আমার সমস্ত মঙ্গল। আপনি যাহার গুরু তাহার কোন স্থানেই অমঙ্গল হয় না। কিন্তু একটি পাপ করিয়াছি। কোন প্রকারে সে পাপ বিনষ্ট হয় না। অতএব নিস্তার করুন। আপনি গুরু আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম। বৃত্রাসুরবধার্থে দধীচি মুনির অস্থিসংগ্রাহিকা চেষ্টাতেই আমার পক্ষে ব্রহ্মহত্যা ঘটিয়াছে। তাহার শান্তির নিমিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ করিয়াছি, তথাপি ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্তি হয় না; সেই হেতুক আমি অত্যন্ত দীনমনা হইয়া আপনকার চরণোপান্তে নিপতিত হইলাম। হে গুরো! হে নিস্তারকারক! উপায় বলুন, যাহাতে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের বিনাশ হয়; পরম ধর্ম্মবিৎ আপনি যাহার ত্রাণকর্ত্তা গুরু তাহার সম্বন্ধে পাপ স্থিরতর হইবে, এ আমার সর্ব্বাপেক্ষায় দুঃখজনক। গৌতম বলিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি খেদ পরিত্যাগ কর। তোমার পাপ চিরস্থায়ী কদাচই হইবে না। পাপ শান্তির উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই বিষয়ে যত্নবান্ হও। বৎস! যে কোন ব্রাহ্মণ নহে; ইনি মহামতি দধীচি মুনি; ইনি জীবন্মুক্ত;

দ্বিতীয় শিবতুল্য। ইঁহার বধে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজক হইয়াও তোমার যে পাপ হইয়াছে সেও ঘোরতর পাপ জানিবে। বহুশত অশ্বমেধেও সে পাপ বিনাশ করিতে পারিবে না। কোন প্রকারে যদি মহাকালী দর্শন করিতে পার তবেই ঐ পাপবিনাশ হইতে পারিবে। তখন ইন্দ্র বলিলেন, গুরো! সেই মহাকালী কিদৃশী, তিনি কোথায় বা আছেন, বিস্তার করিয়া বলুন। সেই পাপনাশিনী পরমেশ্বরীকে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইব। গৌতম বলিলেন, বৎস! সেই পরাৎপরা মহাকালী যে কোথায় আছেন তাহা আমি জ্ঞাত নহি। সকল শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে মহাকালীর দর্শনে ব্রহ্মহত্যাদি পাপের বিনাশ হয়। এই কথা শুনিয়া ইন্দ্র বিষণ্নবদনে বলিতে লাগিলেন, এই পাপ হইতে নিষ্কৃতি দেখিতেছি না, যে হেতুক তিনি কোথায় ইহাই আমি জানিতে পারিব না। গৌতম বলিলেন, সেই যোগ-গম্যা মহাকালীর দর্শন অতীব দুর্লভ। তত্ত্বদর্শী যোগিগণ যুগযুগান্তকাল মহোগ্র তপস্যার অনুষ্ঠান করিলে তবে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি রাজ্যপালক ও বিষয়াসক্ত, তাদৃশ তপস্যার যোগ্যপাত্রই নহ, তবে উপায়ান্তর বলি যদি কোন প্রকারে অনুসন্ধানে সমর্থ হও, তাহা হইলে সেই পরমেশ্বরীর বিরাজধামে গমন করিয়া দর্শন করিতে পার। তাঁহার পুরী অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মার নিকটে অগ্রেই গমন কর! তিনিও যদি অজ্ঞাত থাকেন; তথাপি তুমি তাঁহারই শরণাগত থাকিবে ও তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতে প্রাণপণে অনুরোধ করিবে। বিধাতা

স্বয়ং অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই কালীধামের অনুসন্ধান হইবে; তোমাকে সত্যই বলিতেছি। তখন ইন্দ্র বলিলেন, গুরো! আপনকার আজ্ঞা কদাচই ব্যর্থ হইবে না। আমি আপনকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিলম্বেই চলিলাম; বিধাতার নিকটেই আমার উপায় হইবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ইন্দ্র তখন মহর্ষি গৌতমকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। স্বকীয় পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া বিধাতাকে প্রণতি স্তুতি করিয়া মহর্ষি গৌতমের অভিভাষিত সমস্ত কথাই বলিলেন। সেই কথা শুনিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা দেবরাজকে বলিতে লাগিলেন, অমরনাথ! মহাকালীর পুরী কোথায় তাহা আমি বিদিত নহি, তবে তিনি দেবকার্য্যার্থে কৃপা করিয়া স্বয়ং যখন আবির্ভূতা হন, তখনই সেই ব্রহ্মরূপা সনাতনীকে দর্শন করিতে পাই, পুনর্ব্বার দেখিতে দেখিতেই অন্তর্হিতা হন। দেবরাজ! এই পর্য্যন্তই জানি; ইহার পর তিনি কোথায়, কোথায় বা থাকেন, তাহা কিছুই জানি না। ইন্দ্র বলিলেন, ব্রহ্মন্! তাঁহার পুর যদি আপনিও না জানেন, তবে কি প্রকারেই বা আমার জ্ঞাতব্য। আর কি প্রকারেই বা আমি পাপসঞ্চয় হইতে বিমুক্ত হইব? ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র! তুমি দেবতাদিগের রাজা; তোমাতে যদি পাপসঞ্চয় থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সুরলোকে বহুবিধ উৎপাত ঘটনা হইবে, অতএব তোমার পাপশান্তির নিমিত্ত নিশ্চই যত্নবান্ হইলাম। তাঁহার সুগুপ্ত পুরীর

অনুসন্ধানে সর্ব্বথাই প্রবৃত্ত হইলাম। তোমার কার্য্যানুরোধে চেষ্টা করিয়া আমি যদি তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে ত আমি ধন্য, কৃতার্থম্মন্য হইব, অতএব ইহার অধিক কার্য্য আর কি আছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বিধাতা ইন্দ্রকে এইপ্রকার আশ্বাস করিয়া দিব্য রথে আরোহণ করত বৈকুণ্ঠ ধামে চলিলেন। ইন্দ্রও পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৈকুণ্ঠ ধামে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবার সময় ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস! তুমি এই স্থানেই সম্প্রতি অবস্থান কর; আমিই অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করি; পশ্চাৎ বিষ্ণুর অনুমত হইয়া গমন করিবে। ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া ইন্দ্র সেই প্রকারই করিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলেন, যে স্থানে ভগবান্ কৌস্তুভ মণিতে বিভূষিত হইয়া লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন। যিনি নবীনজলদশ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, ব্রহ্মা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাকে দেখিয়া বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভো! স্বাগত? ব্রহ্মা বলিলেন, জগন্নাথ! আপনার প্রসাদে আমার স্বাগত। দেবরাজ ইন্দ্র আপনকার দর্শনাভিলাষে পুরদ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই কথা শুনিয়া বিষ্ণু তৎক্ষণমাত্রেই গরুড়কে আজ্ঞা করিলেন সুরেশ্বরকে সত্বরেই পুরপ্রবেশ করাও। গরুড় প্রভুর আজ্ঞামাত্রে দ্বারদেশে উপস্থিত সুরপতিকে সমাদরবাক্যে পুরপ্রবেশ করাইলেন। ইন্দ্র বিষ্ণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া ভূমিতলে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া জগৎ-

পতিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে প্রভো! আপনার দর্শনে আমি ধন্য হইলাম। হে প্রভো! আপনকার চরণকমলজাতা গঙ্গা স্বরাস্বরের বন্দিতা; সকল জগৎকে পবিত্রিত করিতেছেন। সেই জগন্নাথকে আমি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহার তুল্য ভাগ্য আর কি আছে। ইন্দ্র এই প্রকার স্তব করিয়া গৌতমের আদেশ বাক্য আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন; সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বিস্ময়াপন্ন হইয়া ব্রহ্মার সম্মুখে মৌনাবলম্বনে থাকিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে কালী দর্শন প্রসঙ্গে বৈকুণ্ঠ প্রবেশ নামক এক ষষ্টিতমোঽধ্যায়।

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়।

——00——

বেদব্যাস বলিতেছেন, কমললোচন কৃষ্ণ মৌনাবলম্বনে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে দেবরাজকে বলিলেন, দেবেন্দ্র! সেই চিৎস্বরূপা ব্রহ্মসনাতনী মহাকালী যে কোন স্থানে নির্জ্জনে বিরাজমানা, তাহা আমি জানি না। সে কেবল দেবদেব মহেশ্বর অবগত আছেন। অতএব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হও, তাঁহাকে এই বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন কর। সেই দেবীর পুরদর্শনার্থে আমিও গমন করিব, সেই দেবীকে নয়নে দর্শন করিব, ইহার অধিক কার্য্য আর কি আছে। এই

কথা বলিয়া জগন্নাথ সহসাই গরুড়বাহনে সমারূঢ় হইয়া ব্রহ্মার সহিত শিবসন্নিধানে চলিলেন। ইন্দ্রও তাঁহাদের উভয়ের পশ্চাৎ রথারোহণ করিয়া গমন করিতে থাকিলেন। তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া বুদ্ধিমানের শ্রেষ্ঠ নন্দী মহেশ্বরের সন্নিধানে গমন করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই কহিলেন, হে মহেশান! হে দেবদেব! স্বয়ং বিষ্ণু নারায়ণ ব্রহ্মার সহিত দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন; ইন্দ্রও তাঁহাদের অনুবর্ত্তমান। এই কথা শ্রবণ মাত্রেই শম্ভু কহিলেন, শীঘ্রই পুর প্রবেশ করাও। সেই কথা শুনিয়া নন্দী দ্বারদেশে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদ্বিগকে পুরপ্রবেশ করাইলেন। তাঁহারা শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক পার্ব্বতী সহিত পার্ব্বতীনাথকে প্রণাম করিলেন। তদনন্তর মহাদেব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য এস্থানে সমাগত হইলে; আপনাদের কি কার্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে? তখন নারায়ণ কহিলেন, এই মহামতি ইন্দ্র মুনিশার্দ্দূল গৌতমকে ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কহিয়াছিলেন, কালীপুর গমন করিয়া মহাকালীকে দর্শন কর। সেই কালীপুর কোথায়, সুরপতি কিছুই জানেন না। মুনিশার্দ্দূলের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! দেবীর পুর কোথায় আমাকে বলুন। তদন্তর ব্রহ্মা বলিলেন, আমি জানি না। কোথায় দেবীর পুর এই কথা বলিয়া ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকটে আসিলেন। ব্রহ্মার প্রেরিত হইয়া ইন্দ্র আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি সেই অপূর্ব্ব শুনিয়া বিস্ময়াবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাদের সহিত এই স্থানে আসিলাম। হে বিভো! আপনি অবশ্যই তাঁহার পুর জানেন, সেই হেতুক আপনি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবীপুর দর্শন করান। এই মহাবাহু ইন্দ্র ত্রিলোকের ঈশ্বর; ইনি যদি মহাপাতকযুক্ত হন, তবে কি প্রকারে জগত্রয় রক্ষা করিবেন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, হে মধুসূদন! তোমরা সেই স্থানে আগমন কর, আমি সেই পুর দর্শন করাইব; এবং সেই দেবীকেও দেখাইব। এই বলিয়া তৎক্ষণমাত্রেই নন্দীকে বলিলেন, নন্দিন্! শীঘ্র বৃষসজ্জা করিয়া দাও, আমি সেই রত্নপরিষ্কৃত কালীপুর গমন করিব। প্রভুর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া নন্দী তৎক্ষণেই তাহা করিলেন। সুরোত্তম মহাদেব নিজবাহন বৃষরাজের পৃষ্ঠে; বিষ্ণু পতগরাজ পৃষ্ঠে; ইন্দ্র বায়ুবেগগামিবিমানোপরি; ব্রহ্মা মণিরঞ্জিত পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া গগনপথে চলিলেন; আর তাঁহারা পরস্পর এই কথা কহিতে লাগিলেন, যে সেই মহামহেশ্বরীই পরাৎপরা; তিনিই মহাকাল সেই মহাকালীর পরতর আর কিছুই নাই। সেই মহেশ্বরীই জগৎ সৃষ্টি করেন, সকল বিপদ হইতে জগৎকে রক্ষা করেন; আবার অন্তে বিশ্বসংসারকে সংহারও করেন। আমরা তিন নিমিত্ত মাত্র। তাঁহারা এই প্রকার কথা কহিতে কহিতে সুরলোক সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মকটাহ বিভেদ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগোলকের বহির্দেশে গমন করিলেন। শম্ভু অগ্রে অগ্রে চলিলেন; তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিষ্ণু প্রভৃতি তিন। বহুকাল গমন করিয়া মহাকালীর নগরী-

পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন সেই নগরীর প্রান্ত-ভাগ বহুবিধ সুবর্ণমণিরত্নাদি দ্বারা চিত্রবিচিত্রিত; প্রাচীর-যুক্ত যাবদীয় আশ্চর্য্যের সমধিক আশ্চর্য্য সেই নগরীর প্রান্তভাগ দর্শন করিয়াই, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমার পুরীতে ধিক্; তাদৃশ যত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছি বটে, তথাপি ধিক্! এই কথা বলিতে বলিতে ভ্রমণ করিতে থাকিলেন। সেইপুর-প্রান্তভাগে বন, উপবন, পুষ্পকানন, এবং রত্নসোপানযুক্ত পরিখা সকল ফলপুষ্পভারনত হইয়াছে; বিবিধ বর্ণের পতঙ্গ সকল সুমধুর শব্দ করিতেছে; সেই শোভার কথা আর কি বলিব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র সেই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন; কি জন্য আমরা এস্থানে আসিয়াছি, এ কথা কাঁহারই কিছু মনে থাকিল না; যিনি যে দিকে দৃক্পাত করেন, তিনি সেই দিকেই অবলোকন করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া থাকেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে মহাকালীদর্শনোপাখ্যানে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়।

ত্রিষষ্টিতমোহধ্যায়।

—oo—

বেদব্যাস বলিতেছেন, দেবচতুষ্টয় ঐপ্রকারে বহুকাল যাপন করেন, একদা পুষ্পহরণের নিমিত্ত কতকগুলি যোগিনী সেইস্থানে আগমন করিল; সেই যোগিনীগণ ঐ মহাত্মাগণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি জন্য এই স্থানে আসিয়াছেন? তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া আগমনকারণ স্মরণ হইল। তখন তাঁহারা চমৎকৃত হইয়া সকলেই বলিলেন আমরা মহাকালী দর্শন করিতে আসিয়াছি। তখন যোগিনীগণ বলিতে লাগিল, যদি দেবীকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন তবে এস্থানে চিরকাল বাস করিয়া সাদর পূর্ব্বক কি নিরীক্ষণ করিতেছেন? হায় হায়! মহামায়ার মায়া কি আশ্চর্য্যরূপিণী, যাহার দ্বারা এই জগৎ সংসার মুগ্ধ রহিয়াছে! সেই মায়াকর্ত্তৃক তোমরাও মুগ্ধ হইয়া প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় হইয়াছ! দেখিতেছি তোমরা সকলেই সুরসত্তম। এই কথা বলিয়া সেই যোগিনীরা গমন করিল। ব্রহ্মাদি সুরেন্দ্রগণও তখন পরস্পর কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য! আমরা সুচিরকাল এস্থানে আসিয়াছি কিন্তু এতকাল এস্থানে থাকিয়া যে কি করিলাম, তাহার কিছুই সুস্থির নাই। বিষ্ণু তখন মহাদেবকে বলিলেন, হে দেবদেব! আপনিও কি এতদূর বিমুগ্ধচেতা হইলেন? পরমেশ্বরী কালীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত

কাল আসিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন হইল না। তখন মহাদেব কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, অদ্যই গমন করিয়া ভুবনজননী দেবীকে দর্শন করিব; চলুন যাই, যে স্থানে সেই বিশুদ্ধরত্নময়ী পুরী বিরাজ করিতেছে। এই কথা বলিয়া তাঁহারা সকলেই হৃদয়-মধ্যে মহাদেবীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া গমন করিতে লাগি-লেন। অন্তঃপুরের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহাদেব হর্ষোৎফুল্ল নয়নে বিষ্ণু প্রভৃতিকে বলিতে লাগিলেন, সুরোত্তমগণ! ঐ দৃশ্য হইতেছে, সকলে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া দেখুন, স্বর্ণ রত্নাদিদ্বারা বিচিত্র চিত্রময়, স্থির সৌদামিনীর শোভাতিশায়ী সিংহধ্বজযুক্ত প্রাসাদশীর্ষদেশ পবন দ্বারা দোধূয়মান হইতেছে। তখন তাঁহারা সকলেই যান পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে অবরোহণ করত পুরপ্রবেশের শত শত প্রকার বিঘ্নের শান্তি করিবার জন্য দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া সেই ত্রিজগৎবন্দিতা জগদম্বিকার চরণে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর শম্ভুকে অগ্রগামী করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং পুরন্দর মহাকালীর অন্তর্নগরীতে প্রবেশ করিলেন। ভৈরবী-গণ স্থানে স্থানে ত্রিশূল ধারণ পূর্ব্বক পুরী রক্ষা করিতে-ছেন। সেই ভৈরবীগণ পুরপ্রবেশ করিতে কাহাকেও নিষেধ করেন না, কেবল যে সকল রমণীয় দ্রব্য স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ করিতেছে সেই সকল বিতথ না হয়, এই জন্য সংযতমনা হইয়া রক্ষা করিতেছেন। দেবীর অন্তর্নগরী দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর যে বিষ্ণু তিনিও

বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে আত্মপুরীর নিন্দা করিতে থাকিলেন। তৎপরে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক জন মহাকায় গণনায়ক। তিনি চতুর্ভুজ, মহাবাহু, গজানন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া পরমপ্রীতিযুক্ত হইয়া ভগবান্ রুদ্র বলিলেন, বৎস! তুমি শীঘ্রই পুরপ্রবেশ করিয়া মহাকালীকে আমার এই বাক্যটি বলিবে, যে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র তোমার দর্শনাভিলাষে রুদ্রকে সহায় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত রুদ্রও পুরবহির্দ্দেশে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব পুর প্রবেশ করিতে শম্ভুর প্রতি আজ্ঞা করুন। এই কথা শুনিয়া সেই গণনায়ক ত্বরান্বিত হইয়া ঈশ্বরীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ঐ শিবভাষিত নিবেদন করিবার নিমিত্ত অগ্রে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে শিবোক্তি সকল অবিকল নিবেদন করিলেন। জগন্মাতা সেই কথা শুনিয়া গণনায়ককে বলিলেন শীঘ্রই স্বয়ম্ভূকে পুর প্রবেশ করাও। গণনায়ক মহেশ্বরীর আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রুদ্রকে পুরঃসর করিয়া বিষ্ণুকে আর প্রজাপতিকে পুরঃপ্রবেশ করাইলেন; ইন্দ্র বহির্দ্দেশে দুঃখিত মনে রহিলেন। মহেশাদি দেবত্রয় সেই দেবীর মন্দির প্রাপ্ত হইয়া সেই পরমা দেবীকে দেখিলেন,—রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে শবাসনা; মুক্তকেশী; উজ্জ্বল বিশাল নয়ন ত্রয়; চতুর্ভুজা; মহাঘোরা; কোটিসূর্য্যসমপ্রভা; উত্তম রত্নসমূহে জাজ্বল্যমান মুকুট মস্তকে; অমূল্য রত্ন মালাতে বিভুষিতা; নিবীড়জলদকান্তি; দিগম্বরী; ভীষণদর্শনা;

আজানুলম্বিত মুণ্ডমালাতে বিভূষিতা। বিজয়া প্রভৃতি সখীগণ চামর ব্যজন করিতেছে। তেজঃপুঞ্জে অতীব দুর্নিরীক্ষ কালান্তক অনলের ন্যায় ভয়ঙ্কর প্রভাযুক্তা সেই দেবীর দক্ষিণ পার্শ্বে মহাকাল নামক সদাশিবকে দেখিলেন। বিশালনেত্র এবং বিশাল বক্ষ; জটামুকুটে মণ্ডিত; পানীয় কপাল পাত্র; খট্টাঙ্গধারী; মদভরে বিঘূর্ণিতনয়ন; মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র; ভিন্নাঞ্জনসমপ্রভ; অনাদি পরমপুরুষ; সম্পূর্ণ পরমানন্দ; কোটিসূর্য্যসমাভাষ; মহাব্যালভূষায় ভূষিত; চিত্তাভস্মে বিলিপ্তগাত্র। এই প্রকার মহাকাল ও মহাকালীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া মহাকালীকে এবং মহাকালকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বিধি বিষ্ণু উভয়ে বেদবেদান্তসম্ভব স্তবের দ্বারা পরমেশ্বরীর স্তব করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাদেব মহাকালের সহিত মিলিত হইয়া একদেহ হইলেন। তদনন্তর ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মহাদেবকে না দেখিয়া অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিলেন. মহাকালের হৃদয়োপরি সহস্রদল পদ্ম প্রফুল্ল হইয়াছে, তদুপরি মহাকালীর দক্ষিণ চরণ রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, ধ্যান ধারণার দ্বারা যে দেবীর পাদপদ্ম হৃদপদ্মে স্থাপনা করিতে হয়, সেই দেবীর চরণ পদ্ম মহাকালের হৃদয়োপরি সংলগ্ন হওয়ায়, হৃদ্‌পদ্ম চরণ স্পর্শাভিলাষে বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বহির্ভূত হইয়াছে। বহির্বিরাজমান পদ্মের এক এক দলে দুই তিন চারি অতি বালিকা কুমারী বাল্য ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাদের এক একটীর হস্তে,

পাঁচ ছয়টী করিয়া সামান্য মৃত্তিকার ভাণ্ড রহিয়াছে; ঐ ভাণ্ড লইয়া তাঁহারা খেলা করিতে করিতে এক কন্যার হস্তের একটী ভাণ্ড ভঙ্গ হইয়া গেল, তাহাতে সেই কন্যাটী অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, মা তুমি রোদন করিও না, একটী সামান্য ভাণ্ড ভঙ্গ হইয়াছে তজ্জন্য চিন্তা কি? আমি অনতিবিলম্বেই একটী ভাণ্ড আনিয়া তোমাকে দিতেছি। এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা রোদন পরিত্যাগ করিয়া উপ-হাসের ন্যায় হাস্য করত বলিলেন, ওরে নির্ব্বোধ বালক! আমার যে কি ভাণ্ড ভঙ্গ হইল তুমি তাহার কি জানিতে পারিবে। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু বলিলেন, মা তুমি আমদিগকে না চিনিয়া বালক বলিলে; আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন ও পালন কর্ত্তা। যাহা হউক তোমার যে কি ভাণ্ড ভঙ্গ হইয়াছে বিশেষরূপে বর্ণনা কর, শুনিতে ইচ্ছা করি। তখন কুমারী হাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, তোমরা যেমন একটী ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, আমাদের হস্তে যে সকল ভাণ্ড দেখিতেছ, ঐ গুলিও এক একটী ব্রহ্মাণ্ড জানিবে। এই পূর্ণব্রহ্ম সেনাতনীর ইচ্ছাক্রমে প্রথমে জলের সৃষ্টি হয়। তৎপরে উহারই গর্ব্ভ হইতে কোটি কোটি ডিম্ব প্রসূত হয়। ঐ সকল ডিম্ব জলোপরি ভাষমান হইতেছে। তন্মধ্যে আমাদিগের কুমারীগণের প্রতি কাহারে পাঁচ কাহারেও ছয় কাহারেও দশটীর রক্ষণের ভার দিয়াছেন, তাহারই একটীর প্রলয় হইল। তোমরা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা? ব্রহ্মা, বিষ্ণু কহিলেন আমরা জানি একটী ব্রহ্মাণ্ড; তাহারই কর্ত্তৃত্ব

আমরা করিয়া থাকি। আর যে ব্রহ্মাণ্ড আছে তাহা জ্ঞাত নহি; অতএব আমাদের যে কোন্ ব্রহ্মাণ্ড তাহা কিরূপে বলিব। তখন কুমারী কহিলেন্ তোমাদের ব্রহ্মাণ্ডে কাশী-ধাম আছে? তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু কহিলেন; ব্রহ্মাণ্ডের মর্ত্ত-ভূমিতে কাশীধাম আছে এবম্ভূত কথোপকথনের পর, শিব-অদর্শনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন্ যে, মহাদেব কোথায় গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের সম্বন্ধে পরমেশ্বরী দর্শনদানে প্রসন্না হইবেন কি না। এইপ্রকার চিন্তা করি-ছেন, এমন সময়ে মহাকালীও মহাকালের সহিত অন্তর্ধান করিয়া অদৃশ্যা হইলেন। ফলতঃ তাঁহারা সেই স্থানেই থাকি-লেন, কিন্তু মহাকালীর মায়াতে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু দেখিতে পাইলেন না। তখন দর্শনাভাবে চিন্তাযুক্ত ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু উভয়ে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু বলিলেন, জননি! তোমায় নমস্কার করি; তুমি বিশ্ব-কর্ত্রী; তুমি পরমেশ্বরী; তুমি নিত্যা; আদ্যা; সত্যবিজ্ঞান রূপা। তুমি বাচাতীতা; নির্গুণা; অতিশয় সূক্ষ্ম জ্ঞান-পথের অতীতা; কেবল বিশুদ্ধ জ্ঞানের গম্যা; পূর্ণা তুমি শুদ্ধা; তুমি বিশ্বরূপা; তুমি সুরূপা। হে দেবি! তুমি বিশ্ববন্দ্যদিগের অভিবন্দ্যা; তুমি সর্ব্বান্তরস্থা; উত্তমস্থান সংস্থা; কালি! তোমাকে স্তব করি। তুমি বিশ্বসংসারের পালয়িত্রী। জননি! তুমি মায়াতীতা ও তুমি মায়িনী। সচ্চিৎরূপই তোমার স্বরূপ; আর যাবদীয়রূপ সকলই তোমাতে আরোপিত। তুমি স্বয়ং নিরাধারা; কিন্তু সকলের আধারভূতা। হে সত্তামাত্ররূপিণি! হে শরণ্যে!

হে বিশ্বারাধ্যে! সমুদায় স্বর্গলোক তোমার মস্তকস্বরূপ। এই অসীম আকাশ তোমার গভীরনাভি দেশ; তোমার নয়নত্রয় চন্দ্র সূর্য্য-অগ্নিস্বরূপ। তোমার নাসিকারন্ধ্রের উন্মেষই দিবা; আর নিমেষই রাত্রি।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! মনোযোগ কর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এই প্রকার বহুতর স্তব করিলে সেই মহাকালী মহাকালের সহিত পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। ঐ সময়েই মহাদেবও মহাকালশরীর হইতে রজত পর্ব্বত সমান বহির্গত হইলেন। সেই শঙ্কর বলিলেন, হে মহেশানি! ইন্দ্রও তোমার শ্রীচরণ দর্শ-নাভিলাষে আসিয়াছেন। পুরবহির্দ্দেশে দুঃখিতান্তঃকরণে দণ্ডায়মান আছেন, অতএব আজ্ঞা করুন তাঁহাকেও সমীপে আনয়ন করাইয়া এই পরমামূর্ত্তিকে দর্শন করাই। শম্ভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাকালী বলিলেন, হে ঈশ্বর! যদি দেবরাজকে আমার নিকটে আনিতে ইচ্ছা কর, তবে এক কার্য্য কর। দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ হেতুক তাঁহার অতিশয় পাপ উৎপন্ন হইয়াছিল; আমার পুরপ্রবেশ দ্বারা প্রায়ই নষ্ট হইয়াছে; যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, অতএব অন্তর্গৃহের ধূলি কিঞ্চিৎ ইন্দ্রের প্রতি সমর্পণ কর; তাহা হইলেই বিধূতপাপ হইয়া আমার নিকটে সমা-গত হইবার অধিকারী এবং আমাকে দর্শন করিতে ক্ষম-বান্ হইবেন। পরমাদেবীর এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহা-দেব সেই প্রকার করিলেন। অনন্তর পুরপ্রবেশ করিয়া মন্দির দ্বারে শিবের সহিত ইন্দ্র উপস্থিত হইলেন। দেব-

দুর্লভা ত্রৈলক্যজননীকে দর্শন করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্র গাত্রো-ত্থান করিয়া বেদোক্ত স্তুতিপাঠ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র ও ইন্দ্র, সকলেই প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্বস্থানে গমনোদেযাগে কালীপুরী হইতে বিনিঃসৃত হইতে থাকিলেন। এই প্রকারে নারদ-নিকটে মহেশ্বর মহাকালীর বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। এই আখ্যান অতিশয় পবিত্রময়; যে ভক্তি পূর্ব্বক শ্রবণ করে, অথবা পাঠ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যাদি পাপও বিনষ্ট হয় এবং শতাশ্বমেধজন্য পুণ্যের উদয় হয়। অষ্টমী চতুর্দ্দশী তিথিতে পাঠ করিলে অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য ও পুত্র পৌত্রাদি যাবজ্জীবন ভোগ করিয়া অন্তে কালীপদে লীন হয়। অমাবস্যানিশীথ সময়ে, কিম্বা পৌর্ণমাসী তিথিতে যিনি পাঠ করেন, তিনি অযুতগোদানের ফল প্রাপ্ত হন; আপদ সকল বিনষ্ট হয়; সম্পদ্‌গণ প্রবর্ত্ত হয়; শত্রুহস্তে, কি দস্যুহস্তে, কোনস্থানেই তাঁহার ভয় থাকে না। পিতৃ-শ্রাদ্ধ বাসরে সমাহিতমনা হইয়া যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া উত্তমরূপে কব্যনামক অন্ন ভোজন করেন; অন্যায় উপার্জ্জিত ধনদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলেও ঐদেবীমাহাত্ম্যপাঠজন্য পিতৃলোকের পরাতৃপ্তি হয়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! শ্রবণ কর। অতঃপর নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাদেব! আমি যেমন পবিত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনিও তেমনি

পরমপবিত্র মহাপাতকনাশন সর্ব্বারাধ্য কালীদর্শনাখ্যান কহিয়া চিত্তবিনোদন করিয়াছেন। এক্ষণে পরমা প্রকৃতির অংশের দ্বারা হিমালয়ভবনে গঙ্গা যে প্রকারে জন্ম লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার কীর্ত্তিকথা সকল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সেই গঙ্গা যে প্রকারে দ্রবময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সচরাচর জগন্মণ্ডলকে পবিত্র করেন, যে মূর্ত্তি অদ্বিতীয় পাপহারিণী, সেই দ্রবময়ী গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণ যে প্রকারে হইল, আর যে সকল মাহাত্ম্য, এই সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া বলুন। নারদের জিজ্ঞাসাতে মহাদেব বলিতেছেন, বৎস! শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি যাহা পুণ্য হইতেও পরতর পুণ্য, যাহা শ্রবণ করিলে পাপী লোকও সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে একদা বিষ্ণু শ্রবণ করিলেন, ব্রহ্মাদি দেবতা ব্রহ্মলোকে মহামহোৎসব করিয়া গঙ্গার বিবাহ দিয়াছেন। তখন বিষ্ণু গঙ্গার সহিত শঙ্কর দেখিবার ইচ্ছা করিয়া বৈকুণ্ঠে আনাইলেন; যুগলরূপ দর্শন করিয়া বিষ্ণু অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মহাদেবকে এবং জগৎপ্রভু নারায়ণকে দর্শন করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। ব্রহ্মলোকবাসী মরীচি আদি মহর্ষিগণ আগমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু একটি মনোহর সভা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সকলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সভামধ্যে রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে মহেশ্বরকে বসাইলেন। পরে জগন্নাথ হৃষ্টমনা হইয়া বলিলেন, দেবদেব! কিঞ্চিৎকাল গান করুন, আমরা পূর্ণানন্দ সাক্ষাৎ করি। আপনি সতীর বিয়োগদুঃখে চিরকাল

শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন, এখন সুস্থচেতা হইয়াছেন। সেই সতী ইনি, অংশ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব আপনাকে প্রসন্নাস্য গঙ্গার সহিত হৃষ্ট মানস দেখিতেছি। হে ত্রিদশবন্দিত! আপনাকে ঈদৃশভাবাপন্ন দেখিয়া আমরা সকলেই প্রকৃষ্টরূপ হৃষ্ট হইয়াছি। হে শিতিকণ্ঠ! আপনকার কণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর গান আমরা শ্রবণ করিব। অমিততেজস্বী বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্ভু সুললিত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃই সেই গান শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাদি দেবতা সকলে সুগদ্‌গদ হইলেন। বিষ্ণু দ্রবীভূত জলময় হইলেন; তাহাতে বৈকুণ্ঠপুর সকলই জলে প্লাবিত হইয়া উঠিল। তদনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা চেতন প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, বৈকুণ্ঠের গৃহাঙ্গন বহিরঙ্গন সকলই জলপূর্ণ। হৃষীকেশের আসনে দেখিলেন কেশবের দেহ সকলই দ্রব হইয়াছে। তখন ব্রহ্মাদি দেবতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া শিবগানসমুদ্ভূত যে হরির দ্রবত্ব, সেই দ্রবত্ব পবিত্র জলকে ব্রহ্মা নিজকমণ্ডলুতে ধারণ করিলেন। সেই জল-প্রাপ্তি মাত্রে ব্রহ্মার কমণ্ডলুগতা যে একটী গঙ্গার মূর্ত্তি ছিল, সেও দ্রবময়ী হইল। সেই বিষ্ণুসম্পৃক্তনীরময়ী গঙ্গাকে ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে লইয়া স্বধামে যাত্রা করিলেন; এবং বিষ্ণুবিচ্ছেদে বিহ্বলা লক্ষ্মী এবং সরস্বতীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে দেবি! আপনারা অনতি-বিলম্বেই প্রিয় দর্শন পাইবেন। মহাদেবও গঙ্গার সহিত কৈলাস ধামে গমন করিলেন। অপর দেবতাগণ দেবর্ষিগণ সকলেই স্বর্গধামে গমন করিলেন। হে মুনিশার্দ্দূল! এই

প্রকারে ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা দেবী দ্রবময়ী হইয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে ছিলেন। এক্ষণে শ্রবণ কর, সেই দেবী যে প্রকারে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপাদোদ্ভবা এই নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং পৃথিবীতে আগমনের নিমিত্ত যে-প্রকার প্রার্থিতা হইয়াছিলেন; বহুবিধ লোকের পরিত্রা-নের নিমিত্ত চতুর্দ্দিগে চতুর্ম্মুখী হইয়াছিলেন; এই সকল কথা বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে কালীদর্শনপ্রসঙ্গে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, জৈমিনে! শ্রবণ কর। বিরো-চনপুত্র, বলিরাজা যিনি দৈত্যগণের অধিপতি; ধর্ম্মবিষয়ে অতিশয় তৎপর, মহাবলপরাক্রান্ত, তিনি বাহুবলে ইন্দ্রের ত্রৈলোক্যরাজ্য হরণ করিয়া লইলেন। তদনন্তর দেবমাতা অদিতি পুত্রের রাজ্যাপহরণে অত্যন্ত দুখিঃতা হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুকাল উগ্র তপস্যা করিলে, ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দেবমাতঃ! তুমি উগ্রতর তপস্যা দ্বারা আমার পরিতোষ করিয়াছ। অতএব তোমার অভিলষিত প্রার্থনা কর, বিতরণ করিব।

তখন অদিতি কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি যদি প্রসন্ন হইয়াছেন তবে আমার পুত্র ইন্দ্রকে বলি কর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য সমর্পণ করুন। তখন ভগবান্ বলিতে লাগিলেন, দেবমাতঃ! সেই বিরোচনপুত্র আমার বধ্য নহে; যেহেতুক সে প্রহ্লাদের বংশসম্ভূত; ধর্ম্মনিষ্ঠ; যশস্বী; লোকবিখ্যাত; আমার পরমভক্ত; অতএব তাহাকে আমি বধ করিতে পারিব না। তবে তোমার গর্ব্ভে বামনরূপে জন্ম লাভ করিয়া যাচ্ঞাচ্ছলে ত্রৈলোক্যরাজ্য ভিক্ষা লইয়া তোমার পুত্র বাসবকে দান করিব। অদিতিকে এই প্রকার বর দান করিয়া সেই সর্ব্বলোকেশ্বর হরি সহসাই অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর কিছু বিলম্বে অদিতির গর্ব্ভ-সঞ্চার হইল। ক্রমশঃ পূর্ণকালে অদিতি অপূর্ব্ব একটী সন্তান প্রসব করিলেন। সেই পুত্রটি অতিমনোহর বামনরূপী; সর্ব্ব-লক্ষণসম্পন্ন; তাঁহার মুখপঙ্কজ অতোধিক শোভমান; তিনি শুক্লপক্ষীয় শশাঙ্কের ন্যায় দিনদিন সুললিত মধুর বয়স প্রাপ্ত হইয়া পিতা কশ্যপের নিকট উপনীত হইলেন। উপনয়নের পর একদা দ্বিজগণের সহিত সেই অপূর্ব্বদ্বিজ বামন বলিরাজার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় মনো-হর মূর্ত্তি প্রদর্শন দ্বারা বলিরাজার মনোহরণ করত ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি যাচ্ঞা করিলেন। আগ্রহপূর্ব্বক ত্রিপাদ ভূমি যাচঞা করিতে দেখিয়া রাজা বলিলেন, হে দ্বিজরাজ! তুমি অত্যল্পপরিমিত ভূমি কি যাচ্ঞা করিতেছ, দ্বীপ কিম্বা বর্ষ নগর কিম্বা গ্রাম অথবা তদর্দ্ধ যদি যাচঞা কর, আমি তাহাই তোমাকে সমর্পণ করিব। সুব্রাহ্মণসম্বন্ধে

অল্প দান করা যশোহানিকর হয়; অতএব তোমার প্রতি অল্পদান আমার প্রীতিকর হইতেছে না। তখন বামন বলিতে লাগিলেন, মহারাজ! আকাঙ্ক্ষা যদ্রূপ, তদনুরূপ দান আপনি করিবেন, তাহাতে আপনকার কিঞ্চিন্মাত্র যশোহানি নাই এবং আমাকে ত্রিপাদভূমিদানজন্য আপনকার যেপ্রকার পুণ্যকীর্ত্তি হইবে তাদৃশ পুণ্যকীর্ত্তি কাহারও কখনও হয় না, হইবেও না। সভাস্থিত পণ্ডিতগণও অনেকে বলিতে লাগিলেন গ্রহীতার তুষ্টিজনক হইলেই দান সফল হয়। এই কথা শুনিয়া রাজা দান করিতে উদযুক্ত হইলেন; উৎসর্গের নিমিত্ত কুশ তিল গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে দৈত্যদিগের গুরু শুক্রাচার্য্য দূর হইতে বলিতে লাগিলেন, ·াজ! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, আমার বাক্যে মনোযোগ কর; আমি নিশ্চয় বলিতেছি ইনি সামান্য দ্বিজসন্তান নহেন। ইনি দ্বিজরূপী জনার্দ্দন,—মায়াতে বামন হইয়া তোমার । কটে আগমন করিয়াছেন। ইনি বারম্বার যাহা যাচঞ করিতেছেন সে কেবল ইন্দ্রকার্য্যের নিমিত্ত নিশ্চয় জা· নবে। তুমি যদি ত্রিপাদ ভূমি এই বামনকে দান কর তবে ইনি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিলোক গ্রহণ করি· ·র্ত্তি· ইন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করিবেন। তখন বলিরাজা বলিলেন, গুরো! আমার কুলদেবতা যে বিষ্ণু, তিনি আমার রাজ্য এই ত্রিলোক কি জন্যই বা ইন্দ্রকে দিবেন। তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, রাজন্! দেবকার্য্যের নিমিত্ত বিষ্ণুর অসাধ্য কিছুই নাই। হে মহারাজ! এতন্মধ্যে কিঞ্চিৎদারুণ কর্ম্ম আমি নিশ্চয় করিয়াছি। অতএব যদি ত্রৈলোক্য রাজ্য

রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই কপট দ্বিজকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভূমি দান করিও না। তখন বলিরাজ বলিলেন, গুরো! আমি দান করিব বলিয়াই বা কেমন করিয়া দান না করিব। আর যদি ছলগ্রাহী হন, তবেই কেমন করিয়া দান করিব। এই প্রকার রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া দানবপূজিত শুক্রাচার্য্য রাজাকে বারম্বার বারণ করিতে লাগিলেন। সেই কথা শুনিয়া বলিরাজা কিছুকাল মৌনাবলম্বনে থাকিলেন। পরে, দান করাই কর্ত্তব্য মনোমধ্যে নিশ্চয় করিয়া গুরুকে বলিতে লাগিলেন, গুরো! যদি স্বয়ং বিষ্ণু মায়াবামনরূপ ধারণ করিয়াছেন, আর তিনিই আমার নিকটে ত্রৈলোক্য যাচঞা করিতেছেন; তবে ইহার তুল্য ভাগ্য আর কি আছে। যাঁহার প্রীতি উদ্দেশ করিয়া দান করে, বামনরূপধারী সেই সাক্ষাৎ নারায়ণকে আমি দান করিব, ইহার অধিক আমার ভাগ্য আর কি আছে? গুরো! বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশ না করিয়া যে কর্ম্ম করে, সেই বিমূঢ়ধী বিষ্ণুর প্রীত্যর্থক কার্য্যে কেহই কখন ক্লেশে নিমগ্ন হয় না; অতএব বামনদ্বিজরূপী বিষ্ণুকে অবশ্যই আমি ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দান করিব। গুরুকে এই কথা বলিয়া বিষ্ণুর প্রীতি উদ্দেশ করত সেই বামনরূপী বিষ্ণুকে ত্রিপাদ ভূমিদান করিলেন। তখন সেই বামন স্বস্তি এই প্রতিগ্রহ বাক্য বলিয়াই বামনরূপধারী বিষ্ণু বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। পাদপদ্ম তিনটী হইল। ত্রিপাদের একপাদ ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধদেশে গমন করিল; সেই পাদপদ্মে ব্রহ্মা কমণ্ডলুস্থিত জল দ্বারা পাদ্য জল প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে

নীরময়ী পাপনাশিনী বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

বেদব্যাস বলিতেছেন, তদনন্তর বলিরাজাকে বিষ্ণু বলিলেন, এক চরণের দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত সকলই ব্যাপ্ত হইল। অপর এক চরণ বলিরাজার মস্তকে দিয়া সাপরাধীর ন্যায় করিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! তোমার এই ত্রিলোক-রাজ্যসম্পত্তি ইন্দ্রহস্তেই সমর্পিত থাকিল। এখন তুমি শীঘ্রই কতগুলি সভ্যের সহিত পাতালপুরী প্রস্থান কর। তুমি অষ্টম মন্বন্তরে দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইবে। সেই কালেই এই এই লোকত্রয় তুমি পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, সংশয় নাই। বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক বলিরাজা পাতালে গমন করিলেন। ত্রিলোক-নাথ বিষ্ণুও বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন; লোকপাবনী গঙ্গা তাঁহার চরণেই থাকিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে কালীদর্শনপ্রসঙ্গে
চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

—oo—

বিষ্ণুপাদ হইতে গঙ্গার নিঃসরণ।

বেদব্যাস বলিতেছেন, এইপ্রকারে গঙ্গাকে বিষ্ণুশরীর-প্রাপ্তা জানিয়া এবং স্বকীয় কমণ্ডলুকে শূন্য দেখিয়া,

বিধাতা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে এই দ্রব-ময়ী গঙ্গা ত্রিলোকে দুর্লভা; ইনি পবিত্র হইতেও পবিত্রতমা, ধন্যা। ইনি আমার কমণ্ডলুমধ্যে বাস করিতেন; এক্ষণে ইনি হরিপদপঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া একবারে নিশ্চলা হইলেন দেখি-তেছি; কিন্তু নিশ্চয়ই এই গঙ্গা স্বয়ং নদী মূর্ত্তি হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিলোক পবিত্র করিলেন। মহাসমুদ্রের সহিত গঙ্গাসঙ্গ হইয়া সেও একটি অতিশয় পবিত্রময় তীর্থ হইবে। এই কার্য্য কি প্রকারে সমাধা হয়। অতএব আমি কঠোর তপস্যার দ্বারা গঙ্গাদেবীর আরাধনা করি, তবে যদি দয়া প্রকাশ করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃতা হন। বহু চিন্তাতে ব্রহ্মা এই নিশ্চয় করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থান বিষ্ণুর নাভি যোগাসন করিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিতে থাকিলেন। ব্রহ্মা বহুকাল তপস্যা করিলে ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্না ও সাক্ষাৎকৃতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! আমি বিষ্ণু-তনুতে আরও কিঞ্চিৎকাল অবস্থান করিব; তদনন্তর দ্রবময়ী হইয়া বিষ্ণুপাদাম্বুজ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া লোকপাবন করিব, ইহাতে সংশয় নাই। পশ্চাৎ অমিততেজস্বী রাজা ভগীরথ কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া ভাগীরথী নাম ধারণ করত আমি ধরণীতলে গমন করিব। ভগীরথের পিতৃলোক সকল উদ্ধার করিয়া মহাসাগরের সহিত সঙ্গলাভ করিয়া পাতাল-পুরীতেও প্রবেশ করিব। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন, হে জননি! সুরবন্দিতে! আপনি যে ভগী-রথের কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন, তাহা আমিও জানি; সেই

নিমিত্ত ও আমি প্রার্থনা করি, যাহাতে আপনি ত্বরান্বিতা হন।

মহাদেব বলিতেছেন, বৎস নারদ! তদনন্তর ভগবতী গঙ্গা শীঘ্রই অন্তর্হিতা হইলেন; সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর বিষ্ণুতনুপ্রাপ্তা দ্রবময়ী গঙ্গাকে ক্ষিতিতলে আনয়ন করাইতে গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইয়া ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত পিতৃলোক সকলকে উদ্ধারের ইচ্ছাতে সগরবংশজাত ভগীরথ পরমাত্মা বিষ্ণুর চিরকাল আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুকালের পর পুরুষোত্তম বিষ্ণু ভগীরথের সাক্ষাৎ কৃত হইলেন। গরুড়াসনে উপবিষ্ট, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, পীতাম্বরপরিহিত জগন্নাথকে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রাজা স্তব করিতে লাগিলেন,—হে ত্রৈলোক্যপালক! জগৎপরিবন্দ্যপাদ! হে বিশ্বেশ! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্! হে মহাপুরুষপ্রধান! হে নারায়ণাচ্যুতহরে! মধুকৈটভারে! হে বিষ্ণো! প্রসন্ন হও। হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার! বিশ্বসংসারের তুমিই একমাত্র কারণ। তুমি যাবদীয় পুরাতন, হইতে পুরাতন, তুমি জগন্নিবাস; হে বিভো! তুমি শ্রীবৎসলাঞ্ছন। তুমিই মধুসূদনাখ্য। হে গোবিন্দ! বামন! জনার্দ্দন! বিশ্বমূর্ত্তে! হে বিষ্ণো! তুমি প্রসন্ন হও, হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার; যাবদীয় বিক্রমবানের মধ্যে তুমিই অত্যন্তবিক্রমশালী; তুমি জগন্ময় ও বাসুদেবাখ্য; তুমি দৈত্যের অন্তকারী এবং তুমি অন্তকভয়ের অন্তক। হে কালমূর্ত্তে! বৈকুণ্ঠ! মাধব! ধরাধর! চারুরূপ!

হে বিষ্ণো! তুমি প্রসন্ন হও। হে পরমেশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি। হে লক্ষীপতে! হে জগদেকনাথ! হে মায়াশ্রয়! হে করুণাময়! হে কেশবেশ! হে আনন্দ-মাত্রক! হে বিশুদ্ধবোধ! হে বাণীপতে! হে অখিল-পতে! তোমাকে সততই নমস্কার করি। হে বিশ্বরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে চিদানন্দরূপ! তোমাকে নম-স্কার করি। অদ্য আমার জন্ম সফল; অদ্য আমার তপস্যা সফল; যে হেতুক দেবদুর্লভ যে তুমি, তোমাকে নয়ন দ্বারা দর্শন করিলাম।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ইত্যাদিপ্রকার স্তুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুত হইয়া জগদীশ্বর বিষ্ণু সেই রাজসিংহকে ভগীরথ বলিতে লাগিলেন, হে রাজন্! সম্প্রতি তোমার অভি-লষিত কি, সেই বর তুমি এক্ষণে প্রার্থনা কর, তোমার শুদ্ধভাবে আমি প্রসন্ন হইয়াছি। তখন ভগীরথ বলিতে লাগিলেন, হে বিভো! আমার পিতৃগণ ব্রহ্মশাপে ভস্মী-ভূত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের নিষ্কৃ-তির নিমিত্ত পরমপাবনী-দ্রবময়ী গঙ্গাকে ক্ষিতিতলে লইয়া যাইতে আমার একান্ত অভিলাষ। যিনি ব্রহ্মার কম-ণ্ডলুতে বাস করিতেন, সেই গঙ্গা এক্ষণে আপনকার তনুতে অনুগতা রহিয়াছেন; অতএব প্রভো! আপনি যদি দয়া করেন, দ্রবময়ী গঙ্গাকে তনু হইতে বহিঃপ্রকাশিতা করেন, তবেই ত দয়াময়! আমার পিতৃগণ পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে জগন্নাথ! আমার এতন্মাত্রই বরপ্রার্থনা। হে প্রণত-জননিস্তারণ! হে কৃপাময়! আপনি ঐ বর দান করিলে

আমি কৃতকৃতার্থ হই। তখন ভগবান্ বলিলেন, বৎস! দ্রবময়ী গঙ্গা আমার অঙ্গ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া ক্ষিতিতলে গমন করিবেন, তোমার পিতৃলোক সকলকেও উদ্ধার করিবেন, ইহাতে সদুপায় বলিতেছি শ্রবণ কর; তুমি সেই দেবদুর্লভা পরমারাধ্যা গঙ্গার আর দেবদেব মহাদেবের আরাধনা কর; বৎস ভগীরথ! এই করিলেই তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে। এই প্রকার বরদান করিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। ভগীরথ হিমালয় পর্ব্বতের নির্জন শিখরে গমন করিয়া সংযুতব্রতী হইয়া ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন। বহুসহস্রবর্ষ কঠোর তপস্যা করিলে, গঙ্গা প্রসন্না হইয়া দর্শনদান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তোমার অভিলষিত কি বর প্রার্থনা কর। তখন সাষ্টাঙ্গ প্রণতির পর ভগীরথ বলিলেন, হে জননি! হে শিবমোহিনি! যদি তুমি প্রসন্না হইয়া থাক, তবে হরিচরণারবিন্দ হইতে নিঃসৃতা হইয়া ধরাতলে আগমন কর। ধরণীকে পবিত্র করণান্তর বিবরপথ দ্বারা গমন করিয়া ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত মদীয় পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করিবেন। হে ত্রিদশবন্দিতে! তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব; এই আমার বাঞ্ছিত। তখন গঙ্গা বলিলেন বৎস! তথাস্তু; বিষ্ণুপাদাম্বুজ হইতে আমি বিনিঃসৃতা হইয়া তোমার পূর্ব্বতন পিতৃগণকে উদ্ধার করিব। যেহেতুক তোমা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণুপাদাম্বুজ হইতে আমি উদ্ভূতা হইতেছি, সেই হেতুক আমি তোমার কন্যার স্বরূপ হইব; অতএব ভাগীরথী নামে আমি লোকসমাজে

প্রখ্যাতা হইব ; কিন্তু তুমি তপস্যার দ্বারা শম্ভুকে প্রসন্ন কর ; তিনি আমার প্রিয়তম পতি ; তাঁহার আজ্ঞা ব্যতিরেকে আমি গমন করিতে পারি না। সেই শম্ভুও আশুতোষ, অল্পকাল আরাধনা করিলেই তিনি প্রসন্ন হইবেন ; তিনি প্রসন্ন হইলেই তুমি এই গিরিশিখরে দণ্ডায়মান হইয়া মেঘগর্জ্জনের ন্যায় শঙ্খনিনাদ করিবে, তাহা হইলেই আমি বৈকুণ্ঠধাম হইতে বেগবতী হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া তোমার অনুগতা বসুমতীতে অবতরণ করিব ; তোমার পিতৃগণকে উদ্ধার করিয়া তোমার নির্ম্মলা কীর্ত্তি স্থাপন করত পাতাল পুরীতে প্রবেশ করিব।

——oo——

ভগীরথের শিবারাধনা।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস! শ্রবণ কর, ঐ সকল কথা বলিয়া গঙ্গা অন্তর্ধান করিলেন; ভগীরথ তখন আনন্দ-মনা হইয়া প্রায় মনে করিলেন যে, আমার মানস পূর্ণ হইবে। গঙ্গার দর্শনে ভগীরথ ততোধিক পবিত্রাত্মা হইয়া কৃপাময়ীর আজ্ঞানুসারে সেই হিমালয় পর্ব্বতেই মহাদেবের তপস্যা করিতে থাকিলেন। নিরাহারে শতবর্ষ তপস্যা করিলে মহাদেব প্রসন্ন হইয়া পঞ্চবদনস্বরে প্রত্যক্ষীভূত হইলেন ; ভগীরথ তাঁহাকে দর্শন করিলেন,—যেন পরিষ্কৃত রজতরাশি ; ত্রিশূলধারী; পঞ্চবদন ; ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান; জটা-সংশ্রিতমস্তক; বিভূতিলিপ্তসর্ব্বাঙ্গ ; নীলকণ্ঠ ; ঈষৎহাস্যযুক্ত-মুখশ্রেণী ; ভালে কলানিধিখণ্ড ; এই রূপ দর্শনমাত্রে

ভগীরথ দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া সহস্রবার প্রণামান্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়।

অথ শিবস্তোত্রং।

জগতামেকপুরুষো জগতাং জীবনাত্মকঃ।
প্রসীদ ত্বং জগন্নাথ জগদ্‌যোনে নমোঽস্তুতে। ১।
ধরাপোঽগ্নিমরুদ্‌ব্যোমমখেশেন্দ্বর্কমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বভূতান্তরস্থায় শঙ্করায় নমোনমঃ। ২।
শ্রুত্যন্তকৃতবাসায় শ্রুতয়ে শ্রুতজন্মনে।
অতীন্দ্রিয়ায় মহসে সাশ্বতায় নমোনমঃ। ৩।
স্থূলসূক্ষ্মবিভাগাভ্যামনির্দ্দেশ্যায় শম্ভবে।
ভবায় ভবসম্ভূতদুঃখহন্ত্রে নমোনমঃ। ৪।
তর্কমার্গাভি-ভূতায় তপস্যাফলদায়িনে।
চতুর্ব্বর্গবদান্যায় সর্ব্বজ্ঞায় নমোনমঃ। ৫।
আদিমধ্যান্তশূন্যায় নিরস্তাশেষভূতয়ে।
যোগিধ্যেযায় মহতে নির্গুণায় নমোনমঃ। ৬।
বিশ্বাত্মনে বিচিন্ত্যায় বিলসচ্চন্দ্রমৌলয়ে।
কন্দর্পদর্পনাশায় কালহন্ত্রে নমোনমঃ। ৭।
সর্ব্বতঃপাণিপাদায় সর্ব্বতোঽক্ষিমুখায়তে।
নমোঽস্তু সর্ব্বতঃশ্রোত্রে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতে। ৮।

শুদ্ধায় শুদ্ধভাবায় শুদ্ধানামন্তরাত্মনে।
পুরান্তকায় পূর্ণায় পুণ্যনাম্নে নমোনমঃ। ৯।
তুষ্টায় নিজভক্তানাং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে।
নির্ব্বাসসে নিবাসায় বিশ্বশাস্ত্রে নমোনমঃ। ১০।
ত্রিমূর্ত্তিমূলভূতায় ত্রিমূর্ত্তায়াদিসম্ভবে।
ত্রিধাম্নাংধামরূপায় জন্মঘ্নায় নমোনমঃ। ১১।
দেবাসুরশিরোরত্নকিরণারুণিতাঙ্ঘ্রয়ে।
কান্তায় নিজকান্তায়ৈ দত্তার্দ্ধায় নমোনমঃ। ১২।
স্তোত্রেনানেন পূজায়াং প্রীণয়েজ্জগতঃপতিং।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদং ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞং পরমেশ্বরং। ১৩।

অস্যার্থঃ—জগতের মধ্যে তুমিই অদ্বিতীয় পুরুষ; তুমিই জগতের জীবনাত্মক; হে জগন্নাথ! তুমি প্রসন্ন হও; হে জগদ্যোনি! তোমাকে নমস্কার করি।১। তুমি ধরা; তুমি জল; তুমি বায়ু; তুমি অনল; তুমি যজ্ঞেশ্বর; তুমি চন্দ্র; তুমি সূর্য্য; তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরজ্ঞ; হে শঙ্কর তোমাকে নমস্কার।২ তোমার মহিমা বেদের অগম্য; তুমি বেদময়; তুমি জন্মহীন; ইন্দ্রিয়গণ তোমাকে দর্শন করিতে পারে না; তুমি নিত্য; তেজোমূর্ত্তি; তোমাকে নমস্কার করি।৩। স্থূল কিম্বা সূক্ষ্ম, যত বস্তু আছে, তদ্দ্বারা তোমার নির্দেশ করা যায় না; হে ভব! তুমি ভবসংসারের দুঃখরাশি বিনষ্ট কর; তোমাকে নমস্কার করি।৪। তর্কপথাবলম্বনে তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তুমি তপস্যার ফলদাতা; চতুর্ব্বর্গদানে তুমি বদান্য; হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমাকে নমস্কার করি।৫। তোমার আদি অন্ত মধ্য কিছুই নাই; অনিত্য ঐশ্বর্য্য তোমাতে নাই; তুমি

যোগিজনের ধ্যেয়; অপরিমিতমহিমা; হে নিগুণ! তোমাকে নমস্কার করি ।৬। তুমি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ; অচিন্তনীয়; দীপ্তিমত্ চন্দ্র তোমার মস্তকে; তুমি কন্দর্পের দর্পনাশক; হে কালহন্তঃ! তোমাকে নমস্কার করি ।৭। সর্ব্বত্রই তোমার কর চরণ; সর্ব্বত্রই তোমার বদন; সর্ব্বত্রই নয়ন; সর্ব্বত্রই তোমার শ্রবণ, হে সর্ব্বব্যাপক! তোমাকে নমস্কার করি ।৮। তুমি শুদ্ধ; শুদ্ধভাবযুক্ত; শুদ্ধ ব্যক্তিদের তুমি অন্তরাত্মা; তুমি ত্রিপুরান্তক; তুমি পূর্ণব্রহ্ম; তোমাকে নমস্কার করি ।১০। তুমি তুষ্টস্বভাব; তুমি ভক্তদিগের সম্বন্ধে ভোগমোক্ষপ্রদাতা; তুমি বাসবিহীন; তুমি জগতের নিবাসভূমি; হে বিশ্ব শাস্তঃ! তোমাকে নমস্কার করি।১১। তুমি ত্রিমূর্ত্তির মূলীভূত; ত্রিমূর্ত্তিময়; তুমি শম্ভু; যাবদীয় তেজের তেজঃস্বরূপ; হে জন্মনাশক! তোমাকে নমস্কার ।১২। সুরাসুরগণের মুকুটমধ্যস্থ রত্নকিরণে তোমার চরণ অরুণবর্ণ হইয়াছে; তুমি নিজকান্তাকে শরীরার্দ্ধ প্রদান করিয়াছ; হে কান্ত! তোমাকে নমস্কার করি।১৩। এই স্তব দ্বারা পূজা সময়ে জগৎপতি শম্ভুকে সম্প্রীত করিবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন জৈমিনে! শ্রবণ কর;—ভগীরথ কর্ত্তৃক ঐপ্রকার সংস্তুত হইয়া মহাদেব ততোধিক সন্তুষ্ট হইয়া সবিশেষ প্রসন্নবদন হইলেন। তদ্দর্শনে রাজাধিরাজ ভগীরথ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর! অদ্য আমার জন্ম, জীবিত. যজ্ঞ, জপ, তপস্যা, সকলই সফল হইল; যে হেতুক পরাৎপর তোমাকে আমি নয়ন দ্বারা দর্শন করিলাম।

ত্রিলোকমধ্যে আমার তুল্য ভাগ্যধর আর কে আছে, যে হেতুক দেবতাদিগের দুর্লভ পরাৎপর পরমেশ্বরকে আমি অদ্য নয়নে দর্শন করিলাম। এইপ্রকার বারংবার ভাষমানভক্তিতৎপর সেই ভগীরথকে মহাদেব বলিলেন, পুত্রক! তোমার মনোঽভিলষিত কি, তাহা বর গ্রহণ কর; আমি তোমাকে বাঞ্ছানুরূপ বর প্রদান করিব।

তখন ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে সগদগদবচনে বলিতে লাগিলেন, দয়াময়! মহর্ষি কপিল দেবের কোপানলে আমার পূর্ব্বপুরুষ সগরাত্মজগণ ভস্মীভূত হইয়া দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের নিস্তারকামনায় দ্রবময়ী গঙ্গাকে আমি ধরণীতলে আনয়নার্থ চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সেই গঙ্গা দেবী আপনকার পরম শক্তি; তিনি আপনকার আজ্ঞা ব্যতিরেকে পৃথিবীতলে গমনে অশক্তা, অতএব দয়াময়! আপনি আজ্ঞা করুন, যাহাতে সেই ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা মহাবেগবতী নদীরূপে ধরণীতল পবিত্র করত পাতালবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া আমার পূর্ব্বতন পুরুষগণকে উদ্ধার করেন; দয়াময়! ইহাই আমার একান্তবাঞ্ছিত। এই কথা শুনিয়া দেবদেব বলিলেন, বৎস! আমার প্রসাদে অচিরকাল মধ্যেই তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; আরও বলিতেছি ত্বৎকৃত এই স্তব পাঠ করিয়া যে কোনও ভক্ত আমার স্তব করিবে, আমার প্রসাদে তাহারও মনোরথ সকল পরিপূর্ণ হইবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, রাজশার্দ্দুল ভগীরথ এইপ্রকার বর লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত মনে দণ্ডবৎ প্রণাম

পূর্ব্বক বলিলেন, দয়াময়! আপনার প্রসাদে আমি কৃতকৃতা, ধন্য হইলাম। এই ক্ষণেই মহাদেব অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

ভগীরথকৃত এই স্তব প্রত্যহ বিল্বমূলে যে ব্যক্তি পাঠ করিবেন, তিনি ইহলোকে লোকপ্রশংসিত সমস্ত-কামনা উপভোগ করিয়া দেহান্তে শিবসালোক্য প্রাপ্ত হইবেন। স্বয়ং পাঠে অযোগ্য হইয়া যে ব্যক্তি অন্যের দ্বারাও পাঠ করাইবে, সেও মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হইবে; তাহার সম্বন্ধে গ্রহপীড়া কদাচই ঘটিবে না; অপমৃত্যু ঘটিবে না; রাজভয় কি ব্যাধিভয়, কিঞ্চিন্মাত্রও কখন জানিবে না। স্তব পাঠ করিবার পূর্ব্বে হৃদয়ে ধ্যান করিবে যে,—দেবদেব সনাতন সর্ব্বদেবময়; পূর্ণব্রহ্ম: রাজতগিরিবরের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃকিরণে জাজ্বল্যমান; প্রফুল্লপঙ্কজের সমধিক মনোহর স্মেরবদন; বৃষরাজরথে সমারূঢ়; বিশালজটাজূটে বিভূষিতমস্তক; মহাপ্রলয়কালীন জলধরের ন্যায় ভয়ঙ্কর কালকূট গলদেশে জাগরূক রহিয়াছে; দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল; বাম হস্তে ডমরু; দ্বীপিচর্ম্মপরিধান; প্রশান্তমূর্ত্তি; ত্রিজগতের মনোমোহন। ঐ মুর্ত্তি হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া পাঠ করিলে তাহার ফল অধিক আর কি বলিব, মহর্ষে! সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শিবত্বই প্রাপ্ত হয়। রাজাধিরাজ ভগীরথ যেমন এই স্তুতি পাঠ করিয়া শিবাজ্ঞাবলে গঙ্গানয়ন করিয়া ত্রিজগৎকে পবিত্র করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত হইয়া পাঠ করেন, তিনি নিজ সাধুতার বলে জগজ্জনগণকে পবিত্রীকৃত করিয়া কৃতার্থ করেন।

বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উৎপত্তি।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস! শ্রবণ কর, মহর্ষি নারদের আগ্রহসহকৃত প্রশ্ন শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, নারদ! যে-প্রকারে বিষ্ণুর পদপঙ্কজ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইল তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। রাজশার্দ্দূল ভগীরথ মহেশ্বরের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমী তিথি, হস্তা নক্ষত্রযুক্ত মঙ্গলবার, এই দিবসে থ দিব্যরথে সমারূঢ় হইয়া হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন,-সর্ব্বাঙ্গ রত্নাভরণে বিভূষিত; রত্নময় কিরীট দ্বারা মস্তক ততোঽধিক সমুজ্জ্বলিত; শ্যামরূপী; শুদ্ধবাস পরিহিত; আরক্ত দীর্ঘ নয়ন; রথোপরি মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ধরণীদেবী জানিলেন যে মহাত্মা ভগীরথ গঙ্গানয়নে গমন করিতেছেন; তৎক্ষণমাত্রেই ধরণী মূর্ত্তিধরা হইয়া ভগীরথের নয়নপথে উপস্থিতা হইলেন। ধর্ম্মাত্মা ভগীরথকে যথাবিহিত প্রণাম করিয়া রুচির বাক্যে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মময় অতিমহাত্মা মহীপাল; আপনি পূর্ব্বতন পিতৃগণকে দুস্তর নরক হইতে উদ্ধার করণার্থ লোকপাবনী গঙ্গাকে আনিবার নিমিত্ত গমন করিতেছেন, তাহা আমি জানিয়াছি, তাহাতে আমার প্রার্থনা যে সেই দ্রবময়ী চতুর্দিকে আসমুদ্রগামিনী ধারা চতুষ্টয়দ্বারা আমাকে পবিত্র করেন। হে নরনাথ! আপনি অমেয়পুণ্যাত্মা, অতএব ঐ ঘটনা যেপ্রকারে হয়, সেইপ্রকার আপনি করুন। তখন ভগীরথ বলিলেন, মাতঃ বসুন্ধরে! যে সময়ে সেই দ্রবরূপিণী শম্ভুশক্তিময়ী

বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়া সুমেরুশৃঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন, সেই সময়ে তুমি তাঁহাকে প্রার্থনা করিবে; আমি তোমার নিমিত্ত বিশেষ করিয়া সেই ত্রিলোকতারিণীর স্তব করিব; তাহা হইলে অবশ্যই তিনি দয়া করিবেন। এখন আমি মেরুশৃঙ্গপথে আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গপুর গমন করিতেছি, তুমিও আগমন কর, সেই স্থান অবধি তাঁহার অনুগামিনী হইয়া আসিবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, রাজশার্দ্দূল ভগীরথ কর্ত্তৃক সেইপ্রকার উক্তা হইয়া ধরণী দেবীও স্বর্গগমনে মতিস্থির করিলেন। তদনন্তর মহারথী ভগীরথ সারথিকে বলিলেন, সারথে! অশ্বগণকে প্রধাবিত কর, যাহাতে সত্বরে স্বর্গপুরী গমন করা যায়। রাজাজ্ঞাতে সারথি প্রবল তুরগদলকে বায়ুবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিল। অত্যল্প সময়েই সেই দিব্যরথ সুমেরুশৃঙ্গের পৃষ্ঠদেশে সুরম্য স্বর্গপুরীতে উপস্থিত হইল। তখন রাজা রথ হইতে অবতরণ করিয়া যুগান্তজলদগর্জনের ন্যায় শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। ভগীরথের শঙ্খনাদ শ্রবণমাত্রে ত্রৈলোক্যতারিণী দ্রবময়ী গঙ্গা বিষ্ণুপাদপদ্ম হইতে নিঃসৃতা হইয়া কলকলা শব্দে বেগগমনে মেরুপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিলেন। চিরবাঞ্ছিত ঘটনা উপস্থিত দেখিয়া ভগীরথ শঙ্খবাদ্য পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। শঙ্খশব্দ নিবৃত্ত হইলে দ্রবময়ী গঙ্গাও বেগনিবৃত্তি করত সেই শৃঙ্গে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতে থাকিলেন। ইত্যবসরে মূর্ত্তিমতী ধরণী গঙ্গার নিকটে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে গঙ্গার স্তব করিতে

লাগিলেন, যথা—হে দেবি! হে গঙ্গে! হে জগদ্ধাত্রি! হে ব্রহ্মরূপিণি! হে সুরেশ্বরি! মা তুমি লোকনিস্তারের নিমিত্ত দ্রবময়ী হইয়াছ; মা তুমি প্রসন্না হও। হে মাতঃ তোমার জলকণিকা ভক্তিভাবে অথবা অভক্তিতে যে ব্যক্তি স্পর্শ করে, সেও মুক্তির অধিকারী হয়। অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে জননি! যে ব্যক্তি,'হে মাতর্গঙ্গে!' এই পর-মাক্ষরযুক্ত নাম দ্বারা তোমাকে স্মরণ করে,সে দেবতা হউক, মনুষ্যই হউক, দুর্ল্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়; অতএব দেবি! তোমাকে নমস্কার করি। মা তুমিই পরমাশক্তি; তুমিই সর্ব্ব-জনের অন্তর্যামিনী; তুমি অবিদ্যাচ্ছেদকারিণী বিদ্যা; অতএব তোমাকে নমস্কার করি। হে বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে! হে বিষ্ণু-দেহকৃতালয়ে! হে বিশ্বাত্মিকে! হে জগদম্বিকে! হে গঙ্গে! দেবি! তোমাকে নমস্কার করি; যে সকল ব্যক্তির তোমাতেই ভক্তি, তোমাতেই প্রীতি, তোমাতেই শ্রদ্ধা, তোমাতেই মতি, তাহাদের মুক্তি করতলে বশীভূতা রহিয়াছে; তোমার প্রসাদে তাহাদের সুখদুঃখ নাই; অধঃপতনও নাই; হে প্রবোধাত্মিকে! হে সর্ব্বেশ্বরি! হে চৈতন্যরূপিণি! হে গঙ্গে! হে বিশ্বেশ্বরি! মা তুমি প্রসন্না হও।

বেদব্যাস বলিতেছেন, এইপ্রকার স্তবকর্ত্রী ধরণীকে গঙ্গা বলিতেছেন, ধরণি! তুমি কিজন্য স্তব করিতেছ? কি তোমার বাঞ্ছিত? আমার নিকটে কি প্রার্থনা কর? তখন ধরণী করপুটে বলিতে লাগিলেন, জননি দ্রবময়ি? আপনি এই মহারাজ ভগীরথকে অনুগ্রহ করিয়া সেই বিবরপথে গমন করিবেন যে স্থানে মহাত্মা ভগীরথের

পূর্ব্ব পুরুষগণ ব্রহ্মকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন; ইতি-মধ্যে আমার প্রার্থনা যে চতুর্দ্দিগে চতুষ্টয় ধারায় আসমুদ্র বিস্তার করিয়া আমার পৃষ্ঠে বিহার করেন। হে সরি-দ্বরে! আমার অভিলাষ যে আপনকার মহতী ধারা দ্বারা আমার সুবিস্তীর্ণ তনু সর্ব্বতোভাবে পবিত্রীকৃত হয়। এই কথা শুনিয়া গঙ্গা বলিলেন, ধরিত্রি! মহাত্মা ভগীরথ তপস্যার দ্বারা বিষ্ণুকেই সর্ব্বাগ্রে সন্তোষ করিয়াছেন; সেই বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে আমি বিষ্ণুপদ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া আসিয়াছি; অতএব এই মহারাজের অভিমত ভিন্ন কোন কার্য্য করিতে পারিব না। এই কথা শুনিয়া ভগীরথ বলিতে লাগিলেন, মাতঃ গঙ্গে! হে মহাভাগে! হে পবিত্র-রূপিণি! আপনি ধরণীর প্রতি অনুগ্রহ করুন। ভগীরথের বাক্য দ্বারা তাঁহার অভিমত বুঝিয়া ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা তৎক্ষণমাত্রেই পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব এই তিন দিকে তিন ধারাকে বেগবতী করিলেন; অপর একটি মহতী ধারারূপে দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভগীরথের অনুগামিনী হইলেন; অগ্রে অগ্রে ভগীরথ অপূর্ব্বরথারোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে চলিলেন। এইপ্রকারে স্বর্গ হইতে অবতরণ করি-বেন, এই সময়ে বহুতর দেবদেবীগণ ও কিন্নরগণ আসিয়া সবিশেষ ভক্তিভাবে গঙ্গার পূজা করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র কতকগুলি দেবগণে পরিমিলিত হইয়া বিনয় বচনে মহাবাহু ভগীরথকে বলিতে লাগিলেন, হে ক্ষত্রিয়কুলতিলক! হে পুণ্যকীর্ত্তি ভগীরথ! আপনি ত্রিলোকদুর্লভা এই গঙ্গা দেবীকে মহীতলে লইয়া যাইতেছেন কিন্তু আমাদের কিঞ্চিৎ

বচনীয় আছে, একবার স্থির হইয়া শ্রবণ করুন। দেবরাজের ঐপ্রকার বাক্যশুনিবামাত্র ভগীরথ রথবেগ নিবারণ করাইলেন,ও চমকিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন,হে অমরনাথ! শরণার্থী ব্যক্তির প্রতি কি আজ্ঞা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন বলুন, প্রভো আমি অবশ্যই আপনকার আজ্ঞানুবর্ত্তী। এই কথা শুনিয়া দেবরাজ বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মাদি দেবের দুর্লভা গঙ্গাকে যদি তপোবলে প্রাপ্ত হইয়াছ, তবে সমগ্রই কি ক্ষিতিতলে লইয়া যাইবে? আমাদের বাসনা যে গঙ্গাদেবীর সুললিতা একটি ধারা এই স্বর্গপুরীতেও অবস্থান করুক;. মর্ত্ত্যলোকে তোমার কীর্ত্তি যেমন চিরবিরাজমানা হইবে, স্বর্গেও সেইপ্রকার হউক।

বেদব্যাস বলিতেছেন, অমরপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগীরথ কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার নিকটে বলিলেন, মাতর্গঙ্গে! মহাভাগে! এই দেবদেবীগণের পাবনার্থ আপনকার একটি সুললিত ধারা এই স্বর্গপুরীতে অবস্থিতি করিলে দেবরাজের আজ্ঞা পালন করিয়া আনন্দিত হই। ভগীরথ কর্ত্তৃক এইপ্রকার প্রার্থিতা হইয়া দ্রবময়ী গঙ্গা আর একটি মহতী ধারা নিজাঙ্গ হইতে বহিষ্কৃতা করিলেন; সেই ধারা নিরুপমা পুণ্যতমা, উত্তরাভিমুখে গমন করিতে থাকিল। তাহার নাম মন্দাকিনী হইল। মহর্ষে! সেই পরমপবিত্ররূপিণী মন্দাকিনীতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দেবর্ষি প্রভৃতি সকলে প্রত্যহ পরমাদরে স্নানাবগাহন করেন। অনন্তর রাজরাজ ভগীরথ ইন্দ্রাদি দেবতার নিকটে শত শত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার শঙ্খ-

নিনাদ করত গঙ্গাকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। সুমেরু পর্ব্বতের দক্ষিণ শৃঙ্গে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেই শৃঙ্গ অত্যন্ত তুঙ্গ এবং স্থূল; তদ্দর্শনে ভগীরথ মহাকাতর হইয়া গঙ্গাকে বলিলেন, জননি! এই মহাশৃঙ্গকে কি প্রকারে বিভিন্ন করিয়া আমি আপনাকে মহীতলে লইয়া যাই; হে সুরোত্তমে! ইহার উপদেশ আমাকে প্রদান করুন! তখন গঙ্গা বলিলেন বৎস! কিঞ্চিৎকাল আমি এই স্থানেই অবস্থিতি করি, তুমি এই শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হও, তথা হইতে দীর্ঘ গভীর শব্দে শঙ্খধ্বনি করিবে, তৎশ্রবণে আমি ক্ষণমাত্রেই এই পর্ব্বতশৃঙ্গ ভেদ করিয়া তোমার রথপথের অনুসন্ধান করিয়া লইব। ব্যাস বলিতেছেন, গঙ্গার নিকটে এইপ্রকার উপদিষ্ট হইয়া মহারথসঞ্চালনে অত্যল্প কালের মধ্যেই গিরিশৃঙ্গের দক্ষিণ পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন। ভগীরথ প্রাণপনে শঙ্খনিনাদ করাতে সেই শব্দ একেবারে সুতুমুল হইয়া উঠিল, যেন নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল; ক্ষীরকণ্ঠ বৎসের চীৎকারে গোমহিষীপ্রভৃতি যেমন দুগ্ধদানের নিমিত্ত বেগে ধাবমানা হয় তেমনই ভগীরথের শঙ্খশব্দে গঙ্গাও পরমবেগিনী হইয়া তৎক্ষণমাত্রে সেই স্থূলতর গিরিশৃঙ্গ বিভেদ করিয়া ভগীরথনিকটে সমুপস্থিতা হইলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়।

সপ্ত ষষ্টিতমোঽধ্যায়।

—— ০০ ——

গঙ্গার হিমালয়ে অবতরণ।

বেদব্যাস বলিতেছেন, মহাপাতকী লোকদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত দ্রবময়ী গঙ্গা যেহেতুক জৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমীতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন, সেইহেতু সেই দশমী তিথিতে গঙ্গাতে স্নান তর্পণ প্রভৃতি কর্ম্ম সকল অনন্তফলজনক হয়; গঙ্গা দশজন্মার্জিত পাপপুঞ্জ বিনাশ করেন, এই নিমিত্ত সেই তিথি দশহরা নামে ভুবনবিখ্যাতা হইয়াছে; সেই দশমীতে যদি হস্তা নক্ষত্র ও মঙ্গলবারের যোগ হয়, তবে জাহ্নবী দশজন্মার্জিত দশবিধ পাপ বিনষ্ট করেন; অতএব মহাপাতকাদি হইতে বিমুক্তিকামী যে সকল দেহী, তাহাদের ঐ তিথিতে গঙ্গাতে স্নানাবগাহন অবশ্যই কর্ত্তব্য।

বেদব্যাস বলিতেছেন,বৎস জৈমিনে! অতঃপর গঙ্গা কি করিলেন তাহা শ্রবণ কর। রাজাধিরাজ ভগীরথের রথানুগামিনী হইয়া মহাবেগবতী গঙ্গা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেবতা গন্ধর্ব্ব দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলে নানাবিধ পুষ্পমালা, নবনববিল্লদল, বিচিত্র পুষ্প চন্দন দুর্ব্বা ও অক্ষতাদি লইয়া ভক্তিভাবে গঙ্গার পূজা করিতে লাগিলেন। সেই সকল পুষ্প এবং পুষ্পমালাতে চিত্রিতপ্রায়া হইয়া স্ফটিক মণির ন্যায় নির্ম্মলপ্রভাবতী গঙ্গা শুভ্রফেণনিকরদ্বারা ততোধিক শোভমানা হইয়া সুতুঙ্গ

তরঙ্গ সকল বিস্তার করত দুর্ভেদ্য পর্ব্বতদুর্গ সকল ভেদ করিতে থাকিলেন; তাহাতে ভয়ঙ্কর শব্দসমূহ হইতে থাকিল; সেই শব্দে গগণমণ্ডল পরিপূর্ণ হইতে লাগিল; এইপ্রকারে বিবিধ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নিষধ নামক মহা পর্ব্বতে উপস্থিতা হইলেন। সেই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া হেমকূট পর্ব্বতে সমাগতা হইলেন; ক্রমশঃ হেমকূট অতিক্রম করিয়া যখন হিমালয় পর্ব্বতের সন্নিহিতা হইলেন, সেই সময়ে হিমালয়স্থিত শম্ভু দেখিলেন যে পুষ্পোপহারে বিচিত্র-সুশোভনা গঙ্গা আমার সন্নিহিতা হইয়াছেন; এই দেখিয়া মহাদেব স্বকীয় মস্তককে ধরালুণ্ঠিত করিয়া সুদীর্ঘ জটাকে সেতুপ্রায় করিলেন; মস্তক দ্বারা গঙ্গাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত নিস্তব্ধ ভাবে থাকিলেন। কিয়ংকাল পরে বৈশাখ পৌর্ণমাসী দিবসে মধ্যাহ্ন সময়ে দ্রবময়ী গঙ্গা শম্ভুর মস্তকোপরি সমাগতা হইলেন; তখন কৃতার্থম্মন্য গঙ্গাধর গঙ্গার সহিত জটাভার বন্ধ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন: শিবপার্শ্বস্থ কোটি কোটি প্রমথগণ প্রভুকে পূর্ণানন্দভরে নৃত্য করিতে দেখিয়া ঘোরতর আনন্দ কোলাহলে সকলে নৃত্য করিতে লাগিল। শিবশক্তিরূপিণী গঙ্গাও প্রাণেশ্বর প্রমথেশ্বরের মস্তকস্থিতা হইয়া পূর্ণানন্দসংযোগে সুর-তরঙ্গিনী যেন সুরতরঙ্গিনী হইলেন; জটালয়সেতুবদ্ধা হইয়া মহাকালের বিশাল মস্তকের উপর গঙ্গা নিজাঙ্গ বিস্তীর্ণ করিয়া রুচিরাকার তরঙ্গমালা বিস্তার করিতে লাগি-লেন; সেই উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র পুষ্প-মালা ও সুশুভ্রফেনমালা সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে

থাকিল অনন্তর ভগীরথ পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া দেখেন পৃষ্ঠদেশে গঙ্গা নাই, এবং দেব দেব ঐপ্রকার নিত্য করিতেছেন; তখন অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন; মহাদেবের মস্তকোপরে তরঙ্গ কল্লোল শ্রবণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে গঙ্গা শম্ভুর মস্তকস্থিতা হইয়াছেন; তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে মা আমার প্রতি নিতান্ত প্রসন্না আছেন, তবে ভোলানাথের সঙ্গ পাইয়া যদি ভুলিয়া থাকেন; অতএব আমি শঙ্খশব্দ দ্বারা মাকে সুস্মারিতা করি, এই বিবেচনায় পুনঃ পুনঃ শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন; ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া গঙ্গা বহির্গতা হইতে ত্বরমানা হইলেন; কিন্তু বিনির্গমের পথ না পাইয়া ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে অন্তঃকরণে আকৃষ্টা হইতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইল। তখন ধর্ম্মাত্মা ভগীরথ কাতরাপন্ন হইয়া সেই নৃত্যকারী মহাদেবের চরণোপান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, হে দেবদেব! হে ত্রিজগদ্বন্দ্য! আপনি প্রণত জনের প্রতি আশু কৃপা করেন, আপনার শীর্ষস্থিতা গঙ্গাকে পথ প্রদান করিয়া আমার পিতৃগণকে উদ্ধার করুন। দেবদেব ইতোপূর্ব্বে আপনিই বরদান করিয়াছেন যে, এই গঙ্গা বিবরপথে গমন করিয়া তোমার পিতৃগণকে উদ্ধার করিবেন; হরিতনু হইতে আপনিই আনাইলেন, আবার আপনিই হরণ করিলেন, তবে ঠাকুর আমার পিতৃলোকদিগের নিষ্কৃতি কিপ্রকারে হইবে। অতএব দয়াময়! সরিৎশ্রেষ্ঠাকে শিরঃস্থান হইতে পরিত্যাগ

করুন; আপনার প্রদত্ত বর আপনিই সফল করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, রাজন্! আমি সরিদ্বরাকে অবশ্যই পথ প্রদান করিব, নিশ্চয়ই ইনি তোমার পিতৃগণকে উদ্ধার করিবেন; যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহার অন্যথা করিব না, কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দশমীতে মঙ্গলবার এবং হস্তানক্ষত্রের যোগ যে দিনে হইবে, সেই দিবসে গঙ্গা আমার মস্তক হইতে বিনিঃসৃতা হইবেন। হে মহীপতে! সেই কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাক। সেই নৃত্যকারী মহাদেবের এই বাক্য শুনিয়া মহারাজা ভগীরথ সেই সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়া কিয়ৎকাল থাকিলেন; তদনন্তর উক্তপ্রকার যোগযুক্ত জ্যৈষ্ঠ দশমীকে প্রাপ্ত হইয়াই মহারাজ ভগীরথ উচ্চৈঃস্বরে মাতর্গঙ্গে মাতর্গঙ্গে এই শব্দ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিলেন, আর মহাশব্দকর শঙ্খের নিনাদ করিতে লাগিলেন; তৎপরে ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া গঙ্গা কল্লোলবতী হইয়া মহাবেগে শম্ভুর জটামণ্ডলীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, নিঃসরণের পথ না পাইয়া ভগীরথের শঙ্খধ্বনিতে, আর পুনঃ পুনঃ কাতরাহ্বানে গঙ্গা পীড়িতা হইয়া বলিলেন, প্রভো! জগন্নাথ! আমি শরণাগতা, অতএব বলিতেছি, বৎস ভগীরথের কাতরাহ্বানে আমি অস্থির হইতেছি, আমাকে নিঃসরণের পথ প্রদান করুন। গঙ্গার বিনয় বচনে মহাদেব যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইলেন, বাম হস্ত দ্বারা জটাগ্রন্থি কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দক্ষিণ দিকে পথ প্রদান করিলেন। নির্গমের পথ প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গা মহাবেগে ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইলেন, দয়াময়ী গঙ্গার অত্যন্ত ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া ভগী-

রথ আনন্দমনা হইয়া শীঘ্রগামী রথকে মহাবেগে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। আর শঙ্খ নাদ করিতে থাকিলেন। হিমালয়ে পর্ব্বতের উপরিভাগে তুঙ্গ তরঙ্গ বিস্তার করিতে করিতে গঙ্গা গমন করিতে লাগিলেন; পর্ব্বতীয় ভূমি সকল জলবেগে প্লাবিত হওয়াতে অনেক অনেক সিংহ শার্দ্দূল বারণ বরাহ প্রভৃতি জলসাৎ হইতে থাকিল, ক্রমশঃ নিম্ন নিপাত প্রযুক্ত মহাশব্দ হইতে লাগিল, সেই শব্দে যেন দশ দিক ব্যাপ্ত হইতে থাকিল। গঙ্গার জননী মেনকা এবং পিতা গিরীন্দ্র উভয়েই ত্বরান্বিত হইয়া গঙ্গাকে দর্শন করিতে গমন করিলেন। পিতা মাতার সহিত গঙ্গাদেবী চিরবিযুক্তা ছিলেন, তজ্জন্য পিতা মাতাকে দৃষ্ট করিয়াই সুরধুনী স্বকীয় মূর্ত্তি ধারণ করত তাঁহাদের সম্মুখীনা হইলেন, এবং অবনত ভাবে পিতামাতার চরণ বন্দনা করিলেন। গঙ্গার জনক জননী অপার আনন্দ লাভ করিলেন, চিরকালীন অপহৃত অমূল্য নিধিকে যেন পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা প্রাণকুমারীকে প্রেমাশ্রুজলে অভিষেক করিয়া, জননী সাদর সম্ভাষণে ক্রোড়ে করিলেন। গঙ্গা জননীর নিকটে পরমাদরে পূজিতা হইয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ বাক্যে সন্তোষ করিয়া ভগীরথের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর হিমালয়ের শৃঙ্গ হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখা হইয়া ভূমিতলে অবতীর্ণা হইলেন, সেই সময়ে দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, ভূতলস্থ মহর্ষিগণ ব্রহ্মার দুর্লভ ধন গঙ্গাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দিত হইলেন; প্রেমাশ্রুজলে ভাষমান হইয়া অনেকে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে থাকি-

লেন। লোকসমাজে জয় জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। ধরণীর পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গা এবং ভগীরথ তেজঃপ্রভাতে উভয়েই যেন তেজোময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সেই মূর্ত্তি প্রতপ্তকাঞ্চনের ন্যায় জ্যোতিষ্মতী, কিন্তু পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রশান্ত গঙ্গার বেগ চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল; তরঙ্গকোলাহল ও সাতিশয় প্রবল হইল। ধরণী দেবী সর্ব্বতোভাবে গঙ্গাকে লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থা হইলেন। গঙ্গাও বেগবতী হইয়া গিরি-গহ্বর কানন উপবন গ্রাম নগর সরোবর পল্বল প্রভৃতিকে জলপ্লাবিত করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন। রাজর্ষিবর্গ ও ব্রহ্মষিবর্গ সকলে স্তব করিতে লাগিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, দ্রবময়ী গঙ্গা ঐরূপে সহস্র সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া হরিদ্বার নিকটে সমাগতা হইলেন; অতিপবিত্র ভূমি সেই হরিদ্বারতীর্থে মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিমণ্ডল বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা দেবদুর্ল্লভা গঙ্গাকে দর্শন করিয়া পরমাদরে পাদ্যার্ঘ্যদানে পূজা করিলেন; শঙ্খশব্দে দেবীর আনন্দোদয় দেখিয়া মহর্ষিগণ সপ্ত দিকে শঙ্খনিনাদ করিতে লাগিলেন; পবিত্রাত্মা ঋষিগণের শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদেবী সপ্তদিকে সপ্তধারা

হইলেন ; অপর একটি বেগ প্রবাহিত করিয়া ভগীরথের রথনিকটে থাকিলেন; তদনন্তর সেই সকল ধারা সঙ্গত হইয়া অগ্নিকোণমুখে চলিল। কিঞ্চিৎকাল পরে গঙ্গা প্রয়াগ স্থানে আগতা হইয়া যমুনাসরস্বতীর সহিত পরিমিলিতা হইলেন ; সেই স্থানে ঐ মিলনপ্রযুক্ত প্রয়াগতীর্থ অতিশয় পবিত্রময় হইল ; ঐ তীর্থে স্নান, তপস্যা, দান, সকলই পুণ্যতম হয় ; ব্রহ্মাদি দেবতাও সেই তীর্থে স্নান করিয়া কৃতার্থোস্মি অর্থাৎ কৃতার্থ হইলাম বলেন ; অতএব অন্যের কথা আর কি কহিব ! অতঃপর গঙ্গা পূর্ব্বমুখী হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন, কিয়দ্দূর গমন করিয়া কাশীপুরীর পার্শ্বগতা হইয়া বিশ্বেশ্বরের সন্দর্শনার্থ উত্তরাভিমুখী হইলেন ; কাশীতলস্থিত গঙ্গা সবিশেষ পুণ্যজনিকা ; জলস্পর্শমাত্রে মহাপাপরাশি বিনষ্ট করেন ; জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, তাহর সম্বন্ধে বারাণসী যেমন নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন, বারাণসীপার্শ্বস্থ গঙ্গাও তেমনি তনুত্যাগীর সম্বন্ধে নির্ব্বাণপদ প্রদান করেন।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! অতঃপর শ্রবণ কর। দ্রবময়ী গঙ্গা কাশী পুরীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলে কাশীরক্ষক রুদ্রপিশাচগণ স্বয়ং নিবারণে অশক্ত হইয়া গণাধিপতি কালভৈরবকে ঐ বৃত্তান্ত আবেদন করিল ; কাল-ভৈরব গ্রীবা উন্নত করিয়া দেখিলেন তেজোময়া এক সারৎপ্রধানা মহাবেগভরে আসিতেছেন ; তদ্দর্শনে ক্রোধাধিক আরক্তলোচন ভীমানন সেই কালভৈরব উদ্যতদণ্ড হইয়া গঙ্গাভিমুখে ধাবমান হইলেন ; নিকটে উপস্থিত হইয়া

গম্ভীররবে বলিতে লাগিলেন, সরিদ্বরে! কে তুমি এই শিবপুরী প্লাবিত করিতে আসিতেছ, তুমি জান না যে ত্রিজগদ্বন্দ্য যে দেবদেব তাঁহার এই পুরী এবং আমি ইহার রক্ষক। এই কথা শুনিয়া গঙ্গা সেই ভীমলোচন ভৈরবকে বলিলেন, হে শিবসেনাপতে! পরিচয় শ্রবণ কর; আমি দ্রবময়ী গঙ্গা শঙ্করগেহিনী, শিবমস্তক হইতে পরিচ্যুতা হইয়া আসিতেছি; কাশীপুরীকে প্লাবিত করিব না, বিশ্বেশ্বরের দর্শনাভিলাষে সম্প্রতি কাশীধামে আগতা হইলাম, অতএব কালভৈরব! তুমি সুস্থির হও। গঙ্গা কর্ত্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া ভৈরব মনে মনে করিলেন, ইনি নিশ্চয়ই শিবগেহিনী; তাহা না হইলে এতাদৃশতেজস্বিনীই বা কে হইতেপারে! আমার কোপকষায়িত নয়ন দেখিলে কৃতান্তও শান্ত হইয়া শরণাগত হন; সেই আমাকে ইনি যখন বালকের ন্যায় পরিগ্রহ করিলেন, তখন ইনি নিশ্চয়ই শিবগেহিনী। এই ভাবিয়া অবনতভাবে বলিলেন, জননি! আমি প্রণামকরি; এ তো আপনারই পুরী, আপনি যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন। এই বলিয়া ভৈরব গমন করিলেন; গঙ্গাও শঙ্কর দর্শন করিয়া অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করত পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন; বহুশত যোজন গমন করিয়া গঙ্গাদেবী কামাক্ষাদর্শনে উদ্যুক্তা হইলেন; ভগীরথ গঙ্গাদেবীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মনে করিলেন তাহা হইলে আমার পিতৃলোক উদ্ধার দুর্ঘট বোধ হইতেছে; এই বিবেচনায় সারথিকে অশ্বচালনে নিবৃত্ত করিলেন, এবং শঙ্খধ্বনিও নিবৃত্ত করিলেন। এই সময়ে জহ্নুমুনি আপনার আশ্রম

হইতে শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন; ঐ শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া গঙ্গাদেবী মহাবেগে সেই আশ্রমের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে ভগীরথ পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন; ভগীরথের শঙ্খনাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গা জানিলেন যে জহ্নুমুনি প্রতারণার্থ শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন, এই বিবেচনায় দ্রবময়ী ক্রুদ্ধা হইয়া জহ্নুঋষির আশ্রমভূমিকে জলমগ্ন করিতে সমুদ্যুক্তা হইলেন; সেই মহর্ষি তপোবলে যেন জাজ্বল্যমান,—মহাতেজস্বী; তিনি স্বাশ্রমে সমাগতা দ্রবময়ী গঙ্গাকে আদরে গণ্ডূষ গ্রহণে অমৃততুল্য পান করিলেন; ঋষির কি আশ্চর্য্য তপোবল, সেই বিশালকল্লোলময়ীকে গণ্ডূষমাত্রে নিঃশেষে পান করিলেন; কোনস্থলে বিন্দুমাত্রও থাকিল না! তখন স্বর্গলোকে হাহাশব্দ সর্ব্বতোভাবে উত্থিত হইল; ক্ষিতিতলে যত মহাত্মা মানব ছিলেন, তাহারাও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিলেন; রাজা ভগীরথ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; পৃথিবী পরমদুঃখিতা হইলেন; দিবাকরের প্রভা ম্লান হইয়া উঠিল। রাজা ভগীথের রোদনশব্দে ভক্তবৎসলা গঙ্গা বলিলেন বৎস! তুমি রোদন করিও না, পুনর্ব্বার শঙ্খধ্বনি কর; তোমার শঙ্খধ্বনিতে হৃষ্টমনা হইয়া আমি এতাদৃশ বেগবতী হই, যে সে বেগ ধারণ করিতে কেবল মহাদেব পারেন, তদ্ব্যতিরেকে এই সংসারে আর কেহ সহ্য করিতে পারেন না। এইপ্রকারে গঙ্গা কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া ভগীরথ মহাহৃষ্টমতি হইলেন; ধরণীতলকে সংক্ষুব্ধ করত পুনর্ব্বার শঙ্খনাদ করিতে লাগিলেন; সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ

করিয়া গঙ্গা মহাবেগপ্রবাহে মুনিবরের জানুদেশ প্রভেদ করিয়া নিঃসরণ করিতে থাকিলেন এবং তরঙ্গবিস্তার করিয়া চলিতে লাগিলেন ; তদ্দর্শনে কিঞ্চিৎকাল ধ্যানাবলম্বী মুনিবর দেখিলেন যে ইনি সামান্যা নদী নহেন, হরমনোহারিণী, ব্রহ্মলোকনিবাসিনী গঙ্গা, তবে তো জগদীশ্বরীর উপর আমি তেজঃ প্রকাশ করিয়াছি,—কতই অপরাধী হইয়াছি। এই ভাবিয়া গঙ্গাকে পাদঅর্ঘ প্রভৃতি উপচারে পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন ; যথা,—হে জননি ! তুমি পরমা শক্তি; তুমি নিরুপমা, অর্থাৎ জগতের কোন বস্তুকে উপমা করিয়া তোমার স্বরূপ নিরূপণ করা যায় না ; তুমি সর্ব্বাশ্রয়া পবিত্রকারিণী ; ত্রিলোকবাসীদিগের সুখ-মোক্ষদাত্রী। চতুর্দ্দশভুবনস্থ সকল ব্যক্তিরই পরম পূজ্য তোমার পাদপদ্ম বেদকর্ত্তা যে বিধি, তিনি তোমার স্বরূপ-নিরূপণে অক্ষম হরি হরও তোমার অপার মহিমার পার গমন করিতে পারেন না, তথাপি ঐ দেবদেবত্রয় নিজ নিজ মতির পরিণতি পর্য্যন্ত তত্ত্বাবগত হইয়াই অতিদুষ্প্রাপ্য পরম-নিধি বোধে কেহ তোমাকে করে ধারণ করিতেছেন ; কেহ কেহ শিরে ধারণ করিয়াছেন; চতুরচূড়ামণি হরি নিজচরণে ধারণ করিয়া একেবারে অন্তিম কালের কার্য্যেও নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন ; অতএব ঈদৃশঅচিন্ত্যরূপিণী তুমি জননী কিরূপেই বা চিন্তাগম্য হইবে ! আমি সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়া কিরূপেই বা তোমায় জানিতে পারিব? তুমি বাক্য-মনের অগোচর ; কিরূপেই বা তোমার আচরিতবিজ্ঞান করিব ; হে জননি ! এই অজ্ঞান সন্তানের অপরাধ সকল

মার্জ্জনা কর ; মা আমি যে ভূতলে জন্মলাভ করিয়াছিলাম তাহা ধন্য ; অভীষ্ট লাভার্থে যেসকল কর্ম্ম করিয়াছি তাহা ধন্য; দুষ্কর তপশ্চর্য্যাও ধন্য ; আমার নয়নদ্বয়ও ধন্য, যেহেতুক ত্রিনয়নের আরাধ্য ধনকে অদ্য আমি দর্শন করিলাম ; আমার করযুগল ধন্য, যেহেতুক তোমার জলস্পর্শ করিল ; তোমার ব্রহ্মরূপ জল যখন এতন্মধ্যে কিঞ্চিৎকাল বাস করিল তখন, এত কাল যে তনুভার বহন করিতেছিলাম তাহাও সার্থক হইল। হে পাপসংহন্ত্রি ! হে হরমৌলিনি বাসিনি জননি ! তোমারে নমস্কার করি ; হে স্বর্গাপবর্গদে ! হে গঙ্গে ! হে পতিতপাবনি জননি ! আমি শরণাগত, আমাকে এই সংসারসাগর হইতে উদ্ধার কর ।

মহাদেব নারদকে বলিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর, এই-প্রকার স্তব করিতে করিতে সেই মুণিবর নয়নজলে ভাষমান হইলে দ্রবময়ী আপনার নিজমূর্ত্তি ধারণ করত প্রসন্ন-বদনে বলিতে লাগিলেন, হে মুনিবর ! আমি যখন আপনকার দেহ হইতে নির্গত হইয়াছি, তখনই আপনি আমার পিতা হইয়াছেন, অতএব আমার সম্বন্ধে আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও অপরাধ নাই । হে পিতঃ ! অদ্য প্রভৃতি আমার জাহ্নবী একটি নাম জগতে বিখ্যাত হইবে; এই নাম তোমার কীর্ত্তিকর হইল ; যে ব্যক্তি একবার জাহ্নবী এই নাম স্মরণ করিবে, তাহার প্রবল পাপতাপও বিনষ্ট হইবে; তোমার স্তব দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার পরম ভক্ত, অতএব পরম ভক্তের যেপ্রকার গতি হইয়া থাকে, তাহাই তোমার সুস্থির আছে ; ত্বৎকৃত এই

স্তব অন্য ব্যক্তিও যদি ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করে, সেও পরম গতি প্রাপ্ত হইবে।

বেদব্যাস বলিতেছেন, সেই মুনি জহ্নুকে সন্তুষ্ট করিয়া এবং তৎ কর্ত্তৃক পরম ভক্তিভাবে পূজিতা হইয়া গঙ্গা পুনর্ব্বার পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে ইচ্ছাবতী হইয়াই আবার স্তম্ভিতা হইলেন; পুণ্যকীর্ত্তি ভগীরথকে বলিলেন, বৎস! তোমার তপশ্চর্য্যায় বাধিতা হইয়া আমি বিষ্ণুদেহ হইতে ধরণীপৃষ্ঠে আগমন করিয়াছি, তোমার বশগামিনী হইয়াই ক্রমান্বয়ে আসিতেছি, ইতোমধ্যে কামাখ্যা দর্শনাভিলাষে পূর্ব্বাভিমুখী হইয়াছিলাম, তাহাতে প্রথমেইত মুনিবরের সহিত বিরোধ ঘটনা হইল; সেই হেতুক তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কি করি, যেস্থানে আমার গমন করা তোমার অভিলষিত হইবে, তাহাই আমি করিব। তখন ভগীরথ বলিলেন, জননি! এক্ষণে দক্ষিণাভিমুখে চলুন, যে স্থানে আমার পিতৃলোক ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত আপনাকেও এতদ্দূর কষ্ট দিলাম; হে জননি! সেই কার্য্য করিয়া, আমারে কৃতার্থ করুন।

বেদব্যাস বলিতেছেন, ভগীরথ কর্ত্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া গঙ্গা তথাস্তু বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এইপ্রকারে বহু শত যোজন অতীত হইলে ভগীরথ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কিঞ্চিৎকাল শঙ্খনাদ করিতে বিরাম করিলেন, সারথিও শ্রমাতুর হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিতে থাকিল; জহ্নু মুনির কন্যা পদ্মানাম্নী এক তপস্বিনী;

তিনি প্রভাবে পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন; যে ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা আমার পিতৃপ্রসূতা হইয়া আমার ভগিনী হইয়াছেন; সেই গঙ্গাকে নিকটে সমাগত দেখিয়া শঙ্খনাদে অভ্যর্থনা করিতে থাকিলেন; গঙ্গাও সেই শব্দাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলেন, তদ্দর্শনে সেই পদ্মা কতই সাহঙ্কৃতা হইতে লাগিলেন; মনে করিলেন, এই গঙ্গাদেবী যদিও ব্রহ্মাদি দেবতার আরাধ্যা, তথাপি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী, আমার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে অবশ্যই সেই মত অবনত ব্যবহার করিবেন; এই অভিমানে আত্মপরিবাদনে চেষ্টান্বিত হইলেন, কিন্তু দৈব বশতঃ ঐ সমকালেই ভগীরথের শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, সদ্যঃপ্রসূত বৎসের কণ্ঠরবে আকৃষ্টা গাভীর ন্যায় গঙ্গাও অমনি ভগীরথের পশ্চাতে ধাবমানা হইলেন, তদ্দর্শনে পদ্মা কন্যা লজ্জাতে অধোমুখী হইলেন, ক্রোধভরে স্বয়ংই প্রবলবেগবতী এক নদীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন; সমুদ্রজলে জলশায়িনী হইব এই অভিসন্ধি করিয়া দুকূলকে ভঙ্গভয়ে ব্যাকুল করিতে করিতে চলিলেন। এ দিকে গঙ্গাদেবী, যিনি সর্ব্ব পাপ নাশ করেন, তিনি সগর রাজার বংশকে অন্বেষণ করিতে করিতে পরম বেগ ধারণ করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন, সমুদ্রনিকট প্রদেশে উপস্থিত হইয়াও যখন সগরসন্তানদিগের ভস্মদশাকে দেখিতে পাইলেন না, গঙ্গা তখন শত ধারায় বিস্তীর্ণ হইয়া শতদিকে গমন করিতে লাগিলেন, জলশব্দের মহাকল্লোলে বহুদিক ব্যাপিত হইল; সেই শব্দশ্রবণে সমুদ্র উত্তোলিত হইয়া গঙ্গাকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন; পবিত্রজলা গঙ্গার দর্শনলাভ

করিয়াই চিরকালীন কৃতার্থম্মন্য সেই নদীনাথ সমুদ্র অর্ঘ্যপাত্র মস্তকে লইয়া বিবিধপ্রকার নৈবেদ্য দীপাবলি ধূপাবলি প্রভৃতি নানা উপচারে গঙ্গাদেবীর পূজা করিলেন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, গঙ্গাদেবী সমুদ্রের সহিত পরিমিলিত হওয়াতে মহা সুদস্থিতা হইয়া ক্রমে পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। কপিলমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেই মহর্ষি কপিল পরমাদরে পূজা করিলেন, পূজিতা হইয়া জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! সগরসন্তানগণ কোন স্থানে ভস্মাবশেষ হইয়াছেন? মুনি কহিলেন, জননি! ঐ দেখুন ভস্মরাশি স্থানে স্থানে রহিয়াছে; কোথাও লতাগুল্মাদিতে আচ্ছাদিত হইয়াছে। গঙ্গা সেই ভস্ম দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ মাত্রে জলপ্লাবিত করিলেন। সেই ভস্ম সকল জলস্পর্শপ্রায় হইয়া তক্ষণমাত্রে চারুচতুর্ভুজধারী হইয়া দিব্যরথারোহণ করত ব্রহ্মলোকে গমন করিতে লাগিলেন। পিতৃগণের নিষ্কৃতি দৃষ্টি করিয়া ভগীরথ পরম হৃষ্টমনা হইয়া রথের উপরিভাগে নৃত্য করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, গঙ্গার জয় হউক, গঙ্গার জয় হউক। নবোদিতসূর্য্যসমতেজস্বী ভগীরথ রোমাঞ্চিত হইয়া শঙ্খধ্বনি

করিতে লাগিলেন, সেই শঙ্খরব শ্রবণ করিয়া গঙ্গা পুনর্ব্বার পাতালবিবর হইতে ধরণীতলে আগতা হইলেন, একটি ধারামাত্র পাতালপুরীতে রহিল; সেই পাতালস্থিতা গঙ্গা ভোগবতী নামে বিখ্যাতা হইলেন। তিনি ক্রমশঃ নিম্নাভি-মুখে গমন করিয়া কারণ বারিতে পতিতা হইলেন, যে কারণ বারিতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জলবিম্বপ্রায় ভাষি-তেছে।

বেদব্যাস বলিতেছেন জৈমিনে! শ্রবণ কর, অতঃপর ভগীরথ সেই সাগরগামিনী গঙ্গাকে পূজা করিয়া প্রসন্ন-বদনে নিজপুর প্রস্থান করিলেন। এইপ্রকারে গঙ্গাদেবী, যিনি বিষ্ণুদেহে নিবাস করিতেন, তিনিই সর্ব্বলোকের হিতার্থে পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেন। এই পুণ্যতম যে গঙ্গাবতরণ আখ্যান, ইহাকে যে ব্যক্তি পাঠ করে কিম্বা পাঠ-করায়, নির্ব্বাণ মুক্তি তাহার করস্থ হয়। আয়ুবৃদ্ধি হয়। যশোবৃদ্ধি হয়। সর্ব্বস্থানেই সুখ করে। সর্ব্ব বিষয়েই মঙ্গলের উদয় হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে ব্রাহ্মণনিকটে ভক্তিতৎপর হইয়া যিনি এই আখ্যান পাঠ করেন; তাঁহার পিতৃলোক পাপী হইলেও পরমাগতি লাভ করে। অকালে অথবা কুৎসিত দেশে যিনি দর্ভাসনে উপবিষ্ট হইয়া এই আখ্যান পাঠ করেন, তাঁহারও পিতৃলোক পরম প্রীতি-যুক্ত হন; একাদশী দিনে যিনি পাঠ করেন, তাঁহার সকল সিদ্ধি হয়; পুত্রদারাদি সম্পৎ পূর্ব্বক অতুল সুখ বৃদ্ধি হয়, সংক্রান্তি দিবসে অথবা পূর্ণিমা দিবসে যিনি এই পুণ্যতম আখ্যান পাঠ করেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন।

গঙ্গাতীরসমাগমনপূর্ব্বক নিয়মগ্রাহী হইয়া যে ব্যক্তি পাঠ করে, কিম্বা শ্রবণ করে, ভূমণ্ডলে সে ব্যক্তি অদ্বিতীয় সম্মানিত হয়। এই পুণ্যাখ্যান পুস্তক যাহার গৃহে অবস্থিত হয়, তাহার কদাচই দৌর্ভাগ্যসমুদ্ভব হয় না, বলবৎ শত্রুও কেহ হয় না। আজন্মকাল গঙ্গা স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, এই পুস্তক গৃহে অবস্থিত হইলেও সেই পুণ্য-পুঞ্জ জন্মে। গ্রহপীড়া অথবা ব্যাধিপীড়া হয় না। বৎস জৈমিনে! গঙ্গার সমান তীর্থ ক্ষিতিতলে আর নাই, সেই জন্য তাঁহার আখ্যানও মহাপুণ্যের জনক জানিও।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে গঙ্গার মাহাত্ম্য কথন ঊনসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

সপ্ততিতমোঽধ্যায়

বেদব্যাস বলিতেছেন, দর্শনে এবং স্পর্শনে যিনি নির্ব্বাণ-ফলদায়িনী, সেই গঙ্গাদেবীর মহাত্ম্য সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিতেছি, হে মুনিসত্তম! শ্রবণ কর। প্রভাত সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া যে মনুষ্য হেলাক্রমেও গঙ্গার স্মরণ করে ত্রিভুবন মধ্যে তাহার অশুভভয় হয় না; গৃহে সম্পৎ বৃদ্ধি হয়; আপদ সকল বিনষ্ট হয়; জন্মান্তরকৃত পাপ সকলও বিনষ্ট হয়; অক্ষয় সুপুণ্য সকল সমুপার্জ্জিত হয়; দুঃস্বপ্ন-দর্শনে কি দুর্গম পথ গমনে একবার গঙ্গাকে স্মরণ করিলে

নিশ্চয়ই সেই সঙ্কটে বিমুক্ত হয়। ক্রিয়ার আরম্ভে গঙ্গার স্মরণ করিলে সেই ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সফলা হয়; জপ, হোম প্রভৃতি দৈব পৈত্র কর্ম্মকালে অপভাষা প্রয়োগ করিলে গঙ্গার স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার করিবে, নতুবা ঐ অপ-ভাষা জন্য সেই কর্ম্মের অঙ্গ বিফল হয়; মুমূর্ষু জন যদ্যপি যে কোন স্থানে থাকিয়া গঙ্গা নাম মহামন্ত্র স্মরণ করে তাহাকে মুক্তি দান করিবার নিমিত্ত গঙ্গা তাহার সন্নিধানে বাস করেন। গঙ্গা সর্ব্বার্থসাধিনী, সর্ব্বপাপ-বিমোচনী; গঙ্গা সর্ব্বাশুভনিহন্ত্রী; গঙ্গা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী; স্বর্গ এবং অপবর্গ প্রদান করেন; গঙ্গা প্রত্যক্ষরূপা প্রকৃতি; এই গঙ্গাকে যে ব্যক্তি একবারও স্মরণ করে না, তাহার জীবন নিষ্ফল।

জৈমিনে! আর অধিক কি বলিব, সর্ব্বতীর্থস্নানে যাদৃশ পুণ্য না জন্মে, সর্ব্বদেব পূজনে যাদৃশ পুণ্য না জন্মে, সর্ব্ব যজ্ঞ এবং সর্ব্বপ্রকার তপস্যার দ্বারা যাদৃশ পুণ্য না জন্মে, গঙ্গার স্মরণ লইলে ততোঽধিক পুণ্য জন্মে; ভগবতীর যে সহস্র নাম, তন্মধ্যে গঙ্গা এই নামটি ভগবতীর পরম নাম, নীচকুলে উদ্ভূত হইয়াও যদি গঙ্গার স্মরণপরায়ণ হয় তবে সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ; আর গঙ্গার স্মরণে পরাঙ্মুখ হইলে উৎকৃষ্ট বংশীয় ব্যক্তিকেও নীচাতিশয় জানিবে; যে দিবস গঙ্গার স্মরণ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন; মিথ্যাবাক্যজন্য, কি পরদারগমনজন্য, অবৈধ হিংসা জন্য, কি সুরা-পানাদি জন্য, আরও অন্যান্যপ্রকার যে পাপ, সেই সমস্ত, প্রলয় প্রাপ্ত হয়, যদি একবার গঙ্গার নাম স্মরণ করে।

গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া সংযত মানসে যদি গঙ্গাভিমুখে গমন করে, তবে তাহার প্রতিপদার্পণেই অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়; সেই ব্যক্তির পিতৃলোক সকল নৃত্য করিতে থাকেন। মুমূর্ষু ব্যক্তি যদি গঙ্গাতে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া যাত্রা করে, তবে যে কোন স্থানে মরিলেও গঙ্গামৃত্যুর ফল প্রাপ্ত হয়; গঙ্গাস্নান অভিলাষে গমনকারী ব্যক্তিকে যদ্যপি কেহ ভাগ্য বশতঃ অতিথিসৎকার করে, সেও অর্দ্ধফলভাগী হয়; গঙ্গাস্নানকারীকে যে ব্যক্তি বিনয় পূর্ব্বক প্রণিপাত করে, সেও স্বকীয় পাপপঙ্কের প্রক্ষালন করে; মোহ বশতঃ যদ্যপি কেহ গঙ্গার নিন্দা করে, সে পাপাত্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্র কাল ঘোরতর নরকে পচ্যমান হয়। গঙ্গার উদ্দেশে গমন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া জল পান করিলে, যাহার জলাশয়ে জলপান করে, তাহারও পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন, গঙ্গা স্নানাভিলাষী ব্যক্তি অশক্ত হইলে তাহাকে যান-দ্বারা যদ্যপি কেহ প্রেরণ করে, তবে তাহার কি প্রকার ফল হয়, জৈমিনে! তাহা শ্রবণ কর; পিতৃলোক সকল পরমা-তৃপ্তি লাভ করেন; পুত্রের যাবজ্জীবন সুখ দায়ক পুণ্য সঞ্চয় হয়; এবং অন্তকালে অবশ্যই জাহ্নবীজলে দেহাবসান করে; পৃথিবীমধ্যে অসাধারণ কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী এবং পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সন্ততিধারাও চিরস্থায়িনী হয়; হে মুনিসত্তম! সাক্ষাৎ ব্রহ্মহত্যাকারীও যে দর্শন মাত্রে নিষ্পাপ হয় ইহাতে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি সংযতচিত্তে গঙ্গার নিকটে সমাগত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক প্রণত হয়; সে ব্যক্তির শরীর ধারণ সার্থক হয়, ভূলোকে জন্মলাভ করাও

তাহার সার্থক, তাহার পিতৃলোক সকলও ধন্য, সে ব্যক্তি ধন্যতম, তাহার পাপও নাই, শমনভয়ও নাই, লোকদ্বয়েই অতুল সুখসম্পদ উপভোগ করে। অন্তকালে গঙ্গার স্মরণ করিতে করিতে যে জন গঙ্গাতে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষ করে, জৈমিনে! সামান্য মানবের কথা কি কহিব, ঋষিগণ এবং দেবতাগণও তাহার দর্শন মাত্রেই কৃতার্থ হন। নিমেষার্দ্ধও যদি গঙ্গাকে দর্শন করে, তবে সে সহস্রসহস্র-পাপকারী হইলেও যমের দণ্ডনীয় হয় না। হে মুনে! এই গঙ্গার মাহাত্ম্য বিষয়ে তোমার নিকটে একটী ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর,—পূর্ব্বকালে সর্ব্বান্তক নামে এক জন ব্যাধ অত্যন্ত পাপাত্মা ছিল; যাবজ্জীবন প্রাণিহিংসা করিয়াই কালযাপন করে; পারদারিক দোষে এবং পর-দ্রব্যাপহরণে সর্ব্বদাই আসক্তচেতা; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্মও তৎকর্ত্তৃক সংসাধিত হয় না। সেই ব্যাধ এক দিবস বন-প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধপ্রকার পশুঘাত করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া তদ্বনবাহিনী একটি স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করিয়া মাংসভার লইয়া গমন করিতে লাগিল; এই সময়ে চিত্রসেন নামক একজন মহাবলপরা-ক্রান্ত রাজা মৃগয়ার অভিলাষে সেই কাননে গমন করিয়া-ছেন, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণে মৃগের অনুসন্ধান করিতে করিতে একটি মৃগকে লক্ষ্য করিয়া শর সন্ধান করিলেন; স্বাভাবিক-ভয়চকিত সেই হরিণযুবা ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে করিতে দেখিতে পাইল যে অশ্বারোহী এবং স্বকীয়তেজঃ-প্রভাবে দীপ্যমান এক পুরুষ উদ্যতাস্ত্র হইয়াছেন, তদ্দর্শনে

সেই হরিণযুবা প্রাণভয়ে পলায়নোদ্যত হইল ; কিন্তু তৎক্ষণেই রাজনিক্ষিপ্ত শাণিত শরে তাহার মর্ম্মভেদ হইল, তথাপি প্রাণপণে ধাবমান হইতে লাগিল, রাজাও তাহার অনুগমন করিতে থাকিলেন। বাণবেধজ্বালাতে নিতান্ত ব্যাকুল সেই মৃগ অত্যন্ত বেগে গমন করাতে কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই রাজা অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী হইল, যে স্থানে সর্ব্বান্তক ব্যাধ মাংসভার লইয়া আসিতেছিল। ঐ মৃগ, তাহার অদূরবর্ত্তী হওয়াতে, ব্যাধ মনে মনে করিল যে, এই মৃগ কোনও পুরুষ কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়াছে, সেই শরবেধক পুরুষকেও দেখিতেছি না, তবে এক্ষণে 'পাশবদ্ধ করিয়া এই মৃগকে রুদ্ধ করি, সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রচুর মাংস হইবে। এই ভাবিয়া সেই ব্যাধ পাশ নিক্ষেপ করিয়া মৃগকে বদ্ধ করিল, এবং স্বকীয় শাণিতাস্ত্র দ্বারা তাহার মাংসগ্রহণে তৎপর হইল। দূরবনস্থ বলিয়া রাজাকে ব্যাধপুরুষ দৃষ্ট করিতে পারে নাই, কিন্তু ব্যাধকৃত সমুদায় ব্যাপারই রাজা দর্শন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে সাতিশয় কোপান্বিত হইয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালন করত সেই রাজা ব্যাধনিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কোপকষায়িত নয়নে ব্যাধের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া ধনুষ্কোটি দ্বারা তাহারে আকর্ষণ করিলেন ; ব্যাধনিকটস্থিত পাশ দ্বারাই ব্যাধকে বদ্ধ করিলেন। তদনন্তর চিত্রসেন মহারাজার চতুরঙ্গ দল আসিয়া মিলিত হইল ; তখন রাজা সেই ব্যাধকে সমভিব্যাহারে লইতে আজ্ঞা করিয়া নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন ; প্রত্যাগমন কালে সকলে নৌকাযান দ্বারা গঙ্গা

উত্তীর্ণ হইয়া চলিলেন, এই সময়ে ঐ চিরদুরাচার পাপাত্মা ব্যাধের গঙ্গা দর্শন হইল। পর দিবস প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে রাজা বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে দূতগণ সেই পাশবদ্ধ ব্যাধসন্তানকে রাজনিকটে উপস্থিত করিল; রাজা মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া ঐ ব্যাধকে কিঞ্চিৎ কালের জন্য কারাবদ্ধ করিলেন; কিয়দ্দিবস বিলম্বে সান্নিপাতিক জ্বরে কারাগার মধ্যেই সেই ব্যাধের মৃত্যু হইল। মরণের অনন্তর আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইলে, যমদূতগণ পাশ দ্বারা সেই আতিবাহিক দেহকে দৃঢ় বদ্ধ করিয়া যমসদনে লইয়া যায়, এই সময়ে শিবদূতগণ তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহারা সকলেই ত্রিশূলধারী, বিশালজটামণ্ডিতমস্তক, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর, বিভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গ, মহাবলপরাক্রান্ত, অথচ প্রশান্তমূর্ত্তি। তাঁহারা ঐ ব্যাধকে পাশবদ্ধ দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলেন, রে যমদূতগণ! তোমরা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, এই ব্যক্তিতে তোমাদের অধিকার নাই, তোমরা বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়া ইহাকে বন্ধন করিয়াছ, এইক্ষণেই পাশমুক্ত করিয়া দাও, নতুবা আমাদের কর্ত্তৃক বিশেষরূপে তাড়িত হইবে, ইহাকে শিবপুরী লইয়া যাইতে এই বিচিত্র রথ আনিয়াছি। এই কথা শুনিয়া যমদূতগণ ভীত হইল; ও তৎক্ষণমাত্রেই সেই ব্যাধকে পরিত্যাগ করিয়া যমনিকটে প্রত্যাগমন করিল; আমূলক বৃত্তান্ত যমরাজকে নিবেদন করিলে, তিনি চমৎকৃতহৃদয় হইয়া চিত্র গুপ্তকে বলিলেন, হে সর্ব্বার্থদর্শিন্! একবার তত্ত্বাবধান করিয়া দেখ দেখি

সর্ব্বান্তক ব্যাধের কিঞ্চিন্মাত্রও পুণ্য যোগ আছে কি না ; এ ব্যক্তি তো যাবজ্জীবন দুষ্কর্ম্মই করিয়াছে, দেখিতে পাই। প্রেতরাজের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চিত্রগুপ্ত অনুসন্ধান করিতে থাকিলেন, কোন দিবসেও কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য কার্য্য দেখিলেন না, বিস্ময়াপন্নের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে যমরাজা বলিলেন, মন্ত্রিন্! তুমি পুণ্যকর্ম্ম দেখিতেছ না ; আমাকে একবার শুনাও দেখি। যমরাজা এই কথা বলিলে, চিত্রগুপ্ত ঐ ব্যাধের কর্ম্ম সকল পর্য্যায়-ক্রমে রাজাকে শ্রবণ করাইতে থাকিলেন ; যমরাজা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে যখনই শুনিলেন যে বন্ধন করিয়া নৌকাযানে গঙ্গা পার করিয়াছে, তখনই যমরাজের নয়নযুগলে দরদরিত ধারা বহিতে লাগিল। চিত্রগুপ্ত পানে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিন্! স্বীয় যত্নে বা পরকীয় যত্নে যে কোন সম্পর্কেও গঙ্গার দর্শন হইলে সে ব্যক্তিতে আমার অধিকার থাকে না, একথা আমি পরম যোগী পঞ্চবদনের মুখে শুনিয়াছি ; অতএব মন্ত্রিবর! চিরদিন পাপাসক্ত ঐ ব্যাধও একবার মাত্র সম্পর্কে গঙ্গা দর্শন করিয়াও শিবসালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছে। যম তখনই দূতগণকে ডাকিয়া বলিলেন, ভটগণ! এই গঙ্গদর্শনকারীকে বন্ধন করিয়া তোমরাই আমার নিকটে দণ্ডার্হ হইয়াছ, তবে কেবল অনভিজ্ঞ বলিয়া অদ্যকার মত মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু অতঃপর তোমরা যৎপরোনাস্তি সাবধান হইবে ; পরমপাবনী গঙ্গাতে যে ব্যক্তি স্নানপানাদি করে, তাহার তো কথাই নাই, যে জন গঙ্গার স্মরণ কিম্বা

দর্শন করে তাহারও নিকটে গমন করিও না; যে ব্যক্তি গঙ্গাকে ধ্যান করে সেও আমার দণ্ডনীয় নহে, প্রত্যুত তাদৃশ ব্যক্তিকে দর্শন করিলে প্রণাম করিতে হয়; গঙ্গাতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে, আমি তাহার আজ্ঞার বশীভূত হই; সুরেন্দ্রগণও তাঁহাকে নমস্কার করেন; অতএব তাঁহার সম্বন্ধে যমদণ্ডের কথাই কি।

সংযমনীপতি স্বকীয় দূতগণের নিকটে গঙ্গার মাহাত্ম্য এইপ্রকার বর্ণনা করিলে, যমদূতগণ রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া কিঞ্চিৎ কাল চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিল।

বেদব্যাস বলিতেছেন, সংযতমন হইয়া যে ব্যক্তি এই অধ্যায় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি সমূহপাপকারী হইলেও, যমদূত হইতে তাহার কিঞ্চিন্মাত্র ভয় থাকিবে না।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

একসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

মহাদেব নারদকে বলিতেছেন, বৎস নারদ! গঙ্গার মাহাত্ম্য আরও বলিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি গঙ্গাতে জ্ঞান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়। অজ্ঞান থাকিয়া গঙ্গায় দেহ ত্যাগ করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়। যে কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির মাংস কিম্বা অস্থি-খণ্ড যদি গঙ্গায় পতিত হয়, তাহাতেও সে ব্যক্তির স্বর্গলাভ

হয়। যদ্যপি ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি অতিগর্হিত সহস্র পাপযুক্ত হইয়াও যে কোন স্থানে মৃত হয়, আর মরণানন্তর তাহার অস্থিখণ্ড কিম্বা মাংসখণ্ড যৎকিঞ্চিৎ গঙ্গার জলে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত পাপ হইতে তাহাকে বিমুক্ত করিয়া নিরাময় স্বর্গলোকে লইয়া যায়। এই স্থানে পুনর্ব্বার একটি আশ্চর্য্য ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্ব কালে ধনাধিপতি নামে একজন বৈশ্য ছিল; সে প্রান্তরমধ্যে দস্যুবৃত্তি করিত; তাহাতে শত শত ব্রহ্মহত্যা, নরহত্যা, স্ত্রী-হত্যা করিয়াছিল। সেই পাপাত্মা হঠাৎ কালবশীভূত হইয়া প্রান্তরপার্শ্বস্থ বনমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল। কালবশীভূত হইলে যমরাজা তাহাকে অসিপত্র নাম নরকে নিপাতিত করিতে দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন। বৈশ্য সেই ঘোরতর নরকে দুঃসহ কঠোরযন্ত্রণায় যন্ত্রিত হইয়া অহর্নিষ চীৎকার ধ্বনি করে। এদিকে বনস্থলী মধ্যে তাহার মৃত দেহ ক্রমশঃ গলিত হইল; পূতিগন্ধে শৃগালসকল আসিয়া তাহার গলিত মাংস ভোজন করিতে লাগিল। এই সময়ে কতকগুলি গৃধ্র, অতি বৃহৎ আকার, তাহারাই মাংসলোলুভ হইয়া সেই স্থানে দ্রুতবেগে সমাগত হইল ও দীর্ঘতুণ্ডদ্বারা শৃগালগণকে দূরীকৃত করিল; শৃগালগণ মাংসভোজনে কতক তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল, গৃধ্রগণের তাড়নায় প্রস্থান করিল। সেই মাংস-ভোজী শৃগালের মধ্যে একটী শৃগাল দৈবযোগে ক্ষিপ্ত হইয়া নিরন্তর দ্রুত গমন করিতে থাকিল। দ্রুত গমন করিতে করিতে জলপিপাসায় ব্যাকুল হইল; ইতস্ততঃ জলান্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে গঙ্গার প্রবাহ দেখিতে পাইল;

জল দেখিতে পাইয়া ততোধিক বেগ গমনে গঙ্গার জল-নিকটে উপস্থিত হইয়া উদর পূরণ করিয়া জলপান করিল ; তৎকালে মৃত বৈশ্যের শরীরসম্বন্ধীয় গলিতমাংসকণিকা-মাত্র সেই শৃগালোদরে বর্ত্তমান ছিল ; উদরপ্রবিষ্ট গঙ্গা-জল সেই মাংসকণিকাতে সংলগ্ন হইবামাত্র অসিপত্র-নরকস্থিত সেই ধনাধিপতি বৈশ্য শিবদেহ প্রাপ্ত হইল ; শিবশরীর ধারণ করিয়া নরকের বহির্গত হইবামাত্র শিব-দূত কর্ত্তৃক সংযোজিত দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক শিব-লোকে গমন করিতে লাগিল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়া অসিপত্র নরকের রক্ষিগণ কতগুলি দ্রুত বেগে যমরাজের সভাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া চীৎকার ধ্বনিতে বলিতে লাগিল, হে প্রেতভূপতে! আমি অসিপত্র নরকের প্রধান রক্ষিতা, অদ্য একটী অত্যাশ্চর্য্য দেখিলাম, শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি,—ধনাধিপতি বৈশ্য, যাহাকে সম্প্রতিই অসিপত্র নরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি হঠাৎ শঙ্করশরীরী হইয়া দিব্যরথে ঊর্দ্ধপথে প্রস্থান করিয়াছে। শ্রবণ মাত্রেই যমরাজা একবারে স্থগিত চকিত হইয়া চিন্তা করিতে থাকিলেন ; ধ্যান চিন্তায় অপূর্ব্ব ঘঠনা জানিতে পারিয়া নিজ দূতগণকে বলিলেন, দূতগণ! বনমধ্যে এই ব্যক্তির মৃতদেহ কতকগুলি শৃগালে ভক্ষণ করে, তন্মধ্যে একটী শৃগাল গঙ্গাজল পান করিয়াছিল ; সেই শৃগালপীত ব্রহ্মময় উদকবিন্দু শিবার উদরস্থ মাংসে সংলগ্ন হইবামাত্র ঘোরতর পাপাত্মা এই নারকী সমুদয় পাপপঙ্ক প্রক্ষালণ করিয়া অতি দুর্লভ শিবসাযুজ্য পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহাদেব নারদকে বলিলেন, বৎস নারদ! প্রেতরাজ কর্ত্তৃক দূতগণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া গঙ্গার মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল; সেই নারকীও শিবদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আগমন করিলেই সুরেন্দ্র সকল প্রদক্ষিণ প্রণাম করিতে লাগিলেন; তিনিও সমস্ত স্বর্গ দর্শন করিয়া শিবলোকে সমাগত হইয়া স্থিরানন্দধারার আস্বাদ করিতে থাকিলেন। অতএব নারদ! ভগবতী গঙ্গাদেবী এইপ্রকার মহাপাতকনাশিনী; যে কোনও পাপাত্মা গঙ্গার দর্শন স্পর্শনাদি করিলে জীবিত কালে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিয়া মুমুক্ষুত্ব প্রাপ্ত হয়; মুমুক্ষুত্ব ধর্ম্ম একবার প্রাপ্ত হইলে তৎপরে যদিও জন্ম জন্মান্তর হয়, তাহা হইলেও সে ব্যক্তি আর সংসারে আসক্তচিত্ত হয় না, বৈরাগ্যের ধন যে মোক্ষধন, তাহারই উদ্দেশে নিবিষ্টচিত্ত হয়; মোক্ষধন নাকি নিরতিশয় পবিত্রময়, অতএব মোক্ষধনের অভিলাষ হৃদয়ে উদয় হইলেই হৃদয়ও প্রায় পবিত্রময় হয়; কখন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইলে পরম পিতা পরমেশ্বরকে দেখে যেন উদ্যতদণ্ডকর হইয়া সর্ব্বস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; সৎকর্ম্মের অভিলাষ মনোমধ্যে হইলেই দেখে যেন মনোমধ্যে বিরাজমান অন্তর্যামী পরমপিতা চিবুকধারণে মস্তকাঘ্রাণে মুখচুম্বন করিয়া অভয়-জনক মৃদুহাস্য প্রকাশ করিয়া উৎসাহ দান করিতেছেন। মুক্তি ফলের অভিলাষী ব্যক্তিদের ঐপ্রকার ভাব নিঃসংশয় উদয় হয় বলিয়া কদাচই দুষ্কর্ম্মে একান্ত প্রবৃত্তি জন্মে না এবং সৎকর্ম্মের স্রোতে দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকে; সাধু ভাবে

সর্ব্বজনের অশেষ ক্লেশ নিবারক হয়; সর্ব্বজনের সুখ দুঃখকে স্বকীয় সুখ দুঃখ বলিয়া জ্ঞান করে। গঙ্গার স্মরণ মনন দর্শন স্পর্শনাদি দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া একান্তভাবেই গঙ্গাকে আশ্রয় করে; তাঁহার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হয় যে, এই কলেবর নশ্বর, অবশ্যই একদিন বিনষ্ট হইবে, কোন্ সময়ে কৃতান্ত আসিয়া গ্রাস করিবে তাহার অবধারিত নাই, অতএব যমদূত আসিয়া যতক্ষণ কেশাকর্ষণ না করিতেছে, ইতোমধ্যেই গঙ্গার স্মরণাগত হই।

বেদব্যাস বলিতেছেন, বৎস জৈমিনে! অনায়াসে [illegible] যন্ত্রণা বিমোচনে গঙ্গার কৃপা বৈ আর উপায় নাই। এই বিষয়ে মহাদেব নারদকে বলিয়াছিলেন, হে পুত্রক নারদ! পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতিকে লোকে বন্ধু বলিয়া থাকে; ফলতঃ তাহারা লৌকিক বন্ধু, অবিবেকী পুরুষের সম্বন্ধে তাহারা বন্ধনহেতু মাত্র; দেহ ঘৃণাস্পদ হইলে পুত্রমিত্রাদি সকলেই ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু গঙ্গার শরণাগত হইলে তিনি আর কদাচই ঘৃণা করেন না, অতএব গঙ্গাই পরমবন্ধু, গঙ্গাই ভবমোচনকারিণী; গঙ্গার দর্শন, গঙ্গার স্পর্শন, গঙ্গার নাম-গুণানুকীর্ত্তন এবং ধ্যান, এই সকল দ্বারা গঙ্গা সুখদা এবং মোক্ষদা হন? অতএব গঙ্গাই পরমবন্ধু; মহাঘোরতরযম-যন্ত্রণাভয়ে অভয়দায়িনী গঙ্গাকে যে জন আশ্রয় না করেন, তাঁহাকে আত্মঘাতী বলিয়া জানিবে। গঙ্গাই পরম সুখ, গঙ্গাই পরমধন, গঙ্গাই পরমগতি, গঙ্গাই পরমমুক্তি, এই প্রকার যে জানে তাহার সম্বন্ধে কিছুই দুর্লভ নাই। গঙ্গা যেমন ভগীরথের শঙ্খশব্দের অনুধাবন করিয়াছিলেন,

গঙ্গার নাম স্মরণ করিলেও তেমনি অন্তরীক্ষে অনুধাবন করেন। গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য স্থানে বাস করে; সে করস্থিত মুক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া নরকের পথে পদার্পণ করে। গঙ্গাতীরে ভিক্ষাবৃত্তিতে কালযাপনও শ্রেয়স্কর, অন্যস্থানে পৃথিবীপতিত্বও জঘন্য। গঙ্গাভক্তি-পরায়ণ একজন মনুষ্য যে দেশে বাস করেন, সে দেশও পুণ্যতম দেশ, সেস্থানে দানাদি সৎকার্য্য করিলেও অন্যস্থান অপেক্ষা সহস্রগুণফলাধিক্য হয়। গঙ্গাভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির নিকটে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করিলে সেও অনন্তফলজনক হয়, এবং জপ হোম প্রভৃতি কর্ম্মও অনন্ত-ফলজনক হয়। গঙ্গানাম পরম তপস্যা; যে জন নিত্য নিত্য গঙ্গা নাম স্মরণ করে, তাহার সম্বন্ধে যমভয় দুরীকৃত হয়।

ইতি মহাভাগবত মহাপুরাণে একসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

মহর্ষি নারদ ভক্তিগদ্গদচেতা হইয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দয়াময়! ত্রিলোকপাবনী গঙ্গার নামের যদি এতই ফলদাতৃত্ব আছে, তবে দয়া করিয়া কতকগুলি গঙ্গানাম কীর্ত্তন করুন। এই কথা শুনিয়া মহাদেব বলিলেন, বৎস নারদ! অনন্তরূপিণী গঙ্গার নামও

অনন্ত; তথাপি পবিত্রময় নামসহস্রের মধ্যেও পবিত্রাতিশয় শ্রবণপ্রীতিকর একশত নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

গঙ্গা, ত্রিপথগা, দেবী, শম্ভুমৌলিবিহারিণী, জাহ্নবী, পাপহন্ত্রী চ, মহাপাতকনাশিনী, পতিতোদ্ধারিণী, শ্রোতস্বতী, পরমবেগিনী, বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতা, বিষ্ণুদেহকৃতালয়া, স্বর্গাধিনিলয়া, সাধ্বী, স্বর্ণদী, সুরনিম্নগা, মন্দাকিনী, মহাবেগা, স্বর্ণশৃঙ্গপ্রভেদিনী, দেবপূজ্যতমা, দিব্যা, দিব্যস্থাননিবাসিনী, সুচারুনীররুচিরা, মহাপর্ব্বতভেদিনী, ভাগীরথী, ভগবতী, মহামোক্ষপ্রদায়িনী, সিন্ধুসঙ্গগতা, শুদ্ধা, রসাতলনিবাসিনী, ভোগবতী, মহাভোগা, সুভগা, আনন্দদায়িনী, মহাপাপহরা, পারা, পরমাহ্লাদদায়িনী, পার্ব্বতী, শিবপত্নী চ, শিবশীর্ষকৃতালয়া, শম্ভোর্জটামধ্যগতা, নির্ম্মলা, নির্ম্মলাননা, মহাকলুষহন্ত্রীচ, জহ্নুপুত্রী, জগৎপ্রিয়া, ত্রৈলোক্যপাবনী, পূর্ণা, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী, জগৎপূজ্যতমা, চারুরূপিণী, জগদম্বিকা, লোকানুগ্রহকর্ত্রীচ, সর্ব্বলোকদয়াপরা, যাম্যভীতিহরা, তারা, পরা, সংসারতারিণী, ব্রহ্মাণ্ডভেদিনী, ব্রহ্মকমণ্ডলুকৃতালয়া, সৌভাগ্যদায়িনী, পুংসাংনির্ব্বাণপদদায়িনী, অচিন্ত্যচরিতা, চারুরুচিরা, শিবমনোহরা, মর্ত্তস্থা, মৃত্যুভয়হা, মহামৃত্যুপ্রদায়িনী, পাপাপহারিণী, দূরচারিণী, বীচিধারিণী, কারুণ্যপূর্ণা, করুণাময়ী, দুরিতনাশিনী, গিরিরাজসুতা, গৌরিভগিনী, গিরিশপ্রিয়া, আদ্যা, ত্রিলোকজননী, ত্রৈলোক্যপরিপালিনী, তীর্থশ্রেষ্ঠতমা, সর্ব্বতীর্থময়ী, শুভা, চতুর্ব্বেদময়ী,

সর্ব্বা, পিতৃসংতৃপ্তিদায়িনী, শিবদা, শিবসাযুজ্যদায়িনী, শিববল্লভা, তেজস্বিনী, ত্রিনয়না, ত্রিলোচনা, মনোরমা, সপ্তধারা, শতমুখী, সগরান্বয়তারিণী, মুনিসেব্যা, মুনিসুতা, জহ্নুজানুপ্রভেদিনী, মকরস্থা, সর্ব্বগতা, সর্ব্বাশুভনিবারিণী, সুদৃশ্যা, চক্ষুষা, সুপ্তিদায়িনী, মকরালয়া, সদানন্দময়ী, নিত্যানন্দদা, নগনন্দিনী, সর্ব্বদেবাধিদেবৈশ্চ পরিপূজ্যপদাম্বুজা।

হে মনিশার্দ্দূল! গঙ্গা দেবীর এই যে নাম গুলি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এই নামগুলি অতিশয় প্রশস্ত,—সমস্ত পাপ বিনাশ করে। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া গঙ্গাদেবীর এই নামগুলি পাঠ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপ সকল বিনষ্ট হয়; এবং অতুল সুখসচ্ছন্দ ও আরোগ্যলাভ হয়। যে কোন স্থানে স্নানকালে এই নামশতক পাঠ করিলে, গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়; আর গঙ্গাতে স্নানকালে এই স্তব পাঠ করিলে সহস্র অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। পঞ্চমী তিথিতে যে ব্যক্তি এই শত নাম পাঠ করে, সে অযুতসংখ্যক গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী দিবসে সাগরসঙ্গমে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি এই শত নামস্তব পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ মহেশত্বপদ প্রাপ্ত হন। তীর্থরাজ সমুদ্রের সহিত সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা যে স্থানে সঙ্গতা হইয়াছেন, ততোধিক তীর্থ আর নাই। গঙ্গাতে জ্ঞান পূর্ব্বক দেহত্যাগ করিলে নির্ব্বাণমুক্তিপ্রাপ্তি হয়; বারাণসীতে জলে অথবা স্থলে জ্ঞান পূর্ব্বক দেহত্যাগ

করিলেই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়, কিন্তু গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের সর্ব্বাধিক মহিমা এই যে, জলে অথবা স্থলে কিম্বা অন্তরীক্ষে জ্ঞান পূর্ব্বক কিম্বা অজ্ঞান পূর্ব্বক যে কোন প্রকারে দেহত্যাগ করিলেই অতি দুর্লভ পরম মুক্তি অনায়াসেই লব্ধ হয়। অতএব নারদ! ত্রিলোকবাসি-লোকদিগের সর্ব্বার্থসাধিনী গঙ্গাই শ্রেষ্ঠতমতীর্থ; গঙ্গা অবি-দ্যার বিচ্ছেদকারিণী,—ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী। মৃত্যু যাহাদের কেশে ধারণ করিয়া আছেন, যাহাদিকে অবশ্যই একদিন মরিতে হইবে, তাহারা যদি যমযন্ত্রণা হইতে নিস্তার ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঐ পরমপাবনী গঙ্গার একন্ত শরণাগত হইবে।

মহাদেব নারদকে বলিলেন, হে মুনে! তোমাকে গঙ্গার মাহাত্ম্য, যাহা গুহ্যতম পরম পবিত্র মহাপাপনাশক, তাহাই বলিলাম, ভক্তিযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই আখ্যান পাঠ করে সে ব্যক্তি দেবীর পদবী অব-শ্যই প্রাপ্ত হয়। যে স্থানে এই মাহাত্ম্যপাঠ হয় সে স্থানে গঙ্গা সর্ব্ব তীর্থের সহিত স্বয়ং বাস করেন; সে স্থানে দৈব কর্ম্ম, কি পৈত্র কর্ম্ম, যাহা যাহা করিবে, তাহাই অনন্ত-ফলজনক হইবে। ভূর্জপত্রে লিখিত এই মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি দেহে ধারণ করে, সে ব্যক্তি পূর্ব্বসঞ্চিত পাপপুঞ্জ বিনাশ করে; পুনর্ব্বার পাপকার্য্যের প্রবৃত্তিই জন্মে না। মুমূর্ষু সময়ে যে ব্যক্তি এই পুণ্যতম আখ্যান শ্রবণ করে, সে দেহ বিসর্জ্জনান্তে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। একাদশী দিবসে স্নানের পর তুলসী এবং বিল্বতরু সমীপে যে ব্যক্তি

এই আখ্যান পাঠ করিয়া উপবাসব্রতে কালযাপন করে, সেও পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। পিতৃশ্রাদ্ধ বাসরে বিপ্র-সন্নিধানে যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য পাঠ করে, তাহার পিতৃ-গণ সুচিরকাল তৃপ্তিযুক্ত থাকেন। মহাষ্টমী দিবসে নিশীথ সময়ে এই মাহাত্ম্য পাঠ করিলে দেবীর প্রসাদে অসা-ধারণ সুখ সম্পত্তি লাভ হয়। মহাদেব নারদকে এই সকল কথা বলিয়া পরিশেষে বলিলেন, বৎস নারদ! আর অধিক কি, পাপহর পুণ্যাখ্যান ইহার সদৃশ আর নাই।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস বলিতেছেন, জৈমিনে! শ্রবণ কর, প্রেম-গদগদভাবে নারদ মহাদেবকে বলিলেন, হে জগন্নাথ! আপনকার মুখকমল হইতে ব্রহ্মময়ী গঙ্গার অতুল্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি পবিত্র হইয়াছি, এইক্ষণে মহাতীর্থ কামরূপের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষ হইতেছে, শরণাগত দাসের প্রতি দয়া করিয়া কীর্ত্তন করুন। নারদের বাক্য শুনিয়া মহাদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, নারদ! ব্রহ্ম পদার্থের শ্রবণ মনন কীর্ত্তন ও নিদিধ্যাসন, এই সমস্তই কর্ত্তব্য; ঐ ঐ কার্য্যে জীবন যাপন

করিতে পারিলেই যথার্থতঃ ভোগসুখের সর্ব্বদা সাক্ষাৎকার থাকে। সৎপাত্রের অসংযোগ প্রযুক্তই সর্ব্বক্ষণ গুণ কীর্ত্তনের ঘটনা হয় না; এইক্ষণে তোমাকে শ্রদ্ধাবান্ দেখিতেছি, অতএব মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, যাহা আমার হৃদয়ের ধন শিবত্বপদদায়ক সেই কামতীর্থের মাহাত্ম্য সবিস্তরে কীর্ত্তন করিব; সেস্থানে ব্রহ্মময়ী পরমা প্রকৃতি সাক্ষাৎ বিরাজমানা, এই নিমিত্ত ব্রহ্মাদি দেব এবং সুরেন্দ্র, যোগিনী, নাগ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি যত সক্ষম ব্যক্তি আছে, সকলেই প্রত্যহ সেই কামরূপে উপস্থিত হইয়া একান্তভক্তিভাবে সেই শক্তিরূপিণীর সেবা করেন; কামরূপের তুল্য স্থান আর নাই। যোনিরূপিণী মহামায়া, যিনি সকলের আদিভূতা ব্রহ্মসনাতনী পূর্ণাপ্রকৃতি, লোক হিতার্থে নিজ লীলাক্রমে পৃথিবীতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন; যেস্থানে পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং ইন্দ্র তপস্যা করিয়া বাঞ্ছানুরূপফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; আর মহর্ষি বশিষ্ঠ যেস্থানে পুরশ্চারণক্রিয়া করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ কামরূপের প্রসন্নতাতেই সেই বশিষ্ঠ দেব দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তার ন্যায় ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ঐ কামরূপের প্রন্নতাতেই তাঁহার আজ্ঞা অব্যাহত হইয়া সংসারে প্রচরণ করিতেছে; আর যত সিদ্ধচারণ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিপুলবল বিপুলঐশ্বর্য্যশালী দেখিতেছ, এই সকল ব্যক্তিই কামরূপে নিজ নিজ মন্ত্র জপ করিয়া কৃতার্থ হন,—কেহ কেহ অমরেশ্বরও হইয়াছেন। যোনিরূপা ভগবতী সুসুপ্তা রহিয়াছেন; হে মুনে! যে মনুষ্য তাঁহার দর্শন স্পর্শন এবং পূজা করেন, তিনি দ্বিতীয় সংসারের

ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করেন,—তাঁহার অনুগ্রহে অভীষ্ট-লাভ, ও নিগ্রহে ইষ্টবিনাশ হয়; ত্রিলোকমধ্যে কোন ব্যক্তিই তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হন না, ত্রিলোক-মধ্যে তাঁহার অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই থাকে না। হে নারদ! যে জন যোনিমণ্ডলে গমন করিয়া সেই ত্রিপুরভৈরবীকে প্রণাম স্পর্শন পূজনাদি করে, সেই সার্থকজন্মা; তাহার জননীর গর্ব্ভ ধারণ সফল। সেই তীর্থক্ষেত্রের স্পর্শমাত্রে ব্রহ্মহা পাপীও পরিমুক্ত হয় হে বৎস! কামাখ্যা দেবীর দর্শন অতিদুর্লভ; সেই হেতুক যে তাঁহাকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদাই পরিপূজ্য হয়। সহস্র সহস্র জন্মে সঞ্চিত যে পাপ, তাহাও ক্ষণমাত্রে ভস্মসাৎ হয়। এই মাহাত্ম্য সকল অতিশয় গোপনীয়, অভক্তনিকটে কদাচই প্রকাশ করিবে না; এতৎ সদৃশ তীর্থ পৃথিবীতলে আর নাই। সেই দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গপাত দ্বারা পুণ্যতম অনেক তীর্থ হইয়াছে, কিন্তু সেই সকলের অপেক্ষা যোনিপীঠ শ্রেষ্ঠ। জগতের যাবদীয় স্ত্রীতেই সেই জগদম্বিকা যোনিরূপে বাস করেন। সেই যোনি যে স্থানে ভূমিগত হইয়াছে, সেস্থানে সাক্ষাৎ সতীই বিরাজমানা আছেন; সেই হেতুক ইহার সদৃশস্থান মর্ত্ত্য লোকে আর নাই। যে শম্ভু স্বকীয় বারাণসীক্ষেত্রে দেহ-ত্যাগিগণকে নির্ব্বাণ পদ প্রদান করেন; যে শম্ভু ত্রিলোক-জনের আরাধ্য; সেই শম্ভুও স্বকীয় মুক্তি ইচ্ছা করিয়া যে স্থানে প্রত্যহ সমাগত হইয়া মহেশ্বরীর উপাসনা করেন, আর কোনস্থান তাহার অধিক হইতে পারে? কামাখ্যা দেবীকে যে প্রদক্ষিণ করে, তাহার অশেষ লোকত্রয় প্রদক্ষিণ

করা হয়; যে ব্যক্তি কামাখ্যা দেবীর নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বদা পূজ্যতা লাভ করিয়া ধরা-মণ্ডলে ভৈরবতুল্য হইয়া বিচরণ করে; কোন স্থানেই তাহার ভয় থাকে না; ভয়জনক হিংস্রকগণ তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়া পলায়ন করে। দেবীর প্রসাদাদি যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক দত্ত হইলেও প্রাপ্তিমাত্রে ভোজন করিবে। উত্তমবর্ণ যদ্যপি হীনবর্ণ হইতেও প্রসাদ প্রাপ্ত হয়, তাহাতেও মনো-মধ্যে কোন দ্বৈধ না করিয়া দেবীকে প্রণাম করত ভক্ষণ করিবে এবং কিয়দংশ মস্তকে ধারণ করিবে; সেই প্রসাদ-ধারণের ফলে কৈবল্যপদ লাভ করিবে। পিতৃলোকের তৃপ্তি ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি সেই মহাতীর্থে শ্রাদ্ধ করে, সে একবার শ্রাদ্ধ করিয়া সহস্রবার গয়াশ্রাদ্ধ করার ফল প্রাপ্ত হয়। কামাখ্যাসমীপস্থিত লোহিত্যের জলে স্নান করিয়া সংযত ভাবে যে সাধকোত্তম পুরশ্চরণক্রিয়া করে, সে নিশ্চয়ই মন্ত্রের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া সিদ্ধমন্ত্রী হয়;—তাহার আজ্ঞা অব্যাহতা হয়। কামাখ্যাতীর্থে পুরশ্চরণ করিতে কালাকাল বিচার করিলে নারকী হইবে; যৎকালে সমর্থ হইবে, তৎ-কালেই করিবে। কামাখ্যাতীর্থে যে ব্যক্তি শক্তিমন্ত্রে পুর-শ্চরণ সম্পন্ন করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে সুরত্ব, কি সুর-রাজত্ব অথবা ব্রহ্মত্ব শিবত্ব কি বিষ্ণুত্ব, সমস্তই অতি সুলভ। যমদগ্নির পুত্র পরশুরাম কামাখ্যা তীর্থে পুরশ্চরণ করিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতিপাপাত্মা দুরা-চারও যদি কামাখ্যায় শক্তি মন্ত্রে পুরশ্চরণ করিতে পারে, সেও যাবজ্জীবন অভীষ্ট লাভ করিয়া অন্তে মোক্ষপদ

প্রাপ্ত হয়। কামাখ্যা পরম তীর্থ, কামাখ্যা পরম তপস্যা, কামাখ্যা পরম ধর্ম্ম, কামাখ্যা পরম গতি, কামাখ্যা পরম ধন, কামাখ্যা পরম পদ, ইহা নিশ্চয় জানিলে পুনর্ব্বার গর্ব্ভযন্ত্রণাভোগ করে না; মনে করিলেও সংসার সম্ভবে না। যে জন জন্মজন্মান্তরে সহস্র সহস্র পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারই কামাখ্যাদর্শন লাভ হয়, অন্য ব্যক্তির হয় না।

ইতি মহাভাগবত মহাপুরাণে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দয়াময়! আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে সকল কথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি; এক্ষণে কামাখ্যাক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কে, তাহা বিশেষ করিয়া বর্ণন করুন। তখন মহাদেব বলিলেন, বৎস! তবে শ্রবণ কর,—সাধকগণের পূজাহোমাদির ফল প্রদান প্রত্যক্ষরূপে করিতে হইবে বলিয়া দশ মহাবিদ্যাই কামাখ্যা ক্ষেত্রে বিরাজমানা আছেন; বিভু আদ্যাসনাতনী কালিকাই এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; সর্ব্ববিদ্যাত্মিকা সেই কালিকার উভয় পার্শ্বে তারাপ্রভৃতি নব বিদ্যা স্বীয়

স্বীয় সিংহাসনে সমধিরূঢ়া আছেন। বিদ্যাগণ সকলেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ব্রহ্মরূপা, জ্যোতির্ম্ময়ী; অতএব তপঃসিদ্ধি বিশেষরূপে না ঘটিলে কেহই এই বিদ্যাসগুলী দর্শন করিতে পারে না; তবে স্থানমাহাত্ম্যের বশীভূত হইয়া বিদ্যাগণ সেই স্থানস্থিত সাধকদিগের সামান্য সাধনেও যথেষ্ট অনুরাগিনী হইয়া সেই সাধকের সাধন কার্য্যের দিনদিন যাহাতে উন্নতি হয়, এই প্রকার মতি গতি প্রদান করেন। ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া সর্ব্বাগ্রেই কালিকা দেবীর পূজা করিবে; তদনন্তর ইষ্ট মন্ত্রের জপ আরম্ভ করিবে; এই প্রকার করিলে সে সাধক অবশ্যই সিদ্ধমন্ত্রী হইবে। জপের অন্তে সেই কামাখ্যা দেবীর ধ্যান করিবে।

ধ্যানং যথা;—রক্তবস্ত্রপরীধানাং ঘোরনেত্রত্রয়োজ্বলাং। চতুর্ভুজাং ভীমদংষ্ট্রাং যুগান্তজলদদ্যুতিং। মণিসিংহাসনন্যস্তপ্রেতবক্ষঃস্থিতাং শুভাং। ললজ্জিহ্বাং মহাঘোরাং কিরীটকনকোজ্বলাং॥ অনর্ঘ্যমণিমাণিক্যঘটিতৈর্ভূষণোত্তমৈঃ। অলঙ্কৃতাং জগদ্ধাত্রীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং।

অর্থ।

জগন্মণ্ডলে যাবদীয় রক্তবর্ণ দেখা যায়, এই বর্ণ সকল যাহার নিকটে ঈষৎ রক্ত বলিয়া বোধ হয়, ঈদৃশ ঘোরতররক্তবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন; উজ্জ্বল বিশাল নেত্রত্রয়ে বিভূষিতা চতুর্ব্বাহুযুক্তা; ভীষণদর্শনা; যুগান্তকালীন জলধরের ন্যায় কালিমদ্যুতিঃ; মণিময়সিংহাসনস্থিত শববক্ষঃস্থিতা; অতিশয়শুভরূপিণী; লম্বমানজিহ্বা; মহাঘোরাকৃতি; কিরীটকনকোজ্বলা; মহামূল্যমণিমাণিক্যঘটিত ভূষণে

বিভূষিতা; জগদ্ধারণকর্ত্রী; সৃষ্টি—স্থিতি—প্রলয়—কারিণী। এবম্বিধরূপা কামাখ্যাদেবীকে চিন্তা করিয়া তাঁহায় বামভাগে ভুবনেশ্বরীকে, অগ্রভাগে ষোড়শীকে, নৈঋতভাগে ভৈরবীকে, বায়ুভাগে ছিন্নমস্তাকে, পৃষ্ঠভাগে বগলামুখীকে, ঈশানভাগে সুন্দরী বিদ্যাকে, উর্দ্ধভাগে মাতঙ্গীকে, দক্ষিণ ভাগে ধূমাবতীকে, অধোভাগে ভস্মবিভূষিত রুদ্রকে চিন্তা করিবে। বিদ্যামণ্ডলীর কিঞ্চিৎদূরে স্বীয় স্বীয় শক্তিযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবপ্রধানগণকে চিন্তা করিবে। যাহার যাদৃশ বিভব, তদনুসারে মনোগতভক্তিসহকারে উক্তপ্রকার পীঠমণ্ডলীর মধ্যগতা পরীবারান্বিতা দেবীকে পূজা করিবে।

মহাদেব নারদকে সজল নয়নে প্রেমগদ্গদভাবে বলিতে লাগিলেন, হে বৎস! যে সাধক ঈদৃশভাবে জপ পূজার আশঙ্কা করে, তাহার আর জন্মান্তর হয় না। পরমপীঠেশ্বরী কামাখ্যাদেবীকে যে ভক্তিভাবে বিল্বপত্র প্রদান করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শঙ্করতুল্য হয়; ত্রিপত্রাত্মক বিল্বপত্রকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাত্মক জানিবে; সমস্ত জগৎসংসার ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবময়; অতএব ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবরূপ বিল্বপত্র যে ব্যক্তি পূর্ণব্রহ্মময়ীকে দান করে, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ জগতের দানজন্য ফল প্রাপ্ত হয়; পূর্ণকাম হইয়া ভূপৃষ্ঠে নরোত্তমবৎ বিহার করে; তাহার জন্ম কর্ম্মও সম্পূর্ণ হইয়া যায়; আর জন্মান্তর হয় না। তত্রস্থিতভস্মাচলময় শম্ভুকে যে ব্যক্তি ভস্মালিপ্তগাত্র হইয়া বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করে, সেও ইহলোকে মনোগত ভোগ

সকল উপভোগ করিয়া অন্তে পরম মোক্ষধাম প্রাপ্ত হয়। রুদ্রাক্ষবীজ সকলেই ধারণ করিবে; বিশেষতঃ শৈব এবং শাক্তের আবশ্যক ধারণীয়; রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে সে সমস্তই মহাপুণ্যজনক হইবে। এই কামাখ্যাক্ষেত্রে রুদ্রাক্ষধারী হইয়া যে সংহারকারকরুদ্রের অর্চনা করে, সে রুদ্রত্বপদ প্রাপ্ত হয়। অমাবস্যাতে অথবা চতুর্দ্দশীতে কি অষ্টমীতে অথবা ত্র্যহস্পর্শে কিম্বা রজনীযোগে যে নির্ভয় হৃদয়ে প্রযতাত্মা হইয়া ভৈরবীমন্ত্র জপ করে, তাহার অগ্রে সেই রজনীতেই ভৈরবীদেবী সাক্ষাৎকৃতা হন। এই আশুসিদ্ধিজনক কর্ম্মে প্রাণদণ্ডের সম্ভাবনা; অতএব জপের অগ্রে আত্মরক্ষা এবং মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত দেবীর কবচ পাঠ করিবে; কবচের নামই রক্ষা; যে ব্যক্তি অবহিতচেতা হইয়া ঐ রক্ষা পাঠ করে, সে নির্ভয় ভাবে সুরক্ষিত হয়।

এই কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন, হে দেবদেব! মহা-ভয়নিবারক কামাখ্যাদেবীর সে কবচ কি, সম্প্রতি তাহাই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তখন মহাদেব বলিতে লাগিলেন, বৎস! তবে শ্রবণ কর।

অথ কবচং। মহাদেব উবাচ,—শৃনুস্ব পরমং গুহ্যং মহা-ভয়নিবর্ত্তকং কামাখ্যায়াঃ মুনিশ্রেষ্ঠ কবচং সর্ব্বমঙ্গলং॥ যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগিনীডাকিনীগণাঃ রাক্ষসা বিঘ্ন-কারিণ্যোযাশ্চান্যা জপবারিণঃ ক্ষুৎপিপাসা তথা নিদ্রা তথান্যে যেচ বিঘ্নদা দূরাদপি পলায়ন্তে কবচস্য প্রসাদতঃ॥ নির্ভয়োজায়তে মর্ত্ত্যস্তেজস্বী ভৈরবোপমঃ সমাসক্তমনাঃ

শ্চাস্মিন্ জপহোমাদিকর্ম্মসু ভবেচ্চ মন্ত্রতন্ত্রানাং নির্ব্বিঘ্নেন চসিদ্ধিদা॥ প্রাচ্যাং রক্ষতু মে তারা কামরূপনিবাসিনী আগ্নেয্যাং ষোড়শী পাতু যাম্যাং ধূমাবতী স্বয়ং। নৈঋত্যাং ভৈরবী পাতু বারুণ্যাং ভুবনেশ্বরী বায়ব্যাং শততং পাতু ছিন্নমস্তা মহেশ্বরী। কৌবেয্যাং পাতু মে দেবী বিদ্যাশ্রীবগলামুখী। ঐশান্যাং পাতু মে নিত্যং মহাত্রিপুরসুন্দরী। ঊর্দ্ধংরক্ষতু মে বিদ্যা মাতঙ্গী পীঠবাসিনী সর্ব্বতঃ পাতু মাং নিত্যং কামাখ্যা কালিকা স্বয়ং ব্রহ্মরূপমহাবিদ্যা সর্ব্ববিদ্যাময়ী স্বয়ং। শীর্ষং রক্ষতু মে দুর্গা ভালং শ্রীভবগেহিনী ত্রিপুরা ভ্রূযুগে পাতু সর্ব্বাণী পাতু নাসিকাং। চক্ষুষী চণ্ডিকা পাতু শ্রোত্রে নীলসরস্বতী মুখং সৌম্যমুখী পাতু গ্রীবাং রক্ষতু পার্ব্বতী। জিহ্বাং রক্ষতু মে দেবী জিহ্বাললনভীষণা বাগ্দেবী বচনং পাতু বক্ষঃ পাতু মহেশ্বরী। বাহূ মহাভুজা পাতু করাঙ্গুল্যঃ সুরেশ্বরী পৃষ্ঠতঃ পাতু ভীমাস্যা কট্যাং দেবী দিগম্বরী। উদরং পাতু মে নিত্যং মহাবিদ্যা মহোদরী উগ্রতারা মহাবিদ্যা দেবী জঙ্ঘোরূ রক্ষতু। গুদে লিঙ্গে চ মেঢ্রে চ নাভৌ চ সুরসুন্দরী পাদাঙ্গুল্যঃ সদা পাতু ভবানী ত্রিদশেশ্বরী। রক্তমাংসাস্থিমজ্জাদীন্ পাতু দেবী শবাসনা মহাভয়েষু ঘোরেষু মহাভয়নিবারিণী। পাতু দেবী মহামায়া কামাখ্যা পীঠবাসিনী ভস্মাচলগতদিব্যসিংহাসনকৃতাশ্রয়া। পাতু শ্রীকালিকাদেবী সর্ব্বোৎপাতেষু সর্ব্বদা। রক্ষাহীনন্তু যৎস্থানং কবচেনাভিবর্জ্জিতং তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা পাতু সর্ব্বরক্ষণকারিণী। ইদন্তু পরমং গুহ্যং কবচং মুনিসত্তম কামাখ্যয়াময়োক্তন্তে সর্ব্বরক্ষাকরং মহৎ অনেন কৃত্বা রক্ষান্তু নির্ভয়ঃ সা

ধকো ভবেৎ। নতং স্পৃশেৎ ভয়ং ঘোরং মন্ত্রসিদ্ধিবিরো-ধকং। ইদং যো ধারয়েৎ কণ্ঠে বাহৌচ কবচং মহৎ অব্যা-হতাজ্ঞঃ স ভবেৎ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মঙ্গলঞ্চ দিনেদিনে। যঃ পঠেৎ প্রযতো ভূত্বা কবচঞ্চেদমদ্-ভুতং স দেব্যাঃ পদবীং যাতি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ—

অর্থ—মহাদেব নারদকে বলিতেছেন বৎস! পরমগোপ-নীয় কামাখ্যাদেবীর কবচ শ্রবণ কর; এই কবচ সমুদায় মঙ্গলের মূল কারণ; মহাভয়নিবারক; মন্ত্রজপকারীর বিঘ্ন-কর যে যোগিনীগণ ডাকিনীগণ রাক্ষসগণ অথবা ক্ষুধাতৃষ্ণা নিদ্রা; আরও যে সকল জপের বিঘ্নকারী আছে, তাহারা যাহার স্মরণমাত্রে দূরদেশে পলায়ন করে। কবচের স্মরণকর্ত্তা ভৈরবতুল্য নির্ভয় এবং তেজস্বী হয়; জপহোমাদি যে কর্ম্ম করিবেন, তাহাতেই সমাসক্তচেতা হইবেন; জপ্যমন্ত্রের নির্ব্বি-ঘ্নেই সিদ্ধি হয়। কামরূপবাসিনী তারা আমার পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, ষোড়শী অগ্নি কোণে রক্ষা করুন, দক্ষিণদিকে স্বয়ং ধূমাবতী রক্ষা করুন, নৈঋত কোণে ভৈরবী রক্ষা করুন, পশ্চিম দিকে ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন, মহেশ্বরী ছিন্নমস্তা আমার বায়ু-কোণে সর্ব্বদা রক্ষা করুন, বগলামুখী বিদ্যা আমার উত্তর দিকে রক্ষা করুন, মহাত্রিপুরসুন্দরী আমার ঈশানকোণে রক্ষা করুন; পীঠবাশিনী মাতঙ্গী বিদ্যা আমার ঊর্দ্ধদিকে রক্ষা করুন, কালীকারূপিণী কামাখ্যারূপিণী দেবী আমাকে সর্ব্বদিগ্‌বিভাগে রক্ষা করুন, যিনি ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা, যিনি সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী, যিনি দুর্গাদেবী তিনি আমার শীর্ষদেশ রক্ষা করুন, ভাল দেশ আমার ভবগেহিনী রক্ষা করুন, ত্রিপুরা

সুন্দরী আমার ভ্রূযুগে রক্ষা করুন, সর্ব্বাণী আমার নাসিকা রক্ষা করুন, চণ্ডিকা আমার চক্ষুর্দ্বয় রক্ষা করুন, শ্রোত্রদ্বয় নীলসরস্বতী রক্ষা করুন, সৌম্যমুখী আমার মুখমণ্ডল রক্ষা করুন, পার্ব্বতী আমার গ্রীবা রক্ষা করুন, যিনি জিহ্বা-চালন দ্বারা ভীষণা হন তিনি জিহ্বা রক্ষা করুন, বাগ্দেবী আমার বাক্য রক্ষা করুন, মহেশ্বরী আমার বক্ষঃপ্রদেশ রক্ষা করুন, মহাভুজা আমার বাহুদ্বয় রক্ষা করুন, সুরেশ্বরী আমার করাঙ্গুলি রক্ষা করুন, ভীমমুখী আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, দিগম্বরী দেবী আমার কটিদেশ রক্ষা করুন, মহোদরী মহাবিদ্যা আমার উদর রক্ষা করুন, উগ্রতারা মহাবিদ্যা আমার জঙ্ঘা এবং ঊরুদেশ রক্ষা করুন, সুর-সুন্দরী আমার পায়ু, লিঙ্গ, মেঢ্র এবং নাভিদেশ রক্ষা করুন, ত্রিদশেশ্বরী ভবানী আমার পদাঙ্গুলি সকল রক্ষা করুন, রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা এই সকল শবাসনা দেবী রক্ষা করুন, মহাভয়নিবারিণী পীঠবাসিনী সেই মহামায়া দেবী আমাকে ঘোরতর মহাভয়ে রক্ষা করুন, ভস্মাচলগতদিব্য-সিংহাসনস্থিতা শ্রীকালিকা দেবী আমাকে সর্ব্বদা সর্ব্বোৎ-পাতে রক্ষা করুন, রক্ষাহীন যে সকল স্থান কবচে বর্জ্জিত হইল সেই সকল স্থানকেও সর্ব্বদা রক্ষা করুন। যিনি রক্ষাকারিণী, হে মুনি সত্তম! সেই কামাখ্যাদেবীর পরম গুহ্য কবচ এই যাহা আমি তোমার নিকটে বলিলাম, যাব-দীয় রক্ষাকরের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠতম রক্ষাকর। এই কবচ দ্বারা রক্ষা বিধান করিলে সে সাধক নির্ভয় হয়; মন্ত্রসিদ্ধির বিরোধক যাবদীয় ঘোরতর ভয় আছে, সে সকল ইহাকে

স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না। হে মহামতে! জপ্য মন্ত্রের নির্ব্বিঘ্নেই সিদ্ধি হয়। এই কবচ কণ্ঠে অথবা বাহুতে যে জন ধারণ করে সে জন সর্ব্ববিদ্যাতে বিশারদ হয় এবং তাহার আজ্ঞা অব্যাহতা হয়; কবচ ধারণ করিয়া যে স্থানে গমন করে, সেই স্থানেই সুখ লাভ করে, দিনে দিনে মঙ্গলের সমুন্নতি হয়। যে ব্যক্তি প্রযতমনা হইয়া এই অদ্ভুত কবচ পাঠ করেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তিনি দেবীর পদবী প্রাপ্ত হন।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাদেব বলিতেছেন, বৎস নারদ! শ্রবণ কর। বৈশাখ মাসের তৃতীয়া তিথিতে যে ব্যক্তি সেই পীঠস্থানে চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিয়া নিজ মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার কোটিগুণ মহাপুণ্য জন্মে এবং চরমে পরম ধাম প্রাপ্ত হন। শিবরাত্রি চতুর্দ্দশীতে প্রযতচেতা হইয়া সর্ব্বতীর্থময় সেই পুণ্যক্ষেত্রে উপবাস করিয়া যে নর প্রহরে প্রহরে ক্ষেত্রস্থ আমাকে পূজা করে, সে শতঅশ্বমেধজন্য মহা-পুণ্য প্রাপ্ত হয়; ঐ চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাতীর্থ কাশীতে স্নানদান এবং শিবার্চ্চনজন্য যে অসীম পুণ্যরাশি জন্মে; কুরুক্ষেত্র স্থানে সহস্র সহস্র, কোটি কোটি গো-দান করিলে যে পুণ্যরাশি জন্মে; কামাখ্যাতীর্থে ঐ তিথিবিশেষে শিবপূজা করিলে তদপেক্ষা অধিক ফল হয়। হে মুনে!

সেই স্থানে ঐ চতুর্দ্দশীতে যে ব্যক্তি একসংখ্যক বিল্বপত্রও আমাকে প্রদান করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই পরমামুক্তি প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। স্বর্ণময় সহস্র সহস্র পুষ্প, কি পুঞ্জ পুঞ্জ মণি মাণিক্য, কি আরও যে সকল মহামূল্য প্রীতিকর বস্তু, তাহাতে আমার যাদৃশ প্রীতি জন্মে, একটি বিল্বপত্র দানে ততোধিক প্রীতি জন্মে। যে ব্যক্তি বিল্বমূলে ত্রিলোকের কল্যাণকর শঙ্করের পূজা করে, সে ব্যক্তি সুররাজত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সেই পদ হইতে কদাচই বিচ্যুত হয় না। বিল্বমূলে যে তীর্থ বাস করে, সে অতিশয় পরমতীর্থ, অতএব সে স্থানে শম্ভুর পূজা করিলে মহাপাতকবিনাশ হয়। লোকের হিতসাধনের নিমিত্ত স্বয়ং রুদ্রই বিল্ববৃক্ষরূপ হইয়াছেন; সর্ব্বলোকেশ্বর ঈশ্বর শম্ভু স্থাবর মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এই নিমিত্ত বিল্বমূল পুণ্যতম স্থান, মহাপাতকনাশক মহাতীর্থোত্তম। গঙ্গা, কাশী, গয়া, তীর্থ, প্রয়াগ, কুরুক্ষেত্র, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, এই সকল তীর্থ সর্ব্বদাই বিল্বমূলে নিহিত আছে। অতএব সেই বিল্বমূলে দেবোদ্দেশে কি পিতৃলোকের উদ্দেশে যে যে কর্ম্ম করিবে তাহাই অনন্তফলজনক হইবে। সেই পবিত্রাতিশয় বিল্বতরুমূলে যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করে, সে ব্রহ্মাদির দুর্লভ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। বৎস নারদ! বিল্ববৃক্ষ যে হেতু এইপ্রকার পুণ্যময় পরাৎপর বস্তু, সেই হেতু তাহারপত্র শম্ভুর সাতিশয় প্রীতিকর—অতএব সেই বিল্বপত্র দ্বারা মহেশানের পূজা করিলে সুতরাং ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। বিল্বপত্র দ্বারা দেব-

দেবীর পূজা যে কোন স্থানেই প্রীতিজনক; কামাখ্যা পীঠস্থানে সেই বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলে শত সহস্র গুণ ফলাধিক্য হয়। বৎস নারদ! তোমাকে অন্য কথা আর কি বলিব, কামাখ্যা তীর্থ হইতে মহাপুণ্যকর তীর্থ আর ধরণী-মণ্ডলে নাই। যে ভক্ত চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে, সর্ব্বতীর্থময় যে লৌহিত্য নদ; তাহাতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া সেই জল দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করেন সেই ভক্ত অবশ্যই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন। সর্ব্বদেবময়ী সর্ব্ব-দেবের সুদুর্লভা যোনিপীঠরূপিণী পূর্ণাপ্রকৃতি যে স্থানে বিহরমানা, সেই সর্ব্বতীর্থময় সর্ব্বতীর্থোত্তম কামাখ্যাতীর্থ; এবং পুণ্যতমা তিথি চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে সর্ব্বতীর্থময় লৌহিত্যজল; বহু পুণ্যবলে যে পূজকের সম্বন্ধে এই সক-লের সহযোগ হয়, সেই পূজক কদাচই পুনর্ব্বার জন্মযন্ত্র-ণার অধিকারী হন না। উক্ত তিথিতে লৌহিত্যজল দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পিতৃগণ নিরাময় ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হন। অন্যান্য তপস্যা দান প্রভৃতি যাবদীয় কর্ম্ম সকলই ঐ তিথিতে লৌহিত্যজলসম্পর্কে অনন্তফল-জনক হয়। পূজ্যতমের মধ্যে যেমত ভবগেহিনী, পবিত্র-মধ্যে যেমন তুলসী এবং বিল্বপত্র, ও মায়াবীর মধ্যে যেমন পুরুষোত্তম গদাধর, পুণ্যতীর্থের মধ্যে তেমন যোনিপীঠ তীর্থ পবিত্রাতিশয়। এই তীর্থরাজ কামাখ্যার মাহাত্ম্য যে ব্যক্তি শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়। এই শ্রেষ্ঠ তীর্থে সনাতনীকে পূজা করিয়া যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করেন,

তিনি অন্তে দেবীর পদবী প্রাপ্ত হন। বৎস নারদ! এই তো তোমার নিকট তীর্থরাজ্ঞী কামাখ্যার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এইক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর।

ইতি মহাভাগবতে মহাপুরাণে কামাখ্যামাহাত্ম্যবর্ণন নামক পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়।

নারদ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে পরমেশ্বর! আপনকার মুখপঙ্কজ হইতে তীর্থরাজ্ঞী কামাখ্যার মাহাত্ম্য এবং বিল্বপত্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে তুলসীমাহাত্ম্য এবং পরমাদ্ভুত রুদ্রাক্ষরূপী শিবের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। পূজারও মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বলুন। তখন মহাদেব বলিলেন, মহামতে নারদ! তুলসীর সংক্ষিপ্ত মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, মর্ত্ত্য জন যাহা শ্রবণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া মুক্তির পথে পাদার্পণ করে। পুরুষোত্তম বিষ্ণুই তুলসীবৃক্ষরূপী, অতএব ঐ তুলসী বৃক্ষই সর্ব্বলোকের পবিত্রকারক এবং বিশ্বসংসারের আত্মা; বিশ্বসংসারের পালয়িতা। দর্শনে স্পর্শনে এবং নামসংকীর্ত্তনে ও চরণামৃতপানে তুলসী পাপনাশ করেন। প্রাতঃসময়ে সুস্নাত হইয়া যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষ দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বতীর্থ

দর্শনের ফল প্রাপ্ত হন। শ্রীক্ষেত্রে পুরুষোত্তমদর্শনে যাদৃশ পুণ্য জন্মে, প্রাতস্নানের পর তুলসীবৃক্ষদর্শনেও তাদৃশ পুণ্য জন্মে। সেই দিন অত্যন্ত শুভদিন, যে দিন প্রাতঃকালে তুলসীবৃক্ষের দর্শন লাভ হয়। তুলসীবৃক্ষের দর্শনমাত্রেই তদ্দিনে সম্ভাব্যমান বিপত্তির কারণসকল প্রধ্বস্ত হইয়া যায়। প্রাতস্নানের পর তুলসীবৃক্ষমূলে কিয়ৎকাল জল দান করিলে জন্মান্তরকৃত অতিগর্হিত পাপও বিনষ্ট হইয়া যায়; অশুচি ব্যক্তিও উহার স্পর্শনে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া দৈব পৈত্র যাবদীয় কর্ম্মেই অধিকারী হয়। তুলসী-স্পর্শনই বিধিপূর্ব্বক স্নান; তুলসীস্পর্শনই কঠোরতর তপস্যা; তুলসীস্পর্শনই ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রত; তুলসী-স্পর্শনই পরম পুরুষার্থ মুক্তি। হে মুনিসত্তম! যে ব্যক্তি তুলসীকে প্রদক্ষিণ করে, সে ব্যক্তির সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করা হয়। যে ব্যক্তি তুলসীকে প্রণাম করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর সাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হয়; পুনর্ব্বার আর ক্ষিতিতলে জন্মযন্ত্রণায় লীন হয় না। হে মুনে! যে স্থানে তুলসী-কানন, বিষ্ণু, লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর সহিত সর্ব্বদাই সেই স্থানে বাস করেন; যে স্থানে বিষ্ণুর বাস হয়, সে স্থানে আমিও রুদ্রাণীর সহিত বাস করি; ব্রহ্মাও সাবিত্রীর সহিত বাস করেন; সেই স্থান পরম পবিত্রস্থান; যে ব্যক্তি দেবতা-দিগের দুর্লভ সেই স্থানের সেবা করে, সে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে; স্নান করিয়া যে ব্যক্তি সেই পাপনাশক তুলসী-কানন মার্জনা করে, সেও পাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি তুলসীতলমৃত্তিকা দ্বারা কপালে,

কণ্ঠদেশে, কর্ণে: কবচদ্বয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদ্বয়ে, ও নাভিদেশে তিলক রচনা করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই পুণ্যাত্মাকে বৈষ্ণবোত্তম জানিবে। তুলসীপুষ্পসমূহ দ্বারা যে জন জনার্দ্দনের পূজা করেন, তিনিও সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিত বৈষ্ণবোত্তম। যে ব্যক্তি বৈশাখমাসে কি কার্ত্তিকমাসে কি মাঘমাসে পরমাত্মা বিষ্ণুকে তুলসীপত্র দান করেন, তাঁহার পুণ্য বহুগুণ জানিবে! অযুতসংখ্যক গোদানের যে ফল, শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, তাদৃশ দুর্লভ ফল ঐ কএক মাস মধ্যে তুলসীদান দ্বারা হয়। তুলসীকানন মধ্যে তুলসীপত্র দ্বারা, ও তুলসীপুষ্প দ্বারা যে জন জগৎস্বামী বিষ্ণুর পূজা করে, সে মহাক্ষেত্র মধ্যে নিষ্পন্ন পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তুলসীবিহীন কোন কর্ম্মই করিবেন না; যদি করেন তবে সে কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল কদাচই প্রাপ্ত হইবেন না। বিহিত কাল পরিত্যাগ করিয়া অন্যকালে সন্ধ্যা করা যেমন নিস্ফল-তুল্য হয়, তুলসীবিহীন সন্ধ্যাও তেমনি নিস্ফলতুল্য হয়। যিনি তুলসীকাননমধ্যে ইষ্টকময় অথবা মৃন্ময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বিষ্ণুদেবকে সুস্থাপিত করত নিয়ত সেবা করেন, তিনি বিষ্ণুর সমতা প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর সহচর হন। যে ব্যক্তি তুলসীবৃক্ষকে বিষ্ণুর মূর্ত্তিবিশেষ জ্ঞান করত বক্ষ্যমান মন্ত্রপাঠ করিয়া ত্রিধা প্রণাম করে, সে ব্যক্তিও বিষ্ণুর সালোক্য প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রঃ। নমস্তে দেব দেবেশ সুরাসুরজগদ্‌গুরো।
ত্রাহিমাং ঘোরসংসারাৎ নমস্তেঽস্তু সদা মম।

হে দেবদেবের ঈশ্বর! তোমাকে নমস্কার করি— হে

সুরাসুর জগতের গুরো তুমি আমাকে ঘোরতর সংসার হইতে পরিত্রাণ কর ; তোমার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমার নমস্কার থাকুক।

যে ব্যক্তি তুলসীকে পরিত্রাণকারিণী নিশ্চয় করিয়া তিন বার অথবা সপ্ত বার প্রদক্ষিণান্তে বক্ষ্যমান মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিয়া প্রণাম করে, সে ব্যক্তি ঘোর শঙ্কট হইতে বিমুক্ত হয়।

মন্ত্রঃ। ত্রৈলোক্যনিস্তারপরায়ণে শিবে যথৈব গঙ্গা সরিতাম্বরা স্বয়ং। তথৈব লোকত্রয়পাবনার্থং দ্রুমেষু সাক্ষাৎ তুলসীস্বরূপিণী॥

অর্থ,—হে শিবে হে তুলসি তুমি ত্রিলোকস্থ জনের নিস্তারপরায়ণা ; সরিৎপ্রধানা গঙ্গা যে প্রকার ত্রিলোকের নিস্তারকারিণী, হে তুলসি হে জননি তুমিও সেই প্রকার ত্রিলোককে পবিত্র করিবার নিমিত্ত বৃক্ষের মধ্যে সাক্ষাৎ-তুলসীরূপিণী হইয়াছ।

দ্বিতীয় মন্ত্র। ত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রমুখৈঃ সুরোত্তমৈঃ পুরার্চ্চিতা বিশ্বপবিত্রহেতবে। যতো ধরণ্যাং জগদেকবন্দ্যে নমামি ভক্ত্যা তুলসি প্রসীদ॥

অর্থ। হে তুলসি তুমি জগতের বন্দনীয়প্রধানা ; বিশ্বসংসারকে পবিত্র করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব কালে ব্রহ্মবিষ্ণুপ্রভৃতি সুরেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হইয়া ধরণীতলে অবতীর্ণা হইয়াছ ; অতএব ভক্তিসহযোগে তোমাকে প্রণাম করি, তুমি প্রসন্ন হও।

হে মুনিসত্তম! এইপ্রকার মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যহ

যে ব্যক্তি তুলসীতলে জলদান এবং প্রণাম করে, সে ব্যক্তি যে কোন স্থানেই থাকুক তুলসী দেবী তাহার সকল প্রয়োজনই সুসম্পন্ন করিয়াছেন। এই তুলসী সর্ব্বদেবের প্রীতি-বিবর্দ্ধন করেন; এবং যে স্থানে তুলসীকানন, সেই স্থানেই সর্ব্বদেবেরও অধিষ্ঠান হয়; পিতৃগণও পরম প্রীতির সহিত বাস করেন। অতএব দেবতাগণ এবং পিতৃগণের অর্চ্চনাতে অবশ্যই তুলসীপত্র প্রদান করিবে, অন্যথা সেই কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীন ফল কদাচই লাভ হয় না। লোকমুক্তিদা এই তুলসীকে পিতৃগণেরও সর্ব্বদেবগণের, বিশেষতঃ ত্রৈলোক্যনাথ বিষ্ণুর, পরম প্রীতিদা জানিবে। যেস্থানে তুলসীবৃক্ষ থাকে, সেস্থানে সকল তীর্থের সহিত ভাগীরথী দেবী স্বয়ং থাকেন জানিবে। যে ব্যক্তি সেই স্থানে দেহত্যাগ করে, তাহার গঙ্গাতেই দেহত্যাগ করা সিদ্ধ হয়। ধাত্রীবৃক্ষের সহিত তুলসীবৃক্ষ যে ক্ষেত্রে অবস্থান করে, সেই ক্ষেত্র ততোধিক পবিত্র ক্ষেত্র; সেস্থানে দেহত্যাগ করিলে পরম মোক্ষই লাভ হয়; ঐ বৃক্ষদ্বয়ের সন্নিহিত বিল্ব থাকিলে সে সাক্ষাৎ বারাণসীতুল্য; সেই ক্ষেত্রে শম্ভুর পূজা কি ভবানীর পূজা অথবা বিষ্ণুর পূজা বহুতর পুণ্যদান এবং মহাপাতক বিনাশ করে; সেই পবিত্রদেশে বদ্ধাসন হইয়া একমাত্র বিল্বপত্র মহেশানকে প্রদান করিলেও সাক্ষাৎ শিবরূপী হইয়া শিবলোকে বিহরমান হয়; এবং তুলসী আর আমলকী দর্শন দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলে বিষ্ণুর সাযুজ্য পদবীকে প্রাপ্ত হয়। বৃক্ষত্রয়যুক্ত ক্ষেত্রের এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় প্রভাব যে, সেই ক্ষেত্রে শিব-

পূজাকারী কি বিষ্ণুপূজাকারী জনকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। হে মুনিবর! এই তোমার নিকটে তুলসীর এবং বিল্ববৃক্ষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম; এই অধ্যায় যে ব্যক্তি শ্রবণ করে, সেও স্বর্গভাগী হয়।

এই মহাভাগবতে মহাপুরাণে ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত

——00——

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

বেদব্যাস জৈমিনিকে বলিলেন, বৎস! শ্রবণ কর দেবদেব মহাদেব বিধিনন্দন নারদকে সুপাত্র দেখিয়া পরম-গুহ্য বৃত্তান্ত সকল বলিতে লাগিলেন। সহাস্য বদনে পুনর্ব্বার বলিলেন, বৎস নারদ! অতিশয় পবিত্র আখ্যান পরমগুহ্য রুদ্রাক্ষমাহাত্ম্য বলিতেছি শ্রবণ কর। রুদ্রাক্ষ ফল অঙ্গে ধারণ করিলে শতজন্মার্জ্জিত পাপসঙ্ঘ বিনাশ করে। গুরুদেবকে এবং দেবমূর্ত্তিকে দর্পহেতুক অথবা অনবধানতা হেতুক প্রণাম না করিলে, ঘোরতর পাপ-পুঞ্জের সঞ্চয় হয়, সে প্রকার পাপ জন্মজন্মান্তরে বারম্বার করিলেও শিবঃস্থাপন ও রুদ্রাক্ষধারণে বিনষ্ট করে। জন্ম-জন্মান্তরে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিলে ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলে এবং মদিরা পান করিলে যে পাপরাশি সমুদ্ভূত হয়, কণ্ঠদেশে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সেই সকল পাপের বিনাশ হয়।

পরদ্রব্যের অপহরণে অথবা পরের হিংসাচরণে কি তাড়নে কি অস্পৃশ্য বস্তুর সংস্পর্শনে শত শত জন্মেও যে পাপরাশি সমুদ্ভূত হয়, বাহুতে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সেই সকল পাপের বিনাশ হয়; অসৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিলে যে পাপসঞ্চয় হয়, শ্রুতিমূলে ধারণ করিলে সেই পাপের বিনাশ হয়; পরস্ত্রীগমনবৈধর্ম্মোর আচরণের জন্য যে পাপ সঞ্চয় হয়, যে কোন স্থানে রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সে পাপের বিনাশ হয়। রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তিকে যে ব্যক্তি প্রণাম করে, সে শতপাপকারী হইলেও, সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। রুদ্রাক্ষধারী ব্যক্তি ধরাতলে মহারুদ্রের ন্যায় বিহার করেন; ধরণীমধ্যে কোন স্থানেই তিনি ভয়গ্রস্থ হন না। রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দৈবকর্ম্ম কিম্বা পিতৃকর্ম্ম করেন তিনি সে কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হন না, সে কর্ম্ম সকল বৃথাই অনুষ্ঠিত হয় জানিবে। রুদ্রাক্ষ-মালিকা দ্বারা যিনি মহেশের মন্ত্র জপ করেন, তিনি মহেশের প্রসন্নতাফলে অন্তে স্বর্গোত্তম শিবলোকে গমন করেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচই রুদ্রাক্ষরহিত হইয়া কাশী প্রভৃতি পরম পবিত্র ক্ষেত্রেও কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না।

একমুখ রুদ্রাক্ষ যাহার গৃহমধ্যে অবস্থিত হয়, তাহার গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা হইয়া বাস করেন; সেই গৃহপতির দুর্ভাগ্য অথবা অপমৃত্যু কদাচই হয় না। যে ব্যক্তি সেই এক-বক্ত্র রুদ্রাক্ষ কণ্ঠদেশে ধারণ করেন, অথবা ভুজমধ্যে ধারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে দেবতার সুদুর্লভ যে শম্ভু, তিনি প্রসন্ন হইয়া সঙ্কট সময়ে তাঁহার সুলভ ধন হন। রুদ্রাক্ষ-

ধারী জন যে যে কর্ম্ম করিবেন, সকলই মহাফলজনক হয় জানিবে। রুদ্রাক্ষধারণ করিয়া যে কোন স্থানে দেহত্যাগ করিলেও স্বর্গ লাভ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। সরিদ্বরা গঙ্গাতে স্নান, দান, ধ্যান, পূজা কিম্বা দেহত্যাগ, এই সকল কার্য্য দ্বারা যাদৃশ পুণ্যফল সমুৎপন্ন হয়, রুদ্রাক্ষধারণপূর্ব্বক সেই সকল কার্য্যে তাহার দ্বিগুণ ফল হয়; বারাণসীতে অনন্ত ফল হয়।

বৎস নারদ! রুদ্রাক্ষের মাহাত্ম্য অতি পবিত্র, মহাপাতকনাশক, তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিলাম। যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সেও দেবদুর্লভ শম্ভুর পদবী প্রাপ্ত হয়। চতুর্দ্দশী-দিবসে উপবাসব্রতী হইয়া বিল্ববৃক্ষমূলে যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি শতজন্মার্জ্জিত মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হন।

গঙ্গাতে কি কুরুক্ষেত্রে, অথবা কাশীতে কি সেতুবন্ধে কি গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, এই সকল মহাতীর্থে অথবা শিবরাত্রি চতুর্দ্দশীতে শিবলিঙ্গনিকটে এই মাহাত্ম্য পাঠ করিলে কিম্বা ইহার ফলিতার্থ স্মরণ করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া রুদ্রধাম প্রাপ্ত হয়।

ইতি মহাপুরাণে মহাভাগবতে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়।

—00—

বেদব্যাস জৈমিনীকে বলিলেন, হে মুনিসত্তম! মহর্ষি নারদ গদগদচেতা হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দয়াময়! এক্ষণে শিবপূজার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তন করুন। নারদের বাক্য শুনিয়া দেবদেব বলিলেন, বৎস! তোমার প্রশ্নের দ্বারা সম্পূর্ণ সাধুভাব প্রকাশমান হইতেছে, যে হেতুক জীবসাধারণের উপকারার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছ; বিশেষতঃ আগমিষ্যৎ কলিযুগ অতিশয় পাপময়, সে যুগে মনুষ্য সকল প্রায় ধর্ম্মবর্জিত হইবে; সর্ব্বদা পাপাচারেই রত হইবে; সত্যবাক্যবর্জিত এবং স্বল্পকালজীবী হইবে; পরদারে আসক্তচিত্ত ও পরহিংসাপরায়ণ হইবে; পরনিন্দারত ও পরধনাপহারী হইবে; এবং গুরুভক্তিবিহীন, গুরুনিন্দারত, স্বস্বজাতীয়কর্ম্মবিহীন ও ধনলোভগ্রস্ত প্রায় সকল লোকেই হইবে; দ্বিজগণ দেববিহীন, তপস্যাবিহীন, যোগাভ্যাসবিবর্জিত হইয়া শূদ্রের সদৃশ আচারে তৎপর হইবেন, অধিকাংশ লোকেই উদরপরায়ণ অর্থাৎ যথেচ্ছাভোজী, শিস্নপরায়ণ অর্থাৎ কামিনীবিষয়ে গম্যাগম্যবিচারপরাঙ্মুখ হইবে। কলিকালসম্ভূতস্ত্রীজাতি প্রায়ই পতিভক্তিবিবর্জিতা-ব্যভিচারদোষদূষিতা ও শ্বশ্রুর হিংসাকারিণী হইবে; বসুমতী অল্পশস্যা হইবে; মনুষ্যগণ একান্ত অন্নগতজীবন হইবে; রাজগণ ম্লেচ্ছাচারী এবং করগ্রহণে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হইবেন; সুশীল জনগণের হানি হইবে, দুঃশী[illegible]ক্তিদের

উন্নতি হইবে। বৎস! এবম্ভূত ঘোরতরপাপময় কলিকালে জীবগণের অল্পায়াসেই উদ্ধার কারণ কেবল শিবপূজন। হে মুনিসত্তম! শিবশক্তিপরিমিলিত পার্থিব লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া যে ব্যক্তি পূজা করেন, কলি তাহাকেই কেবল বাধিত করিতে পারে না; শম্ভুর আরাধনা ব্যতিরেকে কলিকালে স্বল্পায়াসে মুক্তিলাভ করিবার অন্য উপায় নাই। শম্ভুর আরাধনে নিবিষ্টচেতা হইলেই কলিকালের হস্ত হইতে নিস্তীর্ণ হয়, তদনন্তর অন্য যে দেবতার উপাসনা করিবে তাহা সফল হইতে পারিবে। বৎস নারদ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, শিবপূজনের উপহার অতি সামান্য, কিন্তু পুণ্যফল বিপুল; অতএব বলি, শম্ভুর আরাধনের সমান কর্ম্ম কলিকালে আর নাই।

শাক্তো বা বৈষ্ণবঃ সৌরঃ পূর্ব্বং সংপূজ্য শঙ্করং।
পশ্চাৎ প্রপূজয়েৎ স্বেষ্টদেবতাং ভক্তিভাবতঃ॥
ব্যতিক্রমস্তু যোদর্পাৎ মোহাদ্বাপি সমাচরেৎ।
সোঽধঃপততি পাপাত্মা তস্যার্চ্চা নিস্ফলা ভবেৎ॥

অর্থ। শক্তির উপাসক, বিষ্ণুর বা সূর্য্যের উপাসক অর্থাৎ যে কোন দেবদেবীর উপাসক হউক, সর্ব্বাগ্রে শঙ্করের পূজা করিয়া পশ্চাৎ ইষ্টদেবতার পূজা করিবে! ভক্তিভাবে এইরূপ না করিয়া মোহ বশতঃ কিম্বা অহঙ্কার বশতঃ যে ব্যক্তি ব্যতিক্রম করিবে, সে পাপাত্মার অধঃপতন হইবে এবং সেই পূজা সমস্তই নিস্ফল হইবে।

যে জন অহরহঃ সর্ব্বলোকমহেশ্বর মহাদেবকে ধ্যান করেন, তিনি শিবরূপী হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হন; তাঁহাকে

গর্ব্ভযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হয় না। ধ্যানে আসক্ত হইয়া সদ্‌ভক্তি দ্বারা যদি পূজাও করে, তাহাতেও সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া শিবলোকে বাস করে। যে মানবশ্রেষ্ঠ মহেশানকে পাদ্যদানমাত্র করে, সেও নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোকে বিহরমান হয়। পাদ্যঅর্ঘ প্রভৃতি যাবদীয় উপহার মহেশ্বরকে প্রদান করিবে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ অংশ মস্তকোপরি প্রদান করিবে, কিন্তু হে মুনিসত্তম! সেই মস্তকোপরি দত্ত বস্তুকে কদাচই প্রসাদরূপে ভক্ষণ করিবে না। তদ্ভিন্ন আর সমস্ত শিবপ্রসাদের কণিকামাত্রও যদি কোন মর্ত্ত্য ভক্ষণ করে, তাহাতে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ শঙ্করত্ব লাভ করে। হে মুনিসত্তম! তোমায় সারোদ্ধার বলিতেছি; ভক্তিপূর্ব্বক কিম্বা ভক্তিশূন্য হইয়া যে কোন প্রকারে শিবপূজা করিলে তাহাকে যমের দণ্ডনীয় হইতে হয় না। ভক্তিসংযত হইয়া শিবপূজা করিলে আরোগ্য, অশেষ বিশেষ সুখ সম্ভোগ, সন্তান বৃদ্ধি, এইসকল লাভ করে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে দেবতুল্য সম্মানিত হইয়া জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি প্রবল ভক্তিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া শিবলিঙ্গসন্নিধানে নৃত্য করে, সে ব্যক্তি দেহাবসানে শিবলোকে বাস করিয়া শিবানন্দ সম্ভোগ করে। যে মনুষ্য গান বাদ্য করেন, তিনি প্রমথগণের অধিপতি হইয়া নন্দীর ন্যায় নিত্যানন্দভোগী হন। শিবপূজাতে ভক্তিতৎপর ব্যক্তি যে দেশে বাস করেন, সে দেশ নীচদেশ হইলেও পবিত্রাতিশয় হয় জানিবে। বিল্ববৃক্ষমূলে যে ব্যক্তি শিবপূজা করেন, তিনি অশ্বমেধসহস্রের ফল প্রাপ্ত হন। গঙ্গা[illegible]প্রবাহ

হইতে চতুর্হস্ত ভূমি অতিশয় পবিত্র, সেই ভূমি ভাগের অধিপতি নারায়ণ, অতএব তাহাকে নারায়ণ ক্ষেত্র বলে; সেই নারায়ণক্ষেত্রমধ্যে বিল্বপত্র দ্বারা যে ব্যক্তি শিব-পূজা করেন, তিনি শতপাপকারী হইলেও সকল পাপে হইতে বিমুক্ত হইয়া কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হন। বারাণসীতে বিল্ব-পত্রাদি দ্বারা শিবপূজা করিলে মহেশ আগ্রহ পূর্ব্বক তাহাকে ভক্তিভাজন করেন; যে সকল পুণ্যক্ষেত্র আছে তন্মধ্যে শিবপূজা করিলেও অন্যস্থান অপেক্ষা সহস্রসহস্র-গুণ ফলাধিক্য; হিমগিরির দক্ষিণভাগে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে শিবপূজার সমান কার্য্য আর কিছুই নাই। শিবপূজা দ্বারা মহাপাপ বিনাশ করে; অপরিসীম পুণ্যপুঞ্জের উদয় হয়; সমস্ত আপদ্ নিবারণ করে। হে মহামুনে! অনেক অনেক শাস্ত্র মধ্যে অনেক অনেক পুণ্যজনক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সেই সকলের অপেক্ষায় শিবপূজা শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম জানিবে। শিবনামের সংকীর্ত্তন এবং দুর্গানামসম্পৃক্ত করিয়া শিবনাম সংকীর্ত্তন, রামনাম সংকীর্ত্তন, রামগুণানু-বাদ সংকীর্ত্তন, তীর্থ পরিভ্রমণ, এই সকলকে পরম ধর্ম্মরূপে জানিবে; কলিকালোদ্ভূত কলুষ রোগে এইসকল পরমৌষধি। শিবনাম স্মরণ করিয়া বেদাদিশাস্ত্রবিহিত যে কোনও কার্য্য বিধান করিবে, সে সকলই অক্ষয়ফলজনক হইবে।

শিবেতি বিশ্বনাথেতি বিশ্বেশেতি হরেতিচ।
গৌরীপতে প্রসীদেতি যোনরো ভাষতে সকৃৎ॥
তস্য সংরক্ষণার্থায় পৃষ্ঠতঃ প্রমথৈঃসহ
শূলমাদায় বেগেন স্বয়ং ধাবতি ধাবতি॥

শিব হে বিশ্বনাথ হে বিশ্বেশ, হে গৌরীপতে, প্রসন্ন হও, এই কথা একবার বলিয়া যে ব্যক্তি গমনারম্ভ করে, স্বয়ং শিব শূল হস্তে করিয়া প্রমথগণের সহিত তাহার রক্ষণার্থে পশ্চাৎ গমন করেন।

শিব নাম স্মরণ করিয়া যে কোন স্থানে দেহত্যাগ করিলে শতসহস্রপাপকারী ব্যক্তিও শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হয়। যে কোন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া শিব নাম স্মরণ করিলে সেই স্থানেই সকল তীর্থের অধিষ্ঠান হয়। হে মুনিসত্তম নারদ! তোমার অভিলষিত কথা সকল এবং অন্যান্য পুণ্য বৃত্তান্ত সকল যে সকলের শ্রবণমাত্রেই মহাপাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্ব বিষয়ের মঙ্গল অগ্রসর হয়, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, অথবা পাঠ করেন, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হন।

বেদব্যাস বলিতেছেন বৎস জৈমিনে! মহামুনি নারদ কর্তৃক পৃষ্ট হইয়া এই সকল মহাপুণ্যজনক পরম শোভন বাক্য মহাদেব বলিয়াছিলেন; যে মর্ত্ত্য ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে ইহলোকে মনোরম ভোগ্য সকল উপভোগ করিয়া অন্তকালে অত্যন্ত সুখময় পরম সুরলোক প্রাপ্ত হয়। মুনিশ্রেষ্ঠ মহামতি নারদকে ধারণক্ষম প্রশান্তচেতা দেখিয়া শূলপাণি স্বকীয় হৃদ্গত কথা সকল বলিয়াছিলেন; অতএব বৎস! ইহা অত্যন্তই গোপনীয়; [illegible] সন্নিধানে কদাচই বক্তব্য নহে। [illegible] অবস্থান করে, [illegible] তাহাকে [illegible] না। [illegible] যে ব্যক্তি [illegible]

শ্রবণ করান তাঁহার পাপ সকল তৎক্ষণমাত্রেই বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি এই পুরাণের আদ্যোপান্ত সমস্ত ভক্তি যুক্ত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি একবার শ্রবণমাত্রেই শত শত জন্মান্তরে উপার্জ্জিত পাপ পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষধাম প্রাপ্ত হন।

ইতি মহাপুরাণে মহাভাগবতে অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায় সমাপ্ত।

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

সম্পূর্ণ।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত আনরবাটী নিবাসী

শ্রীরামতারক রায় ও

জেলা হুগলীর অন্তঃগত [illegible] রাধানগর নিবাসী

শ্রীরসিকচন্দ্র [illegible] কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সংশোধন।

প্রথম খণ্ডে ৯৭ পৃষ্ঠা ১০ম পংক্তিতে কম্পোজের ভুল আছে যেরূপ পাঠ করিতে হইবে, নিম্নে লিখিতেছি

লাগিলেন হে ভ্রাতৃগণ! আমরা ত তাঁহার দ্বেষ্টা নই